মহাভারত

শল্যপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

পরাজিত দুর্য্যোধনানুষ্ঠেয়বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে ব্রহ্মন্! এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বপুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ[১] হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধন[২]-দর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া বারংবার বিলাপ[৩] ও পরিতাপ[৪] করিয়া হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভূমিপতিগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরন্তর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কর্ণের নিধন-চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি দৈব[৫] ও ভবিতব্য[৬]কেই বলবান্ বিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের সুরাসুর-সংগ্রাম-সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য ভয়ঙ্কর সমরকার্য্য সমাধান ও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিয়া পরিশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন বন্ধু-বান্ধবের নিধন-দর্শনে শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হ্রদ[১]-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ দিন অপরাহ্নসময়ে মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্বানপূর্ব্বক হ্রদ হইতে উত্থাপিত ও বলপ্রকাশপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় তিন জন মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে মহামতি সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন করিয়া শোকাকুলিত-চিত্তে দুঃখিতমনে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুর-প্রবেশপূর্ব্বক বাহুযুগল উদ্যত করিয়া দীনভাবে কম্পিতকলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ করিয়া 'হা মহারাজ! হা মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের কি বিষম গতি! হায়! আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দেবরাজতুল্য মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন' এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পুরমধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকেই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্নমনে 'হা মহারাজ! হা মহারাজ!' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে

১। তৃপ্তির শেষ—আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি। ২। মৃত্যু। ৩। ক্রন্দন। ৪। খেদ। ৫। অদৃষ্ট—ভাগ্য। ৬। অবশ্য সঙ্ঘটনীয় বিধিনির্ব্বন্ধ।

১। স্বভাবজাত স্রোতোহীন সুগভীর জলাশয়।

ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত, নষ্টচিত্ত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়ের সমর-সংবাদ

হে মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল[১] হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু[২] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ, হিতানুষ্ঠাননিরত[৩] জ্ঞাতি-সমুদয় ও পুত্রবধূগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং কর্ণের বধানুধ্যানে[৪] নিতান্ত বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুল-লোচনে[৫] অনতিহৃষ্টমনে[৬] গদ্গদবচনে[৭] বৃদ্ধ ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। মদ্ররাজ শল্য, সুবলনন্দন শকুনি, উলূক ও কৈতব্য, ইঁহারা সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় যবন, প্রাচ্য[৮], দাক্ষিণাত্য[৯], উদীচ্য[১০] ও প্রতীচ্য[১১] গণ নিহত হইয়াছে। সমুদয় রাজা ও রাজ-পুত্রগণ শমনসদনে[১২] আথিত্য[১৩] স্বীকার[১৪] করিয়াছেন[১৫]। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা দুর্য্যোধনের বধসাধন করিয়াছেন। কুরুরাজ এক্ষণে ভগ্নোরু[১৬] ও শোণিতরাগরঞ্জিত[১৭] হইয়া ধুলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও নিতান্ত দুর্জ্জয় শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ নিহত হইয়াছেন। আপনার পুত্রেরা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কর্ণাত্মজ বৃষসেন শমনসদনে গমন করিয়াছেন, উভয়পক্ষীয় প্রায় সমুদয় বীর এবং যাবতীয় হস্তী, রথী ও অশ্ব-সকল সমরে নিহত ও নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের শিবিরমধ্যে অতি অল্পমাত্র বীর অবশিষ্ট আছে। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডব-গণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোকমাত্রাবশিষ্ট হইল। এক্ষণে আপনাদের উভয়পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরবপক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কাল দুর্য্যোধনকে উপলক্ষ করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া এই সমুদয় জগৎ বিনষ্ট করিলেন।"

পুরনারীসহ ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বিলাপ

হে মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যশস্বী বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব-মহিলাগণ সেই কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সমগ্র রাজমণ্ডল চিত্রার্পিতের[১] ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই 'হা হতোঽস্মি!' বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবিনাশদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীনমনে কম্পিত-কলেবরে চতুর্দ্দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন, "হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ। এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সুশীতল-সলিল-সেচন ও তালবৃন্ত[২]-সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহুবিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব[৩] অবলম্বনপূর্ব্বক কুম্ভ[৪] মধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য নারীগণ মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহুর্ম্মুহুঃ মোহে অভিভূত হইয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিদুর! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,

---

১। বিচলিত—জ্ঞানহারা। ২। জ্ঞাননেত্র। ৩। সতত হিতকার্য্যে রত। ৪। মৃত্যুচিন্তায়। ৫। শোকজনিত অশ্রুব্যাপ্ত নেত্রে। ৬। নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে। ৭। স্খলিত বাক্যে। ৮—১১। পূর্ব্ব-দক্ষিণ-উত্তর-পশ্চিমদেশীয় বীর। ১২—১৫। যমালয়ে নীত হইয়াছেন—মরিয়াছেন। ১৬। ভগ্ন-উরু। ১৭। শোণিতে লোহিতবর্ণময় দেহ।

১। পটে চিত্রিত অচেতন পুত্তলিকার। ২। ব্যজন—তাল পাতার পাখা। ৩। মৌন—নির্ব্বাক্ ভাব। ৪। কলসী।

অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য রমণী এবং বন্ধুবান্ধবগণ এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন।" তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজার আদেশানুসারে সেই সকল মহিলাদিগকে গমনে আদেশ করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব-সমুদয় মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরে তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সঞ্জয় দীননয়নে লব্ধসংজ্ঞ নৃপতিকে শোকাবেগে অনর্গল[1] অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে মধুরবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের শোকোচ্ছ্বাস

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহুযুগল বিধূনন[2] করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে সূত! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাঙ্গনে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র-নির্ম্মিত; নতুবা পুত্রগণের নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সঞ্জয়! আজ পুত্রগণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধ প্রযুক্ত তাহাদের রূপসন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্য-স্নেহ নিতান্ত বলবান ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনানন্তর প্রৌঢ়াবস্থায়[3] অধিরূঢ়[4] হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই শান্তিলাভ হইতেছে না।"

"হা পুত্র দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, একবার আমাকে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দশা ঘটিবে? হে বৎস! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত প্রাকৃত[1] ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ? তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের অনন্য[2] অবলম্বন ছিলে, এক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? হে রাজেন্দ্র! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সম্মান কোথায় গেল? তুমি ত সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডবগণ কিরূপে তোমাকে নিহত করিল? হে বৎস! আমি যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিলে কে আর 'হে তাত! হে মহারাজ! হে লোকনাথ!' বলিয়া বারংবার সম্বোধনপূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে? হে বৎস! এক্ষণে একবার সেই মধুরবাক্য প্রয়োগ কর। আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই সমুদয় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমারও অধিকার আছে। তুমি বলিয়াছিলে—ভগদত্ত, অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং শক, যবন ও ম্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত বীরগণমধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব।' তুমি বলিয়াছিলে,—'আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডবপক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত ও পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে[3] প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন বাসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না; অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয়[4] বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন; আর মহাবীর কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবে। তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন।'

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করাতে আমি বোধ

১। অবিরাম। ২। কম্পিত। ৩-৪। প্রায় ৫৫ বৎসরে উপনীত।

১। জড়মতি। ২। একমাত্র। ৩। শত্রুতা করিতে। ৪। আমাদের পক্ষাশ্রিত।

করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে। এক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে[১] অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শৃগাল-হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধ-বিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবলপরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ, ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গ-তনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, নানাদেশ-সমাগত সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহেন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ ইহারা সকলেই কাল-কবলে[২] নিপতিত হইয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে? মানবগণ নিশ্চয়ই ভাগ্যসহযোগে[৩] জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যাহার সৌভাগ্য সঞ্চিত থাকে, সে শুভফল প্রাপ্ত হয়। আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্রবিহীন হইলাম। হায়! আমি কিরূপে অরাতির[৪] বশবর্ত্তী হইয়া কালযাপন করিব? এক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এরূপ সহায়হীন ও বন্ধু বান্ধববিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত বীরবণ নিহত হইল। ভীমসেন একাকীই আমার একশত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মশ্লাঘা[৫] করিলে আমি কিরূপে তাহার সে কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব? আমি দুঃখশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পরুষ[৬] বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না।"

শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমরবৃত্তান্ত-শ্রবণেচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে পুত্রশোকাভিভূত[৭] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাভব-স্মরণে[১] বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহাকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিল? তাহারা যাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচির-কাল[২] মধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমাকে কহিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজাক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশ-প্রভাবে[৩] উহার সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই; কিন্তু ঐ মহামনা যাহা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সত্যই হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমার দুর্দ্দৈব নিবন্ধন[৪] যে দুর্নীতি[৫] উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমনে[৬] প্রবৃত্ত হইল? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত[৭] হইলে কোন্ কোন ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণচক্র,[৮] বামচক্র[৯] ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? মহাবলপরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধন তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন? অনুচরবর্গ-সমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ইহারাই বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল? আর পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ইঁহারাই বা কি প্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি সমরবৃত্তান্ত-বর্ণনে সুনিপুণ, এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।"

তৃতীয় অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডবের পুনঃ সমর—কৌরব পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডব-গণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপে জনক্ষয়

১। বীরদলমধ্যে। ২। যমের মুখে। ৩। ভাগ্যের সহিত। ৪। শত্রুর। ৫। নিজের বীরত্ব প্রকাশ। ৬। নিষ্ঠুর। ৭। পুত্র-শোকে একান্ত কাতর।

১। পরাজয় চিন্তায়। ২। অতি শীঘ্র। ৩। প্রবল মোহাচ্ছন্নতায়। ৪। দুর্ভাগ্যবশতঃ। ৫। দুষ্টাচরণ জন্য অবস্থা। ৬। অভিমুখগমনে। ৭। যুদ্ধে উদ্যত। ৮-৯। সৈন্যশ্রেণী দ্বারা সজ্জিত দক্ষিণ ও বামভাগ।

হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্য সমুদয় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়িত ও পুনঃপুনঃ সমানীত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলতঃ কর্ণের নিধনানন্তর[২] কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্যসন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, অগাধ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা[৩]-লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদ্‌সাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র[৪] উরগের ন্যায় ও সিংহার্দ্দিত[৫] মৃগযূথের[৬] ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন ও শস্ত্রসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাঁহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে, কোন্‌ দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশদিক্‌ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ 'অর্জ্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে' এবং কেহ কেহ বা 'বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে' এইরূপ বোধ করিয়া ম্লানমুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে[৭] এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীতমনে পদাতিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুঞ্জর দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী[৮] নিহত ও অশ্বসমূহ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এইরূপে তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যাল[৯]-তস্কর[১০] সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন[১১] বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতকগুলি নাগ[১২] আরোহিবিহীন ও কতকগুলি ছিন্নতুণ্ড[১৩] হইয়া ভীতচিত্তে চতুর্দ্দিকে অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

১। মিলিত। ২। বধের পর। ৩। আশ্রয়। ৪। শিথিল দন্ত—বিষদাঁতভাঙা। ৫। সিংহপীড়িত। ৬। হরিণদলের। ৭। গজে। ৮। অশ্বারোহী। ৯—১০। সর্প ও চোর। ১১। দলশূন্য—দলভ্রষ্ট। ১২। হস্তী। ১৩। শুঁড় ছিন্ন হইয়াছে এইরূপ।

সঙ্কুল যুদ্ধ—দুর্য্যোধনের পরাজয়

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়নপরায়ণ[১] অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! আমি ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করিতেছি। সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমাকে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্বসঞ্চালন কর। আজ আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব।' সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই শূরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত অশ্বগণকে মন্দ[২] মন্দ[৩] সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মৃদুভাবে[৪] ধাবমান হইল। মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ-বল[৫]-সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন; তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাহস্তে সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ডসদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত বিপুল গদা দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া, বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূতসমুদয় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ, কখন বা গদা গ্রহণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিয়া দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

১। পলায়নে তৎপর। ২—৩। ধীরে ধীরে। ৪। আস্তে আস্তে। ৫। অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি।

মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রথিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধনবাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত[1] শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব-শরাসন ধারণপূর্ব্বক রথসৈন্য[2] মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন রথাশ্বশূন্য শরনিকর-নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ তদ্দর্শনে ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ-হয়সংযোজিত[3] রথারোহণে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি-সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত[4] গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণক্রমে[5] অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া, বৃষগণ যেমন বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজোরাশি[6] উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না; সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাচ্ছন্ন হইলে কৌরবসৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

মরিয়া হইয়া দুর্য্যোধনের যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইলে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া, দানবরাজ বলি যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণও সমবেত হইয়া ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্রপরিত্যাগ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা[1] করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বর সেই শত্রুগণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থ স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষতবিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন[2] ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা লোকালয় বা পর্ব্বতমধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কলেবর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাঙ্গনে[3] অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। তোমরা সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব সেরূপে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক[4] মৃত্যুই অতীব সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত সুখসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট দুরাত্মা ভীমসেনের বশবর্ত্তী হওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু কুলাচরিত[5] ধর্ম্ম[6] পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপকর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গগমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহুদিনে যে সমুদয় দুর্লভ লোক লাভ করে,

১। শাণিত। ২। রথারোহী সৈনিক। ৩। পায়রার তুল্যবর্ণ অশ্বযোজিত। ৪। ক্ষিপ্রহস্ত—দ্রুতবাণনিক্ষেপ-নিপুণ। ৫। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে। ৬। ধূলিজাল।

১। তিরস্কার। ২। স্থিরভাবে রক্ষণ। ৩। রণভূমিতে। ৪। যুদ্ধ করিতে করিতে। ৫—৬। ক্ষত্রিয় জনের অনুষ্ঠেয় যুদ্ধ।

যোধগণ অনায়াসে অতি অল্পক্ষণে তৎসমুদয় লাভ করিতে পারে।'

হে মহারাজ! মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয়-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিক্রম-প্রকাশে অভিনিবেশপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন উভয়পক্ষে দেবাসুর-সংগ্রাম-সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্য্যোধনসমীপে কৃপাচার্য্যের সন্ধিপ্রস্তাব

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় সচ্চরিত্র কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের[১] ক্রীড়াভূমি[২] সংগ্রামস্থলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে রথ ও রথনীড়[৩]-সমুদয় নিপতিত রহিয়াছে, কোন স্থানে হস্তী ও পদাতি সকল নিহত হইয়াছে এবং কোন স্থলে লোকান্তরিত[৪] ভূপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞান[৫]-সকল শোভা পাইতেছে। রাজা দুর্য্যোধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; সৈন্যগণ পার্থের বিক্রম-দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ[৬] ও একান্ত দুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান[৭] বল-সমুদয় আর্ত্তস্বরে[৮] চীৎকার করিতেছে। মহাত্মা কৃপাচার্য্য কৌরব-সৈন্যের সেইরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক যদি অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্রীয়[৯], মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরমধর্ম্ম ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে যার পর নাই অধর্ম্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়গণের জীবিতার্থে[১০] পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে যে কিছু হিতকথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে আমরা আর কি করিব? আমরা যে সমস্ত বীরের হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্‌গণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই ঐ সমুদয় ভূপতির নিধনের[১] হেতু। এক্ষণে আমরা সেই সমস্ত গুণবান্ মহারথের বিরহে অতি দীনভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। বাসুদেব অর্জ্জুনের চক্ষুঃস্বরূপ, সুতরাং দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তাহার শক্রচাপ[২] ও বজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ উন্নত বানর-ধ্বজ অবলোকন করিয়া আমাদিগের বল[৩]-সমুদয় বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীব-নির্ঘোষ এবং ভীমসেনের ভীষণ সিংহনাদে আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইবে। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন বারংবার কম্পিত হইয়া অলাতচক্রের[৪] ন্যায় শোভাধারণ করিতেছে এবং জলধর[৫]মধ্যস্থিত চপলার[৬] ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশিকাশসমপ্রভ[৭] তুরঙ্গম[৮]গণ বায়ু-সঞ্চালিত জলধরপটলের[৯] ন্যায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া উহাকে বহনপূর্ব্বক আকাশকে পান[১০] করিয়াই যেন মহা-বেগে গমন করিতেছে। হুতাশন যেমন অরণ্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরানলে আমাদের সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ মহেন্দ্র-সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর দংষ্ট্রা[১১]চতুষ্টয়পরিশোভিত দ্বিপেন্দ্রের[১২] ন্যায় আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত ও মহীপালগণকে বিত্রস্ত করিয়া কমলবন-প্রমাথী[১৩] মাতঙ্গের[১৪] ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার

১—২। সংহারলীলার ক্ষেত্র। ৩। রথীর অবস্থান আসন। ৪। পরলোকপ্রাপ্ত—মৃত। ৫। পরিচায়ক বেশভূষা বা অস্ত্রশস্ত্রাদি। ৬। চিন্তাযুক্ত। ৭। মথিত-মর্দ্দিত। ৮। কাতর রবে। ৯। ভাগিনেয়। ১০। নিজের প্রাণরক্ষার জন্য।

১। বিনাশের। ২। ইন্দ্রের ব্যবহৃত ধনুক। ৩। সৈন্য। ৪। কুমারের চাকার। ৫। মেঘ। ৬। বিদ্যুতের। ৭। চন্দ্র ও কাশকুসুম তুল্য শ্বেত—কেশের ফুলই খুব সাদা। ৮। অশ্ব। ৯। মেঘমালার। ১০। চুম্বন। ১১। দন্ত। ১২। হস্তিরাজের। ১৩। পদ্মবন-মর্দ্দনকারী। ১৪। হস্তীর।

গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমাদিগের বল-সমুদয় সিংহগর্জ্জন-ভীত মৃগযূথের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত[১] হইতেছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য[২] বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন। অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছে। তোমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত শারদীয়[৩] জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে মহার্ণব[৪] মধ্যে বায়ু-বিধূনিত[৫] নৌকার ন্যায় নিরন্তর কম্পিত করিয়াছে। হে মহারাজ! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাণগোচরে[৬] নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার সূতপুত্র, অনুচরবর্গ-সমবেত দ্রোণ, শারদ্বতাত্মজ এবং ভ্রাতৃপরিবৃত দুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে? মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছে। এক্ষণে আর আমি কি করিব? অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট বিবিধ দিব্য অস্ত্র বিদ্যমান আছে। তাহার গাণ্ডীব-নির্ঘোষে আমাদিগের বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনীকিনী[৭] নিশানাথবিরহিত[৮] নিশীথিনীর[৯] ন্যায় হৃতপ্রভ ও ভগ্নপাদপা[১০] শুষ্কতোয়া[১১] তটিনীর[১২] ন্যায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হুতাশন[১৩] যেমন তৃণরাশির মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদের এই সেনাপতিশূন্য সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেনের ভীষণ বেগ পর্ব্বত বিদারণ ও সমুদ্র শোষণ করিতে পারে। মহাবীর বৃকোদর সভামধ্যে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদয় প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরাৎ সফল করিবে। আর দেখ, ইতিপূর্ব্বে মহাবীর সূতপুত্র সম্মুখে অবস্থান করিলেও ধনঞ্জয় নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্য-সমুদয় অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে দুর্য্যোধন! যাহা সাধুলোকের অবশ্য পরিহার্য্য, তোমরা আকরণে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্মকার্য্য সংসাধনার্থ যত্নসহকারে এই সমুদয় লোক আহরণ[১] করিয়া এক্ষণে ইহাদের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ; অতএব তুমি আত্মরক্ষায় যত্ন কর। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে কেহই আর বশীভূত থাকিবে না। হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ নীতিবিধান করিয়াছেন যে, লোক শত্রু অপেক্ষা হীন বা তাহার সমান হইলে সন্ধি-স্থাপন করিবে, আর শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবিক্রমে ন্যূন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ অবগত নহে এবং যে শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করে, সে অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ মঙ্গললাভ হয় না। এক্ষণে আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মূঢ়তা বশতঃ পাণ্ডবগণের নিকট সমরে পরাভূত হওয়া আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দয়ালু, তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বাসুদেবের বাক্যে তোমাকে অবশ্যই রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, বাসুদেব যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কখনই তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে মহারাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-স্থাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করা কদাপি শ্রেয়স্কর[২] নহে। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এ কথা কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমাকে কহিলাম। আমি যাহা কহিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি না, তাহা তুমি গতাসু[৩] হইয়া স্মরণ করিবে।' হে অম্বিকা-নন্দন! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া

১। ভীত। ২। ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ। ৩। শরৎকালের। ৪। মহাসমুদ্র। ৫। বায়ুচালিত। ৬। বাণমুখে। ৭। সৈন্য। ৮। চন্দ্রবিহীন। ৯। রাত্রির। ১০—১২। তীরস্থ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—জল শুকাইয়া গিয়াছে—এইরূপ নদীর। ১৩। অগ্নি।

১। সংগ্রহ। ২। মঙ্গলজনক। ৩। মৃত—মরণের পর প্রেতদেহে।

দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ধিকার্য্যে দুর্য্যোধনের সযৌক্তিক অনিচ্ছা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আচার্য্য! আপনি অমিতপরাক্রম[১] পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, সে সমস্তই হেতুগর্ভ[২], উৎকৃষ্ট ও হিতকর; কিন্তু মুমূর্ষ[৩] ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার ঐ সকল বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না। দেখুন, যে মহাবল নরপতিকে আমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত[৪] করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, সে কিরূপে আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে? আর মহামতি বাসুদেব যৎকালে পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়া তাহাদিগের দৌত্যকার্য্য[৫] স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত অবিবেকের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তিনি কিরূপে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন? বিশেষতঃ সভাস্থলে দ্রৌপদীর রোদন এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যহরণ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অভিন্নাত্মা এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত, ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহাত্মা বাসুদেব অভিমন্যুর বিনাশবার্ত্তা শ্রবণাবধি নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কিরূপে আমাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন? মহাবীর অর্জ্জুনও অভিমন্যুর বিনাশে নিতান্ত অসুখী হইয়া আছে, প্রার্থনা করিলে কিরূপে সে আমাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবে? মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অতি উগ্রস্বভাব, বিশেষতঃ সে ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; এক্ষণে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিবে না। সন্নদ্ধ-কবচ[১], বদ্ধপরিকর[২], কালান্তক যমোপম, যমজ নকুল ও সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত বৈরাচরণ[৩] করিয়াছে, তাহারা কিরূপে আমাদিগের হিতসাধনে যত্ন করিবে? দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বলোকসমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিয়া ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবগণ অদ্যাপি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কখনই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য স্থণ্ডিলে[৪] শয়ন করিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। কৃষ্ণসহোদরা[৫] সুভদ্রা স্বীয় মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দাসীর ন্যায় নিয়ত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হে প্রভো! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্যুর বিনাশ নিবন্ধন পাণ্ডবপক্ষীয় সকলেরই রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কখনই নির্ব্বাণ হইবে না; সুতরাং সন্ধিস্থাপন কখনই সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সাগরাম্বরা[৬] ধরিত্রী উপভোগ করিয়া এক্ষণে কিরূপে পাণ্ডবগণের অনুগ্রহে[৭] রাজ্যভোগ করিব? পূর্ব্বে আমি দিবাকরের ন্যায় সমস্ত নরপালগণের উপর তেজ প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিব এবং কিরূপেই বা চিরকাল বিবিধ সুখভোগে কাল যাপন ও বিপুল ধন দান করিয়া এক্ষণে দীনজনের সহিত দীনভাবে অবস্থান করিব?

হে আচার্য্য! এক্ষণে আপনি স্নেহ প্রযুক্ত যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া[৮] প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা এক্ষণে সমুচিত নহে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের মস্তকে[৯] অবস্থান করিয়াছি। আমার

১। অতুলনীয় বিক্রমশালী। ২। যুক্তিযুক্ত। ৩। মরণেচ্ছু—মৃতপ্রায়। ৪। বহিষ্কৃত। ৫। দূতের কার্য্য।

১। বর্ম্মধারী। ২। সৈন্য-সামন্তে সজ্জিত—যুদ্ধরত। ৩। শত্রুতা। ৪। ভূতলস্থ তৃণাদি শয্যায়। ৫। কৃষ্ণভগিনী। ৬। সমুদ্রমেখলা—যেন সপ্তসাগররূপ বসনপরিহিতা। ৭। অনুগ্রহদত্ত। ৮। দোষ। ৯। শীর্ষস্থানীয়রূপে।

সমুদয় অভিলষিত দ্রব্যই লাভ হইয়াছে। আমার ভৃত্যবর্গেরা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। আমি দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর, পররাষ্ট্র-পরাজয়, স্বরাজ্য-প্রতিপালন, বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও পিতৃগণের[1] ঋণজাল[2] হইতে আমার মুক্তিলাভ হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীর্ত্তিস্থাপন করাই লোকের কর্ত্তব্য; কিন্তু উহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক অরণ্যে[3] বা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ হইয়া রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণ-মধ্যে দীনভাবে বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক মানবলীলা সংবরণ করেন, তিনি কদাপি পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব আমি এক্ষণে বিবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা দেবলোক লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সমরে অপরাঙ্মুখ, সত্যসন্ধ, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, শস্ত্রাবভৃতপূত[4] আর্য্যবৃত্ত[5] বীরপুরুষগণের স্বর্গে গতিলাভ হইয়া থাকে। অপ্সরোগণ যুদ্ধকালে পরম কুতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করে। পিতৃগণ সংগ্রামনিহত বীরবর্গকে সুরসমাজে পূজিত ও অপ্সরাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সমরে অপরাঙ্মুখ, নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্টগতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে আচার্য্য! উত্তমাস্ত্রবেত্তা অবনীপালগণ[6] আমার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত, শরনিকরে ক্ষত-বিক্ষত ও নিহত হইয়া শোণিতলিপ্তকলেবরে সমর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ সমুদয় মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন করিয়া দেবলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সদ্গতি-লাভার্থী মহাবেগে গমনোদ্যত বীরবর্গে পুনর্ব্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সকল বীরেরা আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগকে কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন ও তাঁহাদের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; রাজ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ হইতেছে না। যদি এক্ষণে আমি বয়স্য[1] ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবিত রক্ষা করি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিলে উহা কিরূপে আমার প্রীতিকর হইবে? দেখুন, আমা হইতে সমুদয় জগতের পরাভব হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমরকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে। রাজ্যলাভে কোনক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না।'

হে মহারাজ অম্বিকানন্দন! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিলে ক্ষত্রিয়গণ 'সাধু সাধু' বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র অনুতাপ উপস্থিত হইল না; প্রত্যুত তাঁহারা বিক্রমপ্রকাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন করিয়া সংগ্রামস্থলের ঈষদূন[2] দ্বিযোজন[3] অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রান্ত-দেশে[4] অরুণবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার জলে অবগাহন[5] ও উহার জল পান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কালপ্রেরিত[6] হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেনাপতিপদে শল্যের নির্ব্বাচন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন

১—২। পুত্রোৎপাদনাদি দ্বারা ঋণ হইতে মুক্তিলাভ। ৩। বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসধর্ম্মে। ৪। যুদ্ধরূপ যজ্ঞের সমাপন জন্য পবিত্র। ৫। শাস্ত্রসম্মত প্রাচীন আচারসম্পন্ন। ৬। পৃথিবীপালক রাজগণ।

১। সমবয়স্ক। ২। কিছু কম। ৩। চারি ক্রোশে ১ যোজন। ৪। মূলদেশে। ৫। স্নান। ৬। নিয়তি-নিয়োজিত।

প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্তৃক মহাবীর কর্ণ নিহত হওয়াতে আপনার পুত্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হিমালয়-পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া শল্যসমক্ষে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি একজনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন; তাহা হইলে আমরা সেই সেনাপতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিব।'

তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রস্থমমস্তক[1], কম্বুগ্রীব[2], মহারথ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্রের লোচনদ্বয় বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, আস্যদেশ ব্যাঘ্রের ন্যায়, গাত্র মেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার বাহুযুগল পুষ্ট ও আয়ত[3] এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বল-বেগশালী এবং তেজে দিবাকর, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে সুধাকর[4] সদৃশ। তাঁহার উরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত[6], পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোহর। বোধ হয়, যেন বিধাতা গুণগ্রাম[7] বারংবার স্মরণ করিয়া অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য[8] নাই। তিনি সকল কার্য্যে দক্ষ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বলপূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে পারেন, কিন্তু শত্রুগণ কদাচ তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে। তিনি দশ অঙ্গ[9] ও চতুষ্পাদযুক্ত[10] অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ[11], উপবেদ[12] ও আখ্যান[13] বিশেষরূপ অবগত আছেন। অযোনিজ[1] মহাতপাঃ দ্রোণাচার্য্য অতি কঠোর তপশ্চরণপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তি-সাধন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ও অলৌকিক রূপসম্পন্ন। রাজা দুর্য্যোধন সেই অরাতিনিপাতন দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে গুরুপুত্র! আজ আপনিই আমাদিগের অনন্যগতি; অতএব কাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন।'

মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন এবং সৎকুলসম্ভূত; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয়-সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয়লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয়লাভে সমর্থ হইব।'

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় এই কথা কহিলে সমুদয় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিয়া যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম-দ্রোণ-সদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন,—'হে মিত্রবৎসল! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু, অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে।'

শল্য কহিলেন, 'হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ নিবেশিত হইবে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে মাতুল! আমি আপনাকে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি। কার্ত্তিকেয় যেমন সমরাঙ্গনে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত

১। উষ্ণীষবদ্ধ—পাগড়ী দ্বারা আবৃত। ২। গণ্ডদেশ শঙ্খবৎ রেখাত্রয় যুক্ত। ৩। দীর্ঘ। ৪। চন্দ্র। ৫। জানু। ৬। সুগোল। ৭। গুণসমূহ। ৮। অঙ্গের অসামঞ্জস্য—অসৌষ্ঠব। ৯। সংযম, জাগরণ, ধৈর্য্য, পুষ্টি, স্মৃতি, বাণক্ষেপণাদিনিপুণতা, লক্ষভেদন, চিকিৎসা, কার্য্যে উদ্দীপনা ও বিধিবিষয়ক বিজ্ঞান। ১০। দীক্ষা, শিক্ষা, আত্মরক্ষা এবং ইহাতে সাধনসম্পন্ন—স্বয়ং এই সকল গুণসম্পন্ন এবং অপরকেও এই সমস্ত গুণযুক্ত করিবার উপযুক্ত। ১১। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। ১২। বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। ১৩। ইতিহাস।

১। গর্ভসম্বন্ধ বিনা জন্ম—গর্ভে যাহার জন্ম নহে।

হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন'।"

সপ্তম অধ্যায়

শল্যের সেনাপতিপদে অভিষেক

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ ! প্রবলপ্রতাপশালী মদ্ররাজ, রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহারাজ ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথিপ্রধান জ্ঞান কর; কিন্তু উঁহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য্যসম্পন্ন নহে, পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর-মনুষ্য-সমবেত১ সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনায়াসেই উহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষগণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমস্ত সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব, সন্দেহ নাই।'

হে মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণমধ্যে বিবিধ বাদিত্র২ বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধসমুদয় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টিসম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ ! আপনি চিরজীবী হউন। সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজিত হউক এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। মর্ত্ত্যধর্ম্মাবলম্বী৩ সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুরদিগকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ।'

হে মহারাজ ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'হে কুরুরাজ ! আজ আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজ সকলে রণস্থলে আমাকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিন্ধু, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য্য, হস্তলাঘব১, অস্ত্রসম্পত্তি ও কার্ম্মুকবল২ অবলোকন করুন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রতিকার করিবার আশয়ে নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে মহারাজ ! আজ আমি তোমার প্রিয়কার্য্য-সংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বল-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব।'

হে মহারাজ ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণ-বিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরম-সুখ-স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল।

যুধিষ্ঠির-জাগরণ—কৃষ্ণের সাবধানতা

হে মহারাজ ! এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই কোলাহল-শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে মাধব ! রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে; তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা। এক্ষণে বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।'

তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন, 'হে মহারাজ ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষরূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুলবলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণবিশারদ। উঁহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে

১। দেব-দানব-মানবপ্রমুখ। ২। বাদ্য। ৩। মরণশীল।

১। হাতের ক্ষিপ্রকারিতা—দ্রুত অস্ত্রনিক্ষেপ-নিপুণতা। ২। ধনুকের বল।

নির্ভীকচিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! আজ এই ত্রিলোক-মধ্যে আপনি ভিন্ন উঁহার সহিত যুদ্ধ বা উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বল-সমুদয় বিক্ষোভিত করিতেছেন; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উঁহাকে বিনাশ করুন। দুর্য্যোধন উঁহাকে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় কৌরব-সৈন্য বিনষ্ট ও আপনার জয়লাভ হইবে। হে মহাত্মন্! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে উঁহার অভিমুখে গমন করিয়া উঁহাকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে[১] নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবীর্য্য আছে, এক্ষণে সমরাঙ্গনে তৎসমুদয় প্রদর্শন করুন।'

হে মহারাজ! অরাতিনিপাতন বাসুদেব ধর্ম্ম-রাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মান লাভপূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন; তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রামার্থ বিদায় করিয়া অপেতশল্য[২] কুঞ্জরের ন্যায় সুখে শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-গণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন; পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণও সূতপুত্রের নিধনে জয়লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।"

অষ্টম অধ্যায়

সময়-নিয়মনির্দ্ধারণ—ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ম্ম ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবামাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল; কেহ কেহ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল; কেহ কেহ মাতঙ্গ-সকলকে সুসজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র রথে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য ও যোধগণের সমরোৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ[১] নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মহাবীর শল্য সেনাপতি হইলেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যে একাকী পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে পঞ্চপাতক[২] ও উপপাতকে[৩] লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষা-বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়া যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এইরূপ নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বর বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহরচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহা-সাগরের ন্যায় তুমুল কোলাহলসম্পন্ন রথকুঞ্জরবহুল[৪] সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে চারিদিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম, সূতপুত্র, ইঁহাদিগের বিনাশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করিনিকর-ক্ষয়কর, ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন

১। গরুর খুর ডোবে এইরূপ গর্ত্তে। ২। বাণবেদনাবিহীন।

১। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। ২। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সোণা চুরি, গুরুপত্নীগমন, এবং উক্ত পাপকারীর সংসর্গজনিত পাপ। ৩। পরদার, আত্মবিক্রয়, মাতা-পিতৃ-পুত্র ত্যাগ, ঋণ পরিশোধ না করা, নাস্তিকতা, গো-বধ প্রভৃতি ৫১ প্রকারের পাপে। ৪।বহু রথগজসমন্বিত।

করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, 'মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন।' মহারাজ দুর্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র[১] ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভারসহ[২] বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবলপ্রতাপশালী বর্ম্মধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয় অপনোদনপূর্ব্বক[৩] মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত ব্যূহের মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণ-পরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্ত্তগণ-পরিবৃত কৃতবর্ম্মা উঁহার বামপার্শ্বে, শক ও যবন-পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণপার্শ্বে এবং কাম্বোজগণ-সমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উঁহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্য-পরিবৃত হইয়া বহুল বল-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশদিবসীয় যুদ্ধ—সমবেত সমর

হে মহারাজ! তখন পাণ্ডবগণও ব্যূহরচনা করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসাপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবল-প্রতাপশালী অর্জ্জুন মহাবেগে

১। ব্যূহের বহির্ভাগ চারিটি দ্বারবিশিষ্ট ও অভ্যন্তর ভাগও তদ্রূপ দ্বারসমন্বিত। ইহার সকল দিকেই সমরে জয়সাধক কৌশল-জাল বিস্তৃত। ২। সুদৃঢ়—মজবুত। ৩। দূরীভূত করিয়া।

কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশসাধনবাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্য মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণ সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরব-সৈন্যমধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত হস্তী, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে ছয় সহস্র রথ, ছয় সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আপনার সেই সমুদয় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয়লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন জয়োল্লাসিত[১] যশস্বী মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রভাত-সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল।"

নবম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষে দেবাসুর-সংগ্রামতুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ষাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায়

১। জয়লাভার্থ উৎসাহিত।

দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত[১] কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বসকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথিগণের শরাঘাতে পরলোকে প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস[২], শক্তি[৩] ও ঋষ্টির[৪] আঘাত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী বীরসকল সমবেত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথগণ ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণও ক্রোধাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী[৫] রথিবরকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিল। গজারোহী গজারোহীকে ও রথী রথীকে আক্রমণপূর্ব্বক শক্তি, তোমর[৬] ও নারাচ[৭] দ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামরবিরাজিত অশ্বগণ হিমালয়-প্রস্থস্থিত[৮] হংস-সমুদয়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহারা বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসুমতী সেই সকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত[৯] শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথনেমির ঘর্ঘরনির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিতধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র[১০]-সমুদয়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় শরাসনের ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভায় আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্ন-বাহুসকল মহাবেগে কখন উদ্বেষ্টন[১১] ও কখন বিচেষ্টন[১২] করিতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তক পতনেও সেইরূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। উদ্বৃত্তনেত্র[১] মস্তকসকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকসিত পুণ্ডরীক[২] সমূহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ূর-সমলঙ্কৃত চন্দন-চর্চ্চিত বাহু-সকল শত্রুধ্বজের[৩] ন্যায় বসুধাতলে শোভমান হইল। সমরাঙ্গন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত্ত[৪] উরুদণ্ড-সমুদয়ে আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে[৫] সঙ্কীর্ণ ও রাশি রাশি ছত্র-চামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুমসমূহ-সুশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ শোণিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর-তোমর-নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়কালীন কুলিশবিদলিত[৬] অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের[৭] সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপ সকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় শূরগণের হর্ষজনন ও ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিত-তরঙ্গিণী[৮] সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল[৯]; রথসমুদয় আবর্ত্ত[১০]; ধ্বজপতাকাসকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর[১১]; বাহু-সমূহ নক্র[১২]; শরাসন-সকল স্রোত; হস্তিসমুদয় শৈল; অশ্বসকল উপল[১৩], মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্র-সমুদয় হংস; গদা-সমূহ ভেলা ও চক্র-সমুদয় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ[১৪], ত্রিবেণু[১৫] ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার[১৬] ভুজদণ্ডশালী বীরগণ বাহনরূপ নৌকা দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমান ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গ-বলক্ষয়কর[১৭] দেবাসুর-সংগ্রাম-সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বান্ধবগণকে আহ্বান করাতে বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে ভয়ার্ত্ত[১৮] দেখিয়া চীৎকার

১। ক্রোধে উন্মত্ত—মত্ততায় হাতীর মদ ক্ষরিত হয়—সেই মদে হাতী উত্তরোত্তর মাতিয়া যায়। ২। লৌহ-ফলকযুক্ত সুদীর্ঘ বংশদণ্ড। ৩। তীক্ষ্ণধার ক্ষেপণীয় অমোঘ অস্ত্র। ৪। দুইদিকে ধারযুক্ত খড়্গের। ৫। বাণ-বর্ষণকারী। ৬। অত্যন্ত ভারী শাবল। ৭। বৃহৎ বাণ। ৮। হিমালয়ের সমীপস্থানজাত। ৯। বজ্র। ১০। বাদ্য। ১১। ঊর্দ্ধ আবরণ। ১২। ভূতল আশ্রয়।

১। ঊর্দ্ধদিকে বিঘূর্ণিত নয়ন। ২। পদ্ম। ৩। ইন্দ্রধ্বজের—শক্রোত্থানতিথি ভাদ্র-শুক্লদ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভের। ৪। ছিন্ন। ৫। মস্তকহীন দেহে। ৬। বজ্রবিদীর্ণ। ৭। অশ্বারোহীদিগের। ৮। রক্তনদী। ৯। জল। ১০। জলঘূর্ণী। ১১। কাঁকর। ১২। কুম্ভীর। ১৩। প্রস্তরখণ্ড। ১৪। পাগড়ী। ১৫। তিনটি বাঁশ বা কাঠের স্তম্ভের উপর অবস্থিত রথীর বসিবার স্থান। ১৬। লম্বা মুদ্গরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ১৭। হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সৈন্যের বিনাশকারী। ১৮। ভয়-কাতর।

করিয়া নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বলবীর্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্গণ[1] যেমন মদভরে[2] জ্ঞানশূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহন্যমান[3] হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জ্জুন বিপক্ষ-সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভক্ত হইয়া যেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাস্ত্র[4] যুদ্ধদুর্ম্মদ মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ[5] হইয়া সত্বর আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ পাণ্ডব-গণের শরপ্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরাও মুক্তকণ্ঠে 'রণস্থলে অবস্থান কর' বলিয়া আস্ফালন[6] করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ বারংবার কৌরব-সৈন্যগণকে স্থির করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও হস্তীদিগকে দ্রুতবেগে সঞ্চালন করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

দশম অধ্যায়

নকুল কর্ত্তৃক কর্ণপুত্র চিত্রসেন সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময়ে প্রবল-প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরব-সৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! যে স্থানে শ্বেতচ্ছত্রধারী পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে, আমার মনোমারুতগামী[1] অশ্বগণকে সঞ্চালনপূর্ব্বক সত্বর আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল। আমি অচিরাৎ তোমাকে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। সমরাঙ্গনে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।' তখন মদ্র-রাজের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথসঞ্চালন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শল্য বেলা যেমন উদ্ধূত[2] সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডব-সৈন্যগণের বেগ নিবারিত করিলেন। তখন অচলসমাগমে[3] সিন্ধুবেগ[4] যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্য-সমাগমে পাণ্ডবসৈন্যগণের গতিরোধ হইল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে[5] অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্র কার্ম্মুকধারী বীরদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর-দিক্‌স্থ বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্য্যা-বিশারদ[6] তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী ও বধসাধনে যত্নবান্ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন সুনিশিত ভল্লে নকুলের শরাসনের মুষ্টিচ্ছেদনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে সুবর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনিক্ষিপ্ত শরত্রয়ে ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং অবিলম্বে করে করবারি[7] ধারণপূর্ব্বক কেশরী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেনও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্রযোদ্ধা,

---

১। নারীসকল। ২। মত্ততায়। ৩। নিহতপ্রায়। ৪। অস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত। ৫। জয়েচ্ছায় আকৃষ্ট। ৬। স্পর্দ্ধা-প্রদর্শন।

১। বায়ুর ন্যায় দ্রুতগমনশীল। ২। স্ফীত—বিক্ষোভিত। ৩। পর্ব্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইলে। ৪। সাগরবেগ। ৫। বহু সৈন্য-সমন্বিত বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে। ৬। রথচালননিপুণ। ৭। তরবার।

অদ্ভুত পরাক্রমশালী, মহাবীর নকুল চর্ম্ম দ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করিয়া সমস্ত সৈন্যসমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মুকুট-কুণ্ডলভূষিত বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাসু নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শরপরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশবাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে রথারোহণপূর্ব্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুষেণ-সমভিব্যাহারে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল-প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্তচিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

কর্ণনন্দন সত্যসেন সংহার

অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে[১] নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ শরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং বল প্রকাশপূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ[২] ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ[১] অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরনিকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন-নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী[২] শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবলপ্রতাপশালী সত্যসেন দুই শরে নকুলের রথেষা[৩] ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সুবর্ণদণ্ডসমলঙ্কৃত, অকুণ্ঠিতাগ্র[৪], তৈলধৌত[৫], সুনির্ম্মল, লেলিহান[৬] মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি[৭] গ্রহণ ও পরামর্ষণ[৮] পূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়দেশ শতধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ত্ব[৯] ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহাবীর সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীতনয় সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সুতসোমের রথে আরোহণপূর্ব্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের বধসাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

১। তীক্ষ্ণধার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ফলকযুক্ত ছেদনাস্ত্রে। ২। অঙ্গুলীরক্ষক দস্তানা।

১। সুদৃঢ়। ২। সোজা গতিবিশিষ্ট—বেগগামী। ৩। রথের পাটাতনের কাড়িকাঠ। ৪। সুদৃঢ় মুখ। ৫। তৈলে মাজা—চকচকে সুধার। ৬। লকলক জিহ্বা। ৭। রথস্থ যোদ্ধার ব্যবহার্য্য অমোঘ শক্তি। ৮। ক্ষেপণ-সুকৌশল চিন্তা। ৯। প্রাণশক্তিহীন।

কর্ণতনয় সুষেণ সংহার

অনন্তর মহাবীর সুষেণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে সুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে সুষেণের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সত্বর এক সুতীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ-সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণাত্মজ সুষেণ নকুল-শরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইলেন।

তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ সুষেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে দশদিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি[১] করিয়া প্রফুল্লমনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীকুমারদ্বয় লজ্জাশীল[২] রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীরুজনভয়াবহ[৩], যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন[৪], দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিকেতন[৫] ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরবসৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষ-সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্যক বীরগণকে নিহত করিলেন। এ দিকে আপনার আত্মজগণ ও বহুসংখ্যক পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীদ্বয়ের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল।"

১। ধনুকের শব্দ। ২। স্বজনবধে সলজ্জ। ৩। ভয়কাতরজনের ভীতিপ্রদ। ৪। লোকক্ষয়ে যমপুরীর জনতাবর্দ্ধক। ৫। বানরধ্বজ।

একাদশ অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাস্ত্রসমাকীর্ণ, চতুরঙ্গ-বলসমাকুল, যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, ভীরুজনের ভয়জনক, বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন, ঘোরতর সংগ্রামস্থলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, কুঞ্জর সকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতি-সৈন্যমধ্যে অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য[১] পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রবলপরাক্রমশালী পাণ্ডবগণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরব-সেনা অনল-সমাকুল[২] কুরঙ্গীর[৩] ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন[৪] গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণও নিশিত শরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সমরক্ষেত্রে বিবিধ উৎপাত-উৎপত্তি

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বসুন্ধরা শব্দায়মান

১। বিপক্ষের প্রতি স্থিরলক্ষ্য। ২—৩। অগ্নি-পরিবেষ্টিত হরিণীর ন্যায়। ৪। কর্দ্দম-মগ্ন।

হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ড[১] ও শূল[২] সমুদয়ের সহিত উল্কা-সকল[৩] সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরব-সেনার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র[৪], মঙ্গল[৫] ও বুধগ্রহ[৬] পাণ্ডবগণের পশ্চাদ্‌ভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমর-ক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেন। অস্ত্র সমূহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী[৭] প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উলুক-সকল বীরগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য সলিলবর্ষী সহস্রলোচনের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে সুবর্ণ পুঙ্খ শিলানিশিত দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদ-নির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কালপ্রেরিত অন্তকসদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

শল্যসহ সমবেত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ

এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য-সমুদয় শল্য কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিয়া, মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শর-নিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতান্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শল্য-নিক্ষিপ্ত সায়ক ধর্ম্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীতনয়গণ, জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত উলুক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তিন শরে রোষোদ্ধত[১] ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ঋক্ষ[২]বর্ণ অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহদেবের অশ্ব-সকল বিনাশ করিলেন; মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি দ্বারা শল্যপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্তচিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা অম্লানমুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্বসমুদয় সংযোজিত

১—৩। আধুনিক বিজ্ঞানগঠিত বোমা ফাটিয়া তাহা হইতে যে বিবিধ অস্ত্র নির্গত হয়, তাহারও আদর্শ ভারত-যুদ্ধে ব্যবহৃত উল্কা। সেই উল্কা হইতে দণ্ড শূলাদি বাহির হইয়া শত্রুসৈন্য নাশ করিত। ৪—৬। সম্মুখ শুক্রাদি অশুভ। ৭। চক্ষু ঝলসিয়া যাওয়া।

১। ক্রোধে উদ্দীপ্ত। ২। ভল্লুক।

হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা অবিলম্বে উঁহাদিগকেও নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর পুনরায় হতাশ্ব হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ[১]পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্বসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা সত্বর সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন।

ভীম-শল্য সমর

ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিত শরনিকরে সোমক ও পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সংহার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক শল্যের বিনাশবাসনায় স্বীয় সুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ গদা অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণসংহারকারী, স্বর্ণপটে[২] সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গবিদারণক্ষম, শতঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও রুধিরে চর্চ্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বসৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দনচর্চ্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গীর[৩] ন্যায়, ইন্দ্র নির্ম্মুক্ত অশনির[৪] ন্যায়, যমের জিহ্বার[৫] ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাসভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয়-কার্য্যসাধনার্থ সৌগন্ধিক[৬]-গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্ব্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই বিবিধ মণিরত্নখচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মদ্রাধিপতি তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষঃস্থলে তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম্মভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিতচিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলনপূর্ব্বক শল্যসারথির হৃদয় ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করিয়া নিপতিত হইল। তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রম-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক গদা-হস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

১। ভূতলে অবতরণ। ২। সোণার পাতে। ৩। সর্পীর—সর্প অপেক্ষা সর্পীর ক্রোধ বেশী। ৪। বজ্রের। ৫। প্রাণিগ্রাসকারিণী রসনার। ৬। দেবভোগ্য সুগন্ধ পদ্মপুষ্প।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ-দর্শনে সত্বর লৌহময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খ-নিস্বন[১], তূর্য্যধ্বনি[২] ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন; আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীতও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।'

হে মহারাজ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন ও গদাসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালাসদৃশ[৩] বিচিত্র স্বর্ণপট্ট-পরিবেষ্টিত গদা দর্শনে সকলেরই মনে ভয়সঞ্চার হইল; মহাবীর ভীমসেনের গদাও জলদ-বিরাজিত[৪] চপলা[৫]র ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

১। শঙ্খধ্বনি। ২। ঢাকের বাদ্য। ৩। অগ্নি-তেজঃসম। ৪—৫। মেঘমধ্যস্থিত বিদ্যুতের।

অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল; ভীমের গদাঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া ক্ষণকালমধ্যে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; মদ্রাধিপতিও ভীমসেনের গদাপ্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও গজনির্ভিন্ন[১] মহাগিরির ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বজ্রনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অমানুষ কর্ম্মা[২] বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত করিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের বধসাধনার্থ অষ্টপদ-মাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদা-প্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এককালে ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবলপরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য মদ্রাধিপতিকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমিষমধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহনপূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে দুর্য্যোধনহস্তে চেকিতান নিহত

অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানা প্রকার বাদ্য বাদিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভুজদণ্ড ও অস্ত্র-শস্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরাও বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকিতান দুর্য্যোধন-নিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ চেকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শর-নিকর পরিত্যাগ[১] পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে কৌরবসৈন্যগণ-মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল-পরাক্রান্ত সুবলনন্দন শকুনি, ইঁহারা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণনিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিন সহস্র রথী রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে অশ্বত্থামাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিজয়-লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়-পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষী বীরগণের প্রীতিবর্দ্ধন[২] ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ু-সহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাঙ্গন সমাচ্ছাদিত করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলিজাল রুধিরপ্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

এইরূপে সেই ভীরুজনভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয়পক্ষের কোন বীরই সমর-পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ-পরিশোধ[৩], জয়লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ স্পর্দ্ধা সহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় বলমধ্যেই 'বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর', কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

১। হস্তিকর্ত্তৃক ভগ্ন। ২। লোকশক্তির অতীত।

১। বর্ষণ। ২। আনন্দবর্দ্ধনকারী। ৩। উপকারের প্রতিদান।

শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যুধিষ্ঠির পরাজয়

ঐ সময় মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মর্ম্মস্থলে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্রভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য-সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে বিনাশ করিলেন। এইরূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে বিনাশপূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে একশত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ভল্লে মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গসদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতির জলদজালসদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষঃস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যনির্ম্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর-বিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হত-পরাক্রম হইলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শল্য-সমরে সমস্ত পাণ্ডব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথসমুদয়ে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল, সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাবল-পরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমতঃ এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার অভিলাষে শল্যকে সাত বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। নকুল মদ্ররাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন।

সমরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিকে ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সত্বর অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া মহাতেজাঃ মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার সারথিকে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শল্যের শরীর ভেদ করিলেন।

এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিকধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত

শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বর সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণকে তিন তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন এক প্রজ্বলিত পন্নগ[১] সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ শতঘ্নী[২] প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদ্দর্শনে অবিলম্বে ভল্ল-সমূহ দ্বারা সাত্যকির তোমর ও ভীম-নিক্ষিপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুল পরিত্যক্ত হেমদণ্ড-ভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেব প্রেরিত গদা নিবারণপূর্ব্বক দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের শতঘ্নী ছেদন[৩] করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুনিসূদন সাত্যকি অরাতির জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দুই বাণে শল্যকে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অঙ্কুশ[৪]তাড়িত মহাগজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশ বাণে সেই সাত্যকি প্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোনক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইঁহারাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপান্বিত শল্য এইরূপে সেই চারি মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্যমনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কিরূপে বাসুদেবের ঐ মহাবাক্য সত্য হইবে, কিরূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আমার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগ-সমূহে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাদের শরজাল নিরাকৃত করিলেন। ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভ[১] শ্রেণীর ন্যায় ও বিহগাবলির[২] ন্যায় শল্যনিক্ষিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম। শল্যচাপ-মুক্ত সুবর্ণভূষণ শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত[৩] হইলে কি পাণ্ডবপক্ষীয় কি কৌরবপক্ষীয়, কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্ররাজের শরজালে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিলোড়িত দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সায়ক-সমাচ্ছন্ন করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ-গণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু ধর্ম্মরাজের অগ্রবর্ত্তী ভীমসেনপ্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন না।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সমবেত কুরুবীরগণসহ অর্জ্জুন-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন "হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয়

১। সর্প। ২। কামান। ৩। দ্বিখণ্ড। ৪। ডাঙস।

১। পতঙ্গ। ২। পক্ষিপংক্তির। ৩। অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মহারথগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অবিরত-নিক্ষিপ্ত শরজালে কণ্টকিতকলেবর হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই বীরগণের সুবর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত-পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতকলেবর দেখিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের রথকূবর[১], রথচক্র, ঈষা[২], যোক্ত্র[৩], যুগ[৪] ও অনুকর্ষ[৫] সমুদয়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেনাগণ পার্থনামাঙ্কিত শরসমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পার্থ হুতাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে[৬] রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ[৭], যোক্ত্র, প্রতোদ[৮], এবং কুণ্ডল-সমলঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপাতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিত-জনিত কর্দ্দমে পার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভীষণ বেশ ধারণ করিল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক দুই সহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর-বিশ্বদহন ধূমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর অশ্বত্থামা রণস্থলে অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকা-পরিশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরে সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন। তাঁহাদের শরাসন হইতে বর্ষাকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপাতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধাপ্রকাশপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম বহুক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল।

অশ্বত্থমার অস্ত্রে সুরথ সংহার

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে ও দশ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক প্রথমতঃ গুরুপুত্রের উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মৃদুভাবে তাঁহাকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে অর্জ্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্ট সমলঙ্কৃত মুষল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণতনয় তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক গিরি-শিখরসদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তকসদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণপূর্ব্বক সত্বর উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত পরিঘ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপাতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিন ভল্লে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাত্মজ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের

১। যুগন্ধর—অশ্বের যোয়ালীর মূলদেশ যে কাঠের সহিত আবদ্ধ থাকে। ২। রথের পাটাতনের নিম্নস্থ কাড়িকাঠ। ৩। বলগা—অশ্বের জোত-দড়ি। ৪। যোয়ালী। ৫। চাকার উপরিস্থিত কাঠ ৬। রথপথে—যে পথ দিয়া রথ চলাচল করিত। ৭। চাকার মধ্যস্থিত কাঠ। ৮। চাবুক।

শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণ-সমক্ষে পাঞ্চালদেশীয় সুরথের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ সুরথ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুদৃঢ় ভারসহ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার উপর আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুরথকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া দণ্ডঘট্টিত[1] উরগের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ললাটে ত্রিশিখ[2] ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্ব্বক সৃক্কণী[3] লেহন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাত্মজনিক্ষিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও সেই নারাচে সমাহত হইয়া কুলিশবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন;

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সত্বর সুরথের রথে আরোহণপূর্ব্বক সংশপ্তকগণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; তৎকালে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্য-সৈন্যগণের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—শল্যশরে পাণ্ডব-নিপীড়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন; দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ তাঁহাকে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব[1] প্রদর্শনপূর্ব্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণ-পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনেই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারিদিকে শরবর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বীর্য্য ও অস্ত্রবলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত[2] সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। আগমন-সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদয় দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিমুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিকে শত ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বর অন্য

১। লাঠিদ্বারা আলোড়িত। ২। তিনটি রেখাযুক্ত। ৩। অধর ও ওষ্ঠপ্রান্ত।

১। হাতের ক্ষিপ্রতা। ২। অস্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মকার দ্বারা শাণিত।

চাপ[১] গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি নয় বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্ররাজ অরাতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ নয় ও পশ্চাৎ সপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে শত বাণে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবগণকে শল্যের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; মহারথ শল্যও সাত্যকিকে আগমন করিতে দেখিয়া, মত্ত-মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে শম্বরাসুর ও অমররাজের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ ঘোরদর্শন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শল্য মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিচিত্র-পুঙ্খ নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধনবাসনায় সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষ-লোলুপ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা-সম্পন্ন হইল। আকাশ-মণ্ডল সেই নির্ম্মোক[২]-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গসদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ঘনঘটায়[৩] সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। তাঁহার ভুজনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুরঘাতন দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।"

১। ধনুক। ২। খোলস। ৩। মেঘমালায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শল্যসহ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের দৃঢ়তা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ অসংখ্য কৌরবসৈন্য মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকালমধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোনক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্য পরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্য্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্যসমবেত মদ্ররাজের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির-সমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, শশধরসমীপে শনিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবীর শল্য আশীবিষসদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শরবর্ষণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর

পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে 'হয় জয় লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব' এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজ আমি উঁহাকে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর মাদ্রীতনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে; সুররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরদ্বয়কে সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব ইহারা আমার হিতার্থে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি সত্য বলিতেছি, আজ জয় হউক, আর পরাজয়ই হউক, আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণসকল সমানই আছে। এক্ষণে রথযোজকগণ শাস্ত্রানুসারে আমার রথে সমুদয় উপকরণ সংস্থাপিত করুক। সাত্যকি দক্ষিণচক্রে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হউক আর মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্ররাজ অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব।' হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে তাঁহার হিতৈষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্য-সৈন্যগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল।

শল্য-যুধিষ্ঠির যুদ্ধে শল্য-পরাজয়

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্খনিস্বন, ভেরীনিনাদ ও সিংহনাদ করিয়া ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইল। এ দিকে কৌরবগণ গজঘণ্টাশব্দ, তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে রণস্থল অনুনাদিত[১] করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন ও মদ্ররাজ শল্য উদয় ও অস্তাচল যেমন মহামেঘসমূহকে প্রতিগ্রহ[২] করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ[৩] করিলেন। অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কুরুরাজ দুর্য্যোধনও রুচির[৪] শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার কোন রন্ধ্র[৫] প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক আমিষলোলুপ শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর সমরদক্ষ দুর্য্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইঁহারা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন, ভীমসেনের সেই কিঙ্কিণীজালসমলঙ্কৃত রুচিরদর্শন ধ্বজ দুর্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় শরধারায় ক্ষুর নিক্ষেপপূর্ব্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শরাসনবিহীন হইয়া বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ণ হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্বর ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত

১। প্রতিধ্বনিত। ২। মহামেঘমালাকে ধারণ। ৩। প্রতি-[illegible] গ্রহণ। ৪। উজ্জ্বল। ৫। ছিদ্র—ফাঁক।

বিশৃঙ্খল দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালনপূর্ব্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদুভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তৎকালে অতিশয় দারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিতকলেবর হইয়া সুনিশিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় নিপাতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসম্পন্ন রথ ও রথীদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক রণস্থল শূন্যপ্রায় করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার 'থাক্ থাক্' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য দ্রুতবেগে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভৎসনা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর শল্য শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তৎকালে 'আজ ধর্ম্মরাজ শল্যকে সংহার করিয়া বসুন্ধরা উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন', যোদ্ধারা ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন; তখন ধর্ম্মরাজও সত্বর অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও তিন শত শরে শল্যকে নিপীড়নপূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া দুই শরে পার্ষ্ণি[১] ও সারথির প্রাণসংহারপূর্ব্বক এক সুনিশিত সমুজ্জ্বল ভল্লে মদ্ররাজের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল।

ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা মদ্ররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সত্বর তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ দ্রোণপুত্রের রথারোহণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণপূর্ব্বক অবিলম্বে মেঘগম্ভীর-নিস্বন, যন্ত্রোপকরণসম্পন্ন[২], সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন।"

—

সপ্তদশ অধ্যায়

শল্য-পাণ্ডব যুদ্ধ—বহু বীরক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগবান্ অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিকে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযূথ যেমন উল্কা দ্বারা আহত হয়,

১। পার্শ্বরক্ষক। ২। যন্ত্রাদি উপকরণযুক্ত—ভারত-যুদ্ধে দুই প্রকারে রথ ব্যবহৃত হইত। প্রয়োজন মত অশ্বদ্বারা মৃত্তিকাপথে শকটের ন্যায় চালিত হইত; আবার আবশ্যক মত আকাশপথে যন্ত্রাদি যোগে বিমানবৎ পরিচালিত হইত আজকালকার 'মেসিন গানের' মত কলের কামানও হয়ত তাহাতে থাকিত।

তদ্রূপ মদ্ররাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল। অসংখ্য গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও পঞ্চত্ব[1] প্রাপ্ত হইল। শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি নিপাতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই অরাতি-সৈন্যনিপাতন কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বলসম্পন্ন মদ্রাধিপতিকে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান ও পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাবেগসম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষঃস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বর সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট[2] তৈলধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধনুষ্টঙ্কার ও তলনিনাদ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্নু[3] ব্যাঘ্রশাবকদ্বয়ের[4] ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া বিষাণ[5]যুক্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবলপরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থলে এক সূর্য্য ও অনলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। দেবরাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষারুণনেত্রে[1] অতি সত্বর একশত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে নয় বাণে মদ্ররাজের সুবর্ণময় কবচ ছেদন ও বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হৃষ্টমনে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক দুই ক্ষুরাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মতনয় অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর শল্য নয় শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণময় বর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন; হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ক্ষুর দ্বারা পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মদ্ররাজ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শরে মদ্ররাজের কোদণ্ড[2] দ্বিখণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া সত্বর তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মদ্ররাজ অশ্বসারথিবিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী[3] একমাত্র বীরকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শরপ্রয়োগপূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্ররাজ সহস্রতারকাসম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেদনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মদ্ররাজকে যুদ্ধে অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে

১। মৃত্যু। ২। কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষিত ৩। মাংসলোলুপ। ৪। দুইটি ব্যাঘ্রশিশুর—ছানারা [illegible]। ৫। দন্ত।

১। ক্রোধে আরক্তনয়নে। ২। ধনু। ৩। সমরাঙ্গনে বিচরণকারী।

গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বৃকোদর নয় শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম[1] চর্ম্ম ও সুনিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্যগণমধ্যে প্রফুল্লমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্যবদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল[2] শঙ্খ ধ্বনিত করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সুরক্ষিত কৌরবসৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞ[3] প্রায় হইয়া শোণিতসিক্তকলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্যসংহার

ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগবিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই অশ্বসারথিশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ[4], মণিখচিত, সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম[5] শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা পাশহস্তা[6] কালরাত্রির ন্যায় যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; পাণ্ডবগণ গন্ধমাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চ্চনা করিতেন; উহা সংবর্ত্তক[7] অনলের[8] ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্ববেদপ্রোক্ত[9] কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ভূচর[1], খেচর[2] ও জলচর প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ। উহার দণ্ড, ঘণ্টা, পতাকা মণিহীরক-সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ-বৈদূর্য্য-খচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশসাধনার্থ সেই অসুরবিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ডসন্নিভ শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া 'রে পাপ! তুই নিহত হইলি', এই বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া সুদৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ হুতাশন যেমন বিধিপূর্ব্বক হুত ঘৃতধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়েন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠির-প্রেরিত দুর্ন্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষঃস্থল ও সমুদয় মর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশোবিস্তার করিয়া সলিলের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্যদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্তকলেবর হইয়া, কার্ত্তিকেয়-নিহত[3] ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কুলিশদলিত অচলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন, বসুন্ধরা প্রিয়তম পতির ন্যায় প্রণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুন্ধরাকে প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় বহুকাল উপভোগ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক সুষুপ্তি[4] লাভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মনন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শক্তি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভা-বিহীন হয়েন নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুপ্রতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ

১। অতুলনীয়। ২। চন্দ্রতুল্য শ্বেত। ৩। অচেতন। ৪। সুবর্ণপ্রভ। ৫। যমদণ্ডতুল্য। ৬ পাশধারিণী। ৭—৮। প্রলয়কালীন অগ্নির। ৯। অথর্ব্ববেদবিহিত মারণাদি অভিচারক্রিয়া যেমন অব্যর্থ হয়, তদ্রূপ অমোঘ।

১। ভূতলে বিচরণকারী। ২। আকাশে বিচরণশীল। ৩। কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক বিদীর্ণ। ৪। গাঢ় নিদ্রা।

কৌরব-সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুনিশিত ভল্লে ক্ষণকালমধ্যে অসংখ্য কৌরব-সেনা বিনষ্ট হইল। অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিতলোচনে[১] পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়নপূর্ব্বক[২] রুধিরাক্তকলেবরে অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শল্যানুজ বধ—কৌরব-পলায়ন

অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন, কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেই মস্তকশূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ[৩] হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিচিত্রকবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ[৪] নিহত হইলে কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিত-কলেবরে[৫] হাহাকারপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীকচিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সেই মার্ত্তণ্ডসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাসনচ্যুত[৬] শরনিকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা দশ বাণে সাত্যকিকে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্ষ্ণি-সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া সত্বর স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনের পূর্ব্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গন রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুত্থিত রজোরাশি শোণিতনিস্রাবে[১] সিক্ত ও প্রশমিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য-গণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্ত্যেরা[২] যেমন আসন্ন মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোনক্রমেই দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারি বাণে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্লে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসৃত হইলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গব[৩] যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া, বৃত্রাসুরনিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ

১। মুদ্রিতনয়নে। ২। গাত্রের উপর পতন জন্য ব্যথা উৎপাদন করিয়া। ৩। ভূতলে পতিত। ৪। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৫। ধূলায় ধূসরবর্ণ দেহে। ৬। ধনুক-নিক্ষিপ্ত।

১। রক্তধারায়। ২। মর্ত্যলোকের প্রাণীরা। ৩। কুরুকুলশ্রেষ্ঠ।

প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বিবিধ বাদিত্র বাদনপূর্ব্বক বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

সমস্ত মদ্রকবধে কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থ ধাবমান হইল। ছত্র ও চামর-পরিশোভিত রাজা দুর্য্যোধন অচলসন্নিভ[১] হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মদ্রদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীবনিস্বন ও রথনির্ঘোষে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সংগ্রামে সমাগত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক মকর যেমন সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষসকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব-সেনাগণকে পুনরায় আলোড়িত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্নমহাধ্বজ[২] ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না।

অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে বর্ত্তমান থাকিতে এই মদ্রকসৈন্যগণ নিহত হইতেছে, ইহা কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছিলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবে, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য-সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ?' দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মাতুল! আমি ইহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডব-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি?' তখন শকুনি কহিলেন, 'কুরুরাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তুমি কোপ সংবরণ কর; এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রাণার্থে গমন করি।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব-সৈন্যমধ্যে 'নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর' ইত্যাকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচরগণকে দর্শনপূর্ব্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্রকগণ মুহূর্ত্তকাল বাহুযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধসমূহ সমুত্থিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইল। ভগ্ন রথ, যুগ, অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল। বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথিবিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্ততঃ সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোনটা রথার্দ্ধ

১। পর্ব্বততুল্য উন্নত। ২। বড় বড় ধ্বজ ছিন্ন।

রা ইয়া দশদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রথিগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃধ্নু[1] মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিস্বন ও শরশব্দ করিয়া মহাবেগে সমাগত কৌরবসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া চাপ-নির্ঘোষ[2] ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্য-সমুদয়কে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ ও জয়শীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

—

একোনবিংশতিতম অধ্যায়

কৌরব-পলায়নে পাণ্ডবগণের জয়োল্লাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্রনাথ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধ সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পারলাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয়লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া, সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্যসন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয়লাভে এককালে নিরাশ হইয়া ক্ষতবিক্ষতকলেবরে ভীতচিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শত্রুশরে সমাহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। পর্ব্বতাকার বিসহস্র মাতঙ্গ অঙ্কুশপ্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরব-সৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'আজ সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইলেন। আজ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রীবিহীন হইল। আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজ তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজ তাঁহাকে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আজ অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখ-পরম্পরা অনুভব করিবেন। আজ তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জ্জুনের অতি ভীষণ গাণ্ডীবনিস্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইবেন। আজ কৌরবগণ দেবরাজনিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসনবধকালে যেমন ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজ কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন। আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন। দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকীনাথ বাসুদেব

১। একান্ত জয়াকাঙ্ক্ষী। ২। ধনুকের শব্দ।

যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয়-লাভ হইবে না? মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন?

দুর্য্যোধনের বিজয়ী পাণ্ডবসৈন্য অনুসরণ

হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথ-সৈন্যের এবং মহাবল নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বসঞ্চালন কর। আমি পশ্চাদ্ভাগে যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণ-সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন, অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্বসঞ্চালন কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।'

কুরুরাজ-সারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানাদেশীয় অন্যান্য যোধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরাতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গবল-সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরলোক-গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোটশব্দ[1] করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ বৃকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সমরাঙ্গনে পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ রোষ-ভরে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন! তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক সুবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতি সহস্র পদাতি-সৈন্যকে বিপ্রোথিত[2] করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে বায়ুবিপাটিত[3] পুষ্পিত কর্ণিকারের[4] ন্যায় সমরশয্যায় শয়ন করিল।

পলায়িত সৈন্যগণের প্রতি দুর্য্যোধনের আশ্বাস

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত নানাদেশীয় নানাজাতীয় লোকসকল নিহত হইল। ধ্বজপতাকাসম্পন্ন পদাতি-সৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরব-পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সসৈন্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডব-গণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত[5] স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা পৃথিবী বা পর্ব্বতমধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্তে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হইবে না; তবে বৃথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন

১। সংঘর্ষজনিত ধ্বনি—ঠোকাঠুকির শব্দ। ২। ভূগর্ভে নিহিত। ৩। বায়ুভগ্ন। ৪। সোঁদাল ফুলের। ৫। প্রায় নিকটবর্ত্তী।

কি? দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমনপূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প[১]। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তকারী[২] কৃতান্ত, বীরই হউক আর ভীরুই হউক, সকলকেই বিনাশ করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এক্ষণে ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা যার পর নাই সুখজনক। দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ইহলোকে সুখভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গলাভের আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতি দুর্লভ লোকলাভে সমর্থ হয়।'

হে মহারাজ! ভূপালগণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই বধোদ্যত[৩] পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন; তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।"

বিংশতিতম অধ্যায়

শাল্বরাজের অভিযান—সাত্যকিহস্তে নিহত

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব কোপাবিষ্ট হইয়া এক ঐরাবতসদৃশ অরাতিমর্দ্দন পর্ব্বতাকার মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্লেচ্ছরাজের সেই মাতঙ্গ সদ্বংশপ্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ[১] ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের সতত আদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিশাবসানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ইন্দ্রের অশনিসদৃশ ভীষণ নিশিত শরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি আত্মপক্ষীয়, কি পরপক্ষীয়, কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসবসদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত[২] ও তাহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীতচিত্তে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক শশাঙ্কসদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিনাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া, জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বর বিজয়লাভার্থ শাল্ব-রাজের গজের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাগজকে আগমন করিতে দেখিয়া অনলসদৃশ উগ্রবেগ তিন নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া তাহার কুম্ভদেশে[৩] পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শাল্বরাজের মহাগজ এইরূপে দ্রুপদ-পুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুত-বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় মহাগজকে পুনর্ব্বার আগমন

১। উত্তম ব্যবস্থা। ২। সর্ব্বপ্রাণহারী। ৩। প্রাণনাশে উদ্যত

১। কাবার্ গজ-জাতিতে জন্ম। ২। হস্তীর লক্ষণবিষয়ে অভিজ্ঞ। ৩। বিতাড়িত। ৪। মস্তকস্থানে—গণ্ডস্থলে।

করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদতনয়ের সেই সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া ধরাতলে বিপ্রোথিত করিল। তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবর কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গজরাজ রথিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরের করজাল-সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ তাঁহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ শাল্বরাজের সেই ভীষণ কার্য্যদর্শনে হাহাকার করিয়া মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন কৌরবসৈন্যনিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ-সদৃশ গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদসদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন। গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন শিনিবংশাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্লে শাল্বরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন; মহাবীর শাল্বও ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্র-বিদলিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপাতিত হইলেন।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনপক্ষীয় ক্ষেমকীর্ত্তিবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শাল্ব নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে বলপূর্ব্বক শত্রু-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একাকী সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক নিশিত সাত বাণে মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

সাত্যকি সমরে কৃতবর্ম্মার পরাজয়

অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্বতবংশাবতংস রথিদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত[1] ও নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চাপবেগ-সমুদ্ধূত শরজাল বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কৃতবর্ম্মা নিশিত চারি বাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন; মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আট বাণে কৃতবর্ম্মাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিন বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শরসংযোজনপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্বসূত বিবর্জ্জিত[2] দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে শূল গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে

১। বাছুরের দাঁতের মত ক্ষুদ্র সুতীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত বাণ। ২। অশ্ব ও সারথিহীন।

বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিত শরনিকরে সেই খুল শতধা ছেদনপূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এইরূপে শিক্ষিতাস্ত্র যুযুধানের শরে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! সেই দ্বৈরথ-যুদ্ধে[১] মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরব-সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বর সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে স্বীয় রথোপরি আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় কৌরব-সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে রথহীন ও সারথিকে সমরাঙ্গনে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমর-পরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু অরাতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাত-সমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্য্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষনয়নে আগমনপূর্ব্বক নিশিত শর-নিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকেয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিয়া মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলেন।"

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডবগণসহ দুর্য্যোধনের একক যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন রথোপরি অবস্থান-পূর্ব্বক প্রবলপ্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। জলধর যেমন ভূধরগণের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই কুরুরাজের শরে সমাচিত[১] দেখিলাম। সমুত্থিত রজোরাশি দ্বারা সৈন্য-সকল যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের শরনিকরেও তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন সমস্ত পৃথিবী শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অনন্তর কুরুরাজ সেই সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও কুরু-রাজকে অতি ভীষণ শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কিয়দ্দূর মাত্র গমন করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্রের নিস্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ অরাতিনাশন পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে

১। দ্বৈরথ-যুদ্ধে—রথীদ্বয়ের পরস্পর সম্মুখসমরে।

১ সমাচিত—বিদ্ধ অবস্থায় গাত্রলগ্ন—গায়ে ফুঁড়িয়া থাকায়।

সমুদয় দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোধগণ আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতীকারপরায়ণ হইয়া দশদিক্ বিত্রাসিত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত, তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও সৈন্যগণকে কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল-প্রতাপশালী সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সত্বর অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ—বহু লোকক্ষয়

ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলূক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শরবর্ষণ করিয়া ধাবমান হইলেন; মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতীকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল শত্রুসূদন সাত্যকি, দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ্ড[১] বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপান্বিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয়-সকল মূর্খকে[২] যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীনন্দনগণ তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অতি ভীষণ ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পদাতিগণ পদাতিদিগকে, গজযূথ গজযূথকে, অশ্ব-সকল অশ্ব-সকলকে এবং রথিগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রবেগে, করিকুলের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বারোহিগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে সমরাঙ্গন হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত[১] বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ও বীরগণ এককালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হওয়াতে অতি অল্পক্ষণমধ্যে সেই প্রভূত রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ম্মের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের করজাল[২] নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের শরপতনশব্দ পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।"

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

শকুনি-পাণ্ডব মহাসমর—শকুনি-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরাঙ্মুখ ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্নসহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয়লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয়পক্ষে সুরাসুরসংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয়পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরাঙ্মুখ হইল না। সকলেই

১। [illegible]। ২। অজ্ঞানকে।

১। সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণে রঞ্জিত। ২. সৌরকিরণ।

অনুমান দ্বারা পরস্পরের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গ-সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ মহাবেগে ধর্ম্মরাজের রথাভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সত্বর গমন করিলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাঞ্চালদিগের সহিত মিলিত পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় সাত শত রথীকে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐরূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণও করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থিত[১], যুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাঙ্গনে অনবরত শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক জয়লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বহুসংখ্যক মহিলাগণের কেশসংস্কারনিবারক[২], শোকজনক, ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করিয়া বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্মুকযুক্ত[৩] উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কররাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিতকলেবর হইয়া অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্তদর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গলাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি।' মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ সুবলনন্দনের বাক্য-শ্রবণে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিপক্ষেরা শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়নপূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।'

হে মহারাজ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনিরও দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব-সৈন্যগণ বায়ুসঞ্চালিত অভ্রজালের[১] ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া অক্ষুব্ধ-চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, 'হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলনন্দন আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহার সম্মুখীন হইয়া উহাকে সংহার কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি।' মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ

১। বিশৃঙ্খল ভাবে। ২। বৈধব্যকর—পতিবিয়োগজনিত কবরীবন্ধনাদি ক্রিয়ানিষেধক—বিধবার খোঁপা বাঁধা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ৩। বহু অঙ্গারশোভিত।

১। মেঘমালার।

আলিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহিসমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনিকে অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক শকুনির সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথিসকল শরবর্ষণে বিরত হইয়া তাহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কে আত্মপক্ষ, আর কেই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না, কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপাতের ন্যায় শূরগণ-বিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল ঋষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাস-সমুদয় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য অশ্ব শরবিদ্ধ ও রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পরস্পর পরিপেষিত[1] ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল। কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে নিহত হইলে অশ্বেরা তাহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় রুধিরোক্ষিত[2] শস্ত্রখণ্ডিত[3] ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ম্মধারী পরস্পর-বধাভিলাষী উদ্যতায়ুধ সৈন্যগণে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণপূর্ব্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সুবলনন্দন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

১। অন্তর পিষ্ট। ২। শোণিতসিক্ত। ৩। শস্ত্র ছিন্ন।

চতুর্বিবংশতিতম অধ্যায়

শকুনির পুনঃ যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন শোণিত-লিপ্তকলেবর পাণ্ডবসেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তখন জীবিত-নিরপেক্ষ[1], রক্তাক্তদেহ, পাণ্ডবপক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কহিল, 'হে বীরগণ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রথিগণ রথীদিগের প্রতি এবং কুঞ্জর-সকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে গমন করুক। সুবলনন্দন শকুনি পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে, আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না।'

অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চালবংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল। সহদেবও একাকী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৈন্যসকল অপসৃত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমনপূর্ব্বক একপার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মস্তক-সকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তালফল নিপতিত হইতেছে। ছিন্ন-ভিন্ন কলেবর, ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহুনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ শাণিত শস্ত্র-সমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করিয়া আমিষলোলুপ[2] বিহঙ্গমকুলের[3] ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবিষ্ট বীরগণ 'আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব, আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব' বলিয়া ধাবমান-

১। নিজ জীবনে উপেক্ষাকারী। ২—৩। মাংসাশী কাক প্রভৃতি পক্ষিগণের।

হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে নিপাত করিলেন। পতাসু নিপতমান[1] অশ্বারোহিগণের সঙ্ঘর্ষণে শত শত বীর ভূতলে নিপাতিত হইল। নিতান্ত পিষ্ট[2] চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র[3] পরমর্ম্ম-বিদারণোদ্যত[4] মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল[5] হইয়া উঠিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ রুধিরগন্ধে মত্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কি স্বকীয়, কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাত্রেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রের সমক্ষেই এইরূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধির-প্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত হইলেন না; যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্তি অনুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনেক যোদ্ধা অরাতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ-পূর্ব্বক নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহপ্রাপ্ত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরশব্দ[6] তিরোহিত-প্রায়[7] হইলে সুবলনন্দন শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বর শকুনির অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় উদ্যতাস্ত্র গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদ দ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হয়েন, তদ্রূপ রথিগণ রথ হইতে এবং গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল।"

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

শকুনির পুনঃ যুদ্ধায়োজন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরব-সৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল স্থগিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বীরগণ! মহারাজ দুর্য্যোধন এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন?' তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, 'হে সুবলনন্দন! ঐ যে স্থানে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুন্দর আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে, যে স্থানে বর্ম্মধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে, আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন।' মহাবীর শকুনি যোধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধনিপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি সমুদয় অশ্বারোহী জয় করিয়াছি, তুমি রথী-দিগকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবগণের রথিগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদয় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতে পারিব।'

১ পতনোন্মুখ। ২। পেষিত। ৩। বর্ম্মযুক্ত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত দেহ। ৪ শত্রুগণের মর্ম্মস্থলচ্ছেদনে উদ্যুক্ত। ৫। ভয়ঙ্কর। ৬—৭। সৈন্য অধিক অবশিষ্ট না থাকায় শব্দের অভাব।

হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সুসজ্জিত ও রথারূঢ় হইয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরাসন বিধুনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নির্ম্মুক্ত শরজালের সুদারুণ শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল।

যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক অর্জ্জুন-কৃষ্ণ পরামর্শ

ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কার্ম্মুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি অসম্ভ্রান্তচিত্তে অশ্বচালনপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও; আজ আমি নিশিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। আজ অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর-সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রম-প্রভাবে এক্ষণে গোষ্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশপ্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ দুর্য্যোধনকে যেরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্ব্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে বাসুদেব! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম সমরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মূর্খ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপাতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা-সংবরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র, বিকর্ণ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তীদেশীয় বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর লোকক্ষয়কাণ্ড উপশমিত হইল না। মহাবল-পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপালগণ ভীমশরে সমর-শয্যায় শয়ন করিলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভমোহপ্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! মূঢ়মতি দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে কৌরব-কুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বলবীর্য্যে সমধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে? যে পাপাত্মা মূঢ়তা নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে অসম্মানপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে? হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নীতিদর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবে। এক্ষণে সে কোনক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জীবন সত্ত্বে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যতদিন জীবিত থাকিবে, সততই তোমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে। অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপে সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্যগ্রহণে সমর্থ হইবে না।

হে মাধব! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেইরূপ কার্য্যসমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে; ঐ কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধপুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজ আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবির শূন্য

দেখিয়া আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে মাধব! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কৌরব-সৈন্যমধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর। আমি অদ্য নিশিত শর-নিকরে দুর্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বলপূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা-পরিঘ-সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গবল-সম্পন্ন কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই অর্জ্জুনের সেই বাসুদেব-পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়ন-গোচর হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এইরূপে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া, জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনিসদৃশ শরজাল বীর-গণের বর্ম্ম-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য-গণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একেবারে সমুদয় সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক্-জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহ্যমান গজযূথের ন্যায় অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবলপ্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্জ্বলিত পাবক যেমন গুল্মলতা-পরিপূর্ণ অসংখ্য-পাদপসম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরজালে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুইবার শরপ্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের বিবিধ শরনিকরে কৌরব-সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।"

—

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন-যুদ্ধে কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-প্রভাবে তাঁহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন। তাঁহার অশনিসদৃশ অসহ্য শরনিকর জলধর-নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব-সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অনেকের রথাশ্ব ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল। কেহ কেহ অক্ষত-শরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বাহন-শূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত[1] করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কেহ কেহ দুর্য্যোধনের আদেশরক্ষার্থে সমাহত[2] ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন[3], কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপন করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত বীর-গণকে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দানবগণ ত্রৈলোক্যবিজয়ে সমুদ্যত হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-যুদ্ধে দুর্য্যোধন-পরাজয়

ঐ সময় অনেক মহাবীর সুবর্ণভূষিত রথে আরো-হণপূর্ব্বক সহসা সমাগত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয়-

১। উত্তোলন। ২। আঘাতপ্রাপ্ত। ৩। শ্রম দূর।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরবপক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদের বিনাশবাসনায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ, অর্দ্ধনারাচ ও বৎসদন্ত-বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে শমন-সদনে প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, রাজা দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া সুবলনন্দন শকুনির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

এইরূপে কৌরবপক্ষীয় রথ-সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল। পাণ্ডবগণ করিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ বিবিধ নারাচে সেই পর্ব্বতাকার গজসৈন্য বিপ্রোথিত করিতে আরম্ভ করিলে বৃংহগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্যসন্দর্শনে ক্রোধভরে গদাগ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহা-দিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার হস্তি-সকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ[1] ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ[2] পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শরনিকরে সেই গজারোহিগণকে যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চালনন্দনও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যপরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্র[illegible]গণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইঁহারা রথিগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিবর্ণবদনে[1] উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন?' হে মহারাজ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, 'কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন।' তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'দুর্য্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন।' অন্যান্য ক্ষত-বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, 'দুর্য্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্যসাধন হইবে? তবে তিনি জীবিত আছেন কি না, একবার তাঁহার অনুসন্ধান কর। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করি-তেছে, অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই।' হে মহারাজ! তৎকালে শরনিকর-নিপীড়িত, ক্ষত-বিক্ষতকলেবর, হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুটরূপে[2] এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল-সৈন্যগণের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সুবলনন্দন শকুনির সন্নিধানে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরব-সৈন্যগণকে বিনাশপূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণকে প্রহৃষ্টমনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণরক্ষায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচজন সেই সমস্ত সৈন্যকে ক্ষীণায়ুধ ও অরাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্ব ও

১। ভগ্নমস্তক। ২। পাখা কাটা—পূর্ব্বে পর্ব্বতের পাখা ছিল, ইন্দ্র উহা কাটিয়া দেন।

১। মলিন মুখে। ২। অস্পষ্ট বাক্যে—কাতরতায় বাক্যের বিকৃতি।

হস্তী লইয়া কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণপণে পাঞ্চাল-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্পক্ষণমধ্যেই অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজিত করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপ-পরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। তখন মুহূর্ত্তকাল ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আমাকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তররূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা হস্তীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধপ্রায়[1] হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তীদিগকে অপসারিত করিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথিগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।"

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

ভীমকরে দুর্ম্মর্ষণাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীক[2] নিহত ও কৌরববল নিপীড়িত করিয়া, প্রাণঘাতন[3] দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ ও শ্রুতর্ব্বা

১। প্রায় বদ্ধ। ২। গজসৈন্য। ৩। প্রাণনাশক।

আপনার এই কয়েকটি হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বাবরণভেদী[1] ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক অম্লানমুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা তদ্দর্শনে কোপপূর্ণ হইয়া নতপর্ব্ব শতবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া বিষাগ্নিসদৃশ তিন বাণে জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন কিংশুকপাদপত্রয়ের[2] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লে দুর্ব্বিমোচনের জীবননাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া, বায়ুভগ্ন গিরিকূটজাত[3] পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর দুই দুই বাণে দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্ব্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর তাঁহাকেও ধনুর্দ্ধরগণসমক্ষে ভল্লের আঘাতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে সুবর্ণ-ভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নিতুল্য বিবিধ শরবর্ষণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বর অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া তর্জ্জন করিয়া শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের

১। সর্ব্বপ্রকার বর্ম্মভেদকারী। ২। তিনটি পলাশ বৃক্ষের। ৩। পর্ব্বত-শৃঙ্গ জাত।

অতি বিচিত্র ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ডসদৃশ নিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর শ্রুতর্ব্বা কোপান্বিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্টচিত্তে শ্রুতর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরশ্ছেদন করিলেন, শ্রুতর্ব্বার মস্তকবিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হওয়াতে বসুধাতল শব্দায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষীয় ভয়মোহিত যোধগণ যুদ্ধার্থ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপান্বিত বৃকোদরও হতশেষ বলার্ণব[১] হইতে সমাগত বর্ম্মধারী যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ[২] পরিবৃত হইয়া, সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ, সাত শত কুঞ্জর, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনাকে কৃতার্থ ও আপনার জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিসূদন[৩] মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া রহিল।"

১। সৈন্যরূপ সাগর। ২। সর্ব্বদিক হইতে। ৩ কৌরব[illegible] পীড়নকারী।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনবধ বিষয়ক উদ্বোধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্য্যোধন সুদর্শ[১] অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন জনার্দ্দন দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! অসংখ্য জ্ঞাতি-শত্রু নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ[২] করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরবপক্ষীয় যোধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইঁহারা তিন জন এক্ষণে দুর্য্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতচ্ছত্র-পরিশোভিত দুর্য্যোধন আপনার সমুদয় সৈন্য ব্যূহিত[৩] করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে উহাকে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে। এই সমস্ত কৌরব-সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমাকে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্য্যোধনের পরাজয়-চেষ্টা কর। কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদয় শ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য সংহারপূর্ব্বক "পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল" বিবেচনা করিয়া ভীষণবেগে আগমন করিতেছে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদয় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। যে দুই জন এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজ বিনষ্ট হইবে। কৌরবপক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচশত

১। সুন্দরদর্শন—দেখিতে সুন্দর। ২। বন্দী। ৩। [illegible] ব্যবহার রক্ষিত।

অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জন যোধ[১] মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজ নিশ্চয়ই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন। শত্রুপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। আজ বিপক্ষপক্ষের যে যে মদোদ্ধত[২] বীর সমর পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজ নিশিত শরনিকরে শকুনিকে নিহত করিয়া, ঐ দুরাত্মা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের যে সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদয় প্রত্যাহরণ[৩] করিব। আজ রাজা যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন। আজ হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতিপুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। আজ আমার সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আজ দুর্য্যোধন স্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহেই উহাকে নিপাতিত করিব। ধার্ত্তরাষ্ট্র[৪] যে সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে সমর্থ নহে। এক্ষণে তুমি অশ্বসঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি।'

সঙ্কুল যুদ্ধ—অর্জ্জুনশরে সত্যকর্ম্মাদি সংহার

হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন-সৈন্যের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইঁহারাও কৌরববল নিরীক্ষণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশবাসনায় অর্জ্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকার্ম্মুক[৫] শস্ত্রধারী পাণ্ডবগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে, তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া মুমূর্ষুর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মোহাভিভূত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে নিশিত শরনিকরে কুরুরাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাপরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তকচ্ছেদন ও অশ্ব-সমুদয় সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সত্যকর্ম্মার রথেষা ছেদনপূর্ব্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত[১] সিংহ যেমন অরণ্যে মৃগ সংহার করে, তদ্রূপ সত্যেষুকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া তিন বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সুশর্ম্মার সুবর্ণভূষিত রথ-সমুদয় ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্গার[২] করিয়া সুশর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে শতবাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডসদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমনপূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। মহারথ ধনঞ্জয় এইরূপে সুশর্ম্মাকে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদয় সৈন্য সংহারপূর্ব্বক হতাবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভীমহস্তে সসৈন্য সুদর্শন সংহার

তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অম্লানমুখে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শরবর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। মহাবীর বৃকোদর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ

১। যোদ্ধা। ২। মদোন্মত্ত। ৩। পুনরায় গ্রহণ—ফিরাইয়া লওয়া। ৪। দুর্য্যোধন। ৫। উত্তোলিত ধনুক—ধনুক উঠাইয়া।

১। ক্ষুধিত। ২। উদ্গীরণ।

হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশিত শরজালে কৌরব-সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। সৈন্যগণ নিহত হইলে সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করিয়া মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেকে পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত শোক করিয়া নিপতিত হইতে লাগিলেন।"

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধে সহদেব কর্ত্তৃক উলূকবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল-প্রতাপশালী সহদেবও তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর উলূক ভীমসেনের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ-আকৃষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জলধারা-সদৃশ শরধারায় দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরবসৈন্য বিনাশ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরসমাচ্ছন্ন[১] তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত[২] সৈন্য আকর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাঙ্গনের পথরোধ হইয়া গেল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশু-সমূহয়ে রণভূমি সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা নানাবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্‌বৃত্ত-নেত্র, রোষিতাধর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমাযুক্ত গজশুণ্ডাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন আবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্ততঃ বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ! তৎকালে কৌরব-সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল-প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন। মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরব-সৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ-শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তাহা-দিগকে সমরপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ! তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ? নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাঙ্মুখ না হইয়া সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের গমনকালে সংক্ষুব্ধ সাগরশব্দসদৃশ ভীষণ শব্দে চারিদিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক শকুনিকে দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহদেবকে ষষ্টি এবং ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূকও পিতার পরিত্রাণবাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শরপ্রয়োগ করিলেন।

১। শরে আচ্ছাদিত। ২। পূর্ব্বে হত অবস্থায় পতিত।

বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত¹ জলদাবলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সহদেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূক রুধিরাক্ত-কলেবর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সহদেব-শরে শকুনি বধ

সুবলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পাকুল-নয়নে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর সহদেবও অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরসকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীনন্দনের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুবলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিকীর্ণ² হইতেছে। ঐ সময় কৌরবপক্ষে সৈন্যগণ শক্তি বিনিহত ও শকুনিকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্রদিগের আর সমরবাসনা রহিল না। জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল-প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় কৌরবদিগকে বিমনায়মান³ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সহদেব অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্যে পরিরক্ষিত শকুনিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কার্ম্মুকে জ্যা আরোপিত করিয়া, অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, 'হে সুবলনন্দন! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; দ্যূতক্রীড়াসময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজ তাহার ফলভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি, তোমরা দুইজন অবশিষ্ট আছ। লগুড়-প্রহারে বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে, তদ্রূপ আজ আমি ক্ষুর-প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত¹ করিব।'

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিকে এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষানলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিকে দশ ও তাঁহার অশ্বগণকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক সুবর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সুবলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতির মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্ব্বাবরণভেদী² সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিকে ছিন্নমস্তক, শোণিতাক্ত-কলেবর ও সমরাঙ্গনে শয়ান অবলোকন করিয়া-

১। বিদ্যুৎ বিরাজিত। ২। দূরিত। ৩। দুর্মনা—ব্যাকুলচিত্ত।

১। উন্মথিত—ছিন্ন। ২। সর্বপ্রকার বর্মছেদনকারী।

শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদের চতুরঙ্গবল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান[১] হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ শকুনিকে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেব ও যোধগণের সন্তোষ-সাধনার্থ শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! তুমি আজ ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ'।"

ইতি শল্যবধপর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

হ্রদপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায়—দুর্য্যোধনসৈন্য নিঃশূন্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষ-পরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও ক্রুদ্ধ আশীবিষ-সদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশ-বাসনায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন ভল্ল দ্বারা অভিমুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণ সব্যসাচীর[২] শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ-বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর।'

হে মহারাজ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া শস্ত্রপ্রযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ধূলিপটল-পরিবৃত অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ঐ সময় পাণ্ডব-সৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ আপনার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিত-প্রায় করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপাল-মধ্যে কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ-শ্রবণে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।"

দুর্য্যোধনের পলায়নে প্রযত্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডব-সৈন্য মধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত গজারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহাকেও আপনার সহায় না দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিতমনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গদাহস্তে পাদচারে পূর্ব্বদিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে মনে মনে এইরূপ আন্দোলন-পূর্ব্বক হ্রদপ্রবেশাভিলাষে ধাবমান হইলেন।

১। পলায়মান। ২। অর্জ্জুনের।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুতবেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারী কৌরব-সৈন্যগণের সমুদয় সঙ্কল্প নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহারপূর্ব্বক রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

ব্যাসবাক্যে সঞ্জয়বধে সাত্যকির নিবৃত্তি

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বীর! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহাকে অচিরাৎ সংহার কর।' মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, 'যুযুধান! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর; ইহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে।' তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে কহিলেন, 'সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।' এইরূপে আমি সেই অপরাহ্নে সাত্যকির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোণিতলিপ্তকলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমনকালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, ক্ষতবিক্ষতদেহ, গদাধারী, একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাকুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্যস্ফূর্ত্তি[1] হইল না। পরিশেষে আমি যেরূপে অরাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাজা দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আমাকে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, 'মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আমার রণস্থল হইতে আগমনসময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় তিন জন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন।'

দুর্য্যোধনের হ্রদমধ্যে প্রবেশ

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমার বাক্য-শ্রবণানন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায়-সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত-শরীরে সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছে। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধববিহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে?' হে মহারাজ! কুরুরাজ আমার নিকট এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত[1] করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমাকে দেখিবা-মাত্র সত্বর অশ্বচালনপূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, 'সঞ্জয়! আজ সৌভাগ্যবশতঃ তোমাকে জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত জীবিত আছেন?' তখন আমি সেই বীর-ত্রয়ের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, কুরুরাজ হ্রদপ্রবেশকালে যাহা কহিয়াছিলেন,

১। মুখ হইতে বাক্য বাহির।

১। জলের উচ্ছ্বাসকম্পনাদি সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ—আধুনিক য়ুরোপীয় সাবমেরিণে লোকসকল জলমধ্যে যেমন অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এই জলস্তম্ভন তাহারই অতি সূক্ষ্ম আদর্শ।

তৎসমুদয় নিবেদন করিলাম এবং কুরুরাজ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শনপূর্ব্বক এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না? আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসেই অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম।'

দুর্য্যোধন-দুর্দ্দশায় অশ্বত্থামাদির বিলাপ

এইরূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকনপূর্ব্বক আমাকে কৃপাচার্য্যের রথে আরোপিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন। ঐ সময় দিনকর অস্তাচলচূড়া[১] অবলম্বন[২] করিলেন। শিবিরস্থ যাবতীয় লোক কুমারগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবকুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে কুররী[৩]-গণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া মস্তকে করাঘাত, নখরপ্রহার ও কেশোৎপাটনপূর্ব্বক[৪] হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ[৫] ভয়াতুর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজবনিতাগণকে[৬] লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যাসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী-সমভিব্যাহারে অশ্বতরী[৭]যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় গোপাল, মেষপালক প্রভৃতি প্রাকৃত[৮] মনুষ্যগণও ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

১—২ অস্তগিরির চূড়া আশ্রয়—অস্তমিতপ্রায় অবস্থা। ৩ উৎক্রোশ পক্ষী। ৪। মাথার চুল উপড়াইয়া। ৫। মন্ত্রিগণ। ৬। রাজভার্য্যাদিগকে। ৭। অশ্ব-গর্দ্দভ সংযোগে জাত খচ্চর—খচ্চর শ্রমপটু—অবিশ্রান্ত গমনে সমর্থ। ৮। সামান্য—চাষাভুষা।

অমাত্যগণ সহ যুযুৎসুর হস্তিনা প্রবেশ

হে মহারাজ! এইরূপে সমস্ত লোক পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ সমস্ত লোকই পলায়ন করিতেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বা[১] রমণীগণ অনাথা ও শোকসন্তপ্তা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়ব্যাকুললোচনে দশদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সচিবগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই সময়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্ত্তব্য।' মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথারোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখীন রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে বাষ্পাকুললোচনে হস্তিনায় প্রবেশপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকে অবলোকন করিয়া প্রণতিপুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুকে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদ্গদস্বরে কহিলেন, 'বৎস! কৌরবগণের এই ভয়াবহ সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন কর।'

যুযুৎসু কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত পরিবার[২] নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পলায়ন করিলে

১। সাধারণের অদৃষ্ট। ২। জ্ঞাতি-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবাদি।

অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্র[১]দিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।'

হে মহারাজ! সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজ আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী[২], অব্যবস্থিতচিত্ত[৩], রাজ্যলোলুপ, হতভাগ্য, অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে। আজ তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বিদুর এইমাত্র বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদ-বাসিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল, কাহারও আর কিছুতেই সুখ রহিল না। তখন সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন; মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ভরতবংশীয়দিগের ক্ষয়-বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক[৪] হওয়াতে তিনি কোনক্রমেই সুস্থ হইতে পারিলেন না।"

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির দুর্য্যোধন-অন্বেষণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কি করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়-রমণীগণ ধাবমান[১] ও শিবির শূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবগণের জয়-কোলাহল শ্রবণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্টমনে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে পর্য্যটন করিয়া পরম যত্নসহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কুরুরাজ ইতিপূর্ব্বেই গদাহস্তে রণস্থল হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বাহন-সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কৃপাচার্য্যাদির জলমধ্যগত দুর্য্যোধনাহ্বান

এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মৃদুপদসঞ্চারে[২] সেই হ্রদ-সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হয় পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য-সমুদয়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমাকে রক্ষা করিতেছি, সুতরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।'

তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহারথগণ! আমি ভাগ্য-বলে এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে

১। পত্নী। ২। ভবিষ্যদর্শনে অক্ষ। ৩। অস্থিরমতি। ৪। জাগরিত।

১। আত্মরক্ষার্থ পলায়িত। ২। ধীরে ধীরে পদক্ষেপপূর্ব্বক।

তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর শ্রমাপনোদন-পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোনমতেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।'

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত[১], দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।'

ব্যাধগণ মুখে ভীমের দুর্য্যোধন-সন্ধানলাভ

হে মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতকগুলি ব্যাধ মাংসভার-বহন-ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনের[২] নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হ্রদসন্নিধানে আগমন করিল। ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তিসহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা সেই হ্রদের কূলে উপবেশনপূর্ব্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথগণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণও সমরস্পৃহাশূন্য[৩], সলিলে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়[১] সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, রাজা দুর্য্যোধন যে হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিস্ফুট[২]রূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, 'দেখ, রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন। উঁহাদের দুইজনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিদিন এইরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না।' অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্লমনে মাংসভার গ্রহণ-পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে রণস্থলের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে।' রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিত-চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ হৃষ্টচিত্তে অতি সত্বর দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধনদানপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি লুব্ধক[৩]গণের মুখে সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। সে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে শয়ান রহিয়াছে।'

১। যাগযজ্ঞাদি ও জলাশয়াদি নির্মাণপুণ্য। ২। জলপানের। ৩। যুদ্ধাভিলাষহীন।

১। অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিজ্ঞাপন। ২। অস্পষ্ট। ৩। ব্যাধ।

পাণ্ডবগণের হ্রদসমীপে গমন

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বর দ্বৈপায়ন-হ্রদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমকগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া 'দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি' বলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথিগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুত্থিত হইল। শ্রান্তবাহন[2] বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন-হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবলপ্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দুর্য্যোধন-সমাশ্রিত[3] দ্বৈপায়ন-হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদাপাণি হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিতরূপে তাহার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশবাসনায় শঙ্খশব্দ ও রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডব-সৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'মহারাজ! ঐ সমর-বিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে আগমন করিতেছে। অতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।' রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত্তচিত্তে বহুদূরে গমনপূর্ব্বক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা 'মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হ্রদসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুর্য্যোধন কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

হ্রদস্থ দুর্য্যোধনবধে কৃষ্ণের উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিন জন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন-হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীকে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহাকে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মায়া-প্রভাবে মায়াকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মাকে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায় দ্বারাই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন। কৌশলপ্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধ-সাধন হইয়াছে; শ্রীরাম উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায়-প্রভাবেই মহাবল-পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে। উপায়প্রভাবেই বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছে।

১। দ্বীপমধ্যবর্ত্তী হ্রদ—দ্বীপ সমুদ্রেরও হয়, বড় বড় নদীরও হয়। চতুর মধ্যে চারিদিকে জলগতি অথচ বৃহৎ ও গভীর জলাশয়ের নাম হ্রদ ২। স্ব স্ব বাহন অশ্বাদির বিশ্রামাভাবে। ৩। দুর্য্যোধনের আশ্রয়স্থল।

এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায়বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে মহারাজ! উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উপায়প্রভাবেই দানব, রাক্ষস ও ভূপালগণ নিহত হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।'

হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরের দুর্য্যোধন-আহ্বান

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থিত মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজ আপনার জীবনরক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ? অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজ তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়? সভামধ্যে সকলেই তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু আজ তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়-বংশে, বিশেষতঃ কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমরপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম নহে; অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। তুমি সমর-সাগর সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত জীবনরক্ষার বাসনা করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হ্রদমধ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সর্ব্বলোকসমক্ষে আপনাকে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বীরপুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু-সন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবনরক্ষার বাসনা করা ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি মোহ-বশতঃ কর্ণ ও শকুনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক আপনাকে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর। তোমার ন্যায় বীরপুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে বিক্রম, সে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল? তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে? অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হও। বিধাতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজত্ব লাভ কর।'

হ্রদস্থ দুর্য্যোধন ও তীরস্থ যুধিষ্ঠিরের উক্তি-প্রত্যুক্তি

হে মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই। সংগ্রামস্থলে আমার রথ ও তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদয় সৈন্য-সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; প্রাণভয়ে বা বিষাদ প্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। হে কুন্তীনন্দন! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎকাল বিশ্রাম কর। আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি; এক্ষণে বহুক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম, অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত ও আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হয় রণস্থলে আমাদিগকে বিনাশপূর্ব্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা-দিগের নিমিত্ত রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতা পরলোকগমন করিয়াছে, পৃথিবীও রত্নহীন ও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে; সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীকে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই। হে যুধিষ্ঠির! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমাকে পরাজিত করিতে পারি; কিন্তু

মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই হস্তী ও অশ্বশূন্য বন্ধুবান্ধব-বিহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়হীন রাজ্য শাসন করিতে বাসনা করে? বিশেষতঃ তাদৃশ সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ নাই। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করিব। রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না।'

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সে করুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! তুমি সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আর এইরূপ পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সকল আর্ত্ত-প্রলাপে[1] আমার মনে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্যদানে সম্মত হইতে পার; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি। প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমরা পুররক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই? তুমি প্রথমে মহাবল-পরাক্রান্ত বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়াছ? হা! তোমার কি ভ্রান্তি! কোন্ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্যদানে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তুমি কিরূপে আমাকে দান করিবে? হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে তুমি আমাকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর। পূর্ব্বে তুমি আমাকে সূচ্যগ্র[2]-পরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভিলাষী হও নাই; এক্ষণে কিরূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে? কোন্ মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বসুন্ধরাদানে অব্যবসায়[1] করিয়া থাকে? তুমি কেবল মোহপ্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। হে কুরুরাজ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি আমরা দুই জনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয়-পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্মপরিত্রাণে[2] সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বারংবার আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদয় কারণ বশতঃ তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; এক্ষণে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।' হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।"

হ্রদপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

গদাযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ। সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল? পূর্ব্বে এরূপ তিরস্কারবাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন সর্ব্বদা সকল লোকের মান্য হইয়া কালযাপন করিয়াছে। হায়! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায়[3] দণ্ডায়মান হইয়া 'আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম' বলিয়া খেদ করিত, সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত, সে কিরূপে অরাতিগণের কটুবাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! ম্লেচ্ছ ও আটবিক-সমবেত সমুদয় পৃথিবী যাহার—

১। পীড়িতের কাতর বাক্যে। ২। ছুঁচের মুখে যতটুকু উঠে—ততটুকু।

১। চেষ্টা। ২। আত্মরক্ষায়। ৩। রাজচ্ছত্রতলে।

প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে স্বজনবিহীন হইয়া নির্জ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

দুর্য্যোধনের জল হইতে বহিরাগমন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করিয়া সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে কুন্তীনন্দন! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি? অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির, বিশেষতঃ বর্ম্মহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহাকেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ! সাধুদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক'। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সংবৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদয় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হও। আমি বিরথ ও শস্ত্রবিহীন হইয়াও প্রভাতসময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ' করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধুবান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ পরিশোধ করিব।'

দুর্য্যোধনের যুদ্ধনিয়ম নির্দ্ধারণ

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরুরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে; তুমি ভাগ্যবলেই বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমরব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।' তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমাকে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব; আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পদচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, আজ তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হউক। হে যুধিষ্ঠির! আমি গদাপ্রভাবে তোমাকে, তোমার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও পরাজিত করিব। সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না।' তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে গান্ধারী-তনয়! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং

১। [illegible] ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—ধর্মসম্মত। ২। [illegible]।

অবস্থিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। আজ যদি ইন্দ্রও তোমাকে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।'

গদাহস্তে দুর্য্যোধনের উত্তরণ—রণনীতি ঘোষণা

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলমধ্যলীন[১] ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিল-রাশি বিক্ষোভিত করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রোষোদ্ধত[২] রুদ্রের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া পরস্পর করস্পর্শ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখ ভ্রূকুটি বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ[৩] দংশন-পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে। আমি অচিরাৎ তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।'

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত-কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ঝর-জলস্রাবী[৪] মহীধরের[৫] ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধবাহু নিতান্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করিয়া মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে যুধিষ্ঠির! তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইবে। বিশেষতঃ আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্যসকল বিনষ্ট হইয়াছে; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি ন্যায়ান্যায়[১] বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।'

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রূর ও নিরপেক্ষ[২]; ইহাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভিমন্যুকে বিনাশ করিলে? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনেকে একত্র হইয়া এক জনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয়, তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে সংহার করিল? বিপদ্‌কালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে; কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও কহিতেছি যে, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, হয় তাহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিতসাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।'

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র সুবর্ণময় বর্ম্ম ও কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডব-গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জ্জুন অথবা যুধিষ্ঠির এক জন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কৃতকার্য্য হইব। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা

১। গর্তমধ্যে অদৃশ্যভাবে স্থিত। ২। ক্রোধে উদ্ধত। ৩। অধর। ৪। ঝরণার জলস্রাবকারী। ৫। পর্ব্বতের।

১। ন্যায়-অন্যায়। ২। নিম্ন [illegible]—[illegible] [illegible]।

কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না। স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্যপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষে আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে'।"

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধোদ্‌যোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বারংবার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি "আমাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর?" ঐ দুরাত্মা যদি আপনাকে অথবা অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে? বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধনবাসনায় ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী, কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদ্‌সাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিকে বহুকষ্টে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। যখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কিরূপে উহাকে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বিনাশসাধন-পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্য-ভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।'

হে মহারাজ! তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে যদুনন্দন! আর বিষাদ করিও না, আজ আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল[1] নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মরাজের জয়লাভ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক গুণে[2] গুরুতর[3], আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শকভাবে অবস্থান কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিন লোক নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি।'

ভীম কর্ত্তৃক গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের আহ্বান

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতিবিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ; তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া, বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী

১। শত্রুরূপ অগ্নি। ২। গুরুত্বে। ৩। ভারী।

প্রদান কর। পাপ-পরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট হইবে, তুমি অচিরাৎ তাঁহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা অতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ। সর্ব্বদা যত্ন-সহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও।'

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্ম্মরাজ-প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল গণ ভীমসেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণ-পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। ঐ পুরুষাধম কখনই আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজ দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয়-নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব। আজ গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব। আজ আপনি সুস্থশরীর হইবেন। আজ আমি আপনার শত্রুহৃত[১] কীর্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজ দুর্য্যোধন প্রাণ, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুষ্ক্রিয়া-জনিত কুকর্ম্ম-সমুদয় স্মরণ করিবেন।'

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া, বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আপনার পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শিখর-পরিশোভিত[২] কৈলাস-পর্ব্বত-সদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন; মহাবাহু দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয়শরীরে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে সমরক্ষেত্রে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি, তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপা-নুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশাঃ ভীষ্মদেব নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন। তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সমরনিপুণ বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুরাত্মা শকুনি, ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী[১] শমন-সদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজ গদাপ্রহারে নিশ্চয়ই তোমাকে নিপাতিত করিব। আজ পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।'

কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বৃকোদর! অধিক বাগাড়ম্বর[২] করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন[৩] করিব। আমি হিমালয়-শিখরের ন্যায় গদাধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর।' হে মহারাজ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তল[৪]-শব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী[৫] প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।"

১। শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত। ২। শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত।

১। দূত—দুর্য্যোধনের দূত। ২। বাক্যের বাহুল্য। ৩। নিঃশেষিত। ৪। করতল। ৫। প্রচুর।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

ভীম দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ—বলরাম-আগমন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া কেশব-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক[1] যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন।' তখন বলদেব কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! আজ দ্বিচত্বারিংশৎ[2] দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম। আমি পুষ্যানক্ষত্রে[3] আবাস হইতে বহির্গত হইয়া শ্রবণায়[4] প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ-সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম।' তখন গদাযুদ্ধ সমুদ্যত মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্লমনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্বাগত[1] ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহাকে নমস্কার এবং রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার[2] করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাবাহো! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন।' তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে পূজা ও অনাময়বার্ত্তা[3] জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্লমনে জনার্দ্দন ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্টমনে[4] শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন, 'হে রাম! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন।' নীলাম্বরধারী[5] ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতমনে সেই ভূপালগণমধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে নক্ষত্র-পরিবৃত নিশাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

১। সম্মানপ্রদর্শনসহকারে আনয়নপূর্ব্বক। ২। ৪২—বিয়াল্লিশ। ৩—৪। পুষ্যানক্ষত্রে যাত্রা করিয়া শ্রবণায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দ্বিচত্বারিংশৎ অর্থাৎ ৪২ দিন হয় না। কারণ, পুষ্যানক্ষত্রের সংখ্যা ৮ এবং শ্রবণানক্ষত্রের সংখ্যা ২২; ৮ হইতে ২২ নক্ষত্রের দিন-পরিমাণ হয় মাত্র ১৫। বলরামের এই আগমন পুষ্যার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রবণায় নহে, পুষ্যার পর মধ্যে একটি শ্রবণা অতীত হওয়ার পর তৎপরবর্ত্তী শ্রবণায় তিনি আসিয়াছেন। তাহাতে হইল এই যে পুষ্যা হইতে শ্রবণা ১৫ এবং শ্রবণা হইতে পুনঃ শ্রবণা ২৭ সমান = ৪২।

এই ত গেল বলরামের আগমন দিন সংখ্যার সমাধান। ইহাতে আর একটি জটিল সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যায়। টীকাকার নীলকণ্ঠ স্বয়ং ঐ প্রশ্নটিকে দুঃসমাধেয় অর্থাৎ কঠিন সমস্যা বলিয়া টীকায় তাহার সমাধান করিয়াছেন।

ভীষ্মপর্ব্বের ১৭শ অধ্যায়ে যুদ্ধারম্ভ দিন সম্বন্ধে মূলের "মঘা-বিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" এই বচন অনুসারে লিখিত হইয়াছে—"ঐ দিন চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে গমন করিয়াছিলেন।" এই "মঘা" শব্দ দর্শনে মঘা নক্ষত্রে যুদ্ধারম্ভ কেহ কেহ বলেন, বাস্তবিক তাহা নহে কারণ, মঘা নক্ষত্রের সংখ্যা ১০, তার পর ১৮ দিন যুদ্ধ হইলে সপ্তবিংশতি ২৭ সংখ্যক রেবতী নক্ষত্রে যুদ্ধ পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় নাই; তাহা হইলে বলরামবাক্যের বিরোধ হয়। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে শ্রবণানক্ষত্রে—যুদ্ধের অষ্টাদশাহে যেদিন ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়—যাহা দেখিবার জন্য স্বয়ং বলরাম উপস্থিত।

বলরামের আগমনের সহিত যুদ্ধ-উপসংহারের সমতা করিলে মৃগশিরা নক্ষত্রেই যুদ্ধ আরম্ভ নির্ণীত হয়। মঘা নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ, সেই পিতৃগণের সহিত যুদ্ধমৃতগণের মিলন করায় অধিকার চন্দ্রের সেই চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রের অধিপতি। মূলের এই 'মঘাবিষয়গঃ' শব্দ দ্বারা মৃগশিরা নক্ষত্রই যে যুদ্ধারম্ভের দিন, তাহা ভীষ্মপর্ব্বে মীমাংসিত [ভীষ্মপর্ব্ব ১৭ অঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য]।

যুদ্ধারম্ভ মৃগশিরায় হইলেই মিল হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রের সংখ্যা ৫, বলরামের আগমন-দিবসীয় শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যা ২২; ৫ হইতে ২২ নক্ষত্রের দিন পরিমাণ ১৮।

১। সুখে আগমন। ২। পূজাপূর্ব্বক সম্মান। ৩। কুশল-সংবাদ—শারীরিক স্বাস্থ্যাদি। ৪। আনন্দিত হৃদয়ে। ৫। নীল বসনপরিধারী।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

জনমেজয়-প্রশ্নে বলরামের তীর্থসেবা বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক 'আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না' বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ বিরাটভবনে অবস্থানপূর্ব্বক মধুসূদনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণিসকলের হিতসাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশ্যে অম্বিকানন্দনকে[১] বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট-নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, "কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল না; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থে যাত্রা করি!"

অনন্তর উভয়পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত রোহিণীতনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী-তীর্থে প্রস্থান করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এ দিকে বলদেব গমনকালে পথিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, "তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক,[২] সুবর্ণ,[৩] রজত,[৪] ধেনু,[৫] বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র[৬] এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত-তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর।" মহাবল-বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক্[১], অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃদ্, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর[২] এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ-সমুদয় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অর্থিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্যবস্তু প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল বলরামের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি রাশি ভক্ষ্য[৩] ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহার্হ[৪] বস্ত্র, পর্য্যঙ্ক[৫] ও আস্তরণ[৬] প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণসমুদয় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয়মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্রাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সেই তীর্থগমনপথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গসদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণি[৭], আপণ,[৮] পণ্যদ্রব্য[৯] এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সংযমী মহাত্মা বলদেব মহা আহ্লাদে সেই পুণ্যতীর্থসমুদয়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণাস্বরূপ কাঞ্চনময় শৃঙ্গশোভিত মহাবস্ত্র সমাযুক্ত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী[১০] গাভী, নানা দেশজাত অশ্ব, মণিমুক্তা-প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ডসকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপ্রতিমপ্রভাব[১১] রোহিণীনন্দন এইরূপে সারস্বত তীর্থ-সমুদয়ে ভূরি ভূরি অর্থদান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্র-তীর্থপ্রসঙ্গে প্রভাসাদি তীর্থকথা

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সারস্বত তীর্থ-সমুদয়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও

১। ধৃতরাষ্ট্রকে। ২। পুরোহিত। ৩—৫। সোনা, রূপা, গাভী। ৬। উট।

১। পুরোহিত। ২। ভৃত্য। ৩। খাদ্য। ৪। মহামূল্য। ৫। খাট। ৬। বিছাইবার কম্বলাদি। ৭। বাজার। ৮। দোকান। ৯। কেনা-বেচার বস্তু। ১০। দুগ্ধবতী। ১১। অতুলনীয় প্রভাবশালী।

কারসমুদয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদয়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ তারাপতি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃদ্ ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস-তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত[১] করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম প্রভাস হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ শশাঙ্ক কিরূপে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা প্রভাস-তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপবিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তরে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। উহারা নক্ষত্র; উহাদের দ্বারা লোকে কাল-নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অলোকসামান্যা[২] রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাললোচনা[৩] কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সুখসম্ভোগ করিতেন; তদ্দর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিলম্বে দক্ষ-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত সুখসম্ভোগে কালযাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মিতাহারী[৪] হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব।" প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর, নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে।" পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, "তোমরা এক্ষণে চন্দ্র-সন্নিধানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।"

দক্ষকোপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগাক্রমণ

অনন্তর দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতিক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীতমনে রোহিণীরই সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতএব এক্ষণে আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সন্নিধানে কালযাপন করিব।"

প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্যশ্রবণে চন্দ্রসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে শাপ প্রদান করিব।" হে মহারাজ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট[১] হইয়া পুনরায় পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! চন্দ্র আমাদিগের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিন।"

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোনক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধি[২]সকল নিস্তেজ,

১। তেজোযুক্ত। ২। সাধারণ লোকের সহিত অতুলনীয়া। ৩। আয়তনেত্রা—সুলোচনা। ৪। [illegible]।

১। ক্রোধযুক্ত। ২। [illegible]।

আস্বাদশূন্য ও উচ্ছিন্ন[1] হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোকসকল নিতান্ত কৃশ ও সংশয়াপন্ন[2] হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, "হে শশলাঞ্ছন[3]! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব।" তখন ভগবান্ শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সুরগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উঁহার কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।"

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সুরগণ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু আমি এক্ষণে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা চন্দ্রের শাপশান্তি হইতে পারিবে। নিশাকর সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিয়া পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে। উনি এক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।"

প্রভাসতীর্থস্নানে চন্দ্রের রোগমুক্তি

হে মহারাজ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নির্দেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রভাসে পঞ্চদশীর চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীতমনে চন্দ্রকে কহিলেন, "বৎস! তুমি স্ত্রী পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।" তখন নিশাকর দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন। প্রজারাও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ কালযাপন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়েন। উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমসোদ্ভেদ-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধিপূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বর উদপান-তীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা[1] হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

ত্রিত ঋষিকৃত উদপান তীর্থ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! হলায়ুধ[2] বলদেব মহাযশাঃ মহর্ষি ত্রিতের উদপান-তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধনদান ও দ্বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপাঃ ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। তিনি ঐ কূপে অবস্থানপূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

১। শুষ্ক। ২। জীবনবিষয়ে সংশয়যুক্ত। ৩। শশকচিহ্নযুক্ত—চন্দ্রের অঙ্গস্থিত শশকসদৃশ চিহ্নযুক্ত।

১। উপরে শুষ্ক, মধ্যে অন্তঃপ্রবাহযুক্ত। ২। [illegible]

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদপান-তীর্থ কিরূপে উৎপন্ন হইল? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য[1] হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বযুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপাঃ একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন[2] ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণে[3] পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সুপুত্রদিগের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া সুরপুরে[4] প্রস্থান করেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গৌতমের পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণগ্রাম-দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

এক দিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধনলাভের নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া পরামর্শ করিলেন, "আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানদিগের নিকট বিবিধ পশু পরিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব।" তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানুসারে তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধানপূর্ব্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। ত্রিত আনন্দিতচিত্তে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে, রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া 'কিরূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব' ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, "দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুশল ও বেদপারগ। সে আমাদের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গো-সঞ্চালনপূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথা ইচ্ছা গমন করুক।"

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল। গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃকদর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করত সেই সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর[1] ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে আর্ত্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয়ে ও পশুলোভে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিত এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতীর[2] ন্যায় সেই তৃণলতাপরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নির্জ্জন কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমি এই কূপে থাকিয়া কিরূপে সোমরস পান করি?' মহাত্মা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া সেই ধূলি-সমাবৃত কূপ খননপূর্ব্বক জল উত্তোলন ও বহ্নি স্থাপন করিলেন এবং আপনাকে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা[3] এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে[4] তাঁহাদিগকে আহ্বান[5] করিতে লাগিলেন। তখম মহামুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং তাহাতে

১। শুনিবার যোগ্য। ২। পুত্রহীন। ৩। ইন্দ্রিয়দমন। ৪। স্বর্গে।

১। সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক। ২। পাপকারীর। ৩। বালী। ৪—৫। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় মর্ত্ত্য, দূরত্বের কল্পনাও সুদূরপরাহত। কিন্তু ত্রিতের উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি স্বর্গস্থ দেবগণের কর্ণে অবিলম্বে পৌঁছিল। সেকালের দূরশ্রবণ—দূরদর্শন মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে কথাবার্ত্তা চালনার আলোচনা করিলে ভারত-বিলাতের টেলিফোনে বা বেতারবার্ত্তায় বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে?

দেবগণের মনেও ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুরগণ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন, অতএব আমাদিগকে তথায় গমন করিতে হইবে।" দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য-শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, "মহাভাগ! আমরা যজ্ঞভাগগ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি।" তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, "এই দেখুন, আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি", এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও প্রীতমনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বরপ্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, "হে দেবগণ! আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের বরে সোমরসপায়ীর সদ্গতিলাভে সমর্থ হয়েন।"

দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল[১] সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। তখন মহর্ষি ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন যে, "তোমরা পশুলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে; অতএব আমার শাপ-প্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ[২] ভীষণ বৃক[৩]রূপ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ কর। তোমাদিগের সন্তান-সন্ততিও গোলাঙ্গুল[৪], ভল্লুক ও বানর হইবে।" মহর্ষি ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্য-বাদিতাপ্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃকরূপী হইলেন।

হে মহারাজ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্যতীর্থে কূপ দর্শনপূর্ব্বক তাহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

বিনশনাদি তীর্থকথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশনতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় সরস্বতী শূদ্র ও আভীর[১]দিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিকতীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্নবদন অপ্সরোগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ প্রতিমাসে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুমসমুদয়ে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থ অপ্সরাদিগের আক্রীড়ভূমি[২] বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, বিবিধ গীতবাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্ব-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিশ্বাবসু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ মনোহর নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেষ, গো, খর[৩], উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য দানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি গর্গস্রোত-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ[৪] বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয়ের ব্যতিক্রম[৫] এবং শুভ ও দারুণ[৬] নিমিত্ত-সকল অবগত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত

১। গোপ—গোয়ালা। ২। ক্রীড়া স্থান ৩। গর্দভ।

১। বহু ঢেউ দ্বারা আকীর্ণ। ২—৩। দংষ্ট্রায়ুধ—দাঁতই যাহার অস্ত্র ৪। আত্মতত্ত্ববিৎ—ব্রহ্মজ্ঞ। ৫। গ্রহাদির স্থানচ্যুতি—স্থান [illegible]। ৪। লাঙ্গুলের মূল কৃষ্ণবর্ণ ধূসরবিশিষ্ট বানর। ৬। বিপর্যয়। ৭। অশুভ।

তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গস্রোত হইয়াছে। ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষি গর্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতকলেবর[1] বলদেব তথায় মুনিগণকে ধনদান ও বিপ্রদিগকে নানাবিধ ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক-শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি সরস্বতী-তীরে মহর্ষিগণ-নিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্ব্বতসন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা বলদেব সেই শঙ্খতীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড সকল প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থে নানা বেশধারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও প্রচুর ভোজ্য-দ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণতীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগধন্ব-নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই। ঐ তীর্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিকে বিধানানুসারে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তথায় শতসহস্রসংখ্যক[2] সুবিখ্যাত তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মুনিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত[3] বৃষ্টির[3] ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহাত্মা বলদেব সরস্বতীকে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

১। শ্বেতচন্দন মাখা দেহ। ২। বহু শতসহস্র—বহুত্ববাচক। ৩। বায়ু দ্বারা বেগে চালিত বর্ষাধারার।

সরস্বতী নদীর পূর্ব্ববাহিনীত্ব বর্ণন

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্রত্য অসংখ্য মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থদর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ-কূলে আগমন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যাবাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণতীরস্থিত তীর্থসকল নগরসদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসাভিলাষে স্যমন্তপঞ্চকের শেষসীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতিদান ও বেদাধ্যয়ন-শব্দে দিক্-সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হুতহুতাশন[1] সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতিচমৎকার শোভা হইল। বালখিল্য[2], অশ্মকুট্ট[3], দন্তোলূখল[4], প্রসংখ্যান[5] এবং বায়ুভক্ষণ[6], জলাহার[7], পর্ণভোজন[8] ও স্থণ্ডিলে শয়ন[9] প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, দেবগণ যেমন মন্দাকিনীর[10] শোভাসম্পাদন করেন, তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষসীমা হইতে যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ[11] ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই অল্পপ্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে? হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনিগণকে চিন্তাকুলিতচিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যসাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। [illegible]

১। আহুতিপ্রদত্ত অগ্নি। ২। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তপস্বী। ৩। [illegible] —দাঁতভাঙ্গা যবাদি চূর্ণদ্রব্যভোজী। ৪। উদূখলীতে [illegible] ধান ভানা হয়, তদ্রূপ দাঁতের মধ্যে ২।১টি মাত্র শস্য ফেলিয়া [illegible] সামান্যমাত্র ভোজ্যদ্রব্য দন্তে স্পর্শমাত্রে যাঁহারা জীবনধারণে [illegible] তদ্রূপ তপস্বী। ৫। প্রকৃষ্ট জ্ঞানী। ৬। বায়ুমাত্র ভোজী। ৭। [illegible] মাত্রপায়ী। ৮। বৃক্ষের পত্রমাত্রভোজী। ৯। শাদি শয্যায় শয়ান। ১০। [illegible]। ১১। [illegible]

মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ[১] করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য কুঞ্জ[২] উৎপন্ন হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে ঐরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করাতে সেই সকল কাননময় স্থান নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর কুঞ্জকানন এবং সরস্বতীর পূর্ব্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত-তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর[৩], ইঙ্গুদ[৪], কাশ্মর্য্য[৫], অশ্বত্থ, বট, বিভীতক[৬], কক্কোল[৭], পলাশ, করবীর[৮], পীলু[৯], করূষক[১০], বিল্ব, আম্রাতক[১১] ও ষণ্ড[১২] প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী[১৩], পারিজাত[১৪] ও মাধবীলতাবনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলূখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে, উহা হিংসাধর্ম্মশূন্য অসংখ্য লোকের আবাসভূমি। মঙ্কণক নামে একজন সিদ্ধ ঐ বহুমৃগসমাকীর্ণ তীর্থে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সপ্তসারস্বত-তীর্থ বর্ণন

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সপ্তসারস্বত-তীর্থ কিরূপে উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কিরূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার কিরূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? আমি তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সরস্বতীর সপ্ত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীকে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হয়েন। তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। পুষ্কর-তীর্থে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। ঐ যজ্ঞে ধর্ম্মার্থকুশল[১] ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদিত্র[২]-সকল বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্ব্ব-কামসম্পন্ন[৩] যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

হে মহারাজ! পিতামহ এইরূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, "এই যজ্ঞে সরিদ্বরা[৪] সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।" তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী যজ্ঞ-দীক্ষিত[৫] পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্করতীর্থে আহূত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে দর্শন করিয়া পুলকিতচিত্তে পিতামহকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পিতামহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর-তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া দেববিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করেন। ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম কাঞ্চনাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

গয় নামে ভূপতি গয়-তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করাতে তিনি

১। সার্থক। ২। জতাগৃহ। ৩। কুল। ৪। [illegible] বীজ। ৫। গাম্ভারী। ৬। বহেড়া। ৭। [illegible]। ৮। করবী। ৯। [illegible]। ১০। ফলসা। ১১। [illegible]। ১২। [illegible]। ১৩। কলা। ১৪। [illegible]।

১। ধর্ম্মনির্ণয়ে দক্ষ। ২। বাদ্য। ৩। সকল কামনাপূর্ণ-কারী। ৪। নদীশ্রেষ্ঠা। ৫। [illegible]।

তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীকে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালকি কোশলার উত্তরভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন। উদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পার্শ্বদেশ হইতে তথায় সমাগত হয়েন। বল্কলাজিন-বাসা:[১] ঋষিগণ তাঁহাকে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।

কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমনপূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন।

সরস্বতী যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া সুরেণু নামে বিখ্যাত হয়।

হিমালয়ে বিরিঞ্চির[২] কার্য্যসাধনার্থ সমাগত হইয়া সরস্বতী বিমলোদকা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

হে মহারাজ। যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তসারস্বত-তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্তসারস্বত-তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

মঙ্কণক মুনির উপাখ্যান

হে মহারাজ। এক্ষণে কৌমার[৩]-ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতীজলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীকে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতী জলে মহর্ষির রেতঃ[৪] স্খলিত হইল। তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেতঃ অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেতঃ কলসমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামক সাত জন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

১ বৃক্ষবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী—গাছের বাকল ও মৃগচর্ম্ম পরিহিত। ২। ব্রহ্মা। ৩. নৈষ্ঠিক—যাহারা গৃহী হয় না। ৪। শুক্র।

মঙ্কণক-মহাদেব সংবাদ

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মঙ্কণকের আরও একটি ত্রিলোকবিশ্রুত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন। এইরূপ এক কিংবদন্তী[১] আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্তে ক্ষত হইয়াছিল। মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যপ্রভাবে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ-সমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।"

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যসাধনার্থে ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন! তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এরূপ হর্ষের কারণ কি?" মহর্ষি কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্লমনে নৃত্য করিতেছি।" তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, "হে বিপ্র! এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না, বরং তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।" ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল[২] ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে ভগবন্! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনি এই চরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদয় আপনাতে

১। জনশ্রুতি—প্রবাদ। ২। বরফের ন্যায় শুভ্র।

নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি বরদাতা, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে[1] আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিয়া থাকেন।" মহর্ষি মঙ্কণক এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, "হে দেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয়।"

হে মহারাজ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে মনুষ্য এই সপ্তসারস্বত-তীর্থে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্ল্লভ থাকিবে না এবং সে সারস্বতলোকলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।" হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ঔশনস-কপালমোচনাদি তীর্থ-বিবরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই সপ্তসারস্বত-তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্য্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস-তীর্থে আগমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাশরথি[2] রাম এক রাক্ষসের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্ন-মস্তক মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন-মস্তক হইতে মুক্ত হয়েন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রামবিষয়ক চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি[1] প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহাবল বলদেব সেই ঔশনস-তীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল? কিরূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন-মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন আর কি নিমিত্তই বা ছিন্ন-মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় লগ্ন হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রঘুবংশাবতংস[2] রাজা রামচন্দ্র রাক্ষসবিনাশবাসনায় দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক দুরাত্মা নিশাচরের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর-নামক বনচারী ব্রাহ্মণের ঊরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থি ভেদপূর্ব্বক সংলগ্ন হইল। মস্তক ঊরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিপ্রবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না। তাঁহার ঊরুদেশ হইতে অবিরত পূয নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত বেদনার্ত্ত হইয়াও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। পরিশেষে তিনি মুনিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সমস্ত পাপের শান্তি এবং সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! দ্বিজবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য-শ্রবণে ঔশনস-তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জঙ্ঘালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহাত্মা মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীতমনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তখন তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া সেই ঔশনস[3]-তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন-তীর্থে

১। নির্ভয়ে। ২। দশরথপুত্র।

১। নীতিশাস্ত্র—শুক্রনীতি। ২। রঘুকুলভূষণ। ৩। শুক্রাচার্য্যের।

গমনপূর্ব্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবীর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধনদান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে আর্ষ্টিষেণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপোনুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু কলেবর-পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা আমাকে প্রভূতসলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল।" তপোধন-পুত্রেরা বৃদ্ধ পিতার বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে তীর্থশত-সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতীতীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক তাহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীতমনে পুত্রগণকে কহিলেন, "হে তনয়গণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরভাগে অগাধ জলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"

হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনদানপূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোকপর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপাঃ মহাযশাঃ আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধিলাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

আর্ষ্টিষেণ তপস্বীর মাহাত্ম্যকথা

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ কিরূপে কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাৎ[1] বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, "অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে; আজ হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না এবং আজ অবধি এই স্থানে লোকে অল্পকালমধ্যে সমধিক ফললাভে অধিকারী হইবে।" তেজঃপুঞ্জকলেবর[2] আর্ষ্টিষেণ ইহা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ভগবান আর্ষ্টিষেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সিন্ধুদ্বীপ-দেবাপি-বিশ্বামিত্র-বিবরণ

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ গাধি দেহত্যাগবাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিতে সমুদ্যত হইলে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না; ইহলোকে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।" রাজর্ষি প্রজাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "আমার পুত্র সমুদয় পৃথিবী রক্ষা করিবেন।" মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোকগমনানন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, কিন্তু বহু যত্নসহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষস-ভয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূর অতিক্রমপূর্ব্বক বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে স্বীয় হোমধেনুকে অসংখ্য ঘোরদর্শন

১। শীঘ্র। ২। তেজোরাশিযুক্ত দেহ।

শবরের[1] সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবর-সমুদয়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ুভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম-সমুদয় দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধি-ভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধি-নন্দন বহু যত্নে কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন।" ভগবান্ কমলযোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তিপ্রভাবে সেই সরস্বতী তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান-পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্‌ভতনয় ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রধ্বংসার্থ বক ঋষির অভিচারক্রিয়া কথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি-নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগকে পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, "মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব।" মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদানপূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা-শ্রবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর।" ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণে চিন্তা করিলেন, "হায়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রোষা-বিষ্টচিত্তে বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের বিনাশ-সাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী-তীর্থে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন মহারাজ অম্বিকানন্দন স্বীয় রাজ্য পরশুচ্ছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদ্‌গণকে[1] আহ্বানপূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা

১। চণ্ডালজাতীয় লোকের।

১। সভার সদস্যগণকে।

কহিলেন, "মহারাজ! আপনি মহর্ষি বককে মৃত-পশু প্রদানপূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্যক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংস দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবেই আপনার এইরূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে; অতএব আপনি সত্বর সরস্বতী-তীর্থে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।" তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদ্‌গণের বাক্যানুসারে সরস্বতী-তীর্থে গমনপূর্ব্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অতিশয় দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি।" তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত চিত্তে সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত-শান্তির নিমিত্ত পুনরায় হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিঘ্নশান্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্নমনে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন।

যযাতি-যজ্ঞপ্রসূত যাযাততীর্থ

হে মহারাজ! ঐ তীর্থে উদার-বুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গলসাধনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। মহাবল বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভূত ধান্য প্রদানপূর্ব্বক যাযাত-তীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতি-যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্টমনে ঊর্দ্ধে গমন ও সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা যযাতি আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন। স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই প্রদান করিয়াছিলেন। আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কৃপায় ষড়্‌রস সম্পন্ন, সুস্বাদু পান-ভোজন ও বিবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সমুদয় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্তব ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগসম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শত্রুতা

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল, কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিলেন, আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃ-স্পর্দ্ধা[১] বশতঃই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয়। স্থাণুতীর্থের পূর্ব্বভাগে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সরস্বতীকে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম স্থাণুতীর্থ। দেবগণ ঐ তীর্থে কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি-পদে অভিষেক করেন। ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রভাবে যেরূপে বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাব-সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া

১। তপঃস্পর্দ্ধা—তপস্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "আমি সরিদ্বরা সরস্বতীকে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি। সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এ স্থানে আনয়ন করিলে আমি উঁহাকে বিনাশ করিব।" গাধিনন্দন এইরূপ স্থির করিয়া রোষকষায়িতলোচনে[১] সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্বী বলিয়া অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পুত্রবিহীনা কামিনীর ন্যায় একান্ত দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আমাকে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন।" তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, "সরস্বতি! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি আজ তাহাকে বিনাশ করিব।"

মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, "তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সত্বর বশিষ্ঠকে আমার নিকট উপনীত কর।" তখন সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা[২] ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমনপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীকে কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, "সরস্বতি! তুমি আর চিন্তা করিও না, অবিলম্বে আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট উপনীত কর। নচেৎ গাধিনন্দন তোমাকে শাপ প্রদান করিবেন।" তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কি করি, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব উঁহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" সরিৎপ্রধানা[৩] সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া, এই উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটনপূর্ব্বক[১-২] বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে লইয়া চলিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক; সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগমন করে। তুমিই দ্যুতি[৩], তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান করিতেছে। তুমি সূক্ষ্মা[৪], মধ্যমা[৫], বৈখরী[৬] ও পশ্যন্তী[৭] এই চারিরূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।"

হে মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপে স্তব করিলে নদীপ্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহাকে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত করিয়া গাধিতনয়কে বারংবার বশিষ্ঠের আগমন-বার্ত্তা নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, "এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্যরক্ষা করা হইয়াছে; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি।" মহানদী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্বস্থলে উপনীত করিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত[৮] ও আপনাকে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীকে কহিলেন, "সরস্বতি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিলে, অতএব আজ হইতে রাক্ষসগণের আহ্লাদকর শোণিতপ্রবাহ বহন কর।" মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা-সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় আত্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে

১। ক্রোধজনিত রক্ত নেত্রে। ২। পাপকার্য্যের ইচ্ছা। ৩। নদীগণের শ্রেষ্ঠা।

১—২। তরঙ্গ দ্বারা তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে। ৩। [illegible]। ৪—৭। শব্দব্রহ্মের অবস্থা বৈচিত্র্য চতুষ্টয়। ৮। [illegible]।

তেজঃপুঞ্জে[1] ত্রিলোক সমাবৃত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা[2] শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া 'ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন[4] হইয়া একবারে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য[3] পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান কুমারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নিমিত্ত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর[5] হইয়াছে। হে মহারাজ! ঐ কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্যসম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সতত সেই সুবর্ণময় শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন। ঐ সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। চারি বেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদয় অস্ত্র এবং সরস্বতী, ইঁহারা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! একদা মহাবল-পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃতবেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রীর[6] সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছেন। ঐ ভূতগণের মধ্যে ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক[7], গৃধ্র[8], গোমায়ু[9], ক্রৌঞ্চ[10], রুরু[11], ও পারাবতের[12] ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য[13], গোধা[14], গো ও মেষের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘসদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জনপর্ব্বতসন্নিভ[15], কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে এইরূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন।

তখন সপ্তমাতা[1], পুত্রসমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভুজগ, দানব, খগ, যাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শনলালসায় তথায় সমাগত হইলেন।

অনন্তর যোগসম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিনাকপাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরব-প্রযুক্ত অগ্রে আমারই নিকট আগমন করিবে। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগবলে আপনার মূর্ত্তি চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটি মূর্ত্তি হইল। উহাদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পার্ব্বতীর নিকট, বায়ুমূর্ত্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন ভগবান্ মহাদেব, পার্ব্বতী, ভাগীরথী ও অনল পুত্রের প্রিয়-কামনায় ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবান্! আমাদিগের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন।" লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমি পূর্ব্বে দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পন্নগগণকে সমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি। এই বালকও সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্যভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে ইহাকে কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রদান করি?" ভগবান্ কমলযোনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিতসাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সর্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণমধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়কে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিখ্যাত, পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

১। তেজোরাশিতে। ২। গঙ্গা, দুর্গা, ধাত্রী, কৃত্তিকা, স্বাহিনী ও ষষ্ঠী প্রভৃতি ছয় জন ধাত্রীমাতা। ৩। স্তন দুধ। ৪। ছয়মুখ। ৫। খনি। ৬। পার্ব্বতীর। ৭। পেঁচা। ৮। শকুন। ৯। শৃগাল। ১০। বক। ১১। মৃগ। ১২। পায়রার। ১৩। সজারু। ১৪। গোসাপ। ১৫। কাল মেঘ পর্ব্বতের ন্যায়।

১। গঙ্গাদি পূর্ব্বোক্ত ছয় মাতা ও [illegible]

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

দেবসেনাপতিপদে কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত অভিষেকদ্রব্য আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈখানস, বালখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী, ভার্গব, আঙ্গিরস, যতি, সর্প, বিদ্যাধরগণ-সমবেত সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ছয় ঋতু, গ্রহ ও জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয়, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্রসকল, বিবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাদপ-সমূহ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী,[১] উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি[২], অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নীগণ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশৃঙ্গসম্পন্ন সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশদিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধি-সমবেত বৃক্ষসমুদয়, ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবতারা কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে মহারাজ! বাহুল্যপ্রযুক্ত সমুদয় দেবের নামোল্লেখ করিলাম না। ঐ দেবগণ হিমাচল-প্রদত্ত মণিরত্ন-খচিত অতি-পবিত্র আসনে আসীন সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নসকল ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতী-সলিলে পূর্ব্বে যেমন বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিতান্ত প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিতবীর্য্য নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ[৩] প্রদান করিলেন এবং মহাতেজাঃ মহেশ্বর একজন কামবীর্য্যসম্পন্ন[৪] দৈত্য-ঘাতন শতমায়াধারী মহাপারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। ঐ মহাপারিষদ দেবাসুর-সংগ্রামে কোপাবিষ্ট হইয়া বাহুবলে চতুর্দ্দশ প্রযুত[৫] মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অসুরনিসূদন অজেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কার্ত্তিকেয়ের সভাসদ্ নিয়োগ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা কুমার বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি ও পিতৃগণ মহা আহ্লাদে জয়শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন যম উন্মাথ ও প্রমাথ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত কালোপম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য প্রীতমনে সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামে দুই অনুচরকে, চন্দ্র কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ শ্বেতমাল্য সুশোভিত শ্বেতচন্দন-ভূষিত মণি ও সুমণি নামে দুই অনুচরকে, এবং হুতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে শত্রু-সৈন্যসূদন অনুচরদ্বয়কে, মহাত্মা অংশ[১] মহাবলপরাক্রান্ত পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে এবং শত্রুসূদন দেবরাজ বজ্রদণ্ডধারী উৎক্রোশ ও পঙ্কজ নামে দুই অনুচরকে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর উৎক্রোশ ও পঙ্কজ সংগ্রামস্থলে বাসবের অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়াছিল। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু বলবান্ চক্রবিক্রমক ও সংক্রামককে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীতমনে সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দকে, ধাতা কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আডম্বরকে, বিশ্বকর্ম্মা মহাবল-পরাক্রান্ত চক্র ও অনুচক্রকে, মিত্র তপোবলসম্পন্ন বিদ্যাবিশারদ মহাত্মা সুব্রত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুব্রত ও শুভকর্ম্মাকে, পূষা মায়াবী লোকবিশ্রুত পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিমিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহাত্মা সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চাকে, মহাত্মা মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অস্থিরকে, বিন্ধ্যগিরি পাষাণযুদ্ধবিশারদ[২] উচ্ছৃত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পন্নগেশ্বর বাসুকি জয় এবং মহাজয়

১। চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যা। ২। চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। ৩। পার্ষদ। ৪। দেবদ্বেষিগণের। ৫। প্রযুত দশ লক্ষ।

১। [illegible] ও [illegible]। ২। [illegible]

[illegible] দুই দানবকে ব্রহ্মা কার্ত্তিকেয়ের পারিষদ করিয়া দিলেন।

কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রসজ্জা—সেনাপতিত্বপ্রাপ্তি

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সাগর ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত-সমুদয় মহাত্মা কার্ত্তিকেয়কে শূল, পট্টিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী, বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, প্রতিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জন, কুনদীক, তমোন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা সুবক্ত্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রব, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষ-প্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, শ্বেতকলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হসন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলশোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, সূচিবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, চারুবক্ত্র, সুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালক-নায়ক, কনকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভক, কুম্ভবক্ত্র, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রাভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বূক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, শাকবক্ত্র, কুণ্ডল।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয়, যোগাসক্ত অসংখ্য বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদগণ কুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইল। উহাদের মুখ কূর্ম্ম[1], কুক্কুট,

১। কচ্ছপ।

শশ[1], উলূক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জার[2], নকুল[3], কাক, মূষিক[4], ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভল্লুক, শার্দ্দূল, দ্বীপী[5], সিংহ, হস্তী, নক্র, গরুড়, বভ্রু[6], বৃক, বৃষ, দংশ[7], পারাবত, কোকিল, শ্যেন[8], তিত্তিরি[9], কৃকলাস[10], সর্প ও শূলের ন্যায়; ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন। উহাদের মধ্যে কাহারও উদর স্থূল, অঙ্গ কৃশ; কাহারও বা অঙ্গ স্থূল, উদর কৃশ, গ্রীবা ক্ষুদ্র; কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্কন্ধদেশে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনুদেশে[11], কাহারও কটিদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং কাহারও বা পার্শ্বে নিহিত। কাহারও কাহারও মুখ কীট-পতঙ্গের ন্যায়; কাহারও কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য; কাহারও কাহারও বাহু বৃক্ষের ন্যায়, কাহারও কাহারও বাস[12] কনকমণ্ডিত[13]; কেহ কেহ চীরবাসা[14] এবং কেহ কেহ বিবিধ গন্ধমাল্যে ভূষিত। কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুকুট-ধারী ও কেহ কেহ কিরীটধারী; কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও সাত শিখা এবং কাহারও কাহারও কেশপাশ সুবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে শোভিত। কেহ কেহ মুণ্ড[15], কেহ কেহ জটিল[16] ও কাহারও কাহারও মুখ রোমশ[17], কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত্র[18], কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ব-বাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্ঘ[19], কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্ঘ[20], কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত, কেহ কেহ বা চতুর্দ্দন্ত, কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ বামন, কেহ কুব্জ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা হস্তী, কূর্ম্ম ও বৃকের ন্যায়। কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্ ও মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কেহ কেহ বা দিগ্‌গজাকার ও অতি ভীষণ; কাহারও কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও নাসিকা রক্তবর্ণ। কেহ বা শঙ্কুকর্ণ[21], কাহারও ওষ্ঠ স্থূল, কাহারও মেঢ্র[22]

১। শশক। ২। বিড়াল। ৩। বেজি। ৪। ইন্দুর। ৫। ব্যাঘ্র। ৬। মৃগ। ৭। ডাঁশ। ৮। বাজ। ৯। তিতির। ১০। কাকলাস। ১১। চোয়াল। ১২—১৩। বস্ত্র সোনার জড়োয়াবৃত্ত—বেনারসী। ১৪। ছিন্ন মলিন বসনধারী। ১৫। মুণ্ডিত। ১৬। জটাধারী। ১৭। লোমযুক্ত। ১৮। সরু [illegible]। ১৯। বড় জঙ্ঘাযুক্ত। ২০। খর্বজঙ্ঘ। ২১। খুঁটার ন্যায় লম্বা কর্ণ। ২২। লিঙ্গ।

লম্বিত। উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, হস্ত ও মস্তক স্থূল এবং ভাষা নানা প্রকার। উহারা সকলেই চর্ম্মাবৃত ও যুদ্ধবিত্তায় সুনিপুণ। দেবগণও উহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উহারা সকলেই দেশভাষায়[1] কথোপকথন করিতে করিতে অতি হৃষ্টভাবে তথায় উপস্থিত হইল। উহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, বাহু ও কর্ণ সুদীর্ঘ এবং উদর বৃকের স্থায় আয়ত, কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, শরীর অঞ্জনবর্ণ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ।

ঐ সকল নানাবর্ণ-সুশোভিত, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাবেগসম্পন্ন, ঘণ্টাজালজড়িত, রণপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্নী, চক্র, মুষল, মুদগর, অসিদণ্ড, গদা, ভূশুণ্ডী ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অভিষেক দর্শনপূর্ব্বক মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক পারিষদও তৎকালে কার্ত্তিকেয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবতাদিগের আদেশানুসারে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কার্ত্তিকেয় মাতৃগণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণে এই চরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদূখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বৃদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি, কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটরা, চিত্রসেনা, অচলাকুক্কুটিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মহাজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ত্রুটি, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাসিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কৃষ্ণবর্ণা, সুকুসুমা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণা, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীমী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচা, নৌকর্ণী, শিবকর্ণী, বসুদা, মস্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী[2] আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন। উঁহারা কামরূপী, মাহাত্ম্যযুক্ত, যৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবস্ত্র ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত, দীর্ঘকেশ-সুশোভিত ও কামচারী। উঁহাদের বাক্য কোকিলের স্থায়, ধন কুবেরের স্থায়, যুদ্ধনৈপুণ্য ইন্দ্রের স্থায়, বেগ বায়ুর স্থায় ও দীপ্তি হুতাশনের স্থায়। উঁহাদের মধ্যে কাহারও নখ, বদন ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার গাত্র মাংসশূন্য, কাহার মেখলা[3] লম্বিত। কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ কাঞ্চনবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ

১। মাতৃভাষায়।

২। সঙ্গিনী। ৩। কোমরবন্ধ।

ঊর্দ্ধবেণীধরা[১], কেহ পিঙ্গাক্ষী[২], কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ লম্বোদরী কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বস্তনী। উঁহারা কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রূপ অপ্সরার ন্যায় মনোহর। বৃক্ষ, চত্বর[৩], চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণ[৪] উঁহাদের বাসস্থান। উঁহারা যুদ্ধকালে শত্রুগণকে যাহার পর নাই ভীত করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! ঐ সময় বলবীর্য্যসম্পন্ন দিব্যমালাবিভূষিত মাতৃকা ইন্দ্রের আদেশানুসারে মহাত্মা কুমারের[৫] নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

অসুরনাশার্থ কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধযাত্রা

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন[৬] অসুরগণের বিনাশসাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণসদৃশ দেদীপ্যমান পতাকা ও রুদ্রতুল্য পরাক্রান্ত তিন অযুত যোধে[৭] পরিবৃত, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ নানাস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী[৮] মালা, পার্ব্বতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত[৯] স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ[১০] চরণায়ুধ[১১] কুক্কুট, বরুণ বলবীর্য্যশালী নাগ এবং সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কুমার দেবগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের[১২] ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক সুরগণকে আহ্লাদিত করিয়া পারিষদ্ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্য-বিনাশার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত[১৩] শরৎকালীন রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহা আহ্লাদে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া "আমি তোমাদের বধে সমুদ্যত দানবদিগকে বিনাশ করিব" বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কুমারের বর লাভ করিয়া শত্রু-সমুদয় নিহত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভূতগণের হর্ষধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল। তখন মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সেনা-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের নিধন নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি তাঁহার সৈন্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। বিচিত্র ভূষণালঙ্কৃত ও কবচধারী সৈন্যগণ শূল, মুদগর, মূষল, গদা, নারাচ, শক্তি, তোমর ও জ্বলিত অলাত[১] ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুতহুতাশনসদৃশ তেজস্বী মহাবল-পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় ক্রোধভরে বারংবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত বসুধাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি শক্তি নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রীতমনে মহাবল-পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যেন্দ্র তারককে, অষ্টপদ্ম দৈত্যপরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটি দানবপরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব্ব দৈত্য-পরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যক্ষয় আরম্ভ হইলে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণ সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূরিত করিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। শক্তির তেজঃপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিত্রাসিত হইয়া উঠিল।

১। ঊর্দ্ধবেণী—বেণীগুলি খোঁপার ন্যায় উপরদিকে বাঁধা। ২। পিঙ্গলবর্ণনয়না। ৩। আঙিনা—উঠান। ৪। ঝরণা। ৫। কার্ত্তিকেয়ের। ৬। ইন্দ্র। ৭। যোদ্ধার। ৮। জয়কারিণী। ৯। মস্তকে চূড়ার মত পাখাযুক্ত। ১০। সূর্য্যসারথি। ১১। তীক্ষ্ণনখর। ১২। অগ্নির। ১৩। নক্ষত্রমণ্ডলশোভিত।

১। ঘূর্ণ্যমান চক্রবৎ গোলাকার অগ্নিপিণ্ড।

ঐ সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা-বিধূননে নিহত, কেহ কেহ ঘণ্টা-নিস্বনে বিত্রস্ত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় অসংখ্য আততায়ী অসুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

বাণরাজের সহিত কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ

অনন্তর বলির পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত বাণ-দৈত্য ক্রৌঞ্চপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বলিতনয় প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল। ঐ পর্ব্বত ক্রৌঞ্চের[1] ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। মহাবীর কার্ত্তিকেয় বাণদৈত্যকে পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া রোষাবিষ্ট-চিত্তে অগ্নিদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই পর্ব্বতস্থিত হস্তী ও বানরগণ নিতান্ত আকুল, পক্ষিসকল উড্ডীন এবং পন্নগ-সমুদয় নির্গত হইতে লাগিল সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও হরিণ সকল ধাবমান হওয়াতে পর্ব্বতস্থ কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ-নিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ কুমারের শক্তিপাতশব্দে ভীত ও কাতর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পর্ব্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অভূতপূর্ব্ব অবস্থা ধারণ করিল।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণধারী অসংখ্য দৈত্য সেই দেদীপ্যমান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইল। কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণও তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কার্ত্তিকেয় দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বলিতনয়কে তাহার অনুজের সহিত শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা কুমার ঐ সময় যতবার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা ততবারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল। হে মহারাজ! শৌর্য্যাদিগুণ-সম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করিয়াছিলেন।

১। বকের।

এইরূপে দৈত্যগণ নিহত হইলে সুরগণ প্রীতমনে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন আরম্ভ হইল। দেব-মহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কুমারকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ কুমার ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে মহেশ্বরের, কেহ কেহ অনলের, কেহ কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কেহ কৃত্তিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সরস্বতীতীর্থের যে স্থানে অভিষিক্ত হইয়া-ছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবল কার্ত্তিকেয় দৈত্যগণকে নিপাতিত করিলে ঐ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন ষড়ানন ঐ তীর্থে অবস্থানপূর্ব্বক দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থ তৈজস নামে প্রসিদ্ধ। সুরগণ ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়া-ছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ কুমারের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও জলস্পর্শ করিয়া তথায় সেই রজনী অতি-বাহনপূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

তৈজসতীর্থমাহাত্ম্য—বরুণের জলাধিপত্য

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল। এক্ষণে বরুণ কিরূপে সুরগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্! দেবরাজ যেমন আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদয় নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে সতত সমুদ্রে বাস করিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশবর্ত্তী হইবেন এবং চন্দ্রমার হ্রাসবৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে।" বরুণদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন দেবগণ সেই তৈজস-তীর্থে তাঁহার অভিষেকপূর্ব্বক তাঁহাকে সমুদয় নদীর অধিপতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্র তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা বরুণ এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুরপালক শতক্রতুর[১] ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধিপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন।

অগ্নিতীর্থ মহিমা—অগ্নির প্রতি অভিশাপ

অনন্তর মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থ হইতে অগ্নি-তীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঐ তীর্থে শমী[২]গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অগ্নির অদর্শনে ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে দেবগণ সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! অগ্নি যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। এক্ষণে আপনি অচিরাৎ অনলের সৃষ্টি করুন; নচেৎ সমুদয় জগৎ বিনষ্ট হইবে।"

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা দেবগণ তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু হুতাশনকে সর্ব্বভক্ষ্য হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সরস্বতীতীর্থের সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ হুতাশন শমীগর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন। বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ হুতাশনের দর্শনলাভে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় যথাস্থানে গমন করিলেন। অগ্নিও তদবধি ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন।

কুবের-তীর্থ—কুবেরের ধনাধিপত্য

মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম সেই অগ্নি-তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মযোনিতীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ বিধাতা সুরগণের সহিত ঐ তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব তথায় স্নান ও বিবিধ ধন দানপূর্ব্বক কৌবের-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে কুবেরের মনোহর কানন আছে। মহাত্মা যক্ষরাজ তথায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া নল-কূবর নামে পুত্রদ্বয় এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোকপালত্ব ও মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে নিধি-সমুদয় স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইত। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে হংসসংযুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলরাম ঐ তীর্থে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করিয়া সর্ব্বজন্তু সম্পন্ন বিবিধ-ফলপুষ্পযুক্ত বদরপাচন-তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে সর্ব্বদা ষড়্‌ঋতুর ফল বিরাজমান থাকে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বদরপাচনতীর্থ—শ্রুবাবতীর ইন্দ্রোপাসনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ সিদ্ধ-তাপস-সেবিত বদরপাচনতীর্থে মহর্ষি ভারদ্বাজের[১] শ্রুবাবতী নামে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কৌমার-ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রুবাবতী ঐরূপে একশত বৎসর তপস্যা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ভারদ্বাজতনয়া মহাতপাঃ বশিষ্ঠকে অবলোকনপূর্ব্বক তাপসনির্দ্দিষ্ট আচার

১। শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ইন্দ্রের। ২। শমী।

১। মহর্ষি ভরদ্বাজপুত্রের।

দ্বারা তাঁহার যথোচিত সংকার করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে? আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদয় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ়ভক্তিনিবন্ধন পাণিপ্রদান[1] করিতে পারিব না। আমি তপস্যা ও সুকঠিন নিয়মে ত্রিভুবনেশ্বর বাসবকে প্রীত করিব, এই আমার উদ্দেশ্য।"

বশিষ্ঠরূপধারী দেবরাজ শ্রুবাবতীর বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "সুব্রতে! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। তুমি যে অভিপ্রায়ে এই কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপোবলে অবিলম্বেই তাহা লাভ করিবে কল্যাণি! তপস্যাই মহৎ সুখের মূল কারণ। তপোবলেই সুরসেবিত দিব্য স্থানসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবগণ ঘোরতর তপস্যাপ্রভাবেই দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি এই পাঁচটি বদর[2] পাক কর।" ভগবান্ পাকশাসন এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থ-নামক প্রদেশে গমনপূর্ব্বক শ্রুবাবতীর ভক্তিপরীক্ষার্থ বদর পাকের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত জপ করিতে লাগিলেন।

শ্রুবাবতীর তপস্যায় তুষ্ট—ইন্দ্রের বরদান

এদিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্‌যত[3] ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটি বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর-সকল সুপক্ক হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতী সেই পাঁচটি বদর পাক করিতে বহুদিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে সমুদয় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন ঋষিকন্যা হুতাশন কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয়সাধনার্থ অবিচলিতচিত্তে স্বীয় দেহ-দাহনে[4] প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐরূপ দুষ্কর কার্য্য করাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে জলে অবগাহন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তিনি স্বীয় দেহ প্রজ্বালিত করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে বদর-সকল পাক করিতেই হইবে, ইহা সতত তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। এইরূপে তিনি মহর্ষির বাক্যরক্ষার্থে বদর পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় কোনক্রমেই সুপক্ক হইল না। ভগবান্ হুতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য-সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ব্রহ্মচারিণি! আমি তোমার ভক্তি, তপোনুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে আর এই স্থান বদরপাচন-তীর্থ বলিয়া চিরকাল ত্রিলোকমধ্যে খ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ[1] এই তীর্থে অরুন্ধতীকে[2] পরিত্যাগ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী[3] ফল মূল আহরণার্থ[4] হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশবার্ষিকী[5] অনাবৃষ্টি[6] সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ তথায় পর্ণকুটীর[7] নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ ভূতভাবন[8] অরুন্ধতীর কঠোর[9] নিয়ম-দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "কল্যাণি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর।" তখন প্রিয়দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমার সঞ্চিত অন্নসমুদয় নিঃশেষিত হইয়াছে, অতএব আপনি বদর ভক্ষণ করুন।" মহাদেব অরুন্ধতীর বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে সেই বদরফল-সকল পাক করিতে কহিলেন, তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতার্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই ফল পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোহর দিব্য পবিত্র উপাখ্যান-সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে

১। করপ্রদান—বিবাহবন্ধন ২। কুল ৩। মৌন—নির্ব্বাক্। ৪। স্থিরচিত্ত। ৫। কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে শরীর দগ্ধ করিতে।

১। ৭ জন ঋষির মিলিত একটি দল। ২। বশিষ্ঠ-পত্নীকে। ৩। জীবনধারণের উপযুক্ত। ৪। সংগ্রহের জন্য। ৫। ১২ বৎসরব্যাপী। ৬। বর্ষণাভাব। ৭। পাতার ঘর। ৮। মহাদেব। ৯। কঠিন

পবিত্র কথা-সকল শ্রবণ ও বদর পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ঐ দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। উহার মধ্যে তিনি কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফলপুষ্প আহরণ করিয়া হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন প্রীত হইয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোনুষ্ঠানদর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি।' ভূতভাবন ত্রিলোচন এই বলিয়া আত্মরূপ প্রকাশপূর্ব্বক সপ্তর্ষিদিগকে কহিলেন, 'হে তাপসগণ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার তুল্য নহে। ইনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইঁহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।'

হে মহারাজ! ভগবান্ ভূতনাথ মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, 'কল্যাণি! তুমি এক্ষণে অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর।' তখন অরুণলোচনা[১] অরুন্ধতী সপ্তর্ষিসমক্ষে মহাদেবকে কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন এই তীর্থ বদরপাচন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যিনি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফললাভে সমর্থ হয়েন।' ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে 'তথাস্তু'[২] বলিয়া বর প্রদানপূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ক্ষুৎ[৩]-পিপাসাযুক্ত অরুন্ধতীকে অবিশ্রান্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

শ্রুবাবতীকে ইন্দ্রের দ্বিতীয় বরদান

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রুবাবতি! পূর্ব্বে অরুন্ধতীও এইরূপে তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপস্যায় বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহাবসানে স্বর্গলোকে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।"

হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ প্রবাহিত ও মহাশব্দে দেবদুন্দুভি-সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তপস্বিনী শ্রুবাবতীও কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! শ্রুবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? আর তাঁহার মাতাই বা কে? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা আয়তাক্ষী[১] ঘৃতাচী অপ্সরাকে দর্শন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের রেতঃপাত হয়। মহর্ষি কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণপূর্ব্বক পত্রপুটে[২] সংস্থাপন করেন। সেই পত্রপুটে শ্রুবাবতীর জন্ম হয়। তপোধন ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া দেবর্ষিগণ-সমক্ষে শ্রুবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে গমন করেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর[৩] বলদেব সেই বদর-পাচনতীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনদানপূর্ব্বক ইন্দ্রতীর্থে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ইন্দ্রতীর্থাদি মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব ইন্দ্রতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি অবগাহনপূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থে ভগবান্ অমররাজ[৪] বেদবিধানানুসারে শত অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে বিপুল ধন প্রদান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবরাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্ব্বপাপ-বিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে

১। রক্তনেত্রা। ২। তাহাই হউক। ৩। ক্ষুধা।

১। প্রশস্তনেত্রা। ২। পাতার ঠোঙায়। ৩। যদুকুলশ্রেষ্ঠ। ৪। দেবরাজ ইন্দ্র।

প্রাসাচ্ছাদন[1] প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া রামতীর্থে প্রস্থান করিলেন। মহাতপা ভগবান পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায়[2] মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধন-রত্নসম্পন্ন সমুদয় ভূমণ্ডল দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব সেই দেব-ব্রহ্মর্ষি-সেবিত পুণ্যতীর্থে মুনিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক যমুনাতীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অদিতি-নন্দন মহাত্মা বরুণ দেবগণ ও মানবগণকে পরাজিত করিয়া রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ। সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ত্রিভুবনে ভয়াবহ দেবদানবসংগ্রাম সংঘটিত হয় এবং উহা সমাপ্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থেও মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়া যাচক-দিগকে অর্থদান ও তাপসদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ভগবান ভাস্কর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদয় জ্যোতির আধিপত্য ও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ। ঐ তীর্থে ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু মধু-কৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাতপাঃ অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

আদিত্যতীর্থ—দেবল-জৈগীষব্য সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ। পূর্ব্বকালে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র[3] সকলই তাঁহার সমভাব ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত দেবারাধনা, অতিথিসেবা ও সকল প্রাণীকে তুল্য জ্ঞান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমনপূর্ব্বক দেবলের আশ্রমে বাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি-সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাঁহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বহু বৎসর এই ভিক্ষুকের পূজা করিলাম ; কিন্তু ইনি কি অলস! এই দীর্ঘকাল মধ্যে আমাকে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন যে, জৈগীষব্য অগ্রেই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভিক্ষুক কিরূপে এত শীঘ্র এ স্থানে আগমন ও স্নান করিলেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিয়া সমুদ্রে অবগাহন এবং জপ-আহ্নিক সমাপন-পূর্ব্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপস্বী জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে সমাসীন রহিয়াছেন ; কোনক্রমেই কোনরূপ বাক্যালাপ করিতেছেন না। তখন অসিতদেবল জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এইমাত্র ইঁহাকে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়াছি, ইনি ইতিমধ্যে কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ?

মন্ত্রপারগ মহর্ষি দেবল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেবল তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে,

---

১। আবরণ। ২। অধ্যাপক গুরু। ৩। মৃত্তিকাখণ্ড ঢিল।

সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুত, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রাজী[১] দিগের লোক-সমুদয় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতিস্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রী[২] দিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতানিষেবিত[৩] লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহাত্মা জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইলেন না।

অনন্তর দেবল জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব ও অসামান্য যোগসিদ্ধি অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাপুরুষগণ। আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যের সন্দর্শন পাইতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করুন।" সিদ্ধগণ কহিলেন, "হে দেবল। মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।" হে মহারাজ। মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকস্থ জৈগীষব্যকে দর্শন করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধপুরুষেরা পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "মহর্ষে। জৈগীষব্য ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়াছেন, তুমি কোনক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিবে না।" মহর্ষি দেবল সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্যশ্রবণে ব্রহ্মলোক-গমনে নিরস্ত হইয়া যথাক্রমে সেই সমুদয় লোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় দ্রুতবেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি জৈগীষব্য পূর্ব্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিবৃত্তি-প্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, "ভগবন্। আমি মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি।"

মোক্ষধর্ম্ম প্রশংসা

মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেবলকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া "কে আমাদিগকে অন্নদান করিবে" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবল চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পবিত্র ফল-মূল ও ওষধি সমুদয় দেবলকে মোক্ষধর্ম্ম-পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া "দুর্ব্বুদ্ধি দেবল পুনরায় আমাদিগকে ছেদন[১] করিবে, মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে সমুদয় প্রাণীকে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না," এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি? গার্হস্থ্য ও মোক্ষধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম[২] পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে অচিরাৎ যোগ ও সিদ্ধি লাভ করিলেন।

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য গালব অমরগণকে কহিলেন, "হে দেবগণ। জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।" তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, "হে মুনিবর। ওরূপ কথা কহিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই।" হে মহারাজ! মহর্ষি জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও দ্বিজগণকে প্রভূত ধন দানপূর্ব্বক পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।

১। যজ্ঞ দ্বারা দেবপূজাকারী ২। যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মের পূজাকারী। ৩। সতী নারীগণ-সেবিত।

১. কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ধর্ম্মের উপাসনায় যজ্ঞীয় বৃক্ষাদির কর্ত্তন। ২। গৃহস্থের ধর্ম্ম।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সোমতীর্থমাহাত্ম্য—সরস্বতী-দধীচ সংবাদ

জনমেজয় কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ চন্দ্রমা রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থেই তারকাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বলদেব সেই সোমতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দানপূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে সারস্বত মুনি ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে ঋষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে দধীচ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপাঃ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ বরপ্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাতার্থ অলম্বুষা নামে এক লোচনলোভনীয়া[১] অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীজলে দেবগণের তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিলাসিনী তথায় সমুপস্থিত হইল। অপ্সরার অলোকসামান্য[২] রূপ-দর্শনে মহর্ষির রেতঃপাত হইল। সরিদ্বরা[৩] সরস্বতী পুত্র প্রসব করিবার নিমিত্ত সেই বীর্য্য গ্রহণ করিয়া মহা আহ্লাদে আপনার উদরে ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষি দধীচের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া আপনার রেতঃপাত হইলে আমি সেই বীর্য্য বৃথা নষ্ট হইবার নহে বিবেচনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। সেই রেতঃপ্রভাবে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।" সরিদ্বরা সরস্বতী এইরূপ কহিলে, মহর্ষি পুত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাহাকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া মহা আহ্লাদে এই বর প্রদান করিলেন যে, "হে শুভগে! বিশ্বদেব, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তোমার সলিলে তর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন।" মহর্ষি দধীচ সরস্বতীকে এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগে! ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে তুমি সমুৎপন্ন হইয়াছ, ব্রতধারী মুনিগণ সকলেই তোমার মহিমা অবগত আছেন। তুমি সতত আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপাঃ হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে বিখ্যাত হইবে। এই সারস্বত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। আর তুমি আমার প্রসাদে সমুদয় নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে।" হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পুত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

ইন্দ্রপ্রার্থনায় দধীচের স্বীয় অস্থিদান

কিয়দ্দিন পরে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র অন্বেষণ-পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দানববধোপযোগী অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সুরগণকে কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি দধীচ মুনির অস্থি ব্যতীত দেবদ্বেষ্টা[১]দিগের বিনাশে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে দধীচের নিকট গমনপূর্ব্বক শত্রুবিনাশার্থ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা কর।" অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে দধীচ মুনির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক অস্থি প্রার্থনা করিলে তিনি অবিচারিতচিত্তে[২] কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন; সুররাজ পুরন্দরও মহা আহ্লাদে সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দধীচ প্রজাপতিপুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমালয়ের ন্যায় উন্নত ও মহা গৌরবান্বিত ছিলেন। [illegible] পাক-শাসন উঁহার তেজঃপ্রভাবে সতত উদ্বেজিত হইতেন। মহারাজ! এক্ষণে তিনি তাঁহার অস্থি দ্বারা

১। বুদ্ধিরাকর্ষকারিণী—সুন্দরী। ২। অসাধারণ। ৩। নদীশ্রেষ্ঠা।

১। দেবদ্বেষী অসুর। ২। বিনা বিতর্কে।

[illegible] নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব[1] অশনি[2] মন্ত্রপূত করিয়া একোনশত[3] দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকালাভার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সারস্বত মুনিও আহারান্বেষণে গমনোদ্যত হইলে সরস্বতী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস। তোমার এ স্থান হইতে প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার আহারের নিমিত্ত সতত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব।" সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মৎস্যাহারে প্রাণধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদপাঠ করিতে লাগিলেন।

সারস্বত বিপ্র-প্রশংসা

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে মুনিগণ পুনরায় আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া সকলেই বেদপাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এক জন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে ঋষি-সত্তম সারস্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি সারস্বত অনর্গল বেদপাঠ করিতেছেন। তখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ঋষিগণকে কহিলেন যে, "একজন মহর্ষি নির্জ্জনে বেদপাঠ করিতেছেন।" ঋষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া সারস্বতের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে। আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাও।" সারস্বত কহিলেন, "হে তপোধনগণ। তোমরা যথানিয়মে আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার কর।" তখন মুনিগণ কহিলেন, "বৎস। তুমি নিতান্ত বালক; আমরা কিরূপে তোমার শিষ্য হইব?" সারস্বত কহিলেন, "হে তাপসগণ। ধর্ম্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত বা বৈরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বয়োবাহুল্য[1], পলিত[2], বিত্ত বা বান্ধবপ্রভাবে ঋষিগণের মহত্ত্বলাভ হয় না; আমাদের মধ্যে যিনি ষড়ঙ্গবেদাধ্যাপনে সুনিপুণ, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত।"

তখন ষষ্টিসহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের বাক্য-শ্রবণে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি কুশ আহরণ করিতেন। মহারাজ! বাসুদেবাগ্রজ মহাবল-পরাক্রান্ত বলদেব সেই সারস্বত মুনির তীর্থে বিপুল ধন দান করিয়া মহা আহ্লাদে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধকন্যকতীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে একজন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায়[3] তপস্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বৃদ্ধকন্যকতীর্থ—বৃদ্ধকন্যা-নারদ সংবাদ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্। আপনার মুখে অতি সুদুষ্কর বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই কুমারী কি কারণে কিরূপ তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। পূর্ব্বকালে কৃণিগর্গ নামে এক তপোবলসম্পন্ন মহাযশাঃ মহর্ষি ছিলেন। তিনি তপোবলে এক পরমরূপবতী মানসী[4] কন্যার সৃষ্টি করেন। কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দুহিতা[5] তপোনুষ্ঠান-নিরত হইয়া উপবাস করিয়া বহুকাল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের[6] কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন। এক্ষণে তিনি নির্জ্জন বনে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্যদশা[7] উপস্থিত হইলে ক্রমে তাঁহার আর পদসঞ্চালনের

১—২। বজ্রের হইতে উৎপন্ন বজ্র। ৩। [illegible]।

১—২। বয়সের আধিক্যে জরাবাহী লোলচর্ম। ৩। অবিবাহিত অবস্থায়। ৪। গর্ভধারণ ব্যতীত মনঃসঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। ৫। কন্যা। ৬। [illegible]। ৭। [illegible]। [illegible]

সামর্থ্য রহিল না। তখন তিনি পরলোক গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য[1] নারদ তাঁহাকে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "কল্যাণি! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি, অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিবার অধিকার নাই। তুমি কেবল তপঃসঞ্চয়ই করিয়াছ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। অতএব কিরূপে পরলোকে যাত্রা করিবে?"

তাপসী নারদের বাক্য-শ্রবণে ঋষিসমাজে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধনগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব।" তখন গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান্ কহিলেন, "সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে এক রাত্রি অতিবাহিত করিতে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি।" বৃদ্ধকন্যা শৃঙ্গবাহনের বাক্য-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন গালবপুত্র বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া তাপসীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বৃদ্ধা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যগন্ধানুলেপনা[2] নবযৌবনা কামিনীর রূপ ধারণপূর্ব্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবনন্দন পত্নীর অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরমসুখে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাপসকুমারী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঋষিপুত্রকে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি আপনার সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম। এক্ষণে প্রস্থান করি।" ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গমনসময়ে পুনরায় কহিলেন, "যে ব্যক্তি এই তীর্থে একমনে দেবতাদিগের তর্পণ করিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তাঁহার অষ্টপঞ্চাশৎ[3] বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হইবে।" হে মহারাজ! তাপসদুহিতা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে গালবনন্দন তাঁহার সৌন্দর্য্য-স্মরণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন। মহারাজ! এই আমি বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গারোহণ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা বলদেব সেই বৃদ্ধকন্যকতীর্থে দ্বিজগণকে বিবিধ ধন দান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হয়েন। অবশেষে সমন্তপঞ্চকে সমুপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদয় কহিতে লাগিলেন।

১। তপস্বিগণের শ্রেষ্ঠ। ২। উত্তম গন্ধ লিপ্তা। ৩। আটান্ন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রতীর্থ—কুরুরাজের ক্ষেত্রনির্ম্মাণ

মহর্ষিগণ কহিলেন, "হে হলায়ুধ! সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তরবেদি[1] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ[2] দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমিততেজাঃ কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"

বলদেব কহিলেন, "হে তপোধন! কুরুরাজ কি নিমিত্ত এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

মহর্ষিগণ কহিলেন, "হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরম-যত্ন সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ?' কুরুরাজ কহিলেন, 'হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্ম্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। আমার ভূমিকর্ষণের এই উদ্দেশ্য।' সুররাজ কুরুরাজের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহামতি কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐরূপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই

১। উত্তরদিকস্থিত যজ্ঞস্থান। ২। উত্তম বরদাতা।

নিরস্ত হইলেন না। পরিশেষে পাকশাসন ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায়-দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, 'হে সুররাজ। কুরুরাজকে কোন প্রকার বর প্রদানপূর্ব্বক নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃ। দেখ, যদি মানবগণ এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলেই স্বর্গগমনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না; সুতরাং আমরা এককালে যজ্ঞভাগলাভে বঞ্চিত হইব।'

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'রাজর্ষে। আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, আমার বাক্য রক্ষা কর। আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।' কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্য-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্রও মহাহ্লাদে পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে বলদেব! পূর্ব্বে কুরুরাজ এইরূপে স্যমন্তপঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, 'আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। যাহারা এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করিবে, তাহারা চরমে[1] ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যাহারা এই পুণ্যক্ষেত্রে দান করিবে, তাহাদিগের অর্থ অচিরাৎ[2] সহস্রগুণ অধিক হইবে। যাহারা শুভফল-প্রত্যাশায় এই পুণ্যভূমিতে বাস করিবে, কদাচ তাহাদিগের যমলোক দর্শন করিতে হইবে না এবং যাহারা ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের চিরকাল স্বর্গে বাস হইবে; আর সুররাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলি পবন[3]পরিচালিত হইয়া যাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃতকারী হইলেও চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপ[4] প্রভৃতি নরপতিগণ এই স্থানে যজ্ঞান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই সমুদয় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র; এই কুরুক্ষেত্রও প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি *পবিত্র, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দেবগণের অভিমত।* অতএব ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোকলাভে সমর্থ হইবেন।' হে বলদেব! সুররাজ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে এই কথা কহিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বলরামের প্লক্ষপ্রস্রবণাদি তীর্থদর্শন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন ও প্রভূত ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ পবিত্র আশ্রম মধুক[1], আম্র, প্লক্ষ[2], ন্যগ্রোধ[3], বিল্ব, পনস[4] ও অর্জ্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহাত্মা বলদেব সেই আশ্রম দেখিয়া তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহর্ষিগণ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন?" তখন তপস্বীরা কহিলেন, "মহাত্মন্! পূর্ব্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা সবিস্তর কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক সমুদয় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। এই স্থানে কৌমারব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্য-দুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" মহাত্মা বলদেব ঋষিগণের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রমপূর্ব্বক সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষপ্রস্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে[5] কারপবন-নামক পুণ্যতীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে মহাত্মা বলদেব পবিত্র নির্ম্মল জলে অবগাহন, বিবিধ বস্তু দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণপূর্ব্বক যতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় একরাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে ঐ আশ্রমে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা[6] পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ

১। অন্তিমে। ২। শীঘ্র। ৩। বায়ু। ৪। ক্ষত্রিয় রাজা।

১। মউয়া। ২। অশ্বত্থ। ৩ বট। ৪। কাঁটাল।
৫। বিস্ময়ে প্রফুল্ল নয়নে। ৬। সূর্য্য।

বলদেব সেই আশ্রমে গমন করিয়া যমুনায় অবগাহনপূর্ব্বক আহ্লাদিতচিত্তে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সমরসংবাদশ্রবণে কুরুক্ষেত্রে বলরামের আগমন

মহাত্মা রোহিণীতনয় এইরূপে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণপূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর[1] এবং করে হেমদণ্ড[2], কমণ্ডলু ও অতিবিচিত্র কচ্ছপী[3] বীণা। মহাত্মা বলদেব দেবর্ষিকে দেখিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত[4] হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৌরবদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহার নিকট কুরুকুলের নিধনবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। তখন রোহিণীকুমার দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "মহর্ষে! কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার মুখে সবিস্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।"

ঋষিগণাগ্রগণ্য নারদ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে রৌহিণেয়! পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য সমরনিপুণ অসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। তাঁহারাও পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয়কে পলায়িত দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করাতে তৎসমুদয় অসহ্য বোধ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ গদা ধারণপূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইবে। যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধদর্শনে কৌতূহল থাকে, তবে অবিলম্বে তথায় গমন করুন।"

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া স্বীয় অনুযাত্রিদিগকে দ্বারকা-গমনে আদেশ করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সরস্বতীর তীর্থফল শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে কহিলেন, "কোন তীর্থই সরস্বতীর তুল্য তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতীতীর্থে যাহাদের বাস, তাহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে অবগাহন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমুদয় নদী অপেক্ষা পবিত্র ও শুভদায়িনী। সরস্বতীতে অবগাহন করিলে ইহলোক ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হয় না।" হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব এই কথা বলিয়া প্রীতমনে বারংবার সরস্বতী দর্শনপূর্ব্বক অশ্বযুক্ত শ্বেতরথে আরোহণ করিয়া শিষ্যদর্শনার্থ অবিলম্বে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বলরামের সমরক্ষেত্রে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল যুদ্ধবৃত্তান্তশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, "সূতনন্দন! মহাত্মা বলদেব সংগ্রাম-দর্শনার্থ সমাগত হইলে আমার পুত্র কিরূপে তাঁহার সমক্ষে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দুর্য্যোধন বলদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আসন প্রদান ও যথাবিধি অর্চনা করিয়া তাঁহার অনাময়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রোহিণীনন্দন ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তাপসগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গতুল্য। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সতত ঐ স্থানে বাস করেন। বীরগণ তথায়

১। সোণার জরিযুক্ত পট্টবস্ত্র। ২। সোণার লাঠি। ৩। কচ্ছপাকার। ৪। অতি ব্যস্ত।

১। নদী।

যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাসে সমর্থ হয়। ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া দেবলোকে প্রথিত। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে স্যমন্তপঞ্চকে গমন করি।'

ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন—সমরাহ্বান

হে মহারাজ! তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের বাক্য স্বীকার করিয়া স্যমন্তপঞ্চকাভিমুখে যাত্রা করিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও রোষপ্রযুক্ত সুদীর্ঘ গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে[১] গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আকাশস্থিত দেবগণ বর্ম্মধারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বার্ত্তাবহ[২] ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ-দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইল। কুরুরাজ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত বারণের[৩] ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরীনিস্বনে দশদিক্ পরিপূরিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশানুসারে পশ্চিমদিকে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ তথা হইতে সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া সেই অনূষর[৪]-প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

অনন্তর বর্ম্মধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাকোটি[৫] গদা গ্রহণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় এবং আপনার পুত্র উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্ম ধারণ করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, সমুদিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক ক্রোধোদ্ধত বারণদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরবধার্থী হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সৃক্কণী লেহন ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া রোষারুণনয়নে ভীমসেনের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হস্তী যেমন হস্তীকে আহ্বান করে, তদ্রূপ বৃকোদরকে আহ্বান করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও প্রস্তরের ন্যায় সুদৃঢ় গদা গ্রহণ করিয়া, সিংহ যেমন সিংহকে আহ্বান করে, তদ্রূপ কুরুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যম, বাসব, বরুণ, কুবের, বাসুদেব, বলদেব, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শরদাগমে[১] মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদ্গার করিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবল-পরাক্রান্ত, গদাযুদ্ধবিশারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ[২] ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত লোক-দুঃসহ[৩], লোকসংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, হুতাশনের ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মঙ্গল গ্রহদ্বয় রোষভরে ভূতলে ধাবমান হইতেছেন এবং ক্রোধোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বায়ু-সঞ্চালিত, পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে সমুত্থিত, অনবরত সলিলধারাবর্ষী বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায়, জটাজালজড়িত[৪] সিংহযুগলের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত বৃষভের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন, অশ্বদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিতধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ, মহাত্মা কৃষ্ণ, অমিতপরাক্রম বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কুরুরাজ বীরের ন্যায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! আমি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; এক্ষণে তুমি সমুপস্থিত নৃপতিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সংগ্রাম নিরীক্ষণ কর।' রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে তত্রত্য সকলেই তথায় উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে

১। পায়ে হাঁটিয়া। ২। সংবাদবাহক। ৩। হস্তীর। ৪। উর্ব্বর। ৫। অত্যন্ত [illegible]—[illegible]।

১। শরৎ ঋতুর আবির্ভাবে। ২। তীক্ষ্ণ নখ ও দন্তবিশিষ্ট। ৩। দুঃসহনীয়—দুর্নিবার। ৪। লোমসমূহযুক্ত।

লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রজনীযোগে নক্ষত্র-মণ্ডলপরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

গদাযোধী ভীম-দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! মনুষ্যজন্মে ধিক্। মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। ভূপতিগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিত। এক্ষণে সেই দুর্য্যোধনকে গদা ধারণপূর্ব্বক পাদচারে[1] সংগ্রামে গমন করিতে হইল। হায়! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয়[2] প্রভাব! আমার পুত্র সমুদয় জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল!" মহারাজ! অম্বিকানন্দন এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধন আনন্দিতচিত্তে বৃষের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কুরুরাজ ভীমকে আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত[3]সকল প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। মহানিস্বন লোমহর্ষকর নির্ঘাতসকল নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাংশু[4]বৃষ্টি ও ঘোরতর অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত উল্কাপাতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বত-শৃঙ্গসকল ভূতলে নিপতিত ও কূপের জল বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক শিবাসমুদয় সমাগত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ মৃগ দশদিকে ধাবমান হইল। অশুভসূচক জন্তুগণ ভাস্করাধিষ্ঠিত[1] দিক্[2] লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক্ হইতে তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই দুর্নিমিত্ত-দর্শনে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ আজ আমি দুর্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধবহ্নি পরিত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়নিহিত শোকশল্য সমুদ্ধৃত[3] করিব। আজ গদা দ্বারা কুরুকুলাধম পাপাত্মার দেহ শতধা বিভিন্ন[4] করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুরাত্মা পুনরায় হস্তিনা-নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজ আমাদিগের সর্প-ক্রোড়ে শয়ন, বিষান্ন-ভোজন, জতুগৃহ-দাহ, সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্বাপহরণ, অজ্ঞাতবাস ও বনবাস প্রভৃতি দুঃখের শান্তি হইবে। আমি এক দিনেই উহাকে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট ঋণশূন্য হইব। আজই উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃ-পিতৃ-দর্শন সমাপ্ত হইল। আর উহাকে সুখ-সম্ভোগ বা কামিনীগণের বদন সন্দর্শন করিতে হইবে না। আজ ঐ কুরুকুলাঙ্গারকে রাজ্যহীন, প্রাণবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে হইবে। আজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিপাতিত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণা স্মরণ করিবেন।'

হে মহারাজ! শার্দ্দূলসমবিক্রান্ত বৃকোদর এইরূপ কহিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বানপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'কুরুরাজ! বারণাবত-নগরে তোমরা পিতাপুত্রে আমাদিগকে নিধন করিবার মানসে যে সকল দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে

১। পদব্রজে। ২। অবর্ণনীয়। ৩। অমঙ্গল। ৪। ধূলি।

১—২। সূর্য্য যে দিকে থাকেন, সেই দিক্—অপরাহ্ণ বলিয়া তৎকালীন পশ্চিম দিক্। ৩। উৎপাটিত [illegible]। ৪। ছিন্ন।

রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ প্রদান, শকুনির সহিত একত্র হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া যে সকল কষ্টভোগ করিয়াছি, অদ্য সেই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজ ভাগ্যক্রমে তোমার সন্দর্শন পাইলাম। প্রবলপ্রতাপশালী মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার আদি কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা প্রাতিকামী এবং তোমার বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমাকেও এই গদাঘাতে নিহত করিব, সন্দেহ নাই।'

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভীক-চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, 'বৃকোদর! বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই, অচিরাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ নিশ্চয়ই তোমার রণকণ্ডূতি[1] অপনোদন করিব। হে কুলাধম! দুর্য্যোধন সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ত্বৎসদৃশ[2] লোকের কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহুদিন অবধি তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব বলিয়া বাসনা করিতেছি। আজ দৈব অনুকূল হইয়া আমার সেই বাসনা পূর্ণ করিল। এক্ষণে আর বৃথা বাক্যব্যয় ও আত্মশ্লাঘায় আবশ্যক নাই; মুখে যাহা বলিতেছ, অচিরাৎ কার্য্যে তাহা পরিণত কর।'

মহারাজ! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে যে ভূপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্য-শ্রবণে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র[3] হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তখন নরপতিগণ দুর্য্যোধনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলশব্দ দ্বারা পুনরায় আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদরও গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে কুরুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় জয়লোলুপ পাণ্ডবদিগের কুঞ্জরগণ বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্র-শস্ত্র সমুদয় সমধিক দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।"

১। যুদ্ধে ঔৎসুক্য। ২। তোমার মত। ৩। উৎফুল্ল দেহ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে ঘোরতর প্রহার-শব্দ সমুত্থিত হইল। দর্শকগণ সেই রুধিরোক্ষিত-কলেবর গদাধারী বীরদ্বয়কে কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন। পরস্পরের গদানিষ্পেষে হুতাশন-স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে নভোমণ্ডল খদ্যোতসমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় যুদ্ধশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ করিণীলাভলোলুপ মদমত্ত কুঞ্জর-যুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কাহার যে জয়লাভ হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকেরা ভীমের যমদণ্ডোপম অশনি-সদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর গদাহস্তে বিবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া আহারলাভার্থী মার্জ্জারযুগলের ন্যায় বারংবার পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র-যন্ত্র[1], বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ,[2] প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ[3], বিগ্রহ, পরাবর্ত্তন[4], সংবর্ত্তন, অবপ্লুত[5],

১। অস্ত্রগোপন। ২। চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ। ৩। স্থিরভাবে নিক্ষেপ। ৪। পশ্চাৎ অপসরণ। ৫। [illegible]।

উপন্যস্ত[১] ও অপন্যস্ত[২] প্রভৃতি বিবিধ কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর গদাঘাত পরিহার করিয়া পুনরায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সমরক্রীড়া প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরস্পর আঘাতে রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন-কলেবর ঐ বীরদ্বয়কে দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দক্ষিণমণ্ডল এবং ভীমসেন বামমণ্ডল অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমসেনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলে মহাবীর বৃকোদর তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত বজ্রতুল্য যমদণ্ড-সদৃশ ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দর্শকেরা যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদাঘাত করিলেন। উভয়ের গদাবর্ষণে রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিয়া ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনও পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় স্বীয় গদা বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদার ভ্রমণবেগদর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শনপূর্ব্বক গদা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদাবেগ সংবরণ করিতে দেখিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন বজ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সমুদয় সমুত্থিত হইল। ভীমসেনের মহাবেগসম্পন্ন গদা দুর্য্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলে উহার আঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় গদা প্রতিহত দেখিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি বামমণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের প্রতি স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্তচিত্তে সত্বর সেই ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিলেন। তখন ভীমপ্রেরিত গদা একান্ত ব্যর্থ হইয়া গম্ভীরধ্বনি সহকারে ভূমণ্ডল বিচালিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কুরুরাজ ক্রোধভরে ভীমের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই আঘাতে বিমোহিতপ্রায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ বৃকোদরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের গদাঘাতে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবেগে কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনত[১] জানুদ্বয়ে[২] ধরাতল স্পর্শ করিলে সৃঞ্জয়গণ পুনরায় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুরাজ তাঁহাদের সেই সিংহনাদ-শ্রবণে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদাঘাত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই গদাঘাতে ভীমের ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হওয়াতে তাঁহাকে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অরাতিদমন

১। সম্মুখে প্রহার। ২। পৃষ্ঠে প্রহার।

১—২। জানুদ্বয় নত করিয়া।

অর্জ্জুনাগ্রজ অশনিতুল্য লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রহার করিলে কুরুরাজ বনমধ্যে বায়ুবেগ-বিপাটিত পুষ্পিতবৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া রোষভরে পুরোবর্ত্তী বৃকোদরের উপরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের গদাঘাতে বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কুরুরাজ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশনিতুল্য গদার আঘাতে তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় দেবতা ও অপ্সরোগণের মহাকোলাহল-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ভূতলে নিপতিত এবং তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে পাণ্ডবগণের মনে মহান্ ভয়সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর বৃকোদর চৈতন্যলাভ করিয়া বদন পরিমার্জ্জন ও অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিবৃত্ত-নয়নে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ঊরুভঙ্গের ইঙ্গিত

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'সখে! এই বৃকোদর ও দুর্য্যোধন ইঁহাদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা কীর্ত্তন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন, কিন্তু বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধ-নৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে কদাচ দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করুন। উনি দ্যূতক্রীড়া-সময়ে দুর্য্যোধনের ঊরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। মায়াবী দুর্য্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন। হে অর্জ্জুন! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহদ্‌ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয়লাভ, কীর্ত্তিলাভ ও বৈর-নির্য্যাতন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয়লাভে মহান্ সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠপাণ্ডব কি নির্ব্বোধ! উনি কি [illegible] দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, "তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে পরাজয় করিতে পারিলেই তোমার রাজ্যলাভ হইবে?" দুর্য্যোধন একে যুদ্ধনিপুণ, তাহাতে আবার একাগ্রচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহাকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হইবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটি সারার্থ-সম্বলিত[1] কথা কহিয়াছেন যে, "যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

হে অর্জ্জুন! বীরগণ জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়েন না। দেখ, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় ও হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করা নিতান্ত অবিজ্ঞতার[2] কার্য্য হইয়াছে। দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর গদা-যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে ভীমের নিধনবাসনায় কখন ঊর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ

১। সারযুক্ত বাক্যসম্বলিত। ২। বুদ্ধিহীনের।

[ক]রিয়াছে। অতএব যদি বৃকোদর উঁহাকে অন্যায় [যু]দ্ধে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই [আ]মাদের নিজ্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি [হই]বে।'

অর্জ্জুন-সঙ্কেতে দুর্য্যোধন উরুভগ্নে ভীম-উদ্যম

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় বামজানুতে আঘাত করিয়া ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাহস্তে সব্য মণ্ডল, দক্ষিণমণ্ডল, যমক ও গোমূত্রক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধনকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ[২] মহাবীর দুর্য্যোধনও ভীমসেনের নিধনবাসনায় সংগ্রামে বিচিত্রগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্তসদৃশ বীরদ্বয় বিজয়লাভের নিমিত্ত অগুরুচন্দনচর্চ্চিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে নিধন ও বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার বাসনায় নাগলোলুপ[৩] গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বীরযুগলের পরস্পর গদা-সংঘর্ষণে সমরাঙ্গনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত-শব্দ-সদৃশ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্তে গদা গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণ সমরে গদাঘাতে উভয়েরই কলেবর ক্ষতবিক্ষত হইল। তাঁহারা পঙ্কস্থ মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি আঘাতপূর্ব্বক জর্জ্জরিতগাত্র ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর বৃকোদর ইচ্ছাপূর্ব্বক রন্ধ্র[৪] প্রদর্শন করিলে দুর্য্যোধন ঈষৎ গর্ব্বিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্র তদ্দর্শনে তথা হইতে অপসৃত হইলেন; সুতরাং ভীমের গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে কুরুরাজ সেই প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভীমের শরীরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই আঘাতে শোণিতাক্তকলেবর ও মূর্চ্ছাগতপ্রায়[১] হইলেন। কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত[২] বিবেচনা করিয়া পুনরায় আর প্রহার করিলেন না।

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ ভীমসেনকে রোষাম্বিতচিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার ব্যর্থ করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং কুরুরাজ ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্য্যোধনের সুচারু জানুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভগ্নোরু[৩] হইয়া ধরাশায়ী হইলে সনির্ঘাত[৪] বায়ু প্রবাহিত ও পর্ব্বত-বৃক্ষ-সম্বলিত সমুদয় পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। অনবরত শোণিতবর্ষণ, ভীষণ উল্কাপাত ও পাংশুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও নিশাচরগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই শব্দ-শ্রবণে মৃগকুল ও বিহগগণ তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থিত গজ, বাজী ও মনুষ্যগণ ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের মহানির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অসংখ্য করচরণশালী[৫] ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্‌সকল পরিবৃত করিল। ধ্বজধারী ও অস্ত্র-শস্ত্রধারী পুরুষেরা কম্পিত হইতে লাগিল। হ্রদ ও কূপ-সকল হইতে রুধির উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বেগবতী

১। বায়ু। ২। গদাপ্রহারপটু। ৩। সর্পভক্ষণে লুব্ধ। ৪। কপটতাসূচক [illegible]—[illegible]।

১। প্রায় মূর্চ্ছিত। ২। পুনরায় প্রহারে উদ্যত। ৩। ভগ্ন উরু। ৪। বজ্রপাতসহ। ৫। [illegible]।

নদী সকল প্রতিকূল-প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে নারীর ন্যায় ও নারীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত-দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও বায়ুচরগণ[১] মহাবীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের অদ্ভুত যুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনমুণ্ডে ভীমের পদাঘাত

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমহস্তে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইলে পাণ্ডব ও সোমকগণ আহ্লাদে রোমাঞ্চিত-কলেবর[২] হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রবল-প্রতাপশালী ভীমসেন সমরশায়ী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'দুরাত্মন্! পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বিবিধ কটূক্তি করিয়াছিলে, আজ তাহার ফলভোগ কর।' মহাবীর বৃকোদর এই কথা কহিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বামপদাঘাতপূর্ব্বক ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, 'পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মারা "গরু গরু" বলিয়া আমাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিয়াছিল, আজ আমরা তাহাদিগের সমক্ষে "গরু গরু" বলিয়া নৃত্য করিব। আমরা শঠতাচরণ, বহ্নিপ্রদান, পাশক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না, কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি।'

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে ঐ কথা কহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠির, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, 'দেখ, যে দুরাত্মারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে আনয়নপূর্ব্বক সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে নিহত হইয়াছে। আর যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের স্বর্গলাভ বা নরকবাস হউক, কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহি।' মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সেই ধরাতলগত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বামপদাঘাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ ভীমসেনের সেই নীচজনোচিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মশ্লাঘানিরত[১] বৃকোদরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি বৈরঋণ[২] হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সৎকার্য্য দ্বারা হউক বা অসৎকার্য্য দ্বারা হউক, প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দুর্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষতঃ এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও কৌরবগণের অধিপতি ছিল, ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয় করিও না। এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ নিহত হওয়াতে এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা অতএব ইহার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে বৃকোদর! প্রাচীন লোকমাত্রেই তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কিরূপে রাজাকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ?'

দুর্য্যোধনমরণে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা কহিয়া অশ্রুকণ্ঠে দীনভাবে দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফলভোগ করিতেছ। হে কুরুসত্তম! আমরা তোমার হিংসা করিব এবং তুমি আমাদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব প্রযুক্ত আপনার দোষেই ঈদৃশ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ। তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইলে। কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও

১। বায়ুর সহিত বিচরণকারী এক প্রকার দেবতা।
২। রোমাঞ্চিতদেহ।

১। আত্মপ্রশংসাপরায়ণ। ২। শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসারূপ কর্ত্তব্য।

জ্ঞাতিগণকে নিহত করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে এক্ষণে মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে আমরা কিরূপে মিত্রপত্নী, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃপুত্রবধূগণকে বিধবা ও শোকার্ত্ত নিরীক্ষণ করিব ? তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু আমরা নরকতুল্য সুদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া নিরন্তর আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিবেন।' হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই বলিয়া দুঃখিতচিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

অন্যায়যুদ্ধে দুর্য্যোধনবধে বলরামের ক্রোধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবল-পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধবিশারদ বলদেব দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবল বলদেব ভীমসেনকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের ঊরুদেশে গদাঘাত করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই ভূপালগণমধ্যে বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বৃকোদরের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নাভির অধঃপ্রদেশে কদাচ গদাঘাত করিবে না, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ও স্থিরসিদ্ধান্ত; কিন্তু মহামূর্খ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।'

হে মহারাজ! হলধারী বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া লাঙ্গল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে হলধর হস্ত উদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত শ্বেতপর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় বিনয়ী বাসুদেব বলদেবকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূলবর্ত্তুল[1] বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন। সেই ধবল ও কৃষ্ণকলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র হইলে অপরাহ্ণকালীন নভোমণ্ডলগত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল।

কৃষ্ণের বলরাম-সান্ত্বনা

অনন্তর যদুপ্রবীর বাসুদেব বলদেবের ক্রোধশান্তি করিবার নিমিত্ত কহিলেন, 'হে মহাত্মন! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। সমরবিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদিগের পিতৃস্বসার পুত্র[2]; সুতরাং ইহারা আমাদের সহজমিত্র। এক্ষণে বিপক্ষেরা ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর বৃকোদর "আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিব" বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে "ভীমের গদাঘাতে তোমার ঊরু ভগ্ন হইবে" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অণুমাত্র[3]ও দোষ লক্ষিত হইতেছে না। হে রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যৌনসম্বন্ধ[4] ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য আছে; সুতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।'

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'কৃষ্ণ! সাধুলোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত[5] হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ অর্থলোভে ও অত্যাসক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে।

১। মোটা অথচ সুগোল। ২। পিসির পুত্র—পিসতুতো ভাই। ৩। কিছুমাত্র। ৪। বৈবাহিক সম্বন্ধ—কন্যা আদান প্রদানজাত সম্পর্ক। ৫। নষ্ট।

অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! এক্ষণে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন, ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, ইহা আমার মনোমন্দির[1] হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না।'

তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে রাম! লোকে আপনাকে অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়, অতএব ইনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হউন।'

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব কৃষ্ণের মুখে এইরূপ কূট[2]ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্নমনে পুনরায় কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ভীমসেন ধর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে বিনষ্ট করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে কূটযোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন। আর রাজা দুর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন।' শ্বেতপর্ব্বতশিখরাকার[3] রোহিণীতনয় এই বলিয়া রথারোহণপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলদেব প্রস্থান করিলে পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অধোবদনে দীনমনে শোক ও চিন্তায় আকুল দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব অধর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ভীমসেন হতবন্ধু বিচেতনপ্রায় দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতেছেন?'

যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিয়াছে, ইহা আমার অভিমত নহে। আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানাপ্রকার পরুষবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমি সেই কারণ বশতঃই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপরতন্ত্র দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্টসাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি।' হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে যদুবংশাবতংস বাসুদেব অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়জনিত[1] হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, 'মহারাজ! আজ আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন। এক্ষণে প্রবঞ্চনাপরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় বিপক্ষভাবের মূল কারণ দুর্য্যোধন ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। রাধেয়, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি কর্কশভাষী শত্রু-সমুদয়ও নিহত হইয়াছে। অদ্যাবধি এই পর্ব্বত কাননসমন্বিত নানা রত্নসমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনরায় আপনার হস্তগত হইল; আপনি এক্ষণে নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে বৃকোদর! আজ কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে দুর্য্যোধন নিহত, বৈরানল প্রশমিত ও বসুন্ধরা আমাদের অধিকৃত হইল। আজ তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতিনিপাতনপূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া জননীর নিকট ও চিরসঞ্চিত ক্রোধবিষয়ে আনৃণ্য[2] লাভ করিলে'।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনবধে ভীম-প্রশংসা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া প্রীতমনে উত্তরীয় বিধুনন ও

১। শত্রুপরাভবজাত। ২। ঋণমুক্তি।

সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কুরুরা পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের দুর্বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কারপ্রদান, কেহ কেহ শঙ্খবাদন, কেহ কেহ দুন্দুভিধ্বনি, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ বা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'হে বৃকোদর! আজ তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া যার পর নাই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আজ সকল লোকেই তোমাকে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন। তুমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিচিত্রমার্গচারী[১] মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে পারে? আজ তুমি সৌভাগ্যবশতঃ কৌরবদিগের সহিত শত্রুভাব নিঃশেষিত করিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তুমি সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিয়াছিলে। হে বীরবর! যাহারা পরমধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবলে তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে। তুমি দুর্য্যোধন ও অন্যান্য আরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে বন্দিগণ দেবরাজকে যেরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল, আজ দুর্য্যোধন নিপাতিত হওয়াতে আমরা তোমাকে তদ্রূপ অভিনন্দন করিতেছি। দুর্য্যোধনের নিপাতসময়ে আমাদিগের যে পুলকোদ্গম[২] হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।' হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেইরূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপসহায় নির্লজ্জ দুর্য্যোধন যখন মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদ্গণ বারংবার অনুরোধ করিলেও লোভপ্রবৃত্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক-রাজ্যের অংশপ্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে নরাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চল, আমরা রথারোহণপূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।'

কৃষ্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের কটূক্তি

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বাসুদেবের মুখে ঐরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণে বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সরোষ-নয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি শরীর অর্দ্ধোত্থিত[১] করাতে তাঁহাকে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুরুরাজ তৎকালে প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুরবাক্যে কহিলেন, 'হে কংসদাসতনয়[২]! তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার ঊরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্মযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না? তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র[৩] হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট[৪] ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে সূত-পুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন

১। আশ্চর্য্য রকম সমর কৌশলী। ২। আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

১। অর্দ্ধভাগ উন্নত। ২। কংসনির্য্যাতিত বসুদেব-পুত্র। ৩। প্রেরণায় একান্ত বাধ্য। ৪। ভোজন, পানীয় বর্জনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প।

দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায়-প্রভাবেই স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।'

কৃষ্ণের দুর্য্যোধন-তিরস্কার

তখন বাসুদেব দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে গান্ধারীনন্দন। তুমি অসৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভপ্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলে রে দুরাত্মন্! তুমি যৎকালে সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়েই তোমার বধসাধন করা অতি কর্ত্তব্য ছিল। তুমি শঠতাচরণপূর্ব্বক দ্যূতনিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিলে অরণ্যমধ্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্যক রথী একত্র হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই তুমি নিহত হইলে। রে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে যে কুকর্ম্ম আরোপিত করিতেছ, স্বয়ং সেই সেই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কদাচ সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশবাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণকে সেবা ও তাঁহাদিগের হিতবাক্যে কর্ণপাত কর নাই, প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে তাহারই পরিণাম ফল ভোগ কর।'

তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, 'কৃষ্ণ! আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখ-সম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।'

দুর্য্যোধন-তনুত্যাগে বিবিধ শুভলক্ষণ প্রকাশ

হে মহারাজ। রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্র বাদন ও অপ্সরা-সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে সাধুবাদপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধ-সম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের সম্মান-সূচক সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবগণকে একান্ত চিন্তাকুল অবলোকন করিয়া মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান-পরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহাকে

অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূটযুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি; সায়ংকালও সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি।' মহাত্মা বাসুদেব এই কথা বলিলে পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও দুর্য্যোধনের নিধনে প্রফুল্ল হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের দুর্য্যোধন-শিবির প্রবেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু নৃপতিগণ এইরূপে শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরে ধাবমান হইলে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণও স্ব স্ব শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির ন্যায়, উৎসবশূন্য নগরের ন্যায় এবং গজরাজশূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ সেই শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের হিতার্থী সকলের হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর। আমি পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইব।' মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে ধীমান্ বাসুদেবও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। জগৎপতি হৃষীকেশ অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে ধ্বজস্থিত কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ তূণীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবন্ধ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডুতনয়গণ ধনঞ্জয়ের রথ ভস্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, 'গোবিন্দ! কি নিমিত্ত আমার রথ ভস্মাবশেষ হইল, যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন কর।'

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে, আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করাতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল।' ভগবান্ কেশব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আজ ভাগ্যক্রমে জয় লাভ করিলেন। আপনার শত্রু সকল নিহত হইয়াছে এবং আপনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পূর্ব্বে বিরাটনগরে আমাকে মধুপর্ক প্রদানপূর্ব্বক "হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমায় ইহাকে সমুদয় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে" এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমিও তৎকালে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় মৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয়লাভপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'জনার্দ্দন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ

যে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমা ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? বজ্রধারী ইন্দ্রও সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। তোমার অনুগ্রহেই সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে, অর্জ্জুন অপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ কার্য্য সাধন করিয়াছি। হে বাসুদেব! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরাট-নগরে আমাকে কহিয়াছিলেন যে, যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয়লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।'

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমুদয় সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরসমুদয় স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধন-মোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী বাসুদেব কহিলেন, 'হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্ত্তব্য।' তখন মহাবীর সাত্যকি ও পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত শিবির হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক নদী সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীকে আশ্বাসপ্রদানার্থ বাসুদেবকে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিয়োগানুসারে দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে গান্ধারীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।"

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী সান্ত্বনা

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন?

পূর্ব্বে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে সন্ধি-স্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ঘোর সংগ্রামে কৌরবপক্ষীয় সমুদয় যোদ্ধা ও রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ অরাতিবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি নিমিত্ত কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন? ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যে নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ বাসুদেবকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির অন্যায় গদা-যুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, 'পতিপ্রাণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধ-শান্তি করা আবশ্যক। তিনি অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। দুর্য্যোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাকে অন্যায়াচরণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি, গান্ধারী এই কথা শুনিলে নিঃসন্দেহই দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন।' ধর্ম্মরাজ ভয়শোকাকুলিত-চিত্তে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "পাণ্ডবসুহৃৎ! তোমার প্রসাদেই আমাদিগের দুষ্প্রাপ্য রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমি আমার সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামকালে দানবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে যেরূপ সাহায্য দান করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও তদ্রূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এই সৈন্যগণকে কিরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম? হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিঘতাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্রোপম অস্ত্র-শস্ত্রের আঘাত ও অতি কঠোর বাক্যযন্ত্রণা যে সহ্য করিয়াছিলে, আজ দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতেই তাহা সার্থক হইল। এক্ষণে আবার যাহাতে সকল রক্ষা হয়, তোমায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জয়লাভ হওয়াতেই আমার অন্তঃকরণে অতিশয়

সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতিশয় ক্ষীণকলেবর হইয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধসংবাদ শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমার মতে তাঁহাকে প্রসন্ন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইবে না। অতএব তুমিই তাঁহার ক্রোধশান্তি করিবার নিমিত্ত গমন কর। তুমি অব্যয়[১] ও লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অবিলম্বেই গান্ধারীর ক্রোধশান্তি করিতে সমর্থ হইবে। আর মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তথায় গমন করিবেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র; অতএব গান্ধারদুহিতার ক্রোধশান্তি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজের বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, "দারুক! তুমি অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত কর।" দারুক কেশবের বাক্যশ্রবণে সত্বর রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন রথারোহণপূর্ব্বক ঘর্ঘররবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের আগমনসংবাদ অবগত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদবন্দন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিল দ্বারা লোচনদ্বয় প্রক্ষালন ও বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি কালের গতি সমুদয়ই অবগত আছেন। পাণ্ডবগণ আপনার চিত্তানুবর্ত্তন[২] ও যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পাণ্ডবগণ কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস, স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ব্বলোকসমক্ষে আপনার নিকট পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহতচিত্ত[১] হইয়া লোভপ্রভাবে তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই; অতএব আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আপনাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই। হায়! কালপ্রভাবে সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে। আপনি জ্ঞানবান হইয়াও সন্ধিস্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে মোহে অভিভূত হইয়াছিলেন। অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। এ বিষয়ে ধর্ম্মতঃ, ন্যায়তঃ ও স্নেহতঃ তাঁহাদিগের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে না। এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই উৎপন্ন[২] হইয়াছে। উহা বিবেচনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য কার্য্যকলাপ সমুদয়ই পাণ্ডবগণের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোকাবেগ সংবরণ ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের স্বভাবতঃ যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াও দুঃখানলে দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জাবশতঃ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।"

যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকবিহ্বলা গান্ধারীকে কহিলেন, "সুবলনন্দিনি! ইহলোকে আপনার তুল্য নারী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভামধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয়পক্ষের হিতকর ধর্ম্মার্থসংহিত[৩] উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু

১। জন্মমৃত্যুবিহীন। ২। মনের মত কার্য্যানুষ্ঠান।

১। নিয়তির নির্ব্বন্ধে আচ্ছন্নচিত্ত। ২। সংঘটিত। ৩। ধর্ম্মসম্মত।

আপনার পুত্রেরা তাহা প্রতিপালন করেন নাই। আপনি তৎকালে দুর্য্যোধনকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'রে মূঢ়! আমি বলিতেছি, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়', এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি আত্মোপান্ত সমুদয় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি মনে করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশবাসনা করিবেন না।"

তখন গান্ধারী বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য বটে; দারুণ শোকাবেগপ্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য-শ্রবণে আমি শান্তভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উঁহার অবলম্বন হইলে।" শোককাতরা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অঙ্গবস্ত্রে[১] মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব হেতুগর্ভ[২] বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকাপনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি তাঁহার বোধগম্য হইল। তখন তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনি আর শোক করিবেন না। আমি চলিলাম, অশ্বত্থামা এই রাত্রেই পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন; উহা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম।" তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশিনিসূদন মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "কেশব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর। পুনরায় যেন অচিরাৎ তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।"

তখন মহাত্মা বাসুদেব "যে আজ্ঞা" বলিয়া পাণ্ডবগণের দর্শনবাসনায় দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিনা হইতে শিবির-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে পাণ্ডবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাসুদেব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নে যুদ্ধবিজিত দুর্য্যোধন-উক্তিবর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন অতিশয় কোপনস্বভাব ছিল। সে আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সহিত তাহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে ভীমসেন তাহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কি কহিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবর[১] হইয়া সেই ঘোরতর বিপদ্‌কালে দশদিক্ অবলোকন ও কেশপাশ বন্ধনপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিরল-বাষ্পাকুল-লোচনে বারংবার আমাকে নিরীক্ষণ, ধরণীতলে বাহু নিষ্পেষণ, দশনে দশন-নিপীড়ন ও মূর্দ্ধজজাল[২] বিধুনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'হায়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা নিয়ত আমাকে রক্ষা করিতেন; তথাপি আমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলাম! কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলাম, তথাচ আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে তাহাকে কহিও যে, ভীম নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাকে বিনষ্ট করিয়াছে। পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এইরূপ অকীর্ত্তিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই সাধুলোকের নিকট হতাদর হইবে। ছলপূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া কোন্ বীর প্রীতিযুক্ত

১। উত্তরীয় অঞ্চলে। ২। হেতুযুক্ত—যুক্তিযুক্ত।

১। ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ। ২। কেশসমূহ।

হইয়া থাকে? যে নিয়ম লঙ্ঘন করে, কোন বিবেচক ব্যক্তি তাহার সম্মান করিয়া থাকেন? পাপাত্মা বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেমন হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় না। এক্ষণে আমার উরুদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং ভীমসেন যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত ও বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন ব্যক্তিকে এরূপ অবমাননা করে, সে কি সম্মানের উপযুক্ত?

হে সঞ্জয়! আমার পিতা-মাতা যুদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তুমি আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে যে, আমি বিবিধ যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃত্য প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, জীবিত শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। আমি বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মানবর্দ্ধন, বশংবদ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সৎকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রভৃতির চরিতার্থতা-সম্পাদন, প্রধান প্রধান ভূপালগণকে আজ্ঞা প্রদান, অন্যের নিতান্ত দুর্লভ সম্মানলাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি। আমি শত্রুরাজ্য অধিকৃত ও অনেকানেক মহীপালকে দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়া অনাময়ে[২] জীবনক্ষেপ করিয়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলাম; সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। সৌভাগ্য বশতঃ আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর আমার রাজ্যলক্ষ্মী অন্যকে আশ্রয় করিবে। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মৃত্যু অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমরে পরাজিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শত্রুভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুকে বিনাশ করিলে যেরূপ পাপ হয়, বিষপ্রয়োগপূর্ব্বক শত্রু সংহার করিলে যেরূপ অধর্ম্ম হয়, অধার্ম্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়া তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অতএব তোমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।'

আসন্নমৃত্যু দুর্য্যোধনের বিলাপ

কুরুরাজ আমাকে এই কথা বলিয়া বার্ত্তাবহ[১]-দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেখ, ভীম অধর্ম্ম-যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সার্থহীন[২] পথিকের ন্যায়, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য বীরগণের অনুগমন করিব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্ত্তার নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিতমনে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া একান্ত শোকাকুল হইবেন। আমার ভার্য্যাও আমার আত্মজ লক্ষ্মণের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে যদি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ[৩] পরিব্রাজক[৪] চার্ব্বাক[৫] এই বৃত্তান্ত অবগত হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, আমি আজ এই পবিত্র ত্রিলোকবিশ্রুত স্যমন্তপঞ্চকতীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে দশদিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক[৬] সমুদয় পৃথিবী[৭] বিকম্পিত ও নির্ঘাতশব্দ[৮] সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্ত্তাবহগণ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া গদাযুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাতবৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখিতমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।"

১। বশ্য—স্বইচ্ছায় বশীভূত। ২। সুস্থ দেহে।

১। সংবাদবাহী। ২। দলভ্রষ্ট। ৩। বাক্পটু। ৪—৫। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মন্ত্রী—কূটপ্রশ্নাদুষণ। ৬—৭। চরাচর, সমস্ত জগৎ। ৮। বজ্রধ্বনি।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

অশ্বত্থামাদির দুর্য্যোধন-সান্ত্বনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও বাণের আঘাতে জর্জ্জরিতকলেবর হতাবশিষ্ট মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দূতগণমুখে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগসম্পন্ন অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন অটবীমধ্যে ব্যাধবিনিপাতিত রুধিরাক্ত-কলেবর মহাগজের ন্যায়, সহসা নিপতিত সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায়, মহাবাত-পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, তুষারসমাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, বায়ুবেগবিপাটিত মহাপাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছে। ধন লোলুপ ভৃত্যগণ যেরূপ নরপতির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নদ্বয় উদ্বৃত্ত ও ললাট ভ্রূকুটিকুটিল[1] হইয়াছে। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ কুরুরাজকে তদবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোক ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন-পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা বাষ্পাকুল-নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে সর্ব্বলোকেশ্বর! যখন তুমি ধূলিধূসরিতগাত্রে ভূতলে শয়ান রহিয়াছ, তখন জগতের সমুদয় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর। হায়! পূর্ব্বে তুমি সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া আজ কিরূপে একাকী এই নির্জ্জন বনে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত মহারথ দুঃশাসন, কর্ণ ও সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখিতে পাইতেছি না? কৃতান্তের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। দেখ, তুমি সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়াও আজ ধূলিধূসরিতগাত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পূর্ব্বে যিনি নরপতি-গণের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, আজ তিনি প্রাংশু[2] গ্রাস[3] করিতেছেন[4]। হে মহারাজ! তোমার সে শ্বেতচ্ছত্র, সে নির্ম্মল ব্যজন এবং সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কোথায়? কার্য্যকারণের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। তুমি সর্ব্বলোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়াও ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে! কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে তোমার দুঃখ-দর্শনে বোধ হইতেছে যে, লক্ষ্মী চিরদিন কাহারও নিকট স্থিরভাবে অবস্থান করেন না।'

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্যশ্রবণে কর দ্বারা নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জন ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে সর্ব্বভূতেরই বিনাশ হয় এবং লোকস্রষ্টা বিধাতাও ঐরূপ মর্ত্ত্যধর্ম্ম[1] নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাদিগের সাক্ষাতেই সেই মর্ত্ত্যধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি পূর্ব্বে সমুদয় পৃথিবী পালন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কোন বিপদেই সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই। পাপাত্মারা ছলপূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি প্রতিনিয়ত যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলাম। আর আজ যে তোমাদিগকে এই জনক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও কল্যাণযুক্ত অবলোকন করিলাম, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা স্নেহভাবশতঃ[2] আমার নিধনে কিছুমাত্র অনুতাপ করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমি অমিততেজাঃ বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই; অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা আপন আপন উৎসাহ ও পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয়লাভে যত্ন করিয়াছ; কিন্তু পরিণামে অরাতি-পরাজয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। কি করিবে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।'

১। কুঞ্চিত—কোঁচকান। ২—৪। ধূলি খাইতেছেন—ধূলিতে মুখ থুবড়ে পড়ায় মুখে ধূলি প্রবেশ করিতেছে।

১। মরণশীলতা। ২। অন্তরের সহিত ভালবাসার বশতঃ

সেনাপতিপদে অশ্বত্থামার অভিষেক

হে মহারাজ! আপনার পুত্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাকুল-নয়নে[1] ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব[2] অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কুরুরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে কর নিপীড়ন করিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে[3] দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'মহারাজ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি নৃশংস[4] ব্যবহার দ্বারা আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে। কিন্তু আজ তোমার জন্য যেরূপ অনুতাপ হইতেছে, তাঁহার নিমিত্ত সেরূপ হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত্ত[5], দান, ধর্ম্ম, সুকৃত[6] ও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারে হউক, আজ বাসুদেব-সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব; তুমি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর।'

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের সেই বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, 'আচার্য্য! সত্বর জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন।' কৌরবহিতৈষী[1] কৃপাচার্য্য আপনার পুত্রের আদেশ শ্রবণমাত্র জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু[2] হন, তাহা হইলে অচিরাৎ[3] দ্রোণতনয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা[4] প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা দোষাবহ নহে।' মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্য্যোধন রুধিরাক্তকলেবরে[5] সেই সর্ব্বভূতভয়াবহ[6] ঘোর-রজনী[7] অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।"

গদাযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। অশ্রুপূর্ণনেত্রে। ২। মৌন। ৩ চক্ষুতে জলভরা ও মুখে অস্পষ্ট বাক্য—এইরূপ অবস্থায় ৪ নিষ্ঠুর। ৫। যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ জন্য পুণ্য। ৬। পুণ্য।

১। কৌরবগণের হিতকামী। ২ উপকারসাধনে ইচ্ছুক। ৩। সত্বর ৪ অনুমতি ৫ শোণিতলিপ্ত দেহে ৬ সকল প্রাণীর ভয়প্রদ। ৭। ভয়জনক রাত্রি।

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

সৌপ্তিক[১]পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-পার্শ্বে অশ্বত্থামাদির শেষচেষ্টা-বর্ণন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোক-সন্তপ্তচিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতিদূরে গমন ও বাহন-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্কিতমনে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণভয়ে[২] নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা-দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! ভীম অযুতনাগতুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাকে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোনক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; শতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা[৩] বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা[১] এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদয় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে শাসন করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে আমার শতপুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব? মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত[২] হইল। সম্প্রতি আমি কোনক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য-শ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরাত্মা ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

অরণ্যমধ্যে অশ্বত্থামাদির বিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়-প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক দ্রুমরাজি-বিরাজিত[৩] লতাজালসমাচ্ছন্ন[৪] ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র-জন্তুসমাকীর্ণ ফলপুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপল[৫]সমলঙ্কৃত, সলিলসম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্রশাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের

---

১ সুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় সংঘটিত বধব্যাপারমূলক।
২ পশ্চাদ্ধাবমান পাণ্ডবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়। ৩ হাজার ভাগে।

১। অতিবৃদ্ধা। ২। সংঘটিত—[illegible]। ৩। বৃক্ষসমূহে শোভিত। ৪। লতাসমূহে আবৃত। ৫। নীলপদ্ম।

সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ[১] স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত[২] ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা[৩] নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ[৪] যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিতচিত্তে কুরু-পাণ্ডবের ক্ষয়বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ[৫]বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাসস্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনীযাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলূক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কাহারও কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তকচ্ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিতপ্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক[৬] উলূক এইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

শত্রুনাশে পেচকপ্রয়াসদর্শনে অশ্বত্থামার উদ্বোধ

মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এইরূপে রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'এই পেচক আমাকে শত্রুবিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও উৎসাহ-শক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সম্মুখ-সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্ম ভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি ও শত্রু ক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতাপরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী[২] ধার্ম্মিকগণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ[৩], নায়ক[৪]হীন, অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।'

প্রবল-প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল-নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, 'মাতুল! যাঁহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত একাদশ চমূ[৫]পতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিনিস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য-পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনিমিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবন-পরিচালিত হইয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে।

১। নিশাচর রাক্ষস, হিংস্রজন্তু প্রভৃতি। ২। বিচরণ। ৩। মনুষ্যাদি। ৪। শবমাংসভোজী শৃগাল-কুকুরাদি। ৫। বট। ৬। বায়সবিনাশী।

১ প্রচ্ছন্ন—আত্মগোপন। ২ সমরতত্ত্ববিৎ। ৩। শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। ৪। চালক। ৫। অক্ষৌহিণী।

পূর্ব্বদিকে অশ্বগণের হ্রেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথসমুদয়ের লোমহর্ষণ[১] চক্র-নির্ঘোষ[২] শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় শত-মাতঙ্গ-তুল্য বলশালী সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ বীরগণকেও বিনাশ করিতেছে। এক্ষণে সমুদয় কৌরবসৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি; এক্ষণে যদি মোহবশতঃ আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।'

—:—

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃপকর্ত্তৃক দৈব-পুরুষকারে দোষগুণ-বর্ণন

কৃপাচার্য্য কহিলেন, 'হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার-সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল-বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্ট ক্ষেত্রে বারি-বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারা-সংসিক্ত[৩] ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার-সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈববল-প্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈববলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্ব্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না, কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে[১] তাহার ফলভোগ করে, আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী[২] হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফললাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন[৩]। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্ট-সাধন করিয়া থাকে।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, যদি পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়কালে[৪] সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তুর লাভ ও কার্য্যসিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ[৫] ফললাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভপরতন্ত্র[৬] হইয়া, কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট

১—২। ঘোটকের চাকার শব্দ। ৩। জলধারায় আর্দ্র।

১ স্বভাবের বশে ২ হিতকামী ৩ বিদ্বেষের পাত্র। ৪। উন্নতির সময়ে। ৫। শীঘ্র। ৬। লোভের বাধ্য।

হয়। দেখ, অদূরদর্শী[১] লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদরপ্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের কর্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদের এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোনক্রমেই সদ্‌বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্‌ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদ্‌ই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমনপূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফললাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই'।"

তৃতীয় অধ্যায়

পিতৃশত্রুনাশে অশ্বত্থামার যুক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য-শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূর[২]ভাবে তাঁহাকে ও কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনাকে সমধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই[৩] বুদ্ধিবৈচিত্র্যের[১] কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগশান্তির নিমিত্ত বুদ্ধি-প্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবনকালে যে বুদ্ধি প্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষয়, দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীতমনে সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ সকল লোকই স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।

আজ বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যেরূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐরূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে[২] পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত[৩] ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবধের

১। ভবিষ্যৎ দর্শনে বিমুখ। ২। কঠোর। ৩ মনের পার্থক্যই।

১ বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধির। ২ জাতিতে। ৩। অসংযমী।

প্রতীকার না করিলে জনসমাজে কিরূপে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি[১] হইবে? অতএব আজ আমি নিশ্চয়ই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব। আজ ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজ আমি পশুসূদন[২] পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিব। আজ আমি পাঞ্চালগণের শরীর ভূমণ্ডল[৩] পরিবৃত[৪] করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজ পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবে। আমি আজ পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান-সন্ততির ও তৎপক্ষীয় সৈন্যসমুদয়ের প্রাণসংহারপূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।'

চতুর্থ অধ্যায়

অশ্বত্থামার ক্রোধশান্তির জন্য কৃপের কৌশল

কৃপাচার্য্য কহিলেন, 'বৎস! আজ ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্য্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্মধারণ ও রথারোহণপূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধসাধনে সমর্থ হইবে। তোমার বহুদিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে; অতএব আজ রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর, তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র আছে আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত; অতএব আজ আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহারপূর্ব্বক যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজ তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী-যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণপূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কি কৃতবর্ম্মা, আমরা পাঞ্চালগণকে পরাজিত না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলতঃ আমি সত্য কহিতেছি, কল্য প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।'

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ হিতকথা কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'মাতুল! আতুর[১], অমর্ষিত[২], চিন্তাব্যাপৃত[৩] ও কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজ অমর্ষপ্রভাবে আমার নিদ্রাবিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ-স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে? পিতৃবধ-স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যেরূপে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ-বৃত্তান্ত-শ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোনক্রমেই আমার জীবনধারণে বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে বিনাশ

১। মুক্ত গলায় কথা বলা। ২। প্রাণিহত্যাকারী। ৩—৪। ভূতলব্যাপী।

১। দুঃখ ক্লিষ্ট। ২। ক্রুদ্ধ। ৩। চিন্তায় আকুল।

করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সংবরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোক-সাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশসাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আমার আজ নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোনরূপেই ক্রোধবেগসংবরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমাকে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে, অতএব আজ রাত্রেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।'

পঞ্চম অধ্যায়

কৃপ-কৌশলের বিফলতা—উপদেশে উপেক্ষা

কৃপাচার্য্য কহিলেন, 'বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষা-পরতন্ত্র[1] ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারুরূপে ধর্ম্মার্থজ্ঞান অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী[2] যেমন নিয়ত সূপে[3] নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সূপরসের আস্বাদ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রূষাতৎপর বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন না। দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদ্গণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদ্ভাজন হইতে পারে, আর যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপকার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে শিশু ব্যক্তিকে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদ্‌কে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার উপদেশ প্রদান করেন। অতএব হে দ্রোণতনয়! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ ও আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত[1], ন্যস্তশস্ত্র[2], রথহীন, বাহনহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজ কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহাকে অগাধ[3] নরকে মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ, অণুমাত্র পাপও তোমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই; অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্যযুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্লবস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।'

অশ্বত্থামার পাণ্ডবশিবির অভিমুখে যাত্রা

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, 'মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা[4] বিদলিত[5] হইয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্রত্যাগ করিলে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে; মহাবীর

১। শাস্ত্রাদিশ্রবণে শ্রদ্ধাযুক্ত। ২। হাতা। ৩। ব্যঞ্জনাদিতে।

১। নিদ্রিত। ২। অস্ত্রত্যাগী ৩। গভীর—অতল। ৪—৫। শতভাগে খণ্ডিত—সকল লাঞ্ছিত।

কর্ণের রথচক্র ভূতলে প্রোথিত হইলে অর্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবাকে এবং ভীমসেন অন্যায়-গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজ দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল। পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু[1] ভগ্ন[2] করিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না? আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায়[3] নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ-বাসনা কোথায়? আজ আমাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না।'

হে মহারাজ। প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজনপূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবীর! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথযোজনা করিলে, সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না।' তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, 'দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতাকে নিপাতিত করিয়াছে। আজ আমি সেই বর্ম্মবিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রবিজিত[4] লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্মুক ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর।' দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থান সমিদ্ধ[1] হুতাশনত্রয়ের[2] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সেই সুপ্তজনপূর্ণ[3] শিবির-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সংবরণ করিলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার অদ্ভুত দর্শন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক মহাকায়[4] পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল[5] বিচিত্র-সহস্র নেত্র-সমলঙ্কৃত[6], বাহু-সকল সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদ[7]-বিভূষিত এবং আস্যদেশ[8] ব্যাদিত[9] দংষ্ট্রাকরাল[10] ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত। তাঁহার পরিধান শোণিতার্দ্র[11] ব্যাঘ্রচর্ম্ম[12], উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী[13] ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহাকে দেখিলে পর্ব্বত-সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্যপুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়া বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন; মহাকায় পুরুষও বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ

১—২। ধর্মবন্ধন লঙ্ঘন। ৩। নিদ্রিতাবস্থায়। ৪। অস্ত্রমূলক স্বর্গ।

১। যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্বলিত। ২। আহবনীয়, দক্ষিণ ও গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ের। ৩। নিদ্রিতজনে পরিপূর্ণ—সকলেই নিদ্রিত। ৪। প্রকাণ্ড দেহ। ৫—৬। মুখ উজ্জ্বল সহস্র চক্ষুতে বিভূষিত। ৭। সর্পের বালা। ৮—১০। হাঁ করা মুখ ভয়ঙ্কর দাঁতে অতি ভয়ঙ্কর। ১১—১২। রক্তমাখা বাঘছাল। ১৩। সর্পের পৈতা।

দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষ[১]কে আহত[২] করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশসদৃশ নীলবর্ণ সুবর্ণমুষ্টিসমলঙ্কৃত খড়্গ বিবরনিঃসারিত ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য-পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজসদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন; তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি-বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সন্তপ্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতকর বাক্য অপ্রিয় বোধে অনাদর করে, তাহাকে আমার ন্যায় বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রুসংহারের অভিলাষ করে, তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে[৩] প্রতিহত[৪] হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে—গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত[৫] ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্রপ্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দৈববশতঃ উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞাসহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয়প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎকার্য্যসংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈবদণ্ডের[১] ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ[২] করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইঁহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত[৩] বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফলস্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমাকে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্যসাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দ্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রমপ্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য'।'

সপ্তম অধ্যায়

অশ্বত্থামার শিব-শরণাগতি

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'হে দেবেশ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার[৪] প্রদানপূর্ব্বক[৫] তোমার পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু[৬], শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর,

১—২। মহাপুরুষের গাত্রস্পর্শ। ৩—৪। কুপথে পতিত হইয়া অকৃতকার্য্য। ৫। প্রতিবিধানে অনবধান।

১। অলৌকিক প্রতিবন্ধকের। ২। বাধাপ্রদান ও পাপ। ৪—৫। স্বীয় উৎসর্গ করিয়ে—অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে বিকাইয়া দিয়া। ৬। নিত্য।

তুমি গিরিশ, বরদ ও ভগবান্; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ ও শুক্র; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী ও খট্বাঙ্গ[1]ধারী; তুমি জটিল[2]; তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র; কৃত্তিবাস, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার। তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা[3], ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি; তুমি অনন্ত পারিষদ[4]প্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ[5]; তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের[6] পিতা; তুমি পিঙ্গ[7], বৃষবাহন ও সূক্ষ্মবাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তুমি অস্ত্র-শস্ত্রবিশারদ, তুমি দিগন্ত[8] ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলি[9] ও হিরণ্যকবচধারী[10]; অতএব একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবর্ত্তী[11] বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চভূত[12] উপহার প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিব।'

শিববিভূতি—গণদেবতাগণের আবির্ভাব

হে মহারাজ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী, উদ্যতবাহু, অসংখ্য করচরণসম্পন্ন, বহুমস্তক শোভিত, উজ্জ্বলবদন, উজ্জ্বলনেত্র, পর্ব্বতাকার মহাগণ[13]সকল তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লুক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপী[14], বায়স, বানর, শুক, অজগর[15], হংস, সারস, চাস, কূর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগলের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ সহস্রলোচন, কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ; কেহ কেহ মস্তক-বিহীন, কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্তজিহ্বাসম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও বর্ণ কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল, কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীরকণ্ঠস্বরসম্পন্ন। কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখাসম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতি কৃশ, কাহারও কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়; কেহ কেহ কিরীটি ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা[1]সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীটশোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভুশুণ্ডী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ, এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাম্বর ও শুক্লমাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গলবর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন[2] ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশকলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল। কেহ কেহ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্বিবষহ-বিক্রমসম্পন্ন, নানারাগ-রঞ্জিত-বসনধারী[3], রত্নখচিত-অঙ্গদ-সমলঙ্কৃত, শত্রুনাশক, ঘোররূপ মাংসভোজী, বসাশোণিতপায়ী[4] পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়াসম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহারও কাহারও উদর পিঠের ন্যায়, কাহারও কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহারও

১। খাটের পায়ার মত দণ্ড। ২। জটাধারী। ৩। ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা পিতা। ৪। সমীপস্থ ভক্ত। ৫। ক্ষিতি প্রভৃতি অষ্টমূর্ত্তির আদি ক্ষিতিমূর্ত্তি। ৬। কার্ত্তিকেয়ের। ৭। পিঙ্গলবর্ণ। ৮। দেশধ্বংসকারক। ৯। চন্দ্রশেখর—মস্তকে চন্দ্র বিরাজমান। ১০। স্বর্ণের বর্ম্মধারী। ১১। সম্মুখবর্ত্তী। ১২। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—পঞ্চভূতাত্মক দেহ। ১৩। ভূত প্রমথাদি [illegible]। ১৪। হস্তী। ১৫। বৃহৎ সর্প।

১। যুদ্ধস্থলের কটিবন্ধন। ২। লম্ফপ্রদানে পথ অতিক্রম। ৩। নানা বর্ণের বস্ত্রপরিহিত। ৪। [illegible]।

কাহারও মেঢ়[১] ও অণ্ড[২] অতি বৃহৎ; উঁহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ[৩] লোকসকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উঁহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রূভঙ্গী সহ্য করিয়া থাকে। উঁহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উঁহারা হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ শূলপাণি উঁহাদের কার্য্যদর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উঁহাদের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস[৪] পুত্রের ন্যায় উঁহাদিগকে রক্ষা করেন। উঁহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উঁহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্টচিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উঁহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা[৫] লাভ করিয়াছে। কালত্রয়ের[৬] অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পারিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

শিব উদ্দেশে অশ্বত্থামার আত্মদান—খড়গলাভ

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তেজঃপ্রদর্শন ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাবজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কার্ম্মুক সমিধ, শাণিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য-অস্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, 'হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে[১] জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদ্‌কালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ; প্রধান প্রধান গুণসমুদয় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাভবে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাকে প্রতিগ্রহ কর।' মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত পাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণ-পূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, 'হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জ্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তর নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজ তাহাদিগের জীবনরক্ষা হইবে না।'

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল।"

অষ্টম অধ্যায়

অশ্বত্থামার শিবিরপ্রবেশ—ধৃষ্টদ্যুম্নবধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি

১। পুংচিহ্ন। ২। অণ্ডকোষ। ৩। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-কীট প্রভৃতি। ৪। আত্মজ। ৫। সালোক্য—শিবলোক। ৬। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের।

১। অঙ্গিরার পৌত্র ভরদ্বাজবংশে।

কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয়ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিতভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক পাণ্ডবগণকে সংহারপূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবিরপ্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়। আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিরা কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।' মহাবাহু দ্রোণকুমার এই বলিয়া গম্যদ্বার[১] পরিহারপূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয়চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে[২] ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্তচিত্তে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিতচিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্যাস্তরণসমাবৃত[৩], সুগন্ধি-মাল্য-পরিশোভিত, বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত[৪] শয়নীয়ে[৫] অকুতোভয়ে[৬] নিদ্রাগত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত[৭] করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয়প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন।

তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, 'আচার্য্যপুত্র। অস্ত্রপ্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমাকে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিব।' মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের এই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'রে কুলাঙ্গার। আচার্য্যহন্তা[১]দিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।' কোপাবিষ্ট দ্রোণপুত্র এই বলিয়া, সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্মপীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পাদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক-সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া, তাঁহাকে ভূতোপহত[২] জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি[৩] করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া অন্যান্য শত্রুসংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

উত্তমৌজা ও যুধামন্যু প্রমুখ বীরগণ বধ

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন-কোলাহল সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীকে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্মধারণপূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'তোমরা সত্বর আগমন কর। ঐ দেখ, একজন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর[৪], তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না।' তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজাকে অবলোকনপূর্ব্বক তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ

১ প্রশস্ত প্রবেশ দ্বার—সদর দরজা। ২। শব্দশূন্য পাদক্ষেপে। ৩ উত্তম শয্যাদ্রব্যাদিযুক্ত। ৪। পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত। ৫। শয্যায়। ৬। নির্ভয়ে। ৭। জাগরিত।

১। গুরুঘাতী। ২। ভূত দ্বারা আক্রান্ত। ৩। বাক্য উচ্চারণ। ৪। রাক্ষস।

করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজাকে রাক্ষস-হস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বর গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে শিবির-মধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদয় হস্তী ও অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্তকলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন[1] ইতস্ততঃ সঞ্চরিত[2] বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহাকে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপ-দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহাকে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্রবধ

এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজাল-বর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষ-নয়নে সহস্রচন্দ্র-পরিশোভিত চর্ম্ম ও সুবর্ণমণ্ডিত দিব্য খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদী-তনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সুতসোমের অসিসমবেত[1] বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহু-বলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপাতনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্য-পুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

শিখণ্ডীর প্রাণসংহার

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামাকে বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসি-মার্গবিশারদ[2] মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট-রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য-সমুদয়, দ্রুপদের পুত্রপৌত্র ও সুহৃদগণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা, লোহিতনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, রক্তবস্ত্রধারিণী, কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্ব, কুঞ্জর ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুত্থিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়া অবধি

১। খড়্গ দ্বারা কর্ত্তিত। ২। বিক্ষিপ্ত।

১। খড়্গযুক্ত। ২। খড়্গচালননিপুণ।

পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ প্রতি রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণতনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইরূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণিগণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমস্ত নিপাতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে 'ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে,' এইরূপ নানাপ্রকার ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শস্ত্রহীন ও কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া নিদ্রাবেশপ্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহযুক্ত ও ঊরুস্তম্ভে[1] অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

ভৌতিক বিভীষিকাজ্ঞানে সৈন্যগণের বিক্ষোভ

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীমনিস্বনসম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতকগুলি বীর উত্থিত এবং কতকগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল[1] অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণতনয় মত্তমাতঙ্গ যেমন অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রামশব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশস্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ[2] প্রলাপ[3] করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না; অনেকের কেশ আলুলিত[4] হইয়া গেল; কেহই কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত হইল; কেহ কেহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতকগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ-শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ-শ্রবণে বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবিরমধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী হস্তিযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সুপ্তোত্থিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না।

১। ঊরুস্তম্ভ—[illegible]।

১। শ্যামল—তীক্ষ্ণধারের জন্য শ্যামল হয়। ২। [illegible]। ৩। প্রলাপ—যুক্তিহীন বাক্য উচ্চারণ। ৪। [illegible]।

সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া 'হা তাত! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

কৃতবর্ম্মা ও কৃপ কর্ত্তৃক পলায়মান সৈন্যসংহার

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণরক্ষার্থ ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে তরবারি ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ ঊরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহারও কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহারপূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস-সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, "ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজ দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেব-পরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণ-প্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজ দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল!' হে মহারাজ। অসংখ্য লোক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান[১], কি ধাবমান[২] কি যুধ্যমান[৩], সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে অর্দ্ধরাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদয় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে[৪] তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদনপূর্ব্বক 'ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু', এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদয় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক।

১—৩ নিদ্রিত, পলায়নপরায়ণ, যুদ্ধনিরত। ৪। পুত্র পত্নীর সহিত।

উঁহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাদ্ভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠ নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিঘৃ‍র্ণ্য[১]; উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ নানাপ্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল; ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

অনন্তর প্রত্যুষসময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একেবারে করতলে সংশ্লিষ্ট[২] হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কল্পান্ত-কালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক-সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহারাও 'আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি' বলিয়া অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদানপূর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে নিহত হইল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অশ্বত্থামা প্রতি-নিয়তই আমার পুত্রের জয়লাভের নিমিত্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্ব্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই? এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি অভিলষিত কার্য্যসংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশপূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া 'পরম সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য' বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য'।"

নবম অধ্যায়

অশ্বত্থামাদির দুর্য্যোধন সমীপে গমন—বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট

১। নির্দ্দয়। ২। লগ্ন—আপিপ্ত (?) হইয়াছিল।

বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয়-পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখে অনর্গল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক কহিলেন, 'হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীর সমীপে সুবর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হর্ম্ম্যতলে[১] নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজ তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্যক শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন, আজ তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীতমনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজ তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল-কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-গণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজ মাংসাশী জন্তুগণ মাংসলাভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।'

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধন-পূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! লোকে তোমাকে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয়শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমাকে সংহার করিয়াছে, ইহাও আমাদিগকে দেখিতে হইল। সেই পাপাত্মা মূর্খ ছল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমাকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল; অতএব তাহাদিগকেও ধিক্! যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন বৃকোদর যে শঠতাচরণ-পূর্ব্বক তোমাকে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, "কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।"

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে অপরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক-জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনা-দিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমাকে অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। অন্যান্য ভূপালগণ "দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছে," এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে? হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে? ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমাকে ধিক্! আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিকে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্যপ্রভাবে বন্ধুবান্ধব [illegible] [illegible]

১। [illegible]। ২। [illegible]।

বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরি দক্ষিণ[১] প্রভৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব? আপনি সমুদয় ভূপতিকে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন ও অর্থহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত[২] স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব? এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ-শান্তি একেবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্য-দিগকে অতিকষ্টে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজ অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতাকে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।'

ধৃষ্টদ্যুম্নাদিবধে দুর্য্যোধনের দুঃখাবসান

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, 'কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদয়ে উভয়পক্ষে আমরা দশ জনমাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রসমুদয়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদয় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশপূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি।'

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার-শ্রবণে সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য-সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজ আমি আপনাকে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি. এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে।' কুরুরাজ এই কথা বলিয়া বীরত্রয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, বন্ধুবিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন; তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এইরূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক শোক-সন্তপ্তচিত্তে সেই প্রত্যূষসময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব-সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজ আপনার পুত্র স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদর্শিত্ব[১] বিনষ্ট হইয়াছে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে প্রিয়পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

দশম অধ্যায়

ঐষীকপর্ব্বাধ্যায়[২]—স্বজনবধে যুধিষ্ঠিরবিলাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্তচিত্তে শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি

১। প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত। ২। সদ্গতি।

১। দিব্যদৃষ্টি—দিব্য চক্ষে সমস্ত দর্শনের শক্তি। ২। ঐষিকা অর্থাৎ শরতৃণসহযোগে 'ব্রহ্মশির' নামক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপে পাণ্ডব-কুলক্ষয় ব্যাপারমূলক ঘটনা।

ও পরশুপ্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত[১] মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদয় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছি।"

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গলবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকাকুলবাক্যে বিলাপ করিয়া কহিলেন, "হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন[২] ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দৈবপ্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয়তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয় দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে, উহা পরাজয়স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধুবান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচার[৩] করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভপ্রহৃষ্ট[৪] পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্ম্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যা-নিস্বন যাহার গর্জ্জনস্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহস্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজ প্রমাদবশতঃ নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ-সংযোজিত রথে সমারূঢ়, বিচিত্র শরশরাসনসম্পন্ন[৫], সমরদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজ সেই রাজপুত্রগণই প্রমাদ প্রযুক্ত কালবশে প্রবেশ করিল। অতএব মর্ত্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশপূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ-প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্রতুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধানতা বশতঃ ক্ষুদ্র অরাতিহস্তে নিহত হইল। তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজ তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল!"

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, "মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাঁহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর।" তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণপূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চালরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিতচিত্তে সুহৃদ্‌গণ-সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ-সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমুদয় রুধিরাক্তকলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্‌কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই দুরবস্থা দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়

দ্রৌপদীর বিলাপ—অশ্বত্থামার বধে অনুরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্‌গণকে

---

১ কুঠার দ্বারা ছিন্ন। ২। বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত ৩। পাপানুষ্ঠান। ৪ জয়লাভে আনন্দিত। ৫। ধনুর্ব্বাণযুক্ত।

সমরে নিহত দেখিয়া শোকে ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে, কম্পিত-কলেবর, বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা[১] দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির-সন্নিধানে পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিতকলেবরে শোকাকুলিতচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখকমল তিমিরাবৃত[২] সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমাকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্র-শোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্যসম্ভোগ করিবেন? সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মত্তমাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুকে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে সুস্থির রহিয়াছেন? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করুন।" যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রায়োপবেশন করিলেন।

ভীম কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার অনুসরণ

পরমধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়মহিষী পাঞ্চালীকে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্র এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কিরূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে?"

দ্রৌপদী কহিলেন, "মহারাজ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজমণি[১] আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মাকে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি।" চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমনপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিলেন, "হে নাথ! ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবতনগরে বিষম বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে, হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট-নগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেমন এই সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামাকে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।"

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এইরূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্ম্মুক-হস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণপূর্ব্বক নকুলকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশবাসনায় সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শনপূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

১। অত্যন্ত রোদনকারিণী। ২। অন্ধকারাচ্ছন্ন।

১। সহজাত মণি—মস্তকে মণি লইয়াই জাত।

দ্বাদশ অধ্যায়

কৃষ্ণকর্তৃক ভীমের জীবনাশঙ্কা—অস্ত্রবল প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোক সন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশবাসনায় গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজ তাঁহাকে বিপদ্‌সাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদয় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতি-সন্তুষ্টচিত্তে[1] তাঁহাকে সেই অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! ঘোরতর বিপদ্‌কালেও কাহারও, বিশেষতঃ মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না।' আচার্য্য পুত্রকে এইরূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'পুত্র। তুমি কখনই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না।'

তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয়বাক্যশ্রবণে এককালে মঙ্গললাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত-চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, অশ্বত্থামা তখন দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহাকে প্রীতিনিয়ত পূজা করিতেন। একদিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে আপনার অরাতিঘাতন[2] চক্র প্রদান করুন।' অশ্বত্থামা এইরূপে অস্ত্র প্রার্থনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয়-বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, 'ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলেও বলবীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশ হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি অবশ্যই তোমাকে প্রদান করিব।'

দ্রোণপুত্র আমার বাক্য-শ্রবণে গর্ব্বপূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্রকোটিসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাহাকে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বামহস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণকরে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোনক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিতমনে চক্রগ্রহণ-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, 'আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবীমধ্যে যাহার তুল্য প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহাকে পুত্র, কলত্র প্রভৃতি সমুদয়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরমসুহৃৎ শ্বেতাশ্ব, কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য-ব্রতচারিণী[1] রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল-পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদয় যাদবগণের মান্য। অতএব

১। কথঞ্চিৎ সন্তুষ্টমনে। ২। শত্রুনাশক।

১। সহধর্মিণী—সমানরূপে ব্রতনিয়মাদি-পালনকারিণী।

এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে ?'

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, 'হে প্রভো! আমি আপনাকে পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব, এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানবপূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের সহিত যুদ্ধে গমন করি। আপনি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছেন, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই।' মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষতঃ ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভীমসাহায্যার্থ কৃষ্ণের যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয়পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজদেশীয় সুবর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত[1] পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গমকুলের গমনকালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনীমণ্ডলে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল।

পাণ্ডবনাশার্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ

তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক দ্রৌপদীতনয়নিহন্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা ঘৃতাক্ত কুশচীরধারী[1] ও ধূলিপটল-পরিবৃত হইয়া তাঁহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে বাসুদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপদ্‌কালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা[2] গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজনপূর্ব্বক 'পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক' বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অশ্বত্থামার অস্ত্রনাশার্থ অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বত্থামার আকার দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন,

১। অত্যন্ত তেজোরাশি সমুদ্ভাসিত।

১। লোমবসন। ২। [illegible]।

"সখে! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ অস্ত্রত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর।" তখন অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন[1] এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক 'এই অস্ত্রপ্রভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক' বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল; সমুদয় জীবজন্তু ভয়ে কম্পিত হইল; আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন-পরিপূর্ণা সসাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদয় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "পূর্ব্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন। তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইঁহারা দুই জনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুনিমানরক্ষার্থ অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রোপসংহার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হুতাশনসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন।" মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজো-দ্বারা বিনির্ম্মিত; ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারে চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোনক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতি দীনমনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, "মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণরক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরাসদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।"

অশ্বত্থামার পরাজয়স্বীকার—মস্তকমণিপ্রদান

তখন বেদব্যাস কহিলেন, "বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন

১। কল্যাণস্বরূপ বেদমন্ত্রপাঠ।

নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র-নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন নাই। মহাবীর অর্জ্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ? যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত[১] হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে আপনাকে, পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহারপূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও; পাণ্ডবগণও নিরাপদ্ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উঁহারা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।"

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, "মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোনরূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নহে, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; কিন্তু এই অমোঘ ঐষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তানসন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোনক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার[২] করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

তখন বেদব্যাস কহিলেন, "হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য; আর অন্য ইচ্ছা করিও না।" মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার নিগ্রহ-ব্যবস্থা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঐষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, "দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ বিপ্র বিরাটনগরে বিরাট-দুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাকে কহিয়াছিলেন যে, 'রাজকুমারি! কৌরববংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কৌরব-বংশের পরিক্ষীণাবস্থায়[১] ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরীক্ষিৎ হইবে।' হে আচার্য্যতনয়! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরীক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।"

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, "কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাট-দুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ, কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে।"

বাসুদেব কহিলেন, "দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমাকে পাপ-পরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালকঘাতী, অতএব তোমাকে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌনভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমাকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূযশোণিতগন্ধসম্পন্ন[২] হইয়া

---

১ গৃহীত। ২। প্রত্যাহার—ফিরাইয়া লওয়া।

১। ক্ষয়কালে। ২। পূযরক্তের দুর্গন্ধে পরিব্যাপ্ত।

নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র-শস্ত্র-সমুদয় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে ষষ্টি বৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরীক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহাকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজ তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।”

অশ্বত্থামার মস্তকমণিলাভে দ্রৌপদীর শোকশান্তি

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, “হে দ্রোণাত্মজ তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।” তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে।” অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান-পূর্ব্বক বিষণ্ণমনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন; পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বর কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণমধ্যে শিবিরে গমনপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিতচিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিত-মনে দ্রৌপদী-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীকে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তাকে পরাজিত করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি উত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে, ‘মধুসূদন। ধর্ম্মরাজ শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছ।’ হে দ্রৌপদি! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, এক্ষণে তৎসমুদয় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশসাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামাকে পরাজয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত[১] ও আয়ুধভ্রষ্ট[২] হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।”

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন।” অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

রুদ্রবরে অশ্বত্থামার অলৌকিক শক্তি-কথা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, “মধুসূদন। পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কিরূপে

১। মণি-পরিত্যক্ত—মণিহারা। ২। অস্ত্রহীন।

আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং যে কৃতান্ত্র মহাবলপরাক্রান্ত দ্রুপদতনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল? মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল? ফলতঃ অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদয় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "মহারাজ। দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদয় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য-সমুদয় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রকে কহিয়াছিলেন, 'তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর।' ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্য-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজা সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর একজন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, 'ভগবন্। যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি।' তখন কমলযোনি কহিলেন, 'বৎস। এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই। মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহ কর।' তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদয় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সমুদয় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন।' ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য-শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ-সমুদয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ। প্রজাগণ এইরূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত[1] অসংখ্য প্রজা-দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'মহাদেব। তুমি এত দীর্ঘকাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ?' তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বিধাতঃ। আমার অগোচরে আর একজন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ওষধি-সমুদয়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে।' ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

রুদ্রপ্রভাব প্রদর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির সান্ত্বনা

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, "অনন্তর দেবযুগ[2] অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণসামগ্রী সমুদয়

১। তেজ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২। সত্যযুগ।

আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগকল্পনাসময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগনির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়াছিলেন। তখন কৃত্তিবাসাঃ[1] ভূতপতি স্বীয় ভাগকল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! লোকযজ্ঞ[2], ক্রিয়াযজ্ঞ[3], গৃহযজ্ঞ[4] ও পঞ্চভূতযজ্ঞ[5] এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদয় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কু[6] পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বষট্কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধভরে সেই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ধনুষ্পাণি[7] অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, পর্ব্বতসকল কম্পিত হইতে লাগিল, সমীরণ স্থির হইলেন, হুতাশনও আর পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন না। অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতিঃ রহিল না; চন্দ্রমণ্ডল একেবারে শোভাবিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত অভিভূত হইয়া বিষয়জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত[8] হইয়া গেল। অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল; মহেশ্বরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এইরূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটি[1] দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ-সমুদয় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এইরূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্যবদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতিরোধ করিলেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসনবিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজযুগল ও পূষাকে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদয় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবনীয়দ্রব্যে[2] মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদয় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচরসমবেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব-প্রসাদে এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তরসাধনের চেষ্টা করুন।"

ঐষীকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী। ২। লোকৈষণা—অখিললোকের উপকারসাধন যজ্ঞ। ৩। বাসনাপূর্ব্বক কাম্যযজ্ঞ। ৪। গর্ভাধানাদি সংস্কার—সাধুচরিত্র সন্তানপ্রদ যজ্ঞ। ৫। নিখিল প্রাণীর অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্যসাধন যজ্ঞ। ৬। তিন পোয়া হাতে ১ কিষ্কু—৫ কিষ্কুতে ৩৸০ পৌনে চারি হাত। ৭। ধনুর্ব্বাণধারী। ৮। দূরীভূত।

১। ধনুকের ছিলা। ২। আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতাদি বস্তু

সৌপ্তিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

স্ত্রীপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

জলপ্রাদানিকপর্ব্বাধ্যায়[1]—ধৃতরাষ্ট্র শোকসান্ত্বনা

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদয় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম, অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মূকের[2] ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাকুলচিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ। শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্যা হইয়াছেন। যে সকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত[1] দ্রুমের[2] ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে, অতঃপর চিরকালই আমাকে দীনহীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হয়েন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের[3] ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমাকে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন? দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদয় বন্ধুবান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজই পাণ্ডবগণ আমাকে ব্রহ্মলোকগমনে সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকার্দ্দিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "নরনাথ। আপনি বৃদ্ধগণের মুখে

---

১ মৃত পতিদিগের উদ্দেশে তাহাদের বিধবা স্ত্রীগণের প্রদত্ত জলপিণ্ডাদি দানের উপলক্ষ অংশ। ২ : বোবার।

১—২. বায়ুতাড়িত বৃক্ষের ৩. শ্রবণশক্তিহীনের—কালার।

সমুদয় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় স্বুহৃদ্‌গণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনাকেই ছেদন করিতেছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই; সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী; ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক ও মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয়পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয়পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকর। আপনি পুত্রের প্রীতি-সাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আপনাকে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে আপনার পতনবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার মত অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহাকে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা-পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুবর্ষণ দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। পণ্ডিতেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনলস্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।" মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদুরের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃততুল্য বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত[1], পতন উন্নতির অন্ত[2], বিয়োগ সংযোগের অন্ত[3] এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত[4]। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলতঃ কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণিগণের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না, তখন আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন? কৃতান্ত সকলকেই

১। ক্ষয় হইতে স্তূপের অর্থাৎ মৃত্তিকা-প্রভৃতির ঢিপির শেষ হয়। ২। পতনই উন্নতির অবসান। ৩। সংযোগের পরই বিয়োগ সংঘটিত হয়। ৪। আয়ু শেষ হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত।

আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণাগ্র-সমুদয় যেমন বায়ুবেগে বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্র-যুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায়সম্পন্ন[1] ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষতঃ তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? আর দেখুন, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন-লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা সমরে নিহত হয়েন, তাঁহারা ইন্দ্রে[2]র নিকট[3] আতিথ্য লাভ করেন[4]। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ-লাভ করেন, অন্যে প্রভৃত দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গলাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোকবেগ সংবরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিরত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা-পিতা ও পুত্র-কলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহার নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; তৎসমুদয় প্রতিনিয়ত মূর্খকেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য[1] প্রকাশ[2] করে না; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কালপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে। উহাকে অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ে কোনক্রমেই লিপ্ত হয়েন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত[3] হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখনাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগ এই দুই কারণবশতঃ মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থচিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ[4] নষ্ট হইয়া থাকে। মূর্খেরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধপ্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারই দুঃখদূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফলভোগ করিয়া

১। বেদ-অধ্যয়নজনিত জ্ঞানযুক্ত। ২—৪। ইন্দ্রপুরে গমনপূর্ব্বক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

১—২। উপেক্ষা প্রদর্শন। ৩। নিবৃত্ত। ৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয়েন না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহু পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না।"

তৃতীয় অধ্যায়

বিদুর কর্ত্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহাত্মন্! তোমার পরম [illegible] বাক্য-শ্রবণে আমার শোকনিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সুখদুঃখবর্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্ধন সকলেই একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত[১] অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষেই পরস্পর লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও সুখদুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃন্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতকগুলি কুলালচক্রে[১] আরূঢ়, কতকগুলি কিঞ্চিৎ আকারসম্পন্ন, কতকগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতকগুলি ছিন্ন, কতকগুলি অবরোপ্যমাণ[২], কতকগুলি অবতীর্ণ[৩], কতকগুলি শুষ্ক, কতকগুলি অনলদগ্ধ, কতকগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতকগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ভবাসকালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে[৪], কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায়[৫] ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ[৬] কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্মগ্রহণ বা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার নিমগ্ন[৭] ও একবার উন্মগ্ন[৮] হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল বিজ্ঞ লোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিত-চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরমগতি লাভ হয়।"

চতুর্থ অধ্যায়

দেহের অসারতা—গর্ভবাস-বিবরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বাক্যবিশারদ[৯]! অতি দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থরূপে উহা কীর্ত্তন কর।"

১। স্থূল স্থূল শিরা দ্বারা বেষ্টিত।

১। কুমারের চাকায়। ২। আরোপিত—চাপান। ৩। ঘটাদি নির্মাণপূর্ব্বক উত্তোলিত। ৪। এক মাসের পর। ৫। যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্যাবস্থা—প্রায় ৪০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর। ৬। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের। ৭। নিমজ্জিত—ডুবিয়া যাওয়া। ৮। ভাসমান—ভাসিয়া উঠা। ৯। বাক্পটু।

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ। প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্বপ্রথমে গর্ভমধ্যে গাঢ়রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া মাংসশোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ুপ্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহ-সমুদয় আমিষলোলুপ[১] সারমেয়গণের[২] ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়, ব্যাধিসকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন[৩] তাহাকে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহাকে সৎকর্ম্ম আর কাহাকেই বা অসৎকর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোকগমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহাকে যথাকালে আকর্ষণপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি। লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনাকে উপেক্ষা করে; ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একেবারে আত্মজ্ঞানরহিত হয় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদা[৪]প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদর্পে[৫] দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূঢ়, ধনবান্ ও নির্ধন এবং মর্য্যাদাপন্ন ও মর্য্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ[৬] শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবর শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘনিদ্রায়[১] অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে? হে মহারাজ। যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে, তাহার অন্তে পরমগতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।"

পঞ্চম অধ্যায়

সংসারাসক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর। যে বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মগহনে[২] প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন কর।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ। আমি ভগবান্ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি 'কাহার শরণাপন্ন হইব' এই ভাবিয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোনক্রমেই সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ[৩] নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদি-মণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত[৪] গভীর কূপে নিপাতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তবদ্ধ[৫] পনস[৬]ফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে

১—২। মাংসলোভী কুকুরদিগের। ৩। বিপদ। ৪। দীন [illegible]। ৫। [illegible]। ৬। অস্থিবহুল—কঙ্কালসার।

১। দীর্ঘনিদ্রায়—মৃত্যুতে। ২। ধর্ম্মরূপ কঠিন পথে। ৩। পাঁচটি মাথাযুক্ত। ৪। লতাজালে আবৃত। ৫। [illegible]। ৬। কাঁঠাল।

কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়্‌বক্ত্র[১] দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ংকর মধুকরগণ মধুক্রম[২] আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণিগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কৃষ্ণসর্প ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপচ্ছেদনে[৩] প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট-সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না; বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ[৪] উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুগণ, দ্বিতীয়তঃ সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়তঃ কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থতঃ কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্তমাতঙ্গ, পঞ্চমতঃ মূষিকদশনচ্ছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠতঃ মধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোনক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

রূপকথায় সংসারের চিত্র-প্রদর্শন

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ[১] পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া ও সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃতিলাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যে সকল হিংস্রজন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি, আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানবগণের দেহস্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, প্রাণিগণের অন্তক কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা[২]। যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষসমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস। যে সকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি। আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম। আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস। মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এইরূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হয়েন না।"

সপ্তম অধ্যায়

দুঃখপরিহারে সংসার-শান্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহাত্মন্! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা[৩] প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে। তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে।"

১। ছয় মুখ। ২। মধুক্রম—মৌমাছির চাক। ৩। বৃক্ষ কাটিতে। ৪। নির্ব্বেদ—বৈরাগ্য।

১। মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মে অভিজ্ঞ। ২। বাঁচিবার আশা। ৩। সত্যদর্শিতা।

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়েন, আমি পুনর্ব্বার সেই বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন: লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নির্বোধ লোকেরা এই সংসার-পর্য্যটনক্রমে[1] বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে; কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হয়েন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসারগহনকে পথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন। ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। যদি কেহ কোনক্রমে ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে; কিন্তু মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐরূপ দুরবস্থাতেও কোনক্রমে জীবিতকামনা[2] পরিত্যাগ করে না; সতত‌ই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে। সংবৎসর, ঋতু[3], মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ পরমায়ু ক্ষয় করিতে থাকে; কিন্তু ঐ নির্ব্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার অশ্ব ও কর্ম্মবুদ্ধিকে[4] ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহ[5] দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহাকে এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! মানবগণকে এইরূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই দুঃখনিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে উপেক্ষা করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্রবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখভোগ করে। সংযতচিত্ত সাধু ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগপূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন। চিত্তস্থৈর্য্য দুঃখবিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে; অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক তিন অশ্বসংযুক্ত মানস-রথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমন-ভয় পরিহারপূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোক-গমনে সমর্থ হয়েন। আর যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অভয়দানে যেরূপ ফললাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফললাভ হয় না। প্রাণিগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী[1] ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।"

অষ্টম অধ্যায়

মরণকামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণানন্তর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বহুক্ষণ সুশীতল-জলসেক, তালবৃন্ত-বীজন[2] ও গাত্রসংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্নসহকারে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন।

১ সংসারে ভ্রমণকালে ২। বাঁচিয়া থাকার বাসনা ৩। বাসন্তি, দুই দুই মাসে এক এক ঋতু—শীত-বসন্তাদি। ৪। কর্ম্মজ্ঞানকে—ব্যাপার-বাহুল্যকে। ৫। লাগাম।

১। অসূক্ষ্মদর্শী—সূক্ষ্মদর্শনহীন। ২। তালপাতার পাখার বাতাস।

এইরূপে অন্ধরাজ বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করিয়া ব্যাসদেবকে কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! মানবদেহ-ধারণে ধিক্। মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ববিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নিসদৃশ বিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া শরীর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখাগ্নিতে দেহ দগ্ধ হইলে লোক অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃই আমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর প্রাণপরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজই কলেবর পরিত্যাগ করিব।" মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

নিয়তির নিয়োগে দুর্দ্দৈব সঞ্চয়

তখন মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্ম্মিক। কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্মপরিগ্রহকারী ব্যক্তিমাত্রেরই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? দৈব তোমার সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছে; সুতরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত ও অখণ্ডনীয়; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? মহামতি বিদুর সন্ধিসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে চিরকাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্ব্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ সময় বসুমতীও স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্যসাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর।' তখন সর্ব্বলোকপূজনীয় বিষ্ণু বসুমতীর সেই কথাশ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বসুন্ধরে! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্যসাধন করিবে। সে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। ঐ দুরাত্মার কার্য্যসাধনার্থ অন্যান্য ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বধ-সম্পাদন করিলেই তোমার ভারলাঘব হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।'

হে মহারাজ! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন লোকসংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপল[1] স্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্ব্বিনীত ছিল। দৈবপ্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য অনেক ভূপতিও লোক-বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হয়েন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম[2] হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ-দোষ প্রভাবে ভৃত্যের গুণ-দোষ সমুৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল; তাহাদের দোষেই সমুদয় পৃথিবী উৎসন্নপ্রায়[3] হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অণুমাত্র অপরাধ নাই।

পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয়যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা

১। চপল। ২। [illegible] লোকগণের [illegible]—আচরণীয়।
৩। উৎসন্নপ্রায়—নষ্ট।

কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর।' ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্যশ্রবণে যার পর নাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে বৎস। এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয়যজ্ঞসময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহঘটনা[1] না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব[2] ও অখণ্ডনীয়তা[3]প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারও কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিবিশারদ এবং প্রাণিগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণপরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান[4] ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তিলাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞা[5]রূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিত[6]তেজাঃ বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈবপ্রভাবেই নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণত্যাগের বাসনা বা শোক প্রকাশ করিব না।" মহারাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়

সঞ্জয়ের কালোচিত কর্ত্তব্য উপদেশ

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! নানাদেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছেদ করিবার মানসে সমুদয় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন।" অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহাকে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! সমুদয় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বে অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন, লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত

১। বিবাদ সংঘটন। ২। প্রাবল্য—প্রাধান্য। ৩। অন্যথাভাব। ৪। চিন্তা। ৫। প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ৬। অসীম।

থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদয় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহলোকস্থ সমুদয় জীবগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহারা শোচ্য[1] নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গলাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাপ্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদয় বীরই বেদবেত্তা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামবিমুখ হয়েন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে[2] শরাহুতি[3] প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গলাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সংবরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।"

দশম অধ্যায়

মৃতগণের অনুসরণে সমরাঙ্গন-যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ[4] করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, "মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণকে সত্বর আনয়ন কর।" অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোকসন্তপ্তচিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতি গৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; আবালবৃদ্ধ[1]বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্ব্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলুলিতকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপতির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয়, তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিতচিত্তে অঙ্গনচারিণী[2] ঘোটকীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, তাঁহারা যুগান্তকালীন লোকসংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে কামিনীগণ সখীগণের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশ্রূ[3]দিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক একবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিতমনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক্ ও বৈশ্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকাল

১। শোকের যোগ্য। ২—৩। দেহরূপ অগ্নিতে বাণরূপ আহুতি। ৪। শুনে।

১। বালিকা-যুবতী-বৃদ্ধা। ২। আঙ্গিনায় বিচরণশীল। ৩। শাশুড়ী।

প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায়

পাণ্ডবহস্তে অশ্বত্থামার পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র অতিদুষ্কর কার্য্যসাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।"

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজ্ঞি! তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীকচিত্তে বীরজনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি, আমরা তিন জন, দুরাত্মা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এইরূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্য্যাতনার্থ সমাগত হইবে বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা[1] প্রদর্শন করুন।"

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমন প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরাজিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদীও দুঃখশোকাকুলিতচিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায়

1। পরম উৎকর্ষ—শেষ কর্ত্তব্য।

দুঃখিতমনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, "হা ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল? তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে? মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না? এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণ-বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্রকরে লৌহভীম চূর্ণ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্নমনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পূর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাবদর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম-বোধে বলপ্রকাশপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্ত-কলেবরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে "হা ভীম! হা ভীম!" বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন, প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন নাই। আমি আপনাকে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগল দ্বারা পরিগ্রহ[১] করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে? কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিতসত্ত্বে[২] বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিতলাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধন-নির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাবশূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয়ঃ নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না, নচেৎ আমরা পূর্ব্বে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষরূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

লৌহভীম-ভঙ্গে কৃষ্ণের তিরস্কার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্রপ্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া[৩] সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "নরনাথ! আপনি সমস্ত কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনায়[৪] সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনাকে

১। গ্রহণ। ২। প্রাণ থাকিতে। ৩। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ৪। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অবধারণ।

কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! আমরা ঐরূপে বারংবার আপনাকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোনক্রমে তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গললাভে সমর্থ হয়েন, আর যিনি হিতাহিতবিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই দুর্নীতি নিবন্ধন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ভীমের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহাকে বিনাশ করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিয়াছেন। আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন।"

হে জনমেজয়! দেবকীপুত্র বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদয়ই সত্য, কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে[1] নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে। অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশলপ্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণ ও অন্যান্য ভূপতি-সমুদয় নিহত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ[2] হইল।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অভিশাপে উদ্যতা গান্ধারীর প্রতি ব্যাস-উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা[1] সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জল অবগাহনপূর্ব্বক মনোমারুতবেগে[2] অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, "বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতিপূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল, 'মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন।' তুমিও সেই সেই সময়ে তাহাকে কহিয়াছিলে, 'বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।' হে কল্যাণি! তুমি সমুদয় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণসংহারপূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য[3] সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমাগুণ ছিল; আজ তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ? এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সংবরণ কর।"

১। লৌহবৎ কঠিন বাহুযুক্ত বক্ষস্থলে। ২। স্থান।

১। সকল প্রাণীর মনের অবস্থার অভিজ্ঞ; ২। মনের মত দ্রুতগতিতে। ৩। সত্যতা।

গান্ধারী কহিলেন, "ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই; আর উঁহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত[১] করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণরক্ষার্থ সাধুজনসমাদিষ্ট[১] ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য?"

পঞ্চদশ অধ্যায়

গান্ধারীর নিকট ভীমের ক্ষমাপ্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি; ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাকে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমাকে বিনাশ করিলেই রাজ্যগ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাকে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরাভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্ত আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহাকে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত[১] করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণপূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষশূন্য হইয়াছি।"

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভীম! তুমি বৈরনির্য্যাতনমানসে[২] দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত[৩], ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।" তখন ভীমসেন কহিলেন, "আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বস্তুতঃ আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর-ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই, কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক্ অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের[৪] নিমিত্ত ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা

১। সাধুলোককর্ত্তৃক বিহিত।

১। প্রজ্বালিত—উত্তেজিত। ২। শত্রুনিপীড়ন-কামনায়। ৩। সাধুজননিন্দিত। ৪। ত্রাস জন্মাইবার।

তথাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে; যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত। এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমাকে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?"

তখন গান্ধারী কহিলেন, "বৎস। তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিকেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।"

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা-প্রার্থনা

হে মহারাজ। পুত্রপৌত্রবধর্পীড়িতা[১] রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনরায় কহিলেন, "এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়?" তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে[২] কম্পিতকলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত[৩] হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, "দেবি। আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস[৪] এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে। আমি মিত্রদ্রোহী[৫] ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আবরণের[১] মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী[২] হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

যুধিষ্ঠিরাদির কুন্তীদর্শন—দ্রৌপদী-বিলাপ

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বীরপ্রসূতি[৩] জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুদিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্র-শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতকলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীকে ভূতলে নিপতিত ও অনর্গল-নির্গলিত[৪] অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্যে। এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল? তাহারা বহুদিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না। আমি যখন পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি?" তখন বিশাললোচনা[৫] কুন্তী যাজ্ঞসেনীকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয় পুত্রবধূর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীকে কহিলেন, "বৎসে। তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী।

১। পুত্রপৌত্রবধে দুঃখিতা। ২। করযোড়ে। ৩। নিকটবর্ত্তী। ৪। নির্দয়। ৫। বন্ধুজনের অনিষ্টকারী।

১। পরদার। ২। নখে ক্ষতযুক্ত—পাপজ ব্যাধিযুক্ত। ৩। বীরপ্রসবিনী। ৪। অবিরাম পতিত। ৫। বিশালনয়না—প্রশস্তনয়না।

পূর্ব্বে মহামতি বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল। এক্ষণে এই দুনিকার বধব্যাপার অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব এ সময়ে আর শোকপ্রকাশের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয়। আর দেখ, তুমি যেরূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে? বস্তুতঃ আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।"

জলপ্রাদানিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান ভগ্ন রথ, অস্থি, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজসমুদয়ের রুধিরোক্ষিত[১] মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণরবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল[২], কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্না গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সমরভূমি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরবমহিলাগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরবস্বামিনীগণ[৩] কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা[১] প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু[২], বক, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এইরূপে সেই শ্মশান-সদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপাতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্খলিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রমবশতঃ বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরব-কামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন[৪] মধুসূদনকে সম্বোধনপূর্ব্বক করুণবচনে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলুলিতকেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃতদেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীনা বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসন-সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে মধুসূদন। সমরভূমির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এককালে পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ[৫] ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? হায়! আজ ঐ সকল দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প[৬] বীরগণ নিহত ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র,

১। শোণিতসিক্ত ২। দাঁড়কাক। ৩। কৌরবপত্নীসকল।

১। স্বামী ২। শৃগাল। ৩। স্ত্রী—পতিত। ৪। কমলনয়ন। ৫। কাকাদি মাংসাশী পক্ষী। ৬। অবধ্যপ্রায় অবধ্য হ

কঙ্ক, বক, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজ তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজ তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত[1] হইয়া শয়ন করিতেন, আজ তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত[2] হইয়াছেন। গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উঁহাদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুক[3]গণ বারংবার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণপূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্রমাল্য-সমলঙ্কৃত ঋষভ-তুল্য অসংখ্য বীর নিশাচরগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বিঘট্টিত[4] হইতেছেন। পরিঘধারী সহস্র সহস্র মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট[5] বহুসংখ্যক বীরপুরুষের সুবর্ণময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাঁহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহাদিগের নিকট করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরবকামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুল-লোচনে দুঃখিতমনে ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। উঁহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহল প্রভাবে[6] পরস্পরের অপরিস্ফুট[7] বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া 'হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন[1] বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতকগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রদিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্ব্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের মৃতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব! আমার সুকেশী পুত্রবধূগণ যে এক্ষণে এরূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যখন আমাকে পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্বে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম।" অঙ্গরাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

গান্ধারীর দুর্য্যোধনদর্শন—শোকোচ্ছ্বাস

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া রুধিরাক্তকলেবর সেই রণশয্যায়

১। লিপ্ত। ২। ধূসর বর্ণ—ছেয়ে রং। ৩। শৃগাল। ৪। ফাটা-ফাটা। ৫। রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষণার্থ আকৃষ্ট। ৬। ক্রন্দনের উৎকট শব্দ উত্থিত হওয়ায়। ৭। অস্পষ্ট।

১। বাণ দ্বারা ছিন্ন।

শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হার-বিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কেশব! এই জ্ঞাতি-বিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, 'বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।' হে মাধব! পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়-গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজ তাহাকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীরজনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার সুদুর্লভ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আহা! পূর্ব্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিব[১]জনক শিবা[২]গণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অবলাগণ যাহাকে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, আজ পক্ষীগণ তাহাকে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদা-প্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্তকলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, আজ সেই মহা-ধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতি নিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপাতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে এই পৃথিবীকে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী[১] হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহাকে অন্যের হস্তগত ও শূন্যপ্রায় দেখিতে হইল; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীরপুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যার পর নাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশী, বিপুলনিতম্বা স্বর্ণবেদীসদৃশ[২] লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্ণিনী[৩] পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত। হায়! আজ পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি-পুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে বাসুদেব! যদি বেদ ও শাস্ত্র-সমুদয় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির দোষানুস্মরণে গান্ধারীর বিলাপ

"হে মাধব! এই যে আমার শতসংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহা-দিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলুলায়িতকেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্ব্বে যাহারা অলক্তকপদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদ্গ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্র ভূমিতে[৪] মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে

১। অমঙ্গল। ২। শৃগাল।

১। নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত। ২। সুবর্ণবর্ণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ৩। উত্তমা নারী। ৪। শোণিতাক্ত—রক্ত কর্দ্দমিত।

উৎসারিত[1] করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী[2] দুর্য্যোধনমহিষী ঘোরতর জনক্ষয়সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীকে অবলোকন করিয়া আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উঁহাদের হস্তধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজ-বাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্নমস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণের সহিত আমি পূর্ব্বজন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইল। ফলভোগ ব্যতীত পাপপুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্না লজ্জাশীলা অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসী[3]গণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উঁহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজ আমার মত্তমাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ-সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুত-হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উঁহাকে নিপাতিত করিয়া উঁহার সর্ব্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসন ও প্রিয়চিকীর্ষু[4] সূতপুত্র কর্ণের প্ররোচনায় সভামধ্যে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, 'পাঞ্চালি! তুমি আজ দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর।' আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু[5] অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, 'বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনিকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত[1] কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না।' হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়াও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল; সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান করিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে সংহারপূর্ব্বক উঁহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।"

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

বিকর্ণাদি তনয়গণের নামোল্লেখে গান্ধারীবিলাপ

"হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞজনসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীল-নীরদসমাচ্ছন্ন[2] শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহুকষ্টে উঁহার চাপগ্রহণকর্কশ[3] তলত্রযুক্ত[4] পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উঁহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্নসহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক[5] মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরমসুখে কালহরণ করিয়াছে, আজি তাহাকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচ দ্বারা উঁহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী[6] উঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, অরাতিহন্তা দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উঁহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হায়! যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি

---

১ উত্তোলিত—খোলা। ২। কৃশকটী। ৩। হংসী। ৪। প্রিয়কারী। ৫। নিকটমৃত্যু—অবধারিত মৃত্যু।

১ উল্কাদ্বারা পীড়িত ২ কৃষ্ণমেঘে আবৃত। ৩—৪ ধনুক ধারণে কঠিন করতলযুক্ত। ৫। যুবক। ৬। কান্তি—শোভা। ৭

দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে রজোরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? পূর্ব্বে সংগ্রামসময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কিরূপে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল? ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্র-মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুলা যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দন-কোলাহল ও শ্বাপদদিগের গর্জ্জনশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবরে[১] বীরজনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্রগণ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুর হাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। বীরসেনা-নিপাতন[২], মহাবীর দুঃসহকে পূর্ব্বে কেহই পরাজিত করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত[৩] হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও স্বর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিময় ধবলগিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।"

বিংশতিতম অধ্যায়

অভিমন্যুর জন্য মনস্বিনী গান্ধারীর শোক

"হে মধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিতমনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ লোকলজ্জাভূতা[১] ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত-পুণ্ডরীক[২]সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণপূর্ব্বক সলজ্জভাবে উঁহাকে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উঁহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া তোমাকে কহিতেছে, 'হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ; ইঁহার রূপও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।' ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, 'মহাবাহো! তুমি পূর্ব্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে[৩] শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না? তুমি জ্যাঘাত-কঠিন[৪] অঙ্গদ-সমলঙ্কৃত করিশুণ্ডসদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণপূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, বারংবার ব্যায়ামসাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি আমাকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না? নাথ! আমি ত তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে?' হে মধুসূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে[৫] সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উঁহাকে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আর্য্যপুত্র! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথিগণ রণমধ্যে তোমাকে কিরূপে

১। ধূলিলুণ্ঠিত দেহে। ২। শত্রুপক্ষীয় বীরগণবধকারী। ৩। বিদ্ধ—ব্যাপ্ত হইয়া।

১ লোকমধ্যে নারীসমাজে লজ্জা। ২। প্রস্ফুটিত পদ্ম। ৩। মৃগচর্ম। ৪। ধনুকের গুণ আকর্ষণে [illegible]। ৫। [illegible]

সংহার করিল? যাহারা তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্! হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কিরূপ হইয়াছিল? হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে নিহত হইলে? তোমার পিতা অর্জ্জুন তোমাকে বহুসংখ্যক বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কিরূপে জীবিত আছেন? হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোনক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিব; তোমাকে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই এই মন্দভাগিনী তোমাকে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ[1]! তুমি পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিবে? আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্যশ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য-সকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয়-মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিসর্জ্জন করিলে!'

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাট-দুহিতাকে দুঃখিতমনে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া উঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। উঁহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ দ্রোণশরসংছিন্ন[2], রুধির-লিপ্তকলেবর, সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুল-রমণীগণ বিরাটের মৃতদেহ[3] বিবর্ত্তিত[4] করিতে[5] সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত[6] মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তিনিবন্ধন একান্ত বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর, সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছে।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

কর্ণের জন্য গান্ধারীর শোক

"হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিতানল-সন্নিভ[1] অমর্ষ-পরায়ণ[2] মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাব প্রশান্তভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক শোণিত-লিপ্ত-গাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া, যাহাকে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্তমাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দ্দূলের ন্যায় অর্জ্জুন-শরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলুলিতকেশে উঁহার সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয়েন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিয়া কহিতেছে, 'হা নাথ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তকচ্ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্পাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে।' কর্ণবনিতা এই বলিয়া একবার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতিপুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।"

---

১ প্রাণপতি। ২। দ্রোণবাণে ছিন্ন। ৩—৫। অধোমুখ [illegible] উঠাইতে। ৬। রৌদ্রতাপিত।

১। প্রজ্বলিত অগ্নিসম ২. কোপন স্বভাব।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

বন্ধুবান্ধবসহ জামাতা জয়দ্রথের জন্য শোক

"হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্তকলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, বক ও ক্রব্যাদগণ উঁহাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান[1] মহাবীরের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা[2] মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উঁহাকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উঁহাকে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য-নিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উঁহাকে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজ আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল। ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে? হা! কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোক-ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্তমাতঙ্গসদৃশ বীরকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে।"

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

শল্য ভগদত্তাদির জন্য শোক

"হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাঁহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক-সকল পদ্মপলাশলোচন[1] মদ্রাধিপতির পূর্ণচন্দ্র-সন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতবাসী প্রবল-প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদ উঁহাকে ভক্ষণ করিতেছে। উঁহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার উজ্জ্বল প্রভায় কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উঁহারও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণসংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন।

ভীষ্মের জন্য গান্ধারীর শোক

ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উঁহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রামকালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ[2] মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবনশায়ী

১। সমরভূমিতে পতিত। ২। সিন্ধু-সৌবীরদেশের অধিপতি।

১। পদ্মপত্রতুল্য আয়তনেত্র। ২। বীরভাবে একান্ত অনুরক্ত।

ভগবান কার্ত্তিকেয়ের স্থায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন তিন শর দ্বারা উঁহার অতি উৎকৃষ্ট উপাধান[১] প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ ঊর্দ্ধরেতা[২] হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অমরের স্থায় প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার[৩] করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন হে মাধব। দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরবকুল আর কাহাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

দ্রোণাচার্য্যের জন্য শোক

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের স্থায় চতুর্ব্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যাঁহার প্রসাদে মহাবীর অর্জ্জুন এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, যাঁহাকে অগ্রসর করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিত এবং যিনি সমরমধ্যে হুতাশনের স্থায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেন, আজ সেই মহাবীর নিহত হইয়া প্রশান্তশিখ[৪] পাবকের স্থায় ভূতলে বিলীন রহিয়াছেন। উঁহার বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ[৫] বিশীর্ণ হয় নাই। উনি নিহত হইয়াও জীবিতের স্থায় দৃষ্ট হইতেছেন। চারি বেদ ও সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র প্রজাপতির স্থায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণদ্বয় বন্দিগণ কর্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ুগণ সেই পদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি দীনভাবে আলুলিতকেশে অধোবদনে ধৃষ্টদ্যুম্ননিহত অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য স্বীয় পতির সমীপে অবস্থান-পূর্ব্বক বিলাপ ও উঁহার প্রেতকার্য্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, শরাসন, শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। সাম-গাথকগণ[১] অগ্নি আহরণপূর্ব্বক যথাবিধানে চিতা প্রজ্বালিত ও তদুপরি আচার্য্যের দেহ নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সামগান করিতেছেন। অনেকে শোকে অভিভূত হইয়াছেন। ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ সামবেদ গান করিয়া দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া[২] সাধনপূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চিতার দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে।"

চতুর্বিবংশতিতম অধ্যায়

বিবিধ বান্ধব-শোকচ্ছলে শকুনি-তিরস্কার

"হে মধুসূদন! ঐ দেখ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্তৃক নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উঁহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভৎর্সনা করিতেছেন। ভূরিশ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, 'মহারাজ! আজ ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না। আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল না। আজ ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের স্থায় পুত্রবধূগণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। হায়! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্রবিহীন হইয়া একমাত্র বসন ধারণপূর্ব্বক আলুলিতকেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছে; শ্বাপদগণ উঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে। আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে উঁহাদের বৈধব্য অবলোকন করিতে হইল না। হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চনময় ছত্র

১। বালিশ। ২। অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য। ৩। পুনরুদ্ধার। ৪। নির্ব্বাপিতার্চিঃ। ৫। হস্তের বামদিক্ষেপণীয় শিঞ্জিনী।

১। সামবেদগানকারী। ২। দাহাদি কার্য্য।

রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে।' হে মধুসূদন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। উঁহারা ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। ধনঞ্জয় অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করিয়া অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিশেষতঃ সোমদত্ততনয় প্রায়োপবিষ্ট হইলে সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করিয়া অর্জ্জুন অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার পত্নীগণ দুই জনে এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষী উঁহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, 'হা! যাহা আমাদিগের রশনা[১] আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিস্রংসন[২] এবং নাভি, উরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধসাধন, মিত্রগণকে অভয়প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছেন। মধুসূদন সভামধ্যে কিরূপে অর্জ্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুনই বা কিরূপে আত্মশ্লাঘায় সমর্থ হইবেন?' হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার প্রধান মহিষী তোমাকে এইরূপে ভৎ‍সনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং উঁহার সপত্নীরা[৩] আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছে।

ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনের সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যাহাকে হেমদণ্ডমণ্ডিত[৪] ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গমেরা সেই বীরকে পক্ষপুট[৫] দ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাহার সেই মায়া ভস্মসাৎ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ ও মায়াবল বিস্তারপূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহদেব তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ নির্ব্বোধ আমার পুত্রগণের বিনাশসাধনের নিমিত্তই শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্ত্তই আমার পুত্রগণের স্বপক্ষীয় বীর-সমুদয়ের প্রাণনাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত এই বৈরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণের ন্যায় নিহত হইয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছে। মধুসূদন! আমার পুত্রেরা অতি সরলস্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে উপস্থিত হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিবে।"

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের প্রতি শোকসন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ

"হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে কাম্বোজদেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিতেন। ঐ দেখ, উঁহার বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় শোণিতলিপ্ত দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপবাক্যে কহিতেছে, 'হা নাথ! তোমার এই সুন্দর অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘতুল্য ছিল। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন রতি আমাকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিত না। এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে?' কাম্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করিয়া বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, কলিঙ্গরাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত কামিনীগণ দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, মগধদেশীয় রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরাজ জয়ৎসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ বিশাললোচনা সুস্বরসম্পন্না রমণীগণের শ্রুতিসুখকর মধুর নিনাদে আমার অন্তঃকরণ বিমোহিতপ্রায় হইতেছে। ঐ কামিনীগণ পূর্ব্বে মহামূল্য আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিত,

১। কাঞ্চীদাম—কোমরের হার। ২। বিস্রস্ত—খসাইয়া ফেলা। ৩। [illegible]। ৪। সোনার বাঁট যোজিত। ৫। দু'ধারা পাখা।

এক্ষণে উঁহারা শোকাকুলিতচিত্তে আভরণ-সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশল-রাজপুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুলমনে উঁহার হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণমাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। উঁহারা পাবকতুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বালিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উঁহাদের তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে ঐ দেখ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উঁহার সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভার্য্যারা দুঃখিতমনে উঁহার মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গেরা উঁহার কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে! উঁহার ভার্য্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উঁহাকে অঙ্কে আরোপণপূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উঁহার চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল-পরাক্রান্ত আত্মজ দ্রোণশরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণও ধৃষ্টকেতুতনয়ের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদসমলঙ্কৃত কাঞ্চনবর্ম্মধারী বিমলমাল্য-সুশোভিত বৃষভলোচন অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত[1] কুসুমপরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। হে-কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উঁহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! আজ তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য যদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।”

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, “জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ; অতএব তোমাকে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরত-বংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।”

১। বায়ুবেগে ছিন্ন-ভিন্ন।

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, "দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহুদিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণের বধ্য নহে; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।" বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণধারণ বিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

শ্রাদ্ধপর্ব্বাধ্যায়—কৃষ্ণের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, "রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাঁহার দুষ্কৃতকার্য্যে[১] সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচন[২] দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে, বৈশ্যা পুত্র হইলে পশুপালন করিবে; শূদ্রা পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং আপনার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভধারণ করিয়া থাকেন।"

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয়বোধে শোকাকুলিতচিত্তে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ[৩] শোক সংবরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যে সমুদয় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতকগুলিই বা জীবিত আছে, যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।"

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যোধদিগের সদ্‌গতি বর্ণন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "কৌরবনাথ! এই যুদ্ধে শতাধিক[১] ষট্‌ষষ্টি[২] কোটি[৩] বিংশতি[৪] সহস্র[৫] সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি সহস্র একশত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে।" তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! এই যুদ্ধে যাঁহারা হৃষ্টচিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইন্দ্রলোকে, যাঁহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাঁহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গুহ্যকলোকে, যাঁহারা সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমনপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তরকুরুতে গমন করিয়াছে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞান-প্রভাবে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "কৌরবনাথ! পূর্ব্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি।"

যুদ্ধে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠান

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! এই সমরে যে সমুদয় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন ও যাহাদের অগ্নিহোত্র

১। পাপাচরণে ২। অতীত বিষয়ের জন্য শোক। ৩। বুদ্ধিবিপর্য্যয়জনিত।

১—৫। এক শত ছেষট্টি কোটি কুড়ি হাজার।

রক্ষিত[১] নাই, তাহাদিগকে ত বিধিপূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারা ত সদ্‌গতি লাভ করিতে পারিবে?"

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ অমাত্য, ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, "তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়।" ধর্ম্মরাজ এই-রূপ আদেশ করিলে সুশর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরুচন্দন, কালীয়ক[২], ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম-বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ[৩] আহরণপূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে[৪] ঘৃতধারা-সমাহুত[৫] হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয় লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র নরপতির মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে[৬] প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋগ্‌বেদ-ধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদয় প্রাণিগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল. হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলে গ্রহসমুদয় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নানাদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

১। রক্ষিত ২। কুঙ্কুম। ৩। অস্ত্র। ৪। শ্রেষ্ঠতানুসারে ৫। ঘৃতাহুতি দ্বারা সংস্কৃত। ৬। পিতৃগণের দাহাদিতে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

কৌরবগণের গঙ্গায় শ্মশানান্ত স্নানতর্পণাদি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া[১] প্রসন্নসলিলা[২] ভগবতী ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয়-সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরব-কুলকামিনীগণ দুঃখিত মনে গলদশ্রু-নয়নে[৩] কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য[৪] সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণপথ[৫] সাতিশয় সুশোভিত[৬] হইল। ভাগীরথীর তীর এককালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসবশূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিতচিত্তে গলদশ্রুনয়নে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, "পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত[৭] মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে, যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত, যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল, যে দুর্য্যোধনের সৈন্য-সমুদয়কে পরিচালিত করিত, এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই, যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত, সেই সত্যসন্ধ, সমরে অপরাঙ্মুখ, মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজকবচ-কুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।"

১। পবিত্রসলিলা। ২। স্বচ্ছতোয়া। ৩। ক্ষরিত জলপূর্ণ নেত্রে। ৪। দাহান্তে প্রেততর্পণ। ৫। সোপান—ঘাটের সিঁড়ি। ৬। অভাবনীয় লোকসমাগমে চিত্তাকর্ষক। ৭। [illegible] চিহ্ন উজ্জ্বল।

কুন্তীকর্তৃক কর্ণপরিচয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীকে কহিলেন, "আর্য্যে! যে সমুদ্রসদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গস্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত্তস্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহস্বরূপ এবং রথ হ্রদ-স্বরূপ ছিল; ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাঁহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কিরূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজবল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্য-সমুদয়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি সেই অদ্ভুতবিক্রম মহাবীরকে কিরূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যার পর নাই দুঃখভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজ কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম; এক্ষণে কর্ণ-বিরহ হুতাশনের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হায়! আপনি পূর্ব্বে এই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে আমাদিগের স্বর্গীয় বস্তুও দুর্ল্লভ হইত না এবং এই কৌরব-কুলক্ষয়কর ঘোরতর ক্ষয়কাণ্ডও সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।"

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তখন যে সমস্ত মহিলারা উদকক্রিয়া-সমাধানার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তাঁহার ভার্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ

আসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক, তথা রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইয়াছে।

মহাভারত

শান্তিপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বাধ্যায়—ঋষি-সমাগম

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব, মহামতি বিদুর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যাবতীয় কৌরববনিতা স্ব স্ব সুহৃদ্গণের সলিলক্রিয়া[১] সম্পাদন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আপনাদের বিশুদ্ধিসম্পাদনের[২] নিমিত্ত এক মাস[৩] পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শিষ্যসমবেত[৪] মহাত্মা ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ[৫] এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বেদবেত্তা[৬] স্নাতক[৭] ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ভাগীরথীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে বিপ্রগণ ধর্ম্মরাজের পূজা গ্রহণ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মহার্হ[৮] আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য[১] দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবল ও বাসুদেবের প্রসাদে ধর্ম্মানুসারে এই অখণ্ড[২] ভূমণ্ডল পরাজিত করিয়াছেন।

ভাগ্যবলে এ ভীষণ সমর হইতে আপনার মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মে[৩] নিরত থাকিয়া ত সন্তুষ্ট হইতেছেন? অরাতি-বিহীন[৪] হইয়া ত সুহৃদ্গণের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন এবং রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়া ত শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন?"

কর্ণবধে যুধিষ্ঠির-বিমর্ষ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আমি মহাত্মা বাসুদেব, ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হওয়াতে এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। হায়! মহাত্মা মধুসূদন দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলে সুভদ্রা তাঁহাকে কি বলিবেন? আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষিণী এই দ্রৌপদী পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া আমাকে যার পর নাই ব্যথিত করিতেছেন। বিশেষতঃ জননী কুন্তী এক বিষয় গোপন করিয়া আমাকে নিতান্ত দুঃখিত করিয়াছেন। আমি সেই বিষয় আপনার

১। প্রেততর্পণাদি। ২। অশৌচান্ত শুদ্ধির; পক্ষান্তরে শোকাপনোদনের। ৩। এক মাস অশৌচ শূদ্রের, ক্ষত্রিয়ের অশৌচ ১২ দিন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও যাঁহারা যুদ্ধে মৃত, তাঁহাদের অশৌচ ঐ ১২ দিনও নহে। যুদ্ধমৃত ক্ষত্রিয়গণের সপিণ্ডাদির সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ১৮ দিন যুদ্ধে এক এক দিন অশৌচ হিসাবে ১৮ দিন হইয়াছিল, তারপর অশ্বত্থামা নিদ্রিত অবস্থায় যে সকল ক্ষত্রিয়কে পশুর ন্যায় বধ করেন, তাঁহাদের যুদ্ধে মৃত্যু না হওয়ায় পূর্ণাশৌচ ১২ দিনই হইয়াছিল। যুদ্ধ নিবৃত্তির পর গঙ্গাতীরে এক মাস বাস পক্ষে ব্যাখ্যান্তর—যুদ্ধে শূদ্র জাতীয় মৃত সেনার পুত্রাদির অশৌচান্ত অপেক্ষায় তাহাদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির এক মাস বাস। ৪। শিষ্যগণসহ। ৫। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ। ৬। বেদজ্ঞ। ৭। গুরুগৃহে যথোচিত বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্তির পর [illegible] গৃহাগত। ৮। মহামূল্য।

১। তপস্বিগণের শ্রেষ্ঠ। ২। সমগ্র। ৩। ক্ষত্রিয়োচিত [illegible]পালনাদি। ৪। শত্রু।

নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে অযুত[1] নাগ[2]তুল্য পরাক্রান্ত, অপ্রতিরথ[3], সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণাপরতন্ত্র[4], যতব্রত[5], বদান্য[6], অভিমানী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সময়ে আমাদিগের প্রতি বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন[7] পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তী বীরগণের উদকক্রিয়াসময়ে[8] ঐ মহাবীরকে সূর্য্যের ঔরসজাত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে জননী সেই সর্ব্বগুণোপেত[9] পুত্রকে মঞ্জুষা[10] মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভসম্ভূত সূত[11]পুত্র বলিয়া বোধ করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত না জানিয়া রাজ্যলোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত শোক অনল যেমন তূলারাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি আমি, আমরা কেহই তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া অবগত হই নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, জননী কুন্তী আমাদিগের শান্তিলাভার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। 'বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর' কুন্তী এই কথা কহিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহার অভীষ্টসাধনে অস্বীকার করিয়া কহিয়াছিলেন, 'জননি! আমি সংগ্রামকালে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে সকলেই আমাকে অনার্য্য[12], নৃশংস[13] ও কৃতঘ্ন[14] বোধ করিবে। বিশেষতঃ এক্ষণে যদি আমি আপনার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত বোধ করিবে। অতএব আমি বাসুদেবের সহিত অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব।' তখন জননী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি তবে আমার চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া কেবল অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।' মতিমান্ কর্ণ মাতার সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, 'জননি! আমি আপনার অন্য চারি পুত্রকে কদাচ বিনাশ করিব না। হয় আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইব, না হয় অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইবে। যাহা হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে, সন্দেহ নাই।' তখন জননী কর্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি যে সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাদের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবান হও।' এই কথা বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন-শরে নিপাতিত হইয়াছেন। আমি এত দিনের পর জননীর মুখে ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুন আমার সহায় থাকিলে আমি সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমি কৌরব-সভায় দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দৌরাত্ম্যদর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধ-শান্তি হইয়া যায়। দ্যূতক্রীড়াসময়ে মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। তৎকালে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধশান্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণযুগলের সদৃশ ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনক্রমেই এত দিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী কি নিমিত্ত কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হয়েন, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। আপনি পৃথিবীর সমুদয় বৃত্তান্তই অবগত আছেন।"

১। ১০ সহস্র ২। হস্তী ৩। অপ্রতিরথী—যাঁহার তুল্য যোদ্ধা ছিল না। ৪। দয়ালু স্বভাব। ৫। ব্রতচারী। ৬। প্রশংসিত দাতা। ৭ গুপ্তভাবে জাত। ৮। প্রেততর্পণকালে। ৯ সমস্ত গুণযুক্ত। ১০। পেটরা—ঐ পেটরা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, জলে ডুবিয়াও যায় নাই বা বায়ুবদ্ধ হইয়া শিশু মরেও নাই। ১১ রথকার—নীচজাতি ছুতোর। ১২ সাধুজননিন্দিত। ১৩। নির্দ্দয়। ১৪. উপকারীর প্রত্যুপকারবিমুখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্ণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, সংগ্রামস্থলে কর্ণ ও অর্জ্জুনের অসাধ্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবগণেরও গোপনীয়। ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম-মৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই দৈবপ্রভাবে[১] অনূঢ়া[২] কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্যকালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ঐ মহাবীর ভীমসেন ও অর্জ্জুনের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব[৩] এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তোমরা স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'গুরো! আপনি আমাকে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য সকলের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ আছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমাকে অকৃতাস্ত্র[৪] বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারেন।' তখন অর্জ্জুনপক্ষপাতী[৫] দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্য-শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচার-বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'কর্ণ! নিত্যব্রতচারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয়, ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।'

মহাবীর কর্ণ দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত[৬] হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে পরশুরামের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে স্বাগতপ্রশ্ন[১] ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্গ-সদৃশ মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করিয়া ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবগণের সমাগম হইত। মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

কর্ণের রথচক্র-গ্রাসবিষয়ক অভিশাপ

একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী[২] সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে[৩] শরনিক্ষেপ করিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্র[৪]-রক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক বিনয় সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি মোহবশতঃ আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।' দ্বিজবর কর্ণের বাক্য-শ্রবণে যার পর নাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা[৫] করিয়া কহিলেন, 'দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ[৬]। তোমাকে অবশ্যই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তকচ্ছেদন করিবে। তুমি যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনু নিহত করিয়াছ, তেমনি প্রমত্তাবস্থাতেই শত্রু তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে।' ব্রাহ্মণ এইরূপে শাপ প্রদান করিলে মহাবীর কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গো-দান দ্বারা তাঁহাকে

১। নিয়তির নিয়োগে। ২। অবিবাহিতা ৩। মিত্রতা। ৪। অস্ত্রবিদ্যায় অসম্পূর্ণ। ৫। অর্জ্জুনের পক্ষপাতকারী। ৬। উপেক্ষিত।

১। শুভাগমন প্রশ্ন। ২। কিছু দূরে অবস্থিত। ৩। স্বেচ্ছা-গতিতে। ৪। উপনয়ন সংস্কারকালে স্থাপিত অগ্নি। ৫। তিরস্কার। ৬। বধ্য।

পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কোনক্রমেই প্রশান্ত না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'কর্ণ! আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান বা অন্যত্র গমন অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর।' তখন সূতপুত্র ব্রাহ্মণের বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে শঙ্কিতমনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রবৈফল্যে দুর্য্যোধনসহ যোগদান

নারদ কহিলেন, "মহারাজ! এ দিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়[১], দমগুণ[২] ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ-সংহার-মন্ত্রসমবেত[৩] সমুদয় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ আলোচনা করিয়া পরমসুখে সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। একদা উপবাসপরিক্লিষ্ট[৪] পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে[৫] নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক শ্লেষ্মশোণিতভোজী[৬] মেদমাংসলোলুপ[৭] দারুণ কীট কর্ণ-সমীপে[৮] সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার ঊরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সেই কীটদংশন-জনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিতদেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের ঊরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, 'আঃ! আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর।' তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপাদ[১] কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক[২]-জাতীয়। উহার কলেবর শূকরের ন্যায়; দংষ্ট্রা[৩] তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচিসদৃশ[৪] লোমজালে সমাকীর্ণ। জমদগ্নিনন্দন দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কীট সেই শোণিত-মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণাঙ্গ[৫] লোহিতগ্রীব[৬] রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিল, 'হে ভৃগুবংশাবতংস[৭]! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমাকে এই দারুণ নরক হইতে মুক্ত করিলেন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে চলিলাম।' তখন প্রবল-প্রতাপান্বিত মহাবাহু জমদগ্নিতনয় তাহাকে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা নরকগামী হইয়াছিলে? আমার নিকট কীর্ত্তন কর।' রাক্ষস কহিল, 'ভগবন্! আমি সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ছিলাম। আপনার পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন[৮] ছিল না। আমি বলপূর্ব্বক ঐ মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করাতে তিনি আমাকে "শ্লেষ্মমূত্রভোজী কীট হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। আমি তাঁহার শাপে ভীত হইয়া শাপমোচনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, "আমার বংশসম্ভূত রাম[৯] হইতে তোমার মুক্তিলাভ হইবে।" হে মহাত্মন্! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমার এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।' মহাসুর এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস প্রস্থান করিলে জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে কর্ণকে কহিলেন, 'হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা[১০] দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর।'

১। বিনীত ভাব। ২। সংযম। ৩। নিক্ষেপ ও প্রত্যাহারের মন্ত্রযুক্ত। ৪। উপবাসকাতর। ৫। নিঃসংশয়ে। ৬। শ্লেষ্ম ও রক্তপায়ী। ৭। বসামাংসলোভী। ৮। মাটি ভেদ করিয়া ঊরুতলে।

১। আটখানা পা-ওয়ালা। ২। ক্ষিপ্ত কুকুর—পাগলা কুকুর। ৩। দাঁত। ৪। সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র। ৫—৬। দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও গলা লোহিতবর্ণ। ৭। ভৃগুবংশের শিরোমণি। ৮। কম। ৯। পরশুরাম। ১০। সহগুণ।

তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। আমি সূতপুত্র, সূত-নন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম।' মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতশরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকালে বা সঙ্কট-সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যা-বাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এ স্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না।' তখন মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ। আমি সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি'।"

—

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ণসাহায্যে দুর্য্যোধনের স্বয়ংবর সভা জয়

অতঃপর নারদ কহিলেন, "মহারাজ। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভৃগুবংশপ্রবর পরশুরামের নিকট সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভূপালগণ কলিঙ্গদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কন্যালাভার্থ স্বয়ংবর-সভায় গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সূতপুত্রের সহিত সুবর্ণ খচিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মী, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর[1] এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদেশস্থিত কাঞ্চনাঙ্গদধারী[2], সুবর্ণবর্ণ, ব্যাঘ্রের

১। অশোক রাজা। ২। সুবর্ণকঙ্কণধারী।

ন্যায় বলমদমত্ত[1], ম্লেচ্ছাধিপতি ভূপালগণ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপতি স্বয়ংবর সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষবরগণ[2]-সমভি-ব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভূপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দুর্য্যো-ধনকেও অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্যসাহায্যে সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

দুর্য্যোধন এইরূপে ভূপতিগণের সমক্ষে কন্যা-হরণে প্রবৃত্ত হইলে নরপতিগণ যুদ্ধার্থী হইয়া তুমুল কোলাহল-সহকারে বর্ম্ম ধারণ ও রথযোজন[3] করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে মেঘসকল যেমন পর্ব্বতদ্বয়ের উপর সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তলাঘব[4]প্রভাবে সেই শরশরাসন-ধারী[5] গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভয়াস্তঃকরণে[6] স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও কর্ণের ভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে[7] হস্তিনা-নগরে প্রস্থান করিলেন।"

—

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ণবলবীর্য্য প্রসঙ্গে জরাসন্ধ-পরাজয় কথা

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, "হে মহারাজ। অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ সূতপুত্রের বলবীর্য্যের বিষয় শ্রবণগোচর করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাবীর কর্ণও অবিলম্বে তাঁহার সহিত সংগ্রামে

১। বলবীর্য্যে উন্মত্ত। ২। নপুংসক—হিজড়া। ৩। রথসজ্জা। ৪। দ্রুত বাণনিক্ষেপশক্তি। ৫। ধনুর্বাণধারী। ৬। আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া। ৭। প্রফুল্লচিত্তে।

প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিদ্যাস্ত্রবিশারদ[১] বীরদ্বয়ের বহুক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাঁহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জরারাক্ষসী-সংযোজিত[২] দেহের সন্ধি[৩] বিশ্লেষিত[৪] করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ স্বীয় শরীরের বিকার নিরীক্ষণ করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ ও কর্ণের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে তাঁহাকে মালিনী নগরী প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চম্পা-নগরী শাসন করিতেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এইরূপে শস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনার হিতসাধনার্থ সূতপুত্রের নিকট তাঁহার সহজ[৫]-কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করিলে সূতপুত্র দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় প্রদান করেন। ঐ মহারথ সহজ-কবচকুণ্ডলবিহীন হওয়াতেই মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। ধনঞ্জয় রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াই তাঁহার বিনাশসাধনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ যদি ঐ মহাবীর পরশুরাম ও হোমধেনু-বিনাশক্রুদ্ধ[৬] ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জ্জুন ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবমায়া প্রকাশিত ও বাসুদেবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথসংখ্যাসময়ে[৭] ভীষ্ম উঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ ও মদ্ররাজ সমরকালে ঐ মহাবীরের তেজোহ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনের হস্তে কখনই সেই সূর্য্যসন্নিভ সূর্য্যতনয়ের বিনাশ হইত না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা কর্ণ এইরূপে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।"

১। উভয় উত্তম অস্ত্রে অভিজ্ঞ। ২—৪। জরারাক্ষসীর হস্তে জরাসন্ধের জন্মগত দ্বিখণ্ডিত দেহের মিলন অবস্থার জোড়া খোলা। ৫। সহজাত। ৬। হোমধেনু বিনাশে রুষ্ট। ৭। রথ ও অতিরথের গণনাকালে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রীজাতির প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া দীনমনে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ভুজঙ্গের[১] ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোকব্যাকুলা কুন্তী ধর্ম্মরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, "বৎস! শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি ও ভগবান্ ভাস্কর আমরা উভয়ে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা, ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ সূর্য্য কর্ণকে স্বপ্নাবস্থায় সুহৃদের ন্যায় বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; আমিও বিশেষ যত্নসহকারে তাহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা উভয়েই কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কর্ণ তৎকালে কোনমতেই তোমার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিল না; প্রত্যুত[২] ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকূলাচারী[৩] হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত দুর্ব্বিনেয়[৪] বোধ করিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।"

শোকাকুল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, "জননি! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমাকে বিষম দুঃখভোগ করিতে হইল; অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না।" শোকাকুলিতচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণকে সম্বোধক নিতান্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে সধূম পাবকের[৫] ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১। সর্পের। ২। বরং। ৩। বিরুদ্ধাচারী। ৪। আমার কথিত নীতির অবাধ্য। ৫। অগ্নির।

সপ্তম অধ্যায়

সমস্তকুলধ্বংসে যুধিষ্ঠিরের বিষাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! আমরা জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষিত করিয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর এই দুর্গতি ভোগ করিতে পারিব না। চল, আমরা যাদবনগরে[১] গিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করি। কৌরবগণ আমাদিগের আত্মতুল্য ছিল। আমরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি, সুতরাং আত্মঘাতী হইয়া আমরা কিরূপে ধর্ম্মফল ভোগ করিব? ক্ষাত্রিয়ধর্ম্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্! এই সমুদয়ের প্রভাবেই আমরা এক্ষণে এই দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-সংযম, শৌচ[২], বৈরাগ্য, অমৎসরতা[৩], অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অরণ্যচারী সাধুগণ সতত ঐ সমুদয় গুণের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যলাভ-লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমানপরতন্ত্র[৪] হইয়া এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। যখন আমাদিগের বন্ধুবান্ধব সমুদয় নিহত হইয়াছে, তখন কেহ ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত অবধ্য ভূপালগণকে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বান্ধবশূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমরা আমিষ-লোলুপ কুক্কুরের ন্যায় রাজ্যগৃধ্নু[৫] হইয়া নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। পূর্ব্বে রাজ্যলাভ আমাদের প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজ্যপরিত্যাগ আমাদের প্রীতিকর হইয়াছে। আমাদের যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী, সুবর্ণ-রাশি এবং সমুদয় অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষভরে মৃত্যুযানে[৬] আরোহণ করিয়া যমলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক বহুকল্যাণযুক্ত পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন; আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত, মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা গর্ভধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহুদিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করিবে। আহা! এক্ষণে আমাদিগের এই সংগ্রামে যে সকল মহাবীর নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণের সেই সমস্ত অভিলাষই নিষ্ফল হইল। ঐ হতভাগ্য কামিনীগণের যুবক তনয়েরা পার্থিব[১]ভোগ-সমুদয় উপভোগ না করিয়াই, দেবতা[২] ও পিতৃগণের[৩] ঋণজাল[৪] হইতে বিমুক্ত না হইয়াই কলেবর[৫] পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ সমুদয় বীরের বলবীর্য্য ও রূপ দর্শনে উঁহাদের জনক-জননীগণের হৃদয়ে বহুবিধ শুভপ্রত্যাশা[৬] জন্মিবার সময়েই উঁহারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। উঁহারা আর কখনই জয়লাভজনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ পরস্পর নিহত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই ঘোরতর লোক-বিনাশের হেতুভূত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি এই দোষ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত করা যাইতে পারে।

রাজা দুর্য্যোধন অতিশয় শঠ, গুভদ্বেষী[৭] ও মায়াবী ছিল; আমরা কোন অপরাধ না করিলেও সতত আমাদিগের অপকার করিত; এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্ট-ফললাভ বা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মনোরথ[৮] পরিপূর্ণ হইল না। আমাদিগের জয়লাভ হয় নাই এবং তাহারাও জয়লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নির্ব্বোধগণ পূর্ব্বে আমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃকরণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীতবাদ্য শ্রবণ, ধনদান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং

১। দ্বারকায়। ২। শুদ্ধি। ৩। মাৎসর্য্যহীনতা। ৪। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী। ৫। রাজ্যলোলুপ। ৬। মৃত্যুপথে—ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি বিমান যানে স্বর্গারোহণ করে, কিন্তু কামক্রোধাদির অধীন হইয়া মরিলে যায় নরকে; নরকে যাওয়ার যানের পথ ভীষণ অন্ধকারময়।

১। পৃথিবী সম্পর্কিত বিষয়—রূপ রস গন্ধাদি। ২—৪। দেবঋণ ও পিতৃঋণবন্ধন—যাগ-যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদনাদি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ৫। দেহ। ৬। মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা—উচ্চ আশা। ৭। সংকল্পে দোষকারী। ৮। মনের ইচ্ছা।

অমাত্য[১], সুহৃৎ ও জ্ঞান-বৃদ্ধদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদিগের অভ্যুদয়[২]-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ ও একান্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি[৩] অবগত হইয়াও পুত্রস্নেহনিবন্ধন বিদুর ও ভীষ্মের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিতেন। দুর্য্যোধন কিরূপে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার দিনযামিনী অতিবাহিত হইত। অন্ধরাজ তৎকালে লুব্ধপ্রকৃতি স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ দুর্য্যোধনকে নিবারণ না করাতেই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণের[৪] বিনাশসাধন ও বৃদ্ধ জনক-জননীকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া যার পর নাই অযশোভাগী[৫] হইয়াছে। বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে গমন করিলে সেই দুরাত্মা সংগ্রামার্থী হইয়া তাঁহাকে যে কথা কহিয়াছিল, সৎকুল-সম্ভূত আর কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? এক্ষণে আমরা দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশদিক্ দগ্ধ করিয়া আপনাদিগের দোষেই চিরকাল দুঃখভোগ করিব। আমাদিগের প্রবল শত্রু দুর্ম্মতিপরায়ণ[৬] দুর্য্যোধন এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মার দোষেই কৌরবকুল উৎসন্ন[৭]প্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইলাম।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বে কুলনাশক দুর্ম্মতি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া এক্ষণে একান্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষীয় বীর-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাপস্পৃষ্ট[৮] হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যসম্পত্তিও হস্তান্তরিত[৯] হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার[১০] শোক আমাকে একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার মাঙ্গলিক[১১] কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থগমন, শ্রুতিস্মৃতিপাঠ[১২] ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুজনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না তিনি মোক্ষপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক মুনি হইয়া বনে প্রস্থান করিব। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে[১] লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি[২] অনুসারে ত্যাগশীল হইলে আর আমাকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব আমি সমস্ত রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকদুঃখ বিবর্জ্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর।" ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির বিষাদে অর্জ্জুনের সক্রোধ উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন দৃঢ়পরাক্রম অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কী[৩] লেহন[৪] করিয়া[৫] গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লীবের[৬] ন্যায় রাজশ্রী[৭] পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। শত্রু সংহারপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সমুদয় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য, সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর[৮] কখনই রাজ্যলাভ হয় না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভূপালগণকে নিপাতিত করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, সে কোনক্রমেই জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র, কলত্র[৯] ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থ চিন্তা-পরাঙ্মুখ[১০] হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। আপনি সুবিপুল রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক

১। মন্ত্রী। ২। উন্নতি। ৩। দুর্ব্ব্যবহার—দুষ্টমন্ত্রণা। ৪। এক গর্ভজাত ভ্রাতাদিগের। ৫। অকীর্ত্তিকারী। ৬। দুর্বুদ্ধিতে আসক্ত। ৭। নির্ম্মূল। ৮। পাপে আক্রান্ত। ৯। পরহস্তগত। ১০। অনিবার্য্য। ১১। শুভ। ১২। বেদ-স্মৃতি অধ্যয়ন।

১। পাপরূপ কর্দ্দমে—পাপ মালিন্যে। ২। বেদবিধি। ৩—৫। জিহ্বা দ্বারা বার বার অধর-ওষ্ঠ চাটিতে চাটিতে। ৬। দুর্ব্বলের মত ৭। রাজলক্ষ্মী—রাজ্যসম্পদ। ৮। অলসের। ৯। স্ত্রী। ১০। অর্থসাধনে বিমুখ।

নীচজনোচিত[১] ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করিলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত[২] লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগে বঞ্চিত ও উদ্যমশূন্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করিয়াছেন?

রাজকুলে জন্মগ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অখণ্ড[৩] ভূমণ্ডলে একাধিপত্য[৪] সংস্থাপনপূর্ব্বক পরিশেষে ধর্ম্মার্থ[৫] পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষা অবলম্বন করিলে অসাধুগণ কখনই[৬] উহার[৭] অনুষ্ঠান[৮] করিবে[৯] না[১০]; সুতরাং আপনাকে যজ্ঞনাশনিবন্ধন[১১] পাপভাগী হইতে হইবে। মহারাজ নহুষ কহিয়া গিয়াছেন যে, ইহলোকে[১২] অকিঞ্চনতার[১৩] অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়। ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কিন্তু ভূপতিগণের কখনই ঐরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয়। কেহ আমাদিগের ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে আমরা কখনই তাহাকে ক্ষমা করি না।

ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। আমরা নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদদূষিত[১৪] দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। নির্ধন ব্যক্তি পতিতের[১৫] ন্যায় সতত শোক করিয়া থাকে; সুতরাং পতিত ও নির্ধনের কিছুই ইতরবিশেষ নাই। যেমন পর্ব্বত হইতে নদীসমুদয়ের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্ম, কাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকা[১৬] নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। ধনবিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষেরও ক্রিয়াকলাপ গ্রীষ্মকালীন সামান্য নদীসমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন, প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদবাচ্য[১] হইয়া থাকে। নির্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, স্বর্গ, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা[২] উৎপন্ন হয়। ধনই কুলমর্য্যাদা[৩] ও ধর্ম্মবৃদ্ধির নিদান[৪]। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহাকে কৃশ বলা যায় না; যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ।

আর দেখুন, অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত সহজ হয় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক[৫] পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যত্ন সহকারে ধন আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ বিদ্রোহাচরণ[৬] করিয়াই স্বর্গের সমুদয় স্থান অধিকার ও জ্ঞাতিবর্গের পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন[৭], অধ্যাপন[৮], যজন[৯], যাজন[১০] ও অর্থসংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর[১১] কার্য্য। অন্যের অপকার[১২] না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অন্যকে পরাজয়[১৩] করিয়া পৃথিবী গ্রহণ[১৪] এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করে, তদ্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ভূপালগণের এইরূপ কার্য্যই ধর্ম্মানুগত[১৫] বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করিয়াই স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছেন। সলিলরাশি যেমন পূর্ণ সাগর হইতে বহির্গত হইয়া দশদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধনরাশি রাজকুল হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক সমুদয়

১। ক্ষুদ্রজনের আচরণীয়—শোকজাত ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যে ঐশ্বর্য্যত্যাগ বা ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়, কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাস হৃদয়ে জাগিলে তখনকার ভিক্ষাবৃত্তি নীচজনোচিত নহে—সে অবস্থায় ভিক্ষা অতি উচ্চস্তরের। ২। নির্ব্বোধ ৩। সমগ্র। ৪। একেশ্বরত্ব—অপরের কর্তৃত্বহীন অধিকার। ৫। ধর্ম্ম ও অর্থ। ৬—১০। যাজক অভাবে যজ্ঞকার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ১১ যজ্ঞত্যাগের জন্য। ১২। সংসারে। ১৩। নির্ধনতার। ১৪। মিথ্যা দোষারোপে নিন্দিত। ১৫। পাপীর—অপরাধের। ১৬। সংসারপালনাদি।

১ জ্ঞানী বলিয়া গ্রাহ্য। ২। বুদ্ধিনাশশক্তি। ৩। বংশগৌরব। ৪। কারণ। ৫। বেদ পড়িয়া। ৬। শত্রুতা আচরণ। ৭। পঠন—পড়া। ৮। পাঠন—পড়ান। ৯। স্বয়ং পূজা করা। ১০। অন্যের পূজা করা। ১১। মঙ্গলকর। ১২—১৫। যাগযজ্ঞাদিতে পরাঙ্মুখ—কেবল স্বকীয় ভোগসুখাদিতে উন্মুখ রাজাদিগের ধন অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞকারী ক্ষত্রিয় রাজগণের অপহরণই ধর্ম্মসম্মত।

পৃথিবীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই পৃথিবী রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার ভোগ্য ছিল, এক্ষণে ইহা আপনার ভোগার্হ[1] হইয়াছে। অতঃপর আপনার সর্ব্বস্বদক্ষিণ[2] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি আপনি বিষয়বিজ্ঞ[3] হইয়া উহা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে। রাজা প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সমুদয় প্রজাই সেই যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব মহাযজ্ঞ সর্ব্বমেধে[4] সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর[5]। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজনসেবিত[6] যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।"

নবম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অপ্রবোধ—বৈরাগ্যের অবতারণা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "অর্জ্জুন! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলেই আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে। আমি কি তোমার অনুরোধে সাধুজনসেবিত পথ অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইব?—কখনই নহে। আমি নিশ্চয়ই গ্রাম্যসুখ[7] পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিব। এক্ষণে একাকী কোন্ পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারি[8], এই প্রশ্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অথবা তুমি জিজ্ঞাসা না করাতেই আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্যসুখ ও গ্রাম্য আচার পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যে ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া মৃগদিগের সহিত সঞ্চরণ করিব, মিতাহারী[9] ও চর্ম্ম-চীরজটাধারী[10] হইয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন[11]-পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে হুতাশনে আহুতিপ্রদান করিব, ক্ষুৎপিপাসা[1], শ্রান্তি[2], শীত, আতপ[3] ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক শরীর শুষ্ক করিব এবং অরণ্যচারী একান্ত হৃষ্ট মৃগ ও পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর[4] কলরব[5] শ্রবণ, নানাপ্রকার পুষ্পের কোমল গন্ধ আঘ্রাণ ও অরণ্যস্থ বিবিধ রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিব। গ্রামবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, বনবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা, পক্ব[6] ও অপক্ব[7] ফল ভক্ষণ এবং বনজাত দ্রব্য ও সুস্বাদু সলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিব। এইরূপ অতি কঠোর আরণ্যক[8] আচার প্রতিপালন করিয়া প্রাণান্তকাল[9] প্রতীক্ষা[10] করিয়া থাকিব; অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড[11] মুনি হইয়া একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক এক দিবস ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিব। আমি গৃহ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধূলিজালে[12] ধূসরিত[13] হইয়া থাকিব। শোক বা হর্ষে কদাচ অভিভূত হইব না। স্তুতি ও নিন্দাবাদে আমার সমান জ্ঞান থাকিবে এবং আমি পরিগ্রহ ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক জড়[14], অন্ধ ও বধিরাকার[15] হইয়া সতত প্রসন্নমনে অবস্থান করিব। স্বধর্ম্মনিরত স্থাবরজঙ্গমাত্মক[16] চতুর্ব্বিধ[17] প্রজাগণের প্রতি কদাচ হিংসা প্রকাশ বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিব। কাহারও প্রতি কখন ভ্রূভঙ্গী[18] ও উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া সতত প্রসন্নমুখে অবস্থান করিব। কাহাকে পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কামক্রোধাদিশূন্যচিত্তে যে কোন একটি পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিব। কোন দেশ বা কোন দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন অথবা গমনকালে পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করিব না। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিব। স্বভাব

১। ভোগের যোগ্য। ২। সমস্ত ধন দক্ষিণার্থ-দত্ত। ৩। বিষয়কার্য্যে অভিজ্ঞ। ৪। আহুতিরূপে সমস্ত বস্তুপ্রদেয়যজ্ঞে—নিজের দেহ পর্য্যন্ত যাহাতে আহুত হয়। ৫। অক্ষয়। ৬। শ্রেষ্ঠজনের অনুষ্ঠেয়। ৭। স্ত্রীবিলাসাদি। ৮। পারা যায়। ৯। শুদ্ধাহারী—হবিষ্যভোজী। ১০। মৃগচর্ম্ম, জীর্ণবসন ও জটাধারী। ১১। স্নান।

১। ক্ষুধা-তৃষ্ণা। ২। পরিশ্রম। ৩। রৌদ্র। ৪। শ্রবণসুখদায়ক। ৫। মধুর স্বর। ৬—৭। পাকা-কাঁচা। ৮। অরণ্যবাসী ঋষি-মুনির যোগ্য। ৯—১০। মরণ পর্য্যন্ত সময়ের অপেক্ষা। ১১। মুণ্ডিত মস্তক—মাথা মুড়াইয়া। ১২—১৩। ধূলিসমূহে ধূসরবর্ণ—ধূলিমাখা দেহ। ১৪। নিষ্ক্রিয়—নড়াচড়ারহিত। ১৫। শ্রবণশক্তিরহিত—কালার মত। ১৬—১৭। চর ও অচর—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ। ১৮। ভ্রূকুটি।

সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আমাকে অবশ্যই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আমি অন্নভোজনাদিজনিত ক্লেশ এককালে পরিত্যাগ করিব। এক গৃহে অল্পপরিমাণেও ভিক্ষা না পাইলে অন্য গৃহে এবং তথায় ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আর এক গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। যে দিন কোথাও কিছু না পাইব, সে দিন আমার নিরাহারেই অতিবাহিত হইবে। গৃহ সকল মুষলশব্দ[1], ধূম[2] ও অগ্নিহীন[3], গৃহস্থগণের ভোজনব্যাপার সুসম্পন্ন ও অতিথিসঞ্চার-বিরহিত[4] হইলে আমি এককালে দুই, তিন বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষার্থ সঞ্চরণ করিব। আশাপাশ হইতে এককালে বিমুক্ত হইব। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আমার পক্ষে সমান হইবে। আমি কদাচ জীবিতাভিলাষী[5] বা মুমূর্ষুর[6] ন্যায় ব্যবহার করিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অন্য ব্যক্তি আমার অপর হস্তে চন্দনানুলেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সেই দুই ব্যক্তির শুভ বা অশুভ কিছুই প্রার্থনা করিব না। জীবিত ব্যক্তি যে সকল উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সেই কার্য্যে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল দেহমাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না; সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার পরিহার করিব; বিষয়বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; অসৎকার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত[7] হইব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারও আয়ত্ত[8] হইব না[9]।

হে অর্জ্জুন! আমি এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাশ্বত[10] সন্তোষ লাভ করিব। আমি বিষয়-বাসনাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিদানভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে দেহাবসানে সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হয়েন। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসারবাসের বাসনা করিবেন? আর দেখ, একজন রাজা নানা-প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য ভূপালগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! বহুকালের পর আমার এই দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। জ্ঞানপ্রভাবে আমি শাশ্বত স্থানলাভের অভিলাষ করিয়াছি। অতঃপর নিরন্তর ঐরূপ ধৈর্য্য সহকারে নির্ভয়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় অভিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব।"

দশম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির প্রতি ভীমের সখেদ কর্ম্মানুষ্ঠান উক্তি

ভীমসেন কহিলেন, "মহারাজ! আপনার অর্থ-বিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হওয়াতে এক্ষণে আপনি হতভাগ্য[1] শ্রোত্রিয়ের[2] ন্যায় কথা কহিতেছেন। যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কালহরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা[3], কারুণ্য[4] বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে আপনার এরূপ বুদ্ধি জানিতে পারিলে কদাচ শস্ত্র গ্রহণ বা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতাম না; যাবজ্জীবন ভিক্ষা করিয়া কালহরণ করিতাম। তাহা হইলে ভূপালগণ কদাচ এই দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তুকেই প্রাণধারণের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষাত্রধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন যে, রাজ্যগ্রহণকালে যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে নিপাতিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক

১—৩। উদূখলাদিতে তণ্ডুলাদি নিষ্পেষণ শব্দ ও রন্ধনান্তে নির্ব্বাপিত বহ্নি। ৪। সদাগত অতিথির ভোজনাদি সমাপ্ত। ৫। প্রাণরক্ষার্থী। ৬। মৃতপ্রায়। ৭। দূরে স্থিত। ৮—৯। বায়ু যেমন কাহারও অধীন হয় না, আমিও তদ্রূপ কাহারও অধীন হইব না। ১০। অক্ষয়।

১—২। বৃত্তিহীন বেদজ্ঞ বিপ্রের। ৩। দয়া। ৪। মমতা।

রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তির কূপ খননপূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্তগাত্রে[১] প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তির মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণপূর্ব্বক মধু পান না করিয়া প্রাণত্যাগ করা, ধনার্থী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীরপুরুষের সমুদয় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা যেরূপ শোচনীয়, আমাদের শত্রুবিনাশপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অনুগত থাকিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বহুবলী[২] ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীবের বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে কেন আমাদিগকে গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে? আপদ্গ্রস্ত, জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয়-পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ-হিংসা-ধর্ম্মের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বেদের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ নির্ধন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসরূপ কপটধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত কঠিন, উহাতে অচিরাৎ জীবন-নাশ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যমধ্যে সুখে কালহরণ করিতে পারে। অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই। যদি কেবল আপনার ভরণ-পোষণ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।"

একাদশ অধ্যায়

কর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজক পক্ষি-ইন্দ্র-ঋষিসংবাদ

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ পুরন্দরের[১] কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি আপনার নিকট সেই ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু[২] ব্রাহ্মণ 'ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম', এইরূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরণ্ময়[৩] পক্ষীর[৪] বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, 'বিঘসাশীরা[৫] যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত সুকঠিন; ঐ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়, জীবনে সার্থকতা ও অন্তে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে।'

তখন সেই ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য-শ্রবণে পরস্পর কহিলেন, 'ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিঘসাশীদিগের প্রশংসা করিতেছে। আমরা বিঘসাশী, অতএব এ প্রশংসা আমাদিগেরই, তাহার আর সন্দেহ নাই।'

তখন পক্ষী কহিল, 'হে তাপসগণ। তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ[৬], রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনই বিঘসাশী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি নাই।'

ঋষিগণ কহিলেন, 'বিহঙ্গম! আমরা এইরূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত

১। কাদামাখা দেহে। ২। বহুবলসম্পন্ন।

১। ইন্দ্রের। ২। অজাতশ্মশ্রু—যাহাদের দাড়ি গজায় নাই। ৩—৪। সোনার পাখীর। ৫। যজ্ঞশেষভোজী। ৬। ধুলামাখা দেহ।

হইয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু শ্রেয়স্কর থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।'

পক্ষী কহিল, 'হে তাপসগণ। যদি তোমরা আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।'

ঋষিগণ কহিলেন, 'ধর্ম্মাত্মন। তোমার কোন পথই অবিদিত নাই; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ এবং তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর।'

মানুষজন্ম গৃহস্থধর্ম্মে সিদ্ধির সার্থকতা

অনন্তর পক্ষী কহিল, 'হে তাপসগণ। চতুষ্পদমধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য-মধ্যে সুবর্ণ, শব্দমধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত জাতকর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদ-মন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গ-লাভের উপায়; যে ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে যে দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য[১] প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধিলাভ সকলেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোকগমন, পিতৃলোকগমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। দেখ, দেবতারা ঐরূপ দুষ্কর[২] তপোনুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সুকঠিন গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহাতপস্যা, সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হে তাপসগণ। যাহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়-গণকে অন্নপ্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। উঁহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।'

হে মহারাজ। তখন ব্রাহ্মণগণ সেই বিহঙ্গের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই স্থির করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই শত্রুশূন্য সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করুন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

নকুলের কর্ম্মের অনুকূলে প্ররোচনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মিতভাষী[১] মহাবাহু নকুল অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। দেবগণ বিশাখযূপক্ষেত্রে অগ্নি-স্থাপনার্থ স্থণ্ডিল[২] নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সমুদয় স্থণ্ডিল অদ্যাপি নেত্রগোচর হয়, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দেবগণও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন। যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণাদি দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও বিধি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সমুদয় কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনিই দেবমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সমুদয় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ

১। সমান লোক। ২। দুঃসাধ্য।

১। হিতকর অল্পবাক্যের বক্তা। ২। অগ্নিকুণ্ড।

অবলম্বনপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী[১]; যিনি গার্হস্থ্যসুখাস্বাদনে[২] নিরপেক্ষ[৩] হইয়া মোক্ষ-কামনায় বনে পরিভ্রমণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী; আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাকেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্য অন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে। অতএব এই আশ্রম লোক-তত্ত্ববেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বনপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহাকে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী[৪] ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠবন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাশ্রমে শম[৫], দম[৬], ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্যকলাপ এবং দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ-ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন, তাঁহার কখনই অপকার হয় না। হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণগণ নিষ্পাপ প্রজাপতি বহুদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদয়ের ভাগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সমুদয় প্রজা, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র ঘৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থের যজ্ঞকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য এই নিমিত্তই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞ না করে, তাহা হইলে তাহাকে নিয়ত পাপভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কই ঋষিদিগের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগের মনঃসমাধান দেবগণের প্রার্থনীয়।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত সমাহৃত বিচিত্র রত্ন যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার বাসনা না করিয়া নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাদের আহৃত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিমত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার প্রমাদদোষেই প্রজারা দস্যুতস্করাদি কর্ত্তৃক ক্লেশিত হয়। যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি কলিস্বরূপ। আমরা যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলঙ্কৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ[১], ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলিস্বরূপ হইতে হইবে। রাজা অদাতা ও শরণাগতপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। তিনি কদাচ সুখাস্বাদন করিতে পারেন না। যদি আপনি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া অরণ্য-বাস আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধূত[২] ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনাকে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগশীল; কেবল গৃহ ত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ[৩] এই নিয়মানু-সারে কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহাকে কখনই হীন হইতে হয় না। হে মহারাজ! কোন্ ব্যক্তি দৈত্যসূদন দেবরাজের ন্যায় স্বধর্ম্মানুসারে বলশালী অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া শোক করিয়া থাকে? আপনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা মন্ত্রবেত্তা[৪] ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণপূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন। অতএব আপনার শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।"

১। ত্যাগী। ২—৩। গার্হস্থ্যে উদাসীন। ৪। কপটাচারী। ৫—৬। [illegible]।

১। [illegible]। ২। [illegible]। ৩। [illegible]। ৪। [illegible]।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহদেবের সবিনয় যোগতত্ত্বের অবতারণা

নকুলের বাক্যাবসান হইলে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! 'আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন' ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে মমকার দুই প্রকার ;—বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোনরূপেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই ; আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ[১]। বাহ্য মমকারশূন্য আন্তরিক মমকারসম্পন্ন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখলাভ হয়, তাহা আমাদের বিপক্ষগণের হউক। আর আন্তরিক মমকারশূন্য ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখলাভ হয়, আমাদের মিত্রগণ সেইরূপ ধর্ম্ম ও সুখলাভ করুন। মমকার মৃত্যু-স্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে মহারাজ! যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত আত্মার এককালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পরলোকোদ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদয় বৃথা। অতএব আত্মা অবিনশ্বর কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধুলোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

যে মহীপাল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পৃথিবী অধিকার করিয়া উহা ভোগ না করেন, তাঁহার প্রাণধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্যপদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহাকে করাল কৃতান্তের[২] আস্যদেশে[৩] বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি প্রাণিগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব-সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন। আপনি আমার পিতা, মাতা, রক্ষিতা[৪] ও গুরু। অতএব আপনি

১। মমতা ত্যাগ পুনঃ মমকার আসিতে পারে। ২—৩। করাল মুখে। ৪। রক্ষক।

আমার এই আর্ত্ত-প্রলাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আন্তরিক ভক্তিসহকারেই কহিয়াছি।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দ্রৌপদীর সখেদ উত্তেজক উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভ্রাতৃগণ এইরূপ বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অসাধারণ-রূপলাবণ্যসম্পন্না[১] সৎকুলসম্ভূতা ধর্ম্মদর্শিনী[২] দ্রৌপদী গজযূথপরিবেষ্টিত[৩] যূথপতির[৪] ন্যায় ভ্রাতৃগণপরিবৃত ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "নাথ! এই আপনার ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায় বারংবার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছে ; কিন্তু আপনি একবারও উহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না। এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বচনবিন্যাস[৫] দ্বারা ঐ চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আহ্লাদ-বর্দ্ধন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আপনার ভ্রাতৃগণ শীত, বায়ু ও আতপে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইলে আপনি উহাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, 'আমরা রথারোহণ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিগণকে রথবিহীন এবং গজ ও আরোহিগণের মৃতকলেবর ও রথ-সমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিপুল দক্ষিণা-সম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসদুঃখ অতীব সুখকর হইয়া উঠিবে।' আপনি তৎকালে উহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া আজ কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ব্যথিত করিতেছেন? ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্য-ভোগে অধিকারী হয় না। মৎস্য যেমন পঙ্কে অবস্থান করে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা দণ্ড[৬]-বিহীন হইলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রতাপ বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না এবং তাঁহার প্রজারাও সুখসম্ভোগে

১। অত্যুত্তম সৌন্দর্য্য ও কান্তিযুক্তা। ২। ধর্ম্মজ্ঞা। ৩। বহু হস্তিনীবেষ্টিত হস্তিগণে পরিবৃত। ৪। দলপতির—প্রধান হস্তীর। ৫। বাক্য প্রয়োগ ৬। শাসনদণ্ড—শাসন করিবার ক্ষমতা।

বঞ্চিত হয়। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্যকর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন ও সাধুগণের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতাই নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যাঁহার শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ[১] ও অনুগ্রহ[২] বিদ্যমান আছে লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। আপনি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এই পৃথিবী লাভ করেন নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রভূত গজ, অশ্ব ও রথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়াই উহা অধিকার করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে পৃথিবী উপভোগ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

হে পুরুষশার্দ্দূল[৩]! আপনি দণ্ডবলে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেরুর পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপসদৃশ ভদ্রাশ্ব-প্রদেশ এবং বিবিধ দেশপরিপূর্ণ সমীপবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ শাসন করিয়াছেন।" এই সমস্ত অলৌকিক অসাধারণ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীত হইতেছেন না? একবার উন্নত বৃষভতুল্য প্রমত্ত গজেন্দ্রসদৃশ ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হউন। উঁহারা সকলেই অরাতিতাপন[৪] ও অমরসদৃশ[৫]। আমার বোধ হয়, আপনাদের মধ্যে একজন মাত্র স্বামী হইলেই আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না; কিন্তু আমার অদৃষ্টবলে শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আপনারা পাঁচ জনই আমার স্বামী।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে কুন্তী দেবী আমাকে কহিয়াছিলেন, 'পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতিকে বিনাশ করিয়া তোমাকে যার পর নাই সুখে রাখিবেন।' সেই পরিণামদর্শিনী[৬] আর্য্যার ঐ বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু এক্ষণে আপনার মোহপ্রভাবে বুঝি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়। হে মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং একমাত্র আপনার উন্মত্ততাতে সকল পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছে। যদি উঁহারা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আপনাকে নাস্তিকদিগের সহিত বদ্ধ করিয়া তাঁহারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, শ্রেয়োলাভে[১] বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া উঠে, ধূপ, কজ্জল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আমি পুত্রহীন, সুতরাং কামিনীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। আপনি ইঁহাদিগের সমক্ষে আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিবেন না। আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া স্বয়ং অগাধ[২] বিপৎসাগরে নিপতিত হইতেছেন। মহারাজ মান্ধাতা ও অম্বরীষ যেমন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে আপনিও তদ্রূপ হইয়াছেন। অতএব মনঃক্ষোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকাননসমন্বিতা[৩] সপ্তদ্বীপা[৪] পৃথিবী শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অরাতিদিগের সহিত সংগ্রাম এবং দ্বিজগণকে ভোজ্য, বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান করুন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

দণ্ডপ্রশংসাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের হিংসাসমর্থন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। আর দেখুন, অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই

১। শাসনশক্তি। ২। দয়াশক্তি। ৩। পুরুষশ্রেষ্ঠ। ৪। শত্রুনিপীড়ক—শত্রুদমনকারী। ৫। দেবতুল্য। ৬। ভবিষ্যৎ দর্শনসমর্থা।

১। মঙ্গললাভে। ২। গভীর। ৩—৪। বহু পর্ব্বত, বন ও উপবনযুক্তা সপ্তদ্বীপসমন্বিতা।

পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারের প্রায় সমুদয় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদয়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে[1] দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত[2] সমর্পণ[3] এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই[4] সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহাশঙ্কার নিরাস[5] ও অর্থরক্ষার নিমিত্ত জনসমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর[6] কৃষ্ণ[7] ও নেত্র[8] লোহিতবর্ণ[9]। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে, তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ[10] ও ভিক্ষুক[11] ইঁহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। আর দেখুন, অন্যের মর্ম্মচ্ছেদন[12], দুষ্কর কার্য্যসাধন এবং মৎস্য-ঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দেখুন, যে সকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইঁহারা সকলেই অসুরঘাতী; মনুষ্যেরা ইঁহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা[13], বিধাতা[14] প্রভৃতি সুরগণের[15] নিকট সকলে প্রণত[16] হয় না। শান্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ[17] কেবল কতকগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান-তৎপর[18] লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহ হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান্ জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। নকুল[1] মূষিককে[2], মার্জ্জার[3] নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র[4] কুক্কুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ-সমুদয়কে জীবের জীবনধারণোপযোগী অন্ন[5]স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসা সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হয়েন না।

দণ্ডের গুণ—দণ্ডাভাবে বিবিধ দোষদর্শন

হে মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই আপনার কর্ত্তব্য। মূঢ়েরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন। দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সলিলে, ভূতলে ও ফল-সমুদয়ে বহুসংখ্যক জীব বাস করিয়া থাকে। লোকে প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের জীবন বিনাশ করিতেছে। এই পৃথিবীতে এরূপ সূক্ষ্ম জীব আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা তাহাদিগের সত্তা[6] অবগত হইতে হয়। লোকের অক্ষিপক্ষ্মের[7] আঘাতেও সেই সকল জীবের প্রাণ নাশ হইতেছে। অনেক মুনি রাগদ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমি ভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিতেছে। যাহা হউক, দণ্ডনীতির প্রভাবেই সকল জীবের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজাসকল বিনষ্ট হইত এবং বলবান্ মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত।

ব্রহ্মা পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন যে, সুবিহিত দণ্ড প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দেখুন, হুতাশন

১। দুর্দ্দমনীয়গণকে। ২—৩। ধনাদি সম্পত্তি অর্পণ। ৪। সমস্ত ধন অপহরণ। ৫। দূরীকরণ। ৬—৯। হৃদয় নির্দ্দয় ও চক্ষু রক্তবর্ণ—অন্তরে শাস্তির কঠিনতা এবং নেত্রে ক্রোধের ভাব প্রকাশ না পাইলে শাসন হয় না;—ইহাই রূপকাকারে প্রদর্শিত। ১০। বনবাসপূর্ব্বক তৃতীয়াশ্রমপালনকারী। ১১। সন্ন্যাসী। ১২। মর্ম্মে ব্যথাপ্রদান। ১৩—১৬। ব্রহ্মা ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতারা কাহাকেও শারীরিক দণ্ড প্রদান করেন না বলিয়া ইঁহাদিগের মত সকলের প্রণম্য নহে। ১৭। সূর্য্যাদি [illegible]। ১৮। [illegible] নানাকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী।

১। বেজী। ২। ইন্দুরকে। ৩। বিড়াল। ৪। ব্যাঘ্র [illegible]—সর্পের ন্যায় ক্রোধশীল [illegible]। ৫। [illegible]। ৬। [illegible]। ৭। চক্ষুর লোমের। ৮। [illegible] প্রবৃত্ত।

একবার প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকার-প্রভাবে[1] ভীত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হয়েন। যদি দণ্ড সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ় তিমিরপরিবৃতের[2] ন্যায় লক্ষিত হইত; আর কোন বিষয়ই অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদনিন্দক নাস্তিকদিগকে দণ্ডপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ সমুদয় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ। বিধাতা বর্ণচতুষ্টয়ের ভেদনির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতিপ্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবিঃ এবং অন্যান্য পশু ও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত। মনুষ্যেরা বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনু[3] দোহন করিত না, স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইত; সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলী বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সকল বস্তুই আপনার বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিত; প্রভূতদক্ষিণাসম্পন্ন সাংবৎসরব্যাপী যজ্ঞসমুদয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত না, কেহই বিধানানুসারে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না। উষ্ট্র[4], বলীবর্দ্দ[5], অশ্ব, অশ্বতর[6] ও গর্দ্দভেরা যানবাহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত এবং বালিকা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। ফলতঃ সমস্ত প্রজা দণ্ডেরই একান্ত বশবর্ত্তী। মনুষ্যেরা দণ্ডপ্রভাবে স্বর্গলাভ ও ভূলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শত্রুবিনাশ[7] দণ্ড বিরাজমান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কুক্কুর হবিঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন[8] ও কাক-সকল পুরোডাশ[9] অপহরণ করিত, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! এক্ষণে এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মানুসারেই হউক, আমাদিগেরই আয়ত্ত হইয়াছে; এ বিষয়ে শোক প্রকাশ করিবার আর আবশ্যক নাই। অতঃপর আপনি উদ্যোগী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এই রাজ্য ভোগ করুন। ধনবান্ সুন্দর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যেরা পুত্র-কলত্র-সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট অন্নভোজনপূর্ব্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ আবার দণ্ডেরই আয়ত্ত; অতএব আপনি দণ্ডের যে কতদূর গৌরব, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। ধর্ম্ম লোকযাত্রানির্ব্বাহের[1] নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশ-সাধন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়, অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তুকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম। সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণসম্পন্ন হয় না। মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ[2] ছেদ[3] ও নাসিকা[4] ভেদ[5] করিয়া[6] তাহাদের দ্বারা ভার বহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। জীবলোকের সমুদয় কার্য্যই এইরূপে দণ্ডপ্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে; অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, মিত্রগণের রক্ষা ও শত্রুদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হউন, শত্রু-বিনাশ-বিষয়ে দীনভাব অবলম্বন করিবেন না; শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। শস্ত্র-দ্বারা আততায়ী[7] ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত বিশেষতঃ আত্মা অবধ্য; সুতরাং আত্মাকে বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহাকেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।"

১। ফুঁ দেওয়ার—ফুঁ'র বেগে। ২। অন্ধকারাচ্ছন্নের। ৩। শিশুর বাঁটের জন্য। ৪। উট। ৫। বলদ। ৬। খচ্চর। ৭। শত্রুনাশকারী। ৮। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ—চাটা। ৯। যজ্ঞীয় পিষ্টক—যজ্ঞ আহুতি দেওয়ার পিঠা।

১। সংসার প্রতিপালনের। ২—৩। অণ্ডকোষ ছেদন—ষাঁড়কে কোষ ছাড়াইয়া বলদ করিয়া। ৪—৬। গো-মহিষাদির নাকে ছেঁদা করিয়া—নাকে দড়ি দিয়া। ৭। গৃহে অগ্নিদাতা, বিষপ্রয়োগে বধকারী, অস্ত্র-শস্ত্রে নির্ব্বিচারে প্রাণিবধকারী, সর্ব্বস্বহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও নারীহরণকারী।

ষোড়শ অধ্যায়

ভীমের অর্জ্জুনবাক্যসমর্থনার্থ উত্তেজনা উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন অমর্ষপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে নরনাথ! ইহলোকে আপনার কোন ধর্ম্ম অবিদিত নাই। আমরা সতত আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোনক্রমেই উহাতে সমর্থ হই না। আমি বারংবার মনে করি যে, আপনাকে উপদেশ প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু দুঃখাবেগ-প্রভাবে কোনক্রমেই নিরস্ত থাকিতে পারি না। এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মোহবশতঃ আমাদের সমুদয়ই নিষ্ফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছি। আপনি প্রজারঞ্জন[১] ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও কি নিমিত্ত দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন? আপনি লোকের সদগতি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে আমি আপনাকে রাজ্যগ্রহণবিষয়ে অনুরোধ করিয়া যে যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ব্যাধি দ্বিবিধ,—শারীরিক ও মানসিক। এ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ, পিত্ত ও বাত এই তিনটি শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাব থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের[২] বৈলক্ষণ্য[৩] জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম।

১। প্রজাগণের মনস্তুষ্টিকারক। ২। কোন একটির। ৩। বৈষম্য।

যাহাদিগের গুণত্রয় সমভাবাপন্ন* থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষ দ্বারা শোকবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখসম্ভোগকালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কখনই দুঃখে অভিভূত বা সুখে একান্ত আসক্ত হয়েন নাই; সুতরাং আপনার সুখদুঃখস্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা যদি আপনি স্বভাবের দুস্ত্যজ্যতা বশতঃ এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সমক্ষে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন, আমরা অজিন পরিধানপূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম, চিত্রসেনের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, দুরাত্মা জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাতবাসকালে পাপাত্মা কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সমুদয় দুঃখ স্মরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আপনার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মনের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শরনিকর বা বন্ধুবান্ধবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্ব্বিকল্পাত্মক[২] আত্মাকে সহায় করিতে হইবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি জয়লাভ না করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পুনরায় মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। অতএব আজই আপনার আত্মাকে একাগ্র করিয়া মনকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উহাকে জয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অতঃপর এই বুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিয়া পিতৃপিতামহগণের রীতি অনুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হউন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃই পাপাত্মা দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত নিহত ও দ্রৌপদীর কেশপাশ[৩] সংযত[৪]

১। পরিত্যাগে অক্ষমতা। ২। সংকল্পশূন্য। ৩—৪। কবরীবন্ধ—খোঁপা বাঁধা,—দুঃশাসনের আকর্ষিত কেশ মুক্ত ছিল, রাজ্যজয়ে আজ খোঁপা বাঁধা হইয়াছে।

হইয়াছে। আমরা বলবীর্য্যশালী বাসুদেবের সহিত আপনার কিঙ্কর হইলাম। আপনি অতঃপর প্রভূত-দক্ষিণ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।"

সপ্তদশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুন-প্রবোধন

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্যভোগে বাসনা করিতেছ। এক্ষণে ঐ সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া সুখী হও। যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর[১] নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ? এক দিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, যাবজ্জীবন চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আর কাষ্ঠশূন্য হইলে শান্তভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অল্লাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত[২] জঠরানলের[৩] সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তি কেবল আপনার উদরপূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি ঐশ্বর্য্য ও কামাসক্ত মানবগণকে প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাহারা ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহারাই চরমে পরমপদলাভে সমর্থ হয়। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহদ্ভার হইতে বিমুক্ত হও। ব্যাঘ্র আপনার উদরপূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহারসামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভপরতন্ত্র অন্যান্য মৃগেরা তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়। রাজাও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাঁহার সেই সংগৃহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রায় কোন নরপতিই বিষয় সংগ্রহ করিয়া পরে উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন না। পত্রভোজী, অশ্মকুট্ট[১], দন্তোলূখল[২], জলাহারী ও বায়ুভক্ষ তপস্বীরাই নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য; অতএব এক্ষণে সঙ্কল্পিত বিষয়ে নিরাশ[৩], নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হইয়া অক্ষয়পদলাভের চেষ্টা কর, ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হয়েন না। তুমি বৃথা কেন ভোগ্যবস্তুর নিমিত্ত অনুতাপিত[৪] হইতেছ? অচিরাৎ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয় হইতে বিমুক্ত হও; দেবলোক ও পিতৃলোক, এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোক, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করিয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন; তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না। ইহলোকে ভোগ্যবস্তুই বন্ধন[৫] ও কর্ম্ম[৬] বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদলাভে সমর্থ হয়।

হে পার্থ! পূর্ব্বে জনক-রাজ মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া কহিয়াছিলেন যে, 'আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; কিন্তু আমার কিছুই নাই। এই মিথিলানগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। লোকে প্রজ্ঞা-রূপ[৭] প্রাসাদে[৮] আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য[৯] বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না এবং পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজ[১০] হইতে[১১] অন্তরিত[১২] মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য্যসকল সন্দর্শন করে; যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্[১৩] এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বাক্যার্থবোধে সমর্থ, তিনি সমাজ-মধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত

১। [illegible]। ২। প্রজ্বলিত। ৩। [illegible] উদরাগ্নির।

১। ছাঁতায় ভাজা যবচূর্ণাদি। ২। দাঁতে কাটা সামান্য তণ্ডুলাদি ভক্ষণে জীবনধারী। ৩। আশাত্যাগী। ৪। অনুতাপযুক্ত। ৫—৬। কর্ম্মবন্ধন। ৭—৮। জ্ঞানরূপ অট্টালিকায়—জ্ঞানের উচ্চস্তরে। ৯। শোকের অযোগ্য। ১০—১২। পৃথগ্‌ভূত। ১৩। দূরদর্শী।

পঞ্চভূতকে একাকার আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। মূর্খ, লঘুচেতাঃ[১], নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠানবিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

জনকমহিষী-সংবাদে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরপ্ররোচনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্‌শল্যে[২] নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুঃখ-শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে। আমি আপনার সমীপে সেই কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র-কলত্র প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহাকে ভৃষ্টযবমুষ্টি[৩] ভিক্ষা করিতে দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি কি ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে? ভৃষ্টযবমুষ্টি যাচ্ঞা করা কি তোমার কর্ত্তব্য? তুমি সমুদয় রাজ্য-ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভৃষ্টযবমুষ্টিগ্রহণ-লোভ থাকাতে তোমার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপবিবর্জ্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন[৪] বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোকে তোমার নিকট জীবিকানির্ব্বাহ প্রার্থনা করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজ স্বীয় সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন-প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভার্য্যা পতিবিহীন হইলেন। ধর্ম্ম-ফললাভার্থী ক্ষত্রিয়গণ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিতেন। তুমি তাঁহাদিগের আশা বিফল করিয়া কোন লোকে গমন করিবে? প্রাণিমাত্রেই অদৃষ্টের অধীন; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লোকে মোক্ষ লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাত্মা; তোমার কোন লোকেই অধিকার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধ-মাল্য, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা[১] আশ্রয় করিয়াছ? তুমি নিপানের[২] ন্যায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বভূতের আশ্রয়-স্বরূপ; আত্মোদরপূরণার্থ[৩] অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্যবিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হায়! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ডকমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অনুরক্ত হইতেছ? তুমি সমুদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্টযবমুষ্টিও ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে।

মহারাজ! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। যে ব্যক্তি পরমসুখার্থী সন্ন্যাসীদিগের সমাহৃত[৪] কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদয়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়[৫], যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত প্রতিগ্রহ করে, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ব্যক্তি সতত যাচ্ঞা করে, তাহাকে দক্ষিণা দান করা দাবানলে আহুতি

১। কুব্যবহার। ২। ঔদাসীন্যযুক্ত বাক্যরূপ বেদনায়। ৩। ভাজা যব এক মুঠো ছাতু। ৪। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে জ্ঞানযুক্ত।

১। সন্ন্যাস। ২। কূপাদি জলাশয় ও তৎসন্নিহিত পশুপক্ষী প্রভৃতির জলপানের চৌবাচ্চা। ৩। নিজের উদর পূরণের জন্য। ৪। সংগৃহীত। ৫। শয্যা।

প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেমন দাহ্য বস্তু না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং নিরস্ত হয়। ইহলোকে সাধুলোকেরা অন্নদান করিবার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন। রাজা যদি দাতা না হয়েন, তাহা হইলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন? ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকেন। ভিক্ষুকগণ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দমগুণপ্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয়ত্যাগ, মস্তকমুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না; যে ব্যক্তি সরলভাবে সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কাষায়[১]-বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দান-গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ ও মঠ-শিষ্যাদিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্ত্তাশাস্ত্র[২] ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড[৩] ও কাষায়বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রতধারী ধর্ম্মধ্বজীদিগেরই কাষায়বস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন[৪], মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসীদিগকে প্রতিপালন করিয়া সমুদয় লোক জয় কর। যে ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতিসম্পাদনার্থ অহরহঃ বিপুলদক্ষিণ বহুপশুসমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে?

হে ধর্ম্মরাজ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এইরূপে মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশতাপন্ন হইবেন না। বদান্য মনুষ্যেরাই গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা অনৃশংস, কামক্রোধবর্জ্জিত, দানধর্ম্মপরায়ণ, গুরু-সেবানিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিদিগের সেবা করিয়া প্রজাপালন করিলেই ইষ্টলোক[১] লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।"

১ গৈরিকাদি। ২। ব্যবসা-বাণিজ্যাদির উপদেশক শাস্ত্র। ৩। বাক্‌সংযম, মনঃসংযম ও উপবাসে শরীরসংযম। ৪। জটা।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পুনঃ সন্ন্যাসধর্ম্মপ্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উভয়ই অবগত আছি। বেদে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেখ, শাস্ত্র সমুদয় নিতান্ত জটিল। যুক্তি দ্বারা উহার যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্ অবগত আছি। তুমি কেবল বীরব্রতধারী ও অস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ নও। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও ধর্ম্মনিশ্চয়[২] সম্যক্‌রূপ অবগত হইতে, তাহা হইলে আমাকে কদাচ এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য নিবন্ধন আমাকে যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম ও কার্য্যনৈপুণ্যবিষয়ে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তুমি যুদ্ধবিষয়ে সূক্ষ্মতর নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য[৩] ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা কর নাই এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তর অবগত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও সবিশেষ অবগত নও। বুদ্ধিমান লোকে এরূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ। তুমি ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ,

১। অভিলষিত স্থান—স্বর্গাদি। ২। যুদ্ধসিদ্ধান্ত। ৩। কঠিন।

কিন্তু আমি উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না দেখ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্য্য ব্যক্তিরা বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্যাগশীল ব্যক্তিদিগের অধিকৃত উত্তরদিক্‌স্থিত লোক-সমুদয়[1] লাভ করিয়া থাকেন। আর ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিরা শ্মশানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী লোকে[2] গমন করেন। মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন. অতএব যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সার ও অসার পরীক্ষার্থ নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক ও বিবিধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে যেমন কদলীস্তম্ভ[3] বিপাটন[4]পূর্ব্বক তন্মধ্যে সার নিরীক্ষণ করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার-নিরীক্ষণে বঞ্চিত হয়েন। কেহ কেহ অদ্বৈতভাব[5] পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে অবস্থিত আত্মাকে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ, বাক্যের অনির্দ্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্মস্বরূপ। উহা অবিদ্যা প্রভাবে জীবরূপে পরিবর্ত্তন করিতেছে। লোকে মন ও ইচ্ছাকে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিলেই সুখী হয়।

হে ধনঞ্জয়! এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির গোচর সাধুজন-সেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থবহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ? জ্ঞানসম্পন্ন দান-যজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিরাও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে আর কতকগুলি এরূপ লোক আছে, যাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বজন্মসংস্কার বশতঃ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঐরূপ লোকেরা নিতান্ত মূঢ়। উহারা আত্মা নাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। হে অর্জ্জুন! এই জীবলোকে এরূপ বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া আমাদের বা অন্যান্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা চতুর্থ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে তপঃ ও বুদ্ধিপ্রভাবে মন্ত্র এবং ত্যাগ দ্বারা অবিনশ্বর সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

বিংশতিতম অধ্যায়

দেবস্থান ঋষির অর্জ্জুনবাক্য সমর্থন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসান হইলে পর মহাতপস্বী সবক্তা দেবস্থান তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যুক্তিযুক্তবাক্যে কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন ধনকে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সমক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিব; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করিয়াছ, অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে লোকমধ্যে যে চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে তুমি প্রভূত-দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণ বেদ-অধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন বলেন, 'ধনযাচ্ঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়ঃ। যাচ্ঞা করা নিতান্ত দোষাবহ. যে সকল নির্ধন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতি কষ্টে ধন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহপূর্ব্বক পাত্রসাৎ না করিয়া অপাত্রে সমর্পণ করে, তাহারা আত্মাকে ব্রহ্মহত্যা-দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র, অপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।'

যাহা হউক, ভগবান্ বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষকে উহার রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব যজ্ঞাদিতে সমস্ত ধন ব্যয় করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়। মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবেই সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম ও ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসাঃ মহাদেব সর্ব্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা

১। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকসমূহ। ২। পিতৃলোকে। ৩। কলা গাছ। ৪। বিদারণ। ৫। ব্রহ্মভাব।

ধনসম্পত্তিশালী মহীপতি মরুত্ত সুবর্ণময় যজ্ঞীয় পাত্র-সকল নির্মাণ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক শোকতাপশূন্য ও পুণ্যশালী হইয়াছিলেন। উঁহার সম্পত্তিও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব যজ্ঞেই সমুদয় ধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

যজ্ঞার্থ দেবস্থান ঋষির যুধিষ্ঠির-অনুরোধ

দেবস্থান কহিলেন, "মহারাজ। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম-সকল কূর্ম্মের[1] শুণ্ডাদির[2] ন্যায় সঙ্কুচিত[3] হইলেই আত্মজ্যোতিঃ প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ক্রোধ এককালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্টবাঞ্ছা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সময়েই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

হে ধর্ম্মনন্দন। এইরূপে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জগতে কেহ কেহ শান্তির ও কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং কেহ কেহ ঐ উভয়েরই প্রশংসা করে না; কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে. আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকে কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ ও প্রজা প্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জন-বাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্যবাক্য, সম্যক্ রূপে বিভাগ[1], দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বয়ং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্ন সহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবেত্তা ক্ষত্রিয় জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বন্য ফলমূল দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে নিরত হয়েন, তিনি উভয় লোকেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। হে মহারাজ। আমার মতে মুক্তিপদ লাভ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, অতএব ভূপতিদিগের পক্ষে প্রজাপালনাদিই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদিগুণ-সম্পন্ন হইয়া কাম-ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণগণের জীবনরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।"

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের পুনঃ যুধিষ্ঠিরানুযোগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। ঐ সময় অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ। আপনি ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য অধিকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন? ক্ষত্রিয়-গণের সমরমৃত্যুই শ্রেয়স্কর; উহা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম-মৃত্যুই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রনিষ্ঠ[2] ও অতি ভয়ঙ্কর। সংগ্রামকালে শত্রু দ্বারা মৃত্যুলাভ হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এই জীবলোকে অতিশয় সম্মানাস্পদ হইয়া

১—২ কচ্ছপের মাথার। ৩। অন্তর্মুখ।

১। অধিকার অনুসারে বণ্টন। ২। অস্ত্র-শস্ত্রসাধ্য।

থাকেন। সন্ন্যাস, সমাধি, তপ ও পরধনে জীবিকানির্ব্বাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধি নহে। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্ব্বাপরদর্শী[1]; অতএব এক্ষণে শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন; উহাতে শোকসন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, অতঃপর দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইয়া স্বীয় কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নবনবতিবার[2] পাপস্বভাব জ্ঞাতিবর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবেই দেবগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোকতাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরমৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা ঘটিয়াছে, উহা অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।"

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনবাক্যে মহর্ষি ব্যাসের সমর্থন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন যাহা কহিলেন, সমুদয়ই যথার্থ; শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই পরম ধর্ম্মলাভ হয়। গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভৃত্যগণ ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিসমুদয় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়; অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্মপ্রতিপালনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানেই যত্ন কর। তোমার বেদজ্ঞান ও প্রভূত তপঃসাধন হইয়াছে, অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার বহন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্ত শীলতা[1], তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ডধারণ, উগ্রতা, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বিবিধ তপোনুষ্ঠান, প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও যোগ্যপাত্রে দান এই সমস্ত কার্য্য ভূপালগণের কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মপ্রভাবেই ক্ষত্রিয়েরা উভয় লোকে জয় লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয়ের মধ্যে দণ্ডধারণই সর্ব্বপ্রধান। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ; সুতরাং সেই বলই ক্ষত্রিয়ের মহদ্গুণ। বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়া গিয়াছেন যে, সর্প যেমন মূষিকদিগকে গ্রাস করে, তদ্রূপ পৃথিবী যুদ্ধনৈপুণ্যবিহীন রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ডধারণ করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"

সুদ্যুম্ন-সিদ্ধিপ্রসঙ্গে মহর্ষি শঙ্খ-লিখিত-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! মহারাজ সুদ্যুম্ন কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

বেদব্যাস কহিলেন, "মহারাজ! পুরাতন ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, সংশিতব্রত[2] শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর বাহুদা নদীর অনতিদূরে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ঐ আশ্রমদ্বয় পুষ্পফলান্বিত পাদপ-সমূহে পরিশোভিত ছিল। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তপোধন শঙ্খ ঐ সময় স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফলসমুদয় আহরণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিশ্রব্ধচিত্তে[3] ফল ভক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শঙ্খ স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি

১। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উভয় বিষয়ে পণ্ডিত। ২। নিরানব্বই।

১। সচ্চরিত্রতা। ২। উগ্রতপস্বী। ৩। নিঃশঙ্ক মনে।

লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি এই সকল ফল কোথায় পাইলে?' তখন লিখিত তাঁহার সমীপে আগমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, 'মহাশয়! আমি আপনারই আশ্রম হইতে এই সমস্ত ফল গ্রহণ করিয়াছি।' তখন শঙ্খ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কনিষ্ঠকে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফল গ্রহণ করিয়া চৌরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব অচিরাৎ রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর।'

তখন ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে সুদ্যুম্ন রাজার দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ সুদ্যুম্ন দ্বারপালপ্রমুখাৎ ভগবান্ লিখিতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?' তখন মহাত্মা লিখিত কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব আমি যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভক্ষণপূর্ব্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমায় শাসন করুন।' তখন সুদ্যুম্ন কহিলেন, 'ভগবন্! রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ন্যায় তাহার দোষ মার্জ্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পবিত্র কর্ম্মশালী, অতএব আমি আপনার দোষ মার্জ্জনা করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন?'

হে মহারাজ! মহাত্মা সুদ্যুম্ন এই কথা কহিলে দ্বিজবর লিখিত কোনরূপে অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না; প্রত্যুত বারংবার ভূপতিকে দণ্ডবিধানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সুদ্যুম্ন সেই মহাত্মার করদ্বয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন. মহানুভব লিখিত এইরূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন! ভূপতি আমার প্রতি এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন শঙ্খ কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তোমাকে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে বাহুদা নদীতে গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর আর কদাপি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।' ভগবান্ লিখিত শঙ্খের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেন। তিনি তর্পণ করিতে উদ্যত হইলেই তাঁহার বাহুদ্বয় পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। মহাত্মা লিখিত তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে স্বীয় করদ্বয় প্রদর্শন করাইলেন। তখন শঙ্খ কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! এ বিষয়ে অন্য কোন আশঙ্কা করিও না, আমার তপঃপ্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে।' মহাত্মা লিখিত ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! যদি আপনার ঈদৃশ তপঃপ্রভাব, তবে কেন আমাকে রাজ-সন্নিধানে প্রেরণ না করিয়া পবিত্র করিলেন না?' তখন শঙ্খ কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তোমার দণ্ডবিধানে ত আমার অধিকার নাই। এই নিমিত্তই তোমাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ডনিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি তোমরা উভয়েই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ।'

বেদব্যাস কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ সুদ্যুম্ন এইরূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ডবিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপালন ও দণ্ডবিধানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। মুণ্ডব্রত[১] অবলম্বন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।"

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

ব্যাসপ্রদত্ত রাজ্যপালনবিষয়ক উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতৃগণ অরণ্যবাসকালে যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে

১। সন্ন্যাসীর ধর্ম।

তাহা সফল হউক। তুমি নহুষতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর। তোমার ভ্রাতৃগণ বনমধ্যে অতিক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উঁহারা দুঃখাবসানে সুখানুভব করুন। তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পর্য্যায়ক্রমে[১] ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিবে। তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃগণ ও দেবগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত হও, পশ্চাৎ যেরূপ অভিলাষ হয়, করিও। অগ্রে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্যকধর্ম্ম[২] অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়ঃ। তুমি ভ্রাতৃগণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেই তোমার মহীয়সী[৩] কীর্ত্তি লাভ হইবে।

এক্ষণে আমি তোমাকে আরও কয়েকটি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমাকে কদাচ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পরস্বাপহারী[৪] দস্যুর সমকক্ষ ব্যক্তিরাই ভূপালকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে রাজা দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকে বিনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে কদাচ হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয়।

রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে নির্ভীক্ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকে কদাচ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। রাজা যদি দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ কোন কার্য্য সংসাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে দোষী বলা যাইতে পারে না। বল দ্বারাই হউক বা বুদ্ধিকৌশলেই হউক, শত্রুনিগ্রহে যত্নবান্ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যে পাপসঞ্চার করা উচিত নহে; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়। বীর ও সাধুলোকের সম্মান এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্ট ও জ্ঞানবান্ বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। বহুগুণসম্পন্ন হইলেও এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম, অসূয়াপরবশ, অভিমানপরতন্ত্র ও মান্য ব্যক্তির সম্মান-রক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয়। যদি প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন ও তস্করদিগের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজাকে যার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়। সুমন্ত্রণা ও সুনীতি অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে তাহাতে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে যদি দৈবপ্রভাবে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয় না।

নৃপতি হয়গ্রীবের গৃহধর্ম্মনিষ্ঠা

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পুরাতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা শত্রুনিগ্রহ ও প্রজাপালনপূর্ব্বক মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাকী অশ্বচতুষ্টয়সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে নিহত হয়েন। তিনি নিরহঙ্কার হইয়া বুদ্ধিবলে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিমানশূন্য হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্য-সমুদয়ের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতির সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি বিদ্বান্, শ্রদ্ধাবান্, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐ মহীপাল বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তিদিগের লোক লাভ করিয়াছেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোকসমুদয়কে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে সোমরস পান, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন

১। পালা অনুসারে—পর পর। ২। বানপ্রস্থ—বনবাসাদি। ৩। মহতী। ৪। পরধন-অপহরণকারী।

প্রজাবর্গের প্রতি অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করিতেন। ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি বিচিত্র ও শ্লাঘনীয়। বিদ্বান্ সাধুলোকেরা সতত তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সেই পুণ্যবান মহাত্মা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া বীরজনসমুচিত লোকসমুদয় অধিকার করিয়াছেন।"

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

ব্যাস কর্ত্তৃক দৈবপ্রভাব কীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কুপিত অবলোকন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! এক্ষণে এই মর্ত্ত্যরাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। পতিপুত্রবিহীনা কামিনীগণের বিলাপ শ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে, আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে যোগবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খেরও ভূরি ভূরি অর্থলাভ হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প, কি মন্ত্র, কি ঔষধি, কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় সমুপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল-সমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্পপরিশোভিত, সলিলসমুদয় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শ-কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলীর ফলপুষ্পোদ্গম, নদী-সমূহের প্রবলবেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম-মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি[১], নরগণের যৌবনপ্রাপ্তি, বস্তুসমারোপিত[২] বীজের অঙ্কুরোদগম, ভগবান্ ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্রমা ও তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

সুখ-দুঃখপ্রসঙ্গে শ্যেনজিৎ রাজার উপাখ্যান

হে কৌন্তেয়! এই বিষয়ে শ্যেনজিৎ রাজার পুরাতন ইতিবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমনসদনে গমন করিতে হইবে, একজন অন্য ব্যক্তিকে, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহাকে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র; বস্তুতঃ কেহ কাহাকে বিনাশ করে না, প্রাণিগণের স্বভাবতঃই জন্ম-মৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্র-কলত্র নিহত হইলে 'হায় কি হইল! হায় কি হইল!' এই অনুধ্যান করিয়া দুঃখের প্রতীকার করিয়া থাকে। তুমি কি নিমিত্ত সেই মূঢ়দিগের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ? দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সসাগরা পৃথিবী আপনার, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হয়েন না। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে; মূঢ় ব্যক্তিরাই সতত তৎসমুদয়ে অভিভূত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই উহাতে আক্রান্ত হয়েন না। প্রথমতঃ যে বস্তু প্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে[৩] সুখ-দুঃখ এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই, কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১। বাক্যস্ফূর্ত্তি। ২। বস্ত্রখণ্ডে রোপিত। ৩। জগৎ জীবমধ্যে।

লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে; কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না, অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বত-সুখলাভে অভিলাষ করেন, তাঁহার লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট[1] অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত-চিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুত্রকলত্রগণের অল্পমাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা অত্যন্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারাই সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়। সুখদুঃখবেত্তা মহাত্মা সেনজিৎ এই সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখদর্শনে দুঃখ বোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, বিপদ্-সম্পদ ও জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হয়েন না। নরপতিদিগের যুদ্ধই যাগস্বরূপ, দণ্ডনীতির আলোচনাই যোগস্বরূপ, আর যজ্ঞে দক্ষিণাদানই সন্ন্যাসস্বরূপ। রাজা নিরহঙ্কৃত ও যজ্ঞশীল হইয়া নীতিমার্গানুসারে[2] বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, সংগ্রামে জয়লাভ, যজ্ঞে সোমরসপান, প্রজাপরিবর্দ্ধন, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, সম্যক্রূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং চারিবর্ণের প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া পরিশেষে সমরশয্যায় শয়ন করিতে পারিলেই পবিত্রতা লাভ ও চরমে দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। মহারাজ! যে রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুরবাসী প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।"

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের যযাতিকথিত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত-নির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন উদারবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ বিনীতবাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তোমার মতে ধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং নির্ধন ব্যক্তির স্বর্গ, সুখ ও অর্থলাভ হয় না। কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত[1] সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠাননিরত হইয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিদিগের ন্যায় স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হয়েন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। বৈখানস[2] দিগের মতে জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অজ, প্রশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায়-প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুষ্কর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য-সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণদিক্‌স্থ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছি যে, কর্ম্ম-নিরত ব্যক্তিরাই দক্ষিণদিক্‌স্থ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। উত্তরদিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয়লোকে গমন করেন। পুরাণবেত্তারা ঐ উভয় পথের মধ্যে উত্তরদিকের পথকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

হে ধনঞ্জয়! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গে পরম সুখলাভ হয়। সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে পারেন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এক্ষণে রাজা যযাতি যাহা কহিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে লোকের কাম-সকল কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় প্রতি-সংহৃত[3] হয়। 'পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছা-দ্বেষশূন্য হয় এবং প্রাণিগণ-মধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপভাব প্রকাশ করে

১। সর্পদষ্ট অঙ্গুলি। ২। রাজনীতি অনুসারে।

১। ভ্রান্তি হইতে জাত। ২। বনবাসী ঋষি। ৩। প্রতিনিবৃত্ত।

না, তখনই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুত্র-কলত্র-বিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র।' হে অর্জ্জুন! এই সংসারে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ চরিত্র এবং কেহ কেহ বা ধনলাভের বাসনা করিয়া থাকে। অর্থভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেয়ঃ। যাচ্ঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয়। যাহারা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্যপরিহার্য্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না। আমরা ইহা সতত্ই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমারও উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহা বলবতী, সৎকর্ম্ম তাহাদের নিকট স্থানলাভে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই, আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়। যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোক-বিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থলাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে অতিশয় অযশোভাগী হয়েন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয়নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সতত চোরভয়ে ভীত হইতে হয়। কিন্তু ভোগাভিলাস-বিমুক্ত পরমসুখী নির্ধন ব্যক্তি কাহারও নিন্দাভাজন বা কাহারও ভয়ে ভীত হয় না। পাছে লোভবৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তিনি দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানার্থ যাহা কিছু অর্থসঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! পুরাবৃত্তবিৎ' পণ্ডিতেরা যজ্ঞসংস্কার উদ্দেশে যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য; উহার দ্বারা ভোগবিলাস চরিতার্থ করা উচিত নহে। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে। অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ধন দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎপুরুষেরা উপার্জ্জিত অর্থ দান করিবারই উপদেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ সুমহৎ কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে অর্থসঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দান ও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য। যে নির্ব্বোধেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞান নিবন্ধন দানধর্ম্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা, এই দুইটি উপার্জ্জিত ধনব্যবহারের সম্যক্ ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই।"

১। প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদি নিমিত্ত শোকসমুচ্ছ্বাস

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাত্মন! এক্ষণে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ দ্রুপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ্ঞ বসুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভূপালগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি শোকে অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি নিতান্ত রাজ্যকামুক নরাধম। পূর্ব্বে যিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি। সংগ্রামসময়ে শিখণ্ডীর সমীপস্থিত জীর্ণ সিংহসদৃশ পিতামহকে অর্জ্জুনের শরজালপ্রভাবে বজ্রাহত অচলের ন্যায় কম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি সেই মহাত্মাকে নিতান্ত অবসন্ন, রথোপরি বিঘূর্ণ্যমান ও প্রাঙ্মুখে রথ হইতে নিপতিত দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। যিনি শর, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বারাণসীতে কন্যালাভার্থ একাকী রথারোহণে একত্র সমবেত অসংখ্য পার্থিবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার শস্ত্রপাতে সমরদুর্দ্ধর্ষ মহারাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম; ঐ মহাত্মা সংগ্রামকালে শিখণ্ডীর প্রতি

শর নিক্ষেপ করেন নাই, অর্জুন সেই অবসরে তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে শোণিতাক্তকলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন আমার মন যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মত পাপাত্মা নরাধম আর কেহই নাই। আমরা যাঁহার যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, যিনি আমাদিগকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, আমি অল্পকালস্থায়ী সামান্য রাজ্যলাভপ্রত্যাশায় মোহবশতঃ সেই পরমগুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম!

হায়! আমি সর্ব্বপার্থিবপূজিত[1] মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছি, ঐ মহাত্মা সত্যরভ্রান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক 'হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না, যথার্থ করিয়া বল,' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভবশতঃ তাঁহার নিকটে স্পষ্টাভিধানে[2] 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে' বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে গজ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। না জানি, গুরুতর পাপ নিবন্ধন আমাকে পরিশেষে কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে।

হায়! আমি যখন সমরে অপরাঙ্মুখ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমি পর্ব্বত-সমুৎপন্ন সিংহশাবকসদৃশ বালক অভিমন্যুকে দ্রোণরক্ষিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের ন্যায় বাসুদেব ও অর্জুনকে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়াছি; পঞ্চপুত্রবিহীনা দ্রৌপদীকে পঞ্চপর্ব্বতশূন্য পৃথিবীর ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় প্রভৃতি অনর্থ সমুদয় আমা হইতে হইয়াছে। অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে কলেবর শোষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমাকে আর কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না এক্ষণে আমি বিনীতভাবে তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা আমাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান কর।"

১। সমস্ত ক্ষত্রিয়-রাজগণের পূজ্য। ২। স্পষ্টবাক্যে।

বেদব্যাসের যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন তপোধনাগ্রগণ্য বেদব্যাস ধর্ম্মরাজকে বন্ধুবিয়োগ-শোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্বুদ[1]-সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রেই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখ-লাভার্থ কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্যনিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখভোগ করিতে পারা যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য[2], শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-শোকাপনোদনে অশ্মা ও জনকসংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস জ্ঞাতিগণের বধজনিত অত্যন্ত সন্তাপবশতঃ প্রাণত্যাগে সমুৎসুক জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবাত্মজ যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদন করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে অশ্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা

১। বিম্ব—জলের বোটকা। ২। অণিমা (সূক্ষ্ম), লঘিমা (হালকা), ব্যাপ্তি (সাফল্য), প্রাকাম্য (ইচ্ছামাত্র সম্পন্ন করার শক্তি), মহিমা (মহত্ত্ব), ঈশিত্ব (প্রভুত্ব), বশিত্ব (বশ করিবার শক্তি), কামাবসায়িত্ব (বাসনা সমাপ্তি শক্তি)।

বিদেহদেশাধিপতি জনক দুঃখ-শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া স্বীয় সংশয়চ্ছেদনের নিমিত্ত মহাত্মা অশ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মন্। জ্ঞাতি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশসময়ে লোকে কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিলে কল্যাণভাজন হইতে পারে ?'

তখন মহামতি অশ্মা জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মাকে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য বায়ু-সঞ্চালিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়, জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে "আমি কেবল মানুষ নহি, এক জন সদ্বংশজাত কৃতী পুরুষ" বলিয়া অহংকার জন্মে। সেই অহঙ্কার-প্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমুদয় অর্থ নৃত্যগীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই[1] হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শরসংযোগ দ্বারা মৃগের প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত[2] ব্যক্তির বধসাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি বিংশতি বা ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তস্করবৃত্তি[3] অবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রায়ই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা যায় না। লোকে দারিদ্র্যদোষে এইরূপে অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবিপর্য্যয়[4] ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ। এই ভূমণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কাহারই জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহাকেও জরামৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। মানবজাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, অনাকুলিতচিত্তে[5] তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। কি বাল্যাবস্থা, কি প্রৌঢ়াবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, কোন অবস্থাতেই লোকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হয় না। অপ্রিয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদয়ই অদৃষ্টসাপেক্ষ। যেমন কোনরূপ রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, সুখ-দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতঃই জীবনের অনুসরণ করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কাল-প্রভাবে বৈদ্যও আতুর, বলবান্ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও নিতান্ত কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্ট-ক্রমেই সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং বলবান্, রূপবান, সুস্থশরীর, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগের অনেক সন্তান-সন্ততি হয়, আর মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বুভুক্ষা[1], বিষপান, উদ্বন্ধন[2] বা অধঃস্খলন[3] ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করে; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহুকষ্টে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান্ ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষ নিবন্ধন পাপকার্য্যে রত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জন-নিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রীসমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে মহারাজ! এইরূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়-সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু-সমুদয়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ-দুঃখ কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

১। চুরি করা। ২। বিপরীত-পথাবলম্বী—উচ্ছৃঙ্খল। ৩। চৌর্য্য। ৪। বুদ্ধিভ্রংশ। ৫। উদ্বেগশূন্য মন।

১। ক্ষুধা। ২। আত্মহত্যা। ৩। অধঃপতন—অবনতি।

হে ধর্ম্মরাজ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ-প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণি-সমুদয় একবার সংযুক্ত[1] ও পুনরায় বিযোজিত[2] হইতেছে। যে সকল মনুষ্য সতত গীত-বাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন-ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেকেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে; কিন্তু বস্তুতঃ কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে আর কাহারই সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বন্ধুবান্ধবসমাগম পান্থ[3]সমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি জন্য বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে। ফলতঃ এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

পরলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলাথী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ববিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ যে জরামৃত্যুরূপ গ্রাহসম্পন্ন কালরূপ অতি গভীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায়রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা কখনই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনেক রসায়ন-বিদ্যাপারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধিনাশক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজ-বিদলিত বৃক্ষের ন্যায় জরাপ্রভাবে জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন, অতিবদান্য, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরাও জরা-মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আগমন করে না। হে মহারাজ! অবশ মনুষ্য কালপ্রভাবে সর্ব্বসাধারণ সংসারমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকলত্র-সমাগম যে পান্থ-সমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় শরীরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না। হে মহারাজ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব্বপিতামহগণ কোথায়? আজ তুমিও তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ করিতেছ না; তাঁহারাও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য ইহলোকে অবস্থানপূর্ব্বক স্বর্গ ও নরক দেখিতে পায় না; শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষু; তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদয় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব লোকে হৃদয়দুঃখ অপনীত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক উভয়লোকে সুখী হইবে। যে রাজা রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে দ্রব্যজাত আহরণ করেন, সমুদয় লোকে তাঁহার যশোরাশি পরিবর্দ্ধিত হয়।'

হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহরাজ জনক মহাত্মা অশ্মার মুখে এইরূপ যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকতাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত হও। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পৃথিবী অধিকার করিয়াছ, স্বচ্ছন্দে উহা উপভোগ কর; কদাচ ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিও না।"

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের শোক-সান্ত্বনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ

১। সম্বদ্ধ। ২। বিযুক্ত—সম্বন্ধরহিত। ৩। পথিক।

তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন মহামতি অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! ধর্ম্মরাজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি উঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর। ইঁহার শোকনিবন্ধন আমরা সকলেই পুনরায় ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, অতএব ইঁহার শোক-নিবারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠির-সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাল্যকালাবধি অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কিছুতেই তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিতেন না। মহাবাহু মধুসূদন ধর্ম্মরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ-সদৃশ চন্দনচর্চ্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, "নরনাথ! শোক দ্বারা গাত্রশোষণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই সমরাঙ্গনে যে সকল বীর নিহত হইয়াছেন, আপনি কোনরূপেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। উঁহারা সকলেই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মহারণে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করিয়াছেন। উঁহাদের কেহই রণপরাঙ্মুখ বা পলায়মান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্তও শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই স্থলে আমি একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণোক্ত নারদ-সৃঞ্জয় সংবাদ—মরুত্ত-মাহাত্ম্য

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, 'মহারাজ! কি আমি, কি তুমি, কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলকেই সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হইবে; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? আমি এক্ষণে পূর্ব্বতন মহীপালগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া ইহা শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার শোকসন্তাপ নিবারণ হইবে। যে ব্যক্তি সেই মহানুভব ভূপালগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও শুভগ্রহসঞ্চার হয়। অবিক্ষিতের পুত্র মহারাজ মরুত্ত অতি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতিসমভিব্যাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে সমাগত হইতেন। উঁনি স্পর্দ্ধাসহকারে দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া-সম্পাদনে অস্বীকার করাতে সুরাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উঁহার রাজ্যশাসনকালে পৃথিবী অনাকৃষ্ট[১] হইয়াও শস্যশালিনী হইত। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ্[২] এবং সাধ্য ও মরুদ্গণ পরিবেষ্টা[৩] হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরস-পানে যার পর নাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ রাজা দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে পারেন নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই সমস্ত রাজা তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তাঁহাকেও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

সুহোত্রাদি নৃপতি বৃত্তান্ত

অতিথীর পুত্র মহারাজ সুহোত্রকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার রাজ্যে এক বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করেন। বসুমতী[৪] ঐ রাজার অধিকারসময়ে যথার্থনামা হইয়াছিলেন। ঐ সময় নদী-সমুদয়ের প্রবাহে হিরণ্য[৫] প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত দেবরাজ ঐ সকল নদীতে সুবর্ণময় কূর্ম্ম, কর্কটক[৬], নক্র, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র সুবর্ণময় মকর, মৎস্য ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তৎসমুদয় গ্রহণ ও কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি

১। অকর্ষিত—চাষ না করিলেও। ২। সভার সভ্য। ৩। অন্নাদি পরিবেশনকারী। ৪। ধনবতী—বসু ধন, তাহা আছে যাহার। ৫। সোনা। ৬। কাঁকড়া।

কেন সেই অযাজ্ঞিক[1] পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ শ্বেত অশ্ব, দশ লক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, দশ লক্ষ দ্বিপ,গজতুল্য মাতঙ্গ, এক কোটি হেমমালাবিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। অঙ্গরাজ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন দান করিতে পারে, এমন পুরুষ অদ্যাপিও জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই বৃহদ্রথ তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

শিবি ও দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বিবরণ

উশীনরতনয় মহাত্মা শিবিকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভূপালগণকে পরাজয় করেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আপনার সমুদয় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য[2] পশু প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি উঁহাকে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; ফলতঃ রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণসম্পন্ন আর কেহই হয় নাই, হইবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শিবিরাজ তোমা অপেক্ষা বলবান্, ধার্ম্মিক, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

বিপুল বিভবশালী শকুন্তলাগর্ভজাত দুষ্মন্তপুত্র মহাত্মা ভরতরাজাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা দেবগণের উদ্দেশে যমুনা-পুলিনে তিন শত, সরস্বতীতটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতিই ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার ও তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম সহস্র[1] অশ্বপ্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্তপুত্র তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

দশরথতনয় রামচন্দ্রের বিবরণ

দশরথতনয় রামচন্দ্রকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা নিয়ত অপত্য-নির্ব্বিশেষে[2] প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। জলদাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করাতে তাঁহার রাজ্যে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইত, কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না; প্রজাগণ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থশরীরে জীবিত থাকিত। ঐ সময় সকলেই কৃতকর্ম্মা[3] ছিল। পুরুষদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, কামিনীগণের মধ্যেও কখনও কলহ উপস্থিত হইত না। প্রজাগণ সকলেই ধার্ম্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। পাদপ-সকল নিয়মিত ফল-পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। সকল গাভীরই কলস-পরিমিত দুগ্ধ হইত। মহাতপাঃ রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, আজানুলম্বিতবাহু[4], সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি

১। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ। ২। বন্য।

১। এক সহস্র পদ্মসংখ্যক। ২। পুত্রের ন্যায়। ৩। কর্মপটু—কৃতিকর্মা। ৪। জানু পর্য্যন্ত লম্বিত বাহু—দীর্ঘবাহু।

অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি জন্য আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

ভগীরথ-দিলীপাদি নৃপতি বৃত্তান্ত

রাজা ভগীরথকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। সেই মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করেন। ঐ কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয়সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ সুবর্ণমাল্যপরিশোভিত এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেষ ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাজা ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে, গঙ্গা তাঁহার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই গঙ্গার নাম উর্ব্বশী হইয়াছে। গঙ্গা ঐ রাজাকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া অদ্যাবধি ভাগীরথী নামে অভিহিত হইতেছেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহাত্মা দিলীপকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ মহাত্মার বিচিত্র চরিত্রসমুদয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে সুবর্ণময় সহস্র হস্তী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিপুল কনকময় যূপ নিখাত[১] হইত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত [illegible]য় কার্য্যানুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সপ্তস্বর[১] অনুসারে বীণাবাদন আরম্ভ করিলে সকলেই বিবেচনা করিত, যেন গন্ধর্ব্বরাজ আমারই সমক্ষে বীণাবাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই সেই দিলীপের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই! ঐ মহারাজের মত্তমাতঙ্গগণ সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাকিত। যাঁহারা সেই সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। ঐ মহাত্মার আবাসে বেদাধ্যয়নধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও 'দীয়তাং[২]' এই শব্দটি কদাচ বিলুপ্ত হয় নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনুত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

যযাতি-মান্ধাতা নৃপতি বৃত্তান্ত

যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উঁহাকে নিষ্কাশিত করেন। ঐ দেবতুল্য রূপসম্পন্ন বালক পিতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান হইলে দেবগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে?' দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি উঁহার নাম মান্ধাতা রাখিলাম।' সুররাজ এই বলিয়া ঐ বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উঁহার দেহপুষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই ইন্দ্রের অঙ্গুলিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইলেন। তিনি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিবসেই সমগ্র পৃথিবী

১। নিখাত প্রোথিত—যজ্ঞের যূপ মাটিতে পোতা।

১। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ।

২। দান কর।

অধিকার করেন। ঐ মহাত্মা নৃপতি অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ অঙ্গারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ-শ্রবণে বোধ করিয়াছিলেন যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের উদয়স্থান হইতে অস্তমিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দৈর্ঘ্যে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন সুবর্ণময় রোহিত-মৎস্য-সকল দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে সমস্ত মৎস্য অবশিষ্ট ছিল, অন্যান্য লোকে তাহা বিভাগ করিয়া লয়। হে সৃঞ্জয়! সেই রাজা মান্ধাতা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। তিনিও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতিকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্ব্বক যুগকীলক[১] নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যত দূরে নিপতিত হইত, তিনি স্বীয় অবস্থান স্থান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করাইতেন। এরূপ কীলকনিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। মহাত্মা যযাতি ঐরূপে শম্যাপাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুবর্ণপর্ব্বত[২] দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ মহাত্মা অসুরগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া পরিশেষে যদু, দ্রুহ্যু প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে অংশক্রমে সমুদয় পৃথিবী প্রদান এবং পূরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী-সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

১। লৌহাদির খিল। ২। স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত পর্ব্বত।

অম্বরীষপ্রমুখ নৃপতি-বিবরণ

মহারাজ নাভাগতনয় অম্বরীষকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার প্রজাগণ উঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। ঐ মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দশ লক্ষ যাজ্ঞিক ভূপতিকে দ্বিজগণের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই অম্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং পরেও কেহই পারিবেন না। যে সকল ভূপতি যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব করিয়াছিলেন, মহাত্মা অম্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর গুণবিহীন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহারাজ শশবিন্দুকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজকুমারগণ সকলেই সুবর্ণবর্ম্মধারী ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। উঁহারা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণের প্রত্যেকের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ হেমমালাবিভূষিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক শত বেগবান্ গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেষ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধযজ্ঞে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধর্ম্মশীল, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মারও মৃত্যু হইয়াছে, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ?

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র মহারাজ গয়কেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ ভূপাল শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। হুতাশন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে

আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আমি অনবরত দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়।' ভগবান হুতাশন গয়রাজের প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয় সহস্র বৎসর অনবরত দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজগণকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণের, ধন দ্বারা দ্বিজগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের এবং অভীষ্টসাধন দ্বারা নারীগণের তৃপ্তি-সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম[1] সুবর্ণময় পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গায় যতগুলি বালুকা আছে, মহাত্মা গয় বিপ্রগণকে ততগুলি গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান, ধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

রন্তিদেব-সগরাদি নৃপতি বৃত্তান্ত

হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, 'হে দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। আমার শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপনীত না হয় এবং আমি যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি।' ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু-সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া 'আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন' বলিয়া উপাসনা করিত। উঁহার যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়াতে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ মহানদী তন্নিবন্ধন অত্যাপি চর্ম্মণ্বতী নামে প্রখ্যাত আছে। মহাত্মা রন্তিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক[1] প্রদান করিতেন। সভামধ্যে 'তোমাকে শত নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে, গ্রহণ কর' এই কথা বলিলে কোন ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিতেন না। পরে, 'তোমাকে সহস্র নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে, গ্রহণ কর', এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকল ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা রন্তিদেবের গৃহে অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ,[2] স্থালী[3] ও পিঠর[4] প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল। অতিথিরা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রি বাস করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকেরা 'অদ্য সূপভূয়িষ্ঠ[5] অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব্ববৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না' বলিয়া চীৎকার করিত। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

ইক্ষ্বাকুবংশীয় অলৌকিক-পরাক্রমশালী মহাত্মা সগরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শরৎকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদয় যেমন চন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সগররাজের গমনকালে ঐ মহাত্মার ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত। তিনি প্রতিনিয়ত পদ্মপলাশাক্ষী[6] রমণীগণে পরিপূর্ণ, মহার্হ[7]শয্যাসমাকুল সুবর্ণ-সুশোভিত, কাঞ্চনময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ পরাক্রমশালী ভূপতি ক্রোধভরে পৃথিবী খননপূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উঁহার নামানুসারে সমুদ্র 'সাগর' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! মহাত্মা সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

১। বিস্তারিত বাহুদ্বয়ের এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ—বাঁও।

১। স্বর্ণ পরিমাণ—১ তোলা সোণায় ১ নিষ্ক। ২। কড়া। ৩। থালা। ৪। হাঁড়ী। ৫। ব্যঞ্জনবহুল। ৬। পদ্মপত্রবৎ বিস্তৃত চক্ষু। ৭। মূল্যবান্।

পৃথুরাজ-বৃত্তান্ত

বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুরাজকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মহর্ষিগণ একত্র সমবেত হইয়া ঐ মহাত্মাকে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় লোক প্রথিত[1] করিবেন বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন। তিনি ক্ষত[2] বা বিনাশ হইতে লোক-সকলকে পরিত্রাণ করিতেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রাজপদবী প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যশাসন-কালে ভূমি হল দ্বারা কর্ষিত না হইয়াও প্রচুর ফল-পুষ্প প্রসব করিত। প্রতি পত্রেই মধু উৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবামাত্র দুগ্ধে কলস পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যেরা নীরোগ, নির্ভয়, পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্ষেত্র ও গৃহে বাস করিত। পৃথুরাজ সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের জল স্তব্ধ হইয়া থাকিত এবং তিনি নদীতে গমন করিলে নদী-সকল সমুচ্ছ্রিত[3] না হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিত। কুত্রাপি ঐ মহাত্মার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিন নল[4] উন্নত সুবর্ণময় একবিংশতি পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ পৃথু তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনুত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ? এক্ষণে আর মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তোমার কর্ণগোচর হইল না? আমি যাহা কহিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক্ ফলোপধায়ক[5] সন্দেহ নাই।'

তখন মহাত্মা সৃঞ্জয় নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে! আমি শোকাপনোদনার্থ পুণ্যশীল কীর্ত্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি বিচিত্র কাহিনী-সকল শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদয় কোনক্রমেই নিষ্ফল হইবার নহে। অধিক কি কহিব, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি শোকশূন্য হইয়াছি। অমৃত পান করিলে যেমন তৃপ্তিলাভ[1] না হইয়া প্রত্যুত পিপাসা[2] পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছি। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদ্য আমার পুত্র যাহাতে পুনর্জ্জীবিত হয় তাহার উপায় করুন।' তখন নারদ কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! তোমার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী[3] মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। অতঃপর তোমার পুত্র সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে'।"

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

স্বর্ণষ্ঠীবীর বৃত্তান্ত—পর্ব্বত-নারদসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বাসুদেব! সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত কাঞ্চনষ্ঠীবী হইয়াছিল, পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে মনুষ্যেরা সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিত, তবে সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্তকৌমারাবস্থায়[4] প্রাণত্যাগ করিল? ঐ পুত্র কি কেবল নামেই কাঞ্চনষ্ঠীবী অথবা যথার্থই কাঞ্চন ষ্ঠীবন করিত? এই সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।"

বাসুদেব কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই মহর্ষি মনুষ্যলোকে শাল্যন্ন[5] ও ঘৃত ভোজন করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপোধন নারদ মহাত্মা পর্ব্বতের মাতুল ছিলেন। ঐ তাপসদ্বয় ধরাতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বেচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাঁহার মনে যাহা উদয় হইবে;

---

১ প্রথিত—প্রসিদ্ধিযুক্ত ২। বিপদ ৩। উচ্চ; ক্ষুব্ধ—চঞ্চল। ৪। ১ নল ৫ হাত। ৫। ফলপ্রদ।

১ তৃপ্তির অবসান ২। পান করিবার ইচ্ছা ৩। স্বর্ণনিষ্ঠীবনকারী—যাঁহার থুথু নিক্ষেপমাত্র সুবর্ণে পরিণত হইত। ৪। যৌবনকাল না পাইয়া। ৫। আমন ধান্যের সরু চাউল।

তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন। যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই পাপভাগী হইতে হইবে।

নারদ-পর্ব্বতের পরস্পর অভিশাপ সূচনা

মহর্ষিদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ। আমরা তোমার হিতার্থ কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও।' মহারাজ সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়ের বাক্য-শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া পরমসমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা নরপতি সৃঞ্জয় পরমপ্রীতমনে স্বীয় কন্যা-সমভিব্যাহারে নারদ ও পর্ব্বতের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, আমার এই একমাত্র পরম রূপবতী কন্যা আছেন, ইনি অতি সুশীলা, অদ্যাপি[1] ইনিই আপনাদের পরিচর্য্যা করিবেন। নরপতি সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়কে এই কথা বলিয়া স্বীয় দুহিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে। তুমি আজ হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর।' তখন সেই ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে মহর্ষিদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তপোধন নারদ রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ানলে[2] শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন কামের[3] বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লজ্জার অনুরোধে ভাগিনেয় পর্ব্বতকে স্বীয় হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

নারদের বানরবদন—পর্ব্বতের স্বর্গগতিরোধ

অনন্তর একদা মহাত্মা পর্ব্বত স্বীয় তপোবল ও নারদের ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে কামার্ত্ত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মাতুল। পূর্ব্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন যাহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সুকুমারীর রূপলাবণ্য-নিরীক্ষণে আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে? আমি আপনার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘননিবন্ধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি। এই সুকুমারীর সহিত আপনার বিবাহকার্য্য সমাধান হইলে ঐ কন্যা এবং অন্যান্য লোক আপনাকে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে।' তখন মহাত্মা নারদ পর্ব্বতের বাক্যশ্রবণে কোপপূর্ণ ও তাঁহাকে শাপ-প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, 'তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্যানিরত, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণান্বিত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।'

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তাপসদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সৌহার্দ্দ্যে বিরত হইলেন। মহামতি পর্ব্বত তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সকলের পূজিত হইয়া সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা নারদ ধর্ম্মানুসারে সৃঞ্জয়কুমারী সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সুকুমারী পর্ব্বতের শাপপ্রভাবে নারদের মুখমণ্ডল বানরবদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ভর্ত্তাকে এইরূপ কুৎসিত দেখিয়া তাঁহার অবমাননা করিলেন না, প্রত্যুত পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেবতা, যক্ষ বা অন্য কোন মুনির সহিত প্রণয়ের বিষয় একবার মনেও করিলেন না।

নারদ-পর্ব্বতের পরস্পর শাপ প্রত্যাহার

কিয়দ্দিন পরে একদা ভগবান্ পর্ব্বত নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় দেবর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বর্গগমনে অনুমতি করুন।' মহাত্মা নারদ পর্ব্বতকে দীন ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভাগিনেয়! তুমি প্রথমে আমাকে অভিসম্পাত-পূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ, আমি পশ্চাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।' তাপসদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ

১। অদ্য হইতে। ২। [illegible]। ৩। কামানল।

হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজকুমারী সুকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবরূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা পর্ব্বত তদ্দর্শনে রাজকন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পতিব্রতে! পলায়ন করিও না; ইনি তোমারই ভর্ত্তা। ইনিই সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ নারদ। এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই।' রাজকুমারী সুকুমারী মহাত্মা পর্ব্বত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভর্ত্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহাত্মা পর্ব্বত স্বর্গারোহণ ও মহর্ষি নারদ আপনার নিবাসে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সেই ভগবান নারদ আপনার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সৃঞ্জয়রাজ ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।"

—

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

নারদ কর্ত্তৃক সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্তবর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।" দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! বাসুদেব ইতিপূর্ব্বে যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয় মহর্ষি পর্ব্বত আমরা উভয়ে মহারাজ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং তৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদের গমনসময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে কহিলেন, 'মাতুল! আমরা এই ভূপতির আলয়ে পরম সমাদরে এত দিন বাস করিলাম, এক্ষণে ইঁহার শুভ চিন্তা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।' অনন্তর আমি প্রিয়দর্শন পর্ব্বতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, 'বৎস! তুমি মনে করিলেই রাজার হিতানুষ্ঠান করিতে পার। অতএব অচিরাৎ উঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক উঁহার মনোরথ সফল কর। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ ভূপতি আমাদিগের তপোবলে সিদ্ধি লাভ করুন।'

তখন মহর্ষি পর্ব্বত মহারাজ সৃঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'নরনাথ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কিন্তু এইরূপ বর প্রার্থনা করিও, যেন তদ্দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট না হয়।' তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, 'হে তপোধন! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনাদিগের প্রসন্নতাতেই আমার মহাফললাভ হইয়াছে।' মহর্ষি পর্ব্বত সৃঞ্জয়ের বাক্য-শ্রবণে পুনরায় কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি বহুদিন যাহা সংকল্প করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর।' তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, 'ভগবন্! আমাকে বর প্রদান করা যদি আপনার অভিপ্রেতই হইয়া থাকে, তবে আপনাদের প্রসাদে যেন আমার এক মহাবল-পরাক্রান্ত দেবরাজসদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং ঐ পুত্র যেন বহুকাল জীবিত থাকে।' তখন পর্ব্বত কহিলেন, 'হে সৃঞ্জয়! তুমি যেরূপ পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, অবশ্যই সেইরূপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার নিমিত্তই ঐরূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ; অতএব তোমার সেই আত্মজ কদাচ দীর্ঘায়ু হইবে না, তোমার ঐ পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সতত তাহাকে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও।' মহারাজ সৃঞ্জয় মহর্ষি পর্ব্বতের এই কথাশ্রবণে পুত্রের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার তপোবলে যেন আমার সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হয়।' মহাত্মা সৃঞ্জয় এই কথা বলিয়া পর্ব্বতকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত ইন্দ্রের অনুরোধে তৎকালে তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন আমি

রাজা সৃঞ্জয়কে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলাম, 'মহারাজ! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পুত্র অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তুমি আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব।' হে মহারাজ! আমরা রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম; সৃঞ্জয়ও আপনার আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের এক তেজঃপুঞ্জকলেবর-সম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইল ঐ পুত্র কালসহকারে সরোবরমধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ পুত্র কাঞ্চন ষ্ঠীবন করিত বলিয়া সৃঞ্জয় তাহার নাম কাঞ্চনষ্ঠীবী রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সৃঞ্জয়তনয়ের ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, 'মহর্ষি পর্ব্বতের বরদান-প্রভাবে সৃঞ্জয়ের ঐরূপ পুত্র জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি বালক দীর্ঘজীবী হয়, তাহা হইলে উহার নিকট পরাভূত হইতে হইবে।' দেবরাজ মনে মনে ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ত্তিমান্ দিব্যাস্ত্র বজ্রকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বজ্র! সৃঞ্জয়ের পুত্র মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আমাকে পরাভব করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহাকে সংহার কর।' তখন বজ্র ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সতত সেই রাজকুমারের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারাজ সৃঞ্জয় সেই অপূর্ব্ব পুত্র লাভ করিয়া পুলকিতমনে পত্নীগণ-সমভিব্যাহারে বনমধ্যে ভ্রমণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পুত্রটিও ক্রমে ক্রমে পঞ্চবর্ষবয়স্ক হইয়া উঠিল। একদা সেই নাগেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালক সেই বনমধ্যে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ধাত্রী-সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে গমন করিল। ইত্যবসরে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র সহসা আগমনপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিল। রাজকুমার ব্যাঘ্রের আক্রমণে কম্পিতকলেবর হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী বালককে গতাসু দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা সৃঞ্জয় ধাত্রীর আর্ত্তস্বর[১] শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, সুবর্ণষ্ঠীবী প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত[২] নিশাকরের[৩] ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই শোণিতসিক্ত পুত্রকে উৎসঙ্গে[৪] আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও অবিলম্বে শোকাকুলিতচিত্তে অনর্গল[৫] অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

ঐ সময় রাজা সৃঞ্জয় আমাকে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদু-প্রবীর বাসুদেব তোমাকে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি সৃঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি দেবরাজের অনুমতিক্রমে সেই বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলাম অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য?

এইরূপে সেই সৃঞ্জয়রাজকুমার পুনরায় জীবন লাভ করিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ঐ রাজকুমার পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিল। উহার তুল্য গুণবান্ আর কেহই ছিল না। ঐ রাজপুত্র প্রভূত দক্ষিণাদান-সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন এবং বহু পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাস ও কেশবের বাক্যানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই তোমার অভি পবিত্র লোকে গতিলাভ হইবে।"

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির শোকোচ্ছ্বাসে পুনঃ ব্যাস-উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া

১। কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন। ২। আকাশ হইতে পতিত। ৩। চন্দ্রের। ৪। ক্রোড়ে। ৫। অবিরাম।

তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রজাপালন করাই ভূপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর। বেদে তপস্যা ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তপস্যা করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিষয়-নিরত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি ভৃত্য, কি পুত্র, কি তপস্বী, যে কেহ হউক না কেন, মোহবশতঃ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা অবশ্যই তাহাকে শাসন বা বিনাশ করিবেন। যে রাজা ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহাকে পাপভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্তা। তুমি ধর্ম্মহন্তা কৌরবগণকে সবংশে নিপাতিত করিয়াছ, তন্নিবন্ধন তোমার শোক করিবার আবশ্যক কি? বধার্হদিগের বধ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের রক্ষা ও সৎপাত্রে ধনদানই ত রাজার ধর্ম্ম।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। আপনি সমুদয় ধর্ম্মই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি রাজ্যলোভে অনেক অবধ্য লোকের প্রাণসংহার করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ দগ্ধ হইতেছে।"

তখন বেদব্যাস কহিলেন, "মহারাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে, ঈশ্বর, না পুরুষ? আর লোকে যে ফল ভোগ করে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন, না অকস্মাৎ সমুপস্থিত হয়? যদি ঈশ্বর সমুদয় কার্য্যের কর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যকে বৃক্ষচ্ছেদনজনিত পাপগ্রস্ত হইতে হয়; কুঠার কখনই ঐ পাপে লিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপভোগের সম্ভব নাই; সুতরাং কুঠারব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কুঠার-নির্ম্মাণকর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনের পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত। কেন না, যদি সে কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্ত্তা কখনই বৃক্ষচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কিন্তু শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা[১] স্বকার্য্যসাধনার্থে বৃক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক পাপে লিপ্ত না হইয়া শস্ত্রনির্ম্মাণকর্ত্তা পাপভাগী হইবে, ইহা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিবে? ঐ ফল ঈশ্বরেরই ভোগ করা উচিত। পক্ষান্তরে, যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরুষকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে তুমি অহিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র দুরাত্মা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তার বিষয় কি? আর দেখ, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্টবশতঃ ভাবে কর্ম্ম করিয়া কি নিমিত্ত পাপভাগী হইবে? বিশেষতঃ যদি মৃত্যুকে মনুষ্যের নৈসর্গিক[২] ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও বধজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে লোকের পাপপুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা তোমাকে শাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম-সমুদায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ[৩] করিতেছে[৪]। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও; আর শোক করিও না। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও তোমার উহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে; কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমায় পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে।"

১। কুঠারচালক। ২। স্বাভাবিক। ৩—৪: প্রাণিগণ মৃত্যুবশ।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পুনঃ শোক—ব্যাসের পুনঃ সান্ত্বনা

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসকে বিনীতবচনে কহিলেন, "পিতামহ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত মহীপালগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপাল-গণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব? এই পৃথিবী সেই সমস্ত পার্থিববিহীন হইয়াছে, ইহা বারংবার চিন্তা করাতে আমার হৃদয় অদ্যাপি নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। জ্ঞাতিবধ ও অন্যান্য অসংখ্য মনুষ্যের নিধন স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইয়াছে। হায়! যে সমস্ত মহিলারা পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃ-বিহীন হইয়াছে, আজ তাহাদিগের কি অবস্থা ঘটিবে? তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু স্থির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দীনভাবে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহনিবন্ধন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম। সেই বন্ধুবান্ধববিহীন কামিনীগণের প্রাণ ত্যাগনিবন্ধন আমাদিগকে প্রকারান্তরে স্ত্রীবধ পাতকেও লিপ্ত হইতে হইল। হায়! আমরা সুহৃদগণকে বিনাশ করিয়া যে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরাঃ হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ পাপের প্রতীকারের নিমিত্ত আমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এক্ষণে কোন্ আশ্রম অবলম্বন করিলে ঐ পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।"

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের অশ্বমেধ উপদেশ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "বৎস! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়েছে। দেখ, তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রীলাভের অভিলাষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অপরাধেই আপনারা নিহত হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমরা কেহই তাঁহাদিগকে বিনাশ কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই প্রাণীদিগের প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে। তাহার অনুগ্রহের পাত্র সংসারে কেহই নাই। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র; প্রাণিগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে। কাল পুণ্য-পাপের সাক্ষিস্বরূপ ও কর্ম্ম-সূত্রাত্মক[১]। উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি একবার সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা কর; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। আর তুমি আপনার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, তুমি ব্রত-পরায়ণ শান্তস্বভাব হইয়াও কেবল দৈবপ্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ত্বষ্ট[২]নির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরিচালকের অধীন তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মের সম্যক্ আয়ত্ত। যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে মহারাজ! এক্ষণে তোমার এই যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রীলাভার্থী হইয়া একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে দেবগণ অসুরগণকে নিহত ও তাহাদিগের শোণিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। আর ত্রিলোকমধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্প-প্রভাবে দানবগণকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিলে, সুরগণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব যাহারা অধর্ম্মে প্রবর্দ্ধিত হইয়া ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ

১। কর্ম্মসূত্রানুসারে নিয়ামক। ২। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।

হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্‌টি যথার্থ অধর্ম্ম, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম[1] করিতে পারেন। তুমি অতি বিচক্ষণ, অতএব এ স্থলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দেবগণের পূর্ব্বপ্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্যলাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণসংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না। অতএব তুমি এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গকে আশ্বাস প্রদান কর। যে দুরাত্মা সতত পাপানুষ্ঠানের চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না, তাহাকে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐরূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু তুমি পাপশূন্য-হৃদয়ে দুর্য্যোধনের দোষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভূপতিগণের বধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ-সমভিব্যাহারে অরাতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ ও শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের সহিত বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। অপ্সরাগণ তাহার শুশ্রূষায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিরত রহিয়াছেন হে মহারাজ! এক্ষণে তুমিও ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় ভুজবলে শত্রুপক্ষ পরাজিত করিয়া এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াছ, অতএব যে সমস্ত মহীপাল সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদানপূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন[2] করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হও। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহাদিগের কন্যাগণকে রাজ্য প্রদান কর। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ সাতিশয় ভোগাভিলাষপরতন্ত্র; সুতরাং তাহারা রাজ্যপদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই শোক পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ! তুমি এইরূপে সমুদয় রাজ্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া জয়শালী দেবরাজের ন্যায় অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান কর। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছ; অতঃপর স্বধর্ম্মপ্রতিপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলেই পরলোকে মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে।"

১। মনোমধ্যে ধারণা। ২। প্রজাগণের চিত্ত-সন্তোষ।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিবিধ পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হয় এবং কি কি কার্য্য করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বেদব্যাস কহিলেন, "যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান[1], নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্তসময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্ত[2] যুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা অনূঢ়া[3] থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতিহত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, অনেক জীবের প্রাণসংহার, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নি[4] পরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার, অকারণে পশুচ্ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

হে মহারাজ! এক্ষণে লোকে যে সমস্ত বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম

১। অনাচরণ ২। কৃষ্ণবর্ণ দন্ত বা দন্তের ফাঁকে ক্ষুদ্র দন্ত। ৩। অবিবাহিতা ৪। উপনয়ন সংস্কারকালে স্থাপিত অগ্নি।

আশ্রয়, অযাজ্যযাজন[১], অভক্ষ্যভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্‌যোনি[২] বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গো-গ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণা-দান-পরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য[৩] ধন প্রদান, গুরুপত্নী-হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদের ঐ সকল কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এক্ষণে যে যে স্থলে লোকে কুকর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয়, তাহাকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, হত্যাকারীর ক্রোধই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপকার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে সমুদয় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে তন্নিবন্ধন পাপভোগ করিতে হয় না, মহর্ষি উদ্দালক শিষ্য দ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলতঃ ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্যসাধন, বিবাহ-সম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দূষ্য নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন[৪] হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন করিতে হয় না; কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিত বা প্রব্রজিত হইলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না[১]। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ভিন্ন পশুহত্যায় উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধন-দান ও সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীকেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে যে স্থলে যে সকল কার্য্য করিলে মানবগণকে পাপভোগ করিতে হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

বিবিধ পাপ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা

ব্যাস বলিলেন, "মনুষ্য যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্বাঙ্গ[২] ও নরকপাল[৩] ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহার, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, অধঃশায়ী হইয়া যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য-সংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বা স্বেচ্ছানুসারে শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রে জীবন পরিত্যাগ, অধঃশিরাঃ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে তিনবার আত্ম-নিক্ষেপ, বেদপাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন,

১। যজ্ঞ পতিতাদির পৌরোহিত্য। ২ পশুপক্ষী প্রভৃতি। ৩। অংশানুসারে প্রাপ্য। ৪। শুক্রক্ষয়—বীর্য্যপতন।

১। হরিকালের অপাল্য। ২। খাটের পায়া। ৩। মড়ার খুলি।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবনযাপনোপযোগী ধন অথবা পরিচ্ছদ-সমবেত গৃহপ্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষাসম্পাদন—এই সকলের অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে. আর যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত যৎসামান্যরূপ আহার করে, সে ছয় বৎসরে ; যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ংকালে আহার, সপ্তাহ অযাচিত-ব্রত[১] অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে : যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, একমাস সায়ংকালে আহার, একমাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কালযাপন করে, সে অল্প দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হয় অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি অশ্বমেধসমাধানান্তে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর ব্রহ্মহত্যা-পাপ ভোগ করিতে হয় না। সহস্র ধেনু পাত্রসাৎ[২] করিতে পারিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা দান করে এবং যে ব্যক্তি প্রাণ-সঙ্কটসময় উপস্থিত হইলে সাধু দরিদ্রদিগকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করে, সে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণগণকে এক শত কাম্বোজ-দেশীয় অশ্ব দান করে, তাহার পাপভয়নিবারণ হয়। যদি কেহ অন্ততঃ এক জনেরও প্রার্থনানুরূপ অর্থদান করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোক ও পরলোকে আপনার পবিত্রতাসম্পাদন করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি একবারমাত্র সুরাপান করে, অগ্নিবর্ণ[৩] সুরাপান করিলেই উভয়লোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতন, অগ্নি বেশ ও মহাপ্রস্থান[৪] দ্বারা সমস্ত পাপ-খণ্ডন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র[৫] অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমিদানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসরশূন্য হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহফলক তপ্ত করিয়া শয়ন ও আপনার লিঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বনে গমন করিবে। শরীর পরিত্যাগ করিলে অশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা আহারবিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপবিমুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্ব দান অথবা গুরুকার্য্যসাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে সমুদয় অশুভকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গাদি দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যাবিহিত ব্রত পালন ও ছয় মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও পরবিত্তাপহরণ করে, সে সংবৎসর নিয়মানুষ্ঠান করিলে পাপশূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহাকে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসত্ত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রতপালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয় ; কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃলোকের উদ্ধার-সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নীও নির্দ্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা চাতুর্ম্মাস্যব্রত অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না ; কেন না, ভস্ম দ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ[১] হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ দ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ[২] শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য

১ যাচ্ঞা ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি ২। সুপাত্রে প্রদান ৩ অগ্নি-তুল্য তপ্ত ৪ দেহত্যাগ জন্য হিমালয়-আরোহণ ৫। বৃহস্পতি যাগ।

১। ঋতুমতী। ২। গোময়, মৃত্তিকা, জল, ভস্ম, অম্ল ও অগ্নিতাপ।

অনুসারেই উহাদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু-পক্ষিবধ ও বৃক্ষচ্ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যাগমন করিলে ছয় মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

হে মহারাজ। কুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দৃষ্টান্ত-শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতি-নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র, মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রী জপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনীযোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিনবার ও রজনীতে তিনবার বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। হে মহারাজ। সমুদয় প্রাণিগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ অথবা পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তাহার অতিরিক্ত ফলভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সৎকার্য্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধনদান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সমুদয় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য-বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে; জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহাকে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি শিষ্টাচারযুক্ত; বিশেষতঃ প্রাণ ও ধনরক্ষার্থ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছ, অতএব অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, যদি তোমার নিতান্তই আপনাকে পাপী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। মূঢ়ের ন্যায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।"

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ভক্ষ্য অভক্ষ্য—পাত্র-অপাত্র—দেয়-অদেয় নির্ণয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, "পিতামহ। কোন্ বস্তু ভক্ষ্য আর কোন্ বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তু দান করিলে লোকে প্রশংসাভাজন হয় এবং কাহাকে পাত্র আর কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

বেদব্যাস কহিলেন, "মহারাজ। পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু সিদ্ধগণকে যাহা কহিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ সুখাসীন ভগবান মনুর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'প্রজাপতে। অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় সবিস্তর বর্ণন করুন।'

তখন ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু সেই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে তপোধন-গণ। আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্যনিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র প..ত এবং সুবর্ণ-ভক্ষণ, রত্নাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও আজ্য[1]-ভোজন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্বপ্রকাশ করিলে কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞ লোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্তু[2] পান[3] করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান[4], দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই

১। ঘৃত। ২—৩। তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ—৩ দিন উষ্ণ দুগ্ধ, ৩ দিন উষ্ণ ঘৃত, ৩ দিন উষ্ণ জল পানরূপ ব্রত। ৪। অগ্রহণ—গ্রহণ না করা।

কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থলবিশেষে প্রতিগ্রহ[1], মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিনিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি ও দুই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তি লাভ করেন, আর কর্ম্মানিরত ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারে। ক্রোধ-মোহাদি বশতঃ মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাঁহাকে এক রাত্রি ও পুরোহিত পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগ শোকে অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিন রাত্রি প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। যাহারা জাতি, শ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা; তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম-ক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। ধর্ম্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশ জন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিন জন ধর্ম্ম[2]পাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাত্মক[3], বিষ, শল্ক[4] বর্জ্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডূক[5] প্রভৃতি জলচর, ভাস[6], হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব[7], বক, কাক, মদগু[8], গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পাদ নামক পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেষ, বড়বা[9], গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা[10] গাভী, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রেতান্ন[11], সূতিকান্ন[12], ও অনির্দ্দশান্ন[13] ভোজন এবং অনির্দ্দশ[1] ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরা[2] স্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে। বৃদ্ধজীবীর[3] অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত[4] ব্যক্তির অন্ন শুক্রস্বরূপ। অগ্নিষোমীয় বসাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগপরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী[5], সূত্রধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল[6], পতিত, রঙ্গস্ত্রীজীবী[7], বন্দী[8] ও দ্যূতবেত্তাদিগের অন্ন, বামহস্তে আহৃত, পর্য্যুষিত[9], সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ, শক্তু[10], ভৃষ্টযব[11] ও দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য[12] ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহদেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তিসাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রাজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে আপনার প্রিয় ভার্য্যাসমভিব্যাহারে গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করিবে না। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর[13], ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক, মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত, অশ্রোত্রিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতহীন ব্যক্তিকে দান করা বিধেয় নহে। অসম্যক্[14] দান ও অসম্যক্ প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদির-ফলক[15] অবলম্বনপূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিকে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অসম্যক্ দাতা আপনাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে পাপ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্র কাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায়শূন্য

১। প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ। ২। স্মৃতিশাস্ত্র। ৩। শ্লেষ্মাত্মক কীট। ৪। আঁশ। ৫। ভেক—ব্যাঙ। ৬। কুক্কুট। ৭। হংসজাতি জলচর পাখী। ৮। পানকৌড়ী। ৯। ঘোটকী। ১০। প্রসূতি। ১১। প্রেতের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন। ১২। অশৌচ অন্ন। ১৩। প্রসবের ১০ দিন মধ্যে গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত—পায়সাদি।

১। প্রসবকালের দশ দিনের মধ্যে। ২। পতিপুত্রহীনা। ৩। সুদখোর। ৪। স্ত্রীর ব্যভিচারে উপেক্ষাকারী—ভেড়ুয়া। ৫। মূল্য গ্রহণে নিজের অর্জ্জিত যজ্ঞের ফলদাতা। ৬। কোটাল। ৭। নিজের স্ত্রীর দ্বারা নৃত্যগীত করাইয়া জীবিকাকারী। ৮। স্তুতিপাঠক সূতাদি জাতি। ৯। বাসি। ১০। ছাতু। ১১। ভাজা যব। ১২। খিচুড়ী প্রভৃতি। ১৩। পরিহাসরসিক—ভাঁড়। ১৪। অবিহিত। ১৫। খদির কাঠের ফলক—খদির কাঠ স্বভাবতঃ ভারী হয়, উহা জলে ভাসে না।

[illegible]শচরিত্র প্রতিগ্রহীতাও তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নর-কপালে জল ও কুক্কুর-চর্ম্মনির্ম্মিত কোষে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিত্র হয়, ব্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে। নির্ম্মন্ত্র[1], নির্ব্রত[2], মূর্খ, অসূয়া-পরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিকেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ দারুময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জনশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক নহে। মূর্খকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয় না। দেবতা ও পিতৃগণের হব্য[3]কব্য[4]বিনাশক অর্থহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোক-সমুদয় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।"

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপগমনে ব্যাস-উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সমগ্র রাজধর্ম্ম ও আপৎকালনির্দ্দিষ্ট[5] নীতির বিষয় কীর্ত্তন করুন; আর আমি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কিরূপে পৃথিবী বশীভূত করিব, তাহাও বলুন। আপনার মুখে উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্য-রক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।"

তখন বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "বৎস! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুল-পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। সেই সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ করিবেন। যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যিনি বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষি-গণকে শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজ-নীতি শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে অস্ত্রলাভ করিয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে দেহের পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ্ হইতেন, জ্ঞেয়পদার্থের মধ্যে কিছুই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তাৎপর্য্যবেত্তা মহামতি ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই অতএব ঐ মহাত্মা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।"

বহুদর্শী ধর্ম্মরাজ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের প্রাণসংহারের কারণ হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই জ্ঞাতিকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবীর পিতামহকে ছলপ্রকাশপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব?"

কৃষ্ণের অনুমোদনে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় যাত্রা

তখন যদুকুলতিলক বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিত-সাধনার্থ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ!

১। গায়ত্র্যাদি উপাসনা-বর্জ্জিত। ২। উপনয়নাদি দীক্ষাহীন। ৩—৪। যথাক্রমে দেবোদ্দেশে ও পিতৃগণের উদ্দেশে দত্ত বস্তু। ৫। রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদি ঘটিত এবং কলিকালোচিত ধর্ম্মসঙ্কোচসূচক।

শোকের একান্ত বশীভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মহর্ষি ব্যাস যেরূপ কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট ভূপালগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই আপনার[১] অধীন[২] হইতে[৩] বাসনা[৪] করিতেছেন[৫]। বিশেষতঃ আপনার রাজ্যে চারি বর্ণের সমুদয় লোক সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতানুষ্ঠান, অমিততেজাঃ ব্যাসের আদেশ-প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অনুরোধরক্ষার্থ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন।" তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভগবান্ ব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত হইয়া মানসিক শোক-সন্তাপ পরিহারপূর্ব্বক লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্রপরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বনগরে প্রবেশ করিবার মানসে অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ বহুলাজিন-সংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্র দ্বারা অভিপূজিত, লক্ষণাক্রান্ত, শ্বেতবর্ণ, ষোড়শ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, শুভ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার রথ-রশ্মি গ্রহণ ও মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেত-চ্ছত্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নক্ষত্রজালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সমলঙ্কৃত শ্বেত চামরদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় ধৃতরাষ্ট্রকুমার যুযুৎসু মনোমারুতগামী বেগবান অশ্বগণে সমলঙ্কৃত শুভ্র রথে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব সাত্যকির সহিত শৈব্য[৬]-সুগ্রীব[৭]-সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহ্য[৮] যানে আরূঢ় হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণী-গণ নানাবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলের পশ্চাৎ অসংখ্য অলঙ্কৃত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ধাবমান হইল। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া সূত-মাগধ-বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে ধর্ম্মরাজের নগরযাত্রা অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। নগরবাসী মনুষ্যগণ দ্বারা সমস্ত নগর ও রাজমার্গ সমলঙ্কৃত হইল। পৃথিবী শ্বেতমাল্য ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত, রাজমার্গ ধূপিত[১] এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য-সমূহ দ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল। নগরদ্বার গৌরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণকুম্ভ ও সুগন্ধি পুষ্পসমুদয়ে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই অসামান্য-শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পুরপ্রবেশ—অভিনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশকালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই বিবিধ মাঙ্গল্যদ্রব্যে সুশোভিত রাজমার্গ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত মহোদধির[২] ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রাজপথের সমীপবর্ত্তী সমলঙ্কৃত অট্টালিকা-সমুদয় রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। কামিনীগণ লজ্জাবনতমুখে মৃদুস্বরে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "হে পাঞ্চালি! তুমি ধন্যা; গৌতমী যেমন মহর্ষিগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ এই মহাত্মাগণকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কর্ম্ম-সমুদয় সার্থক।" বরবর্ণিনী[৩]গণ এই বলিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের

১—৫। শ্রীমান্তে বুদ্ধির তায় আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। ৬—৭। [illegible]। ৮। মনুষ্য দ্বারা বাহিত।

১। ধূপের ধূমে আমোদিত। ২। সমুদ্রের। ৩। উত্তমা নারী।

প্রশংসাবাক্য ও হর্ষসূচক শব্দে সমুদয় পুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রমপ্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে পরাজয় ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শত বৎসর প্রজাপালন করুন।" ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রালয়তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্য দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার পুরদ্বারে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্র মালামণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন অনন্তর তিনি গুরু ধৌম্য ও জ্যেষ্ঠতাতের[১] সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ বস্তুদ্বারা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুহৃদ্গণের প্রীতিকর শ্রুতিসুখাবহ[২] পবিত্র পুণ্যাহ-নির্ঘোষে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন চতুর্দ্দিকে জয়শব্দ, মনোহর দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন হইতে আরম্ভ হইল।

চার্ব্বাক মন্ত্রীর মিথ্যা চতুরতা—যুধিষ্ঠির আক্রোশ

হে মহারাজ! ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ধর্ম্মরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্ব্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্ব্বিতবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ জ্ঞাতি-সংক্ষয় ও গুরুজনদিগের বিনাশসাধন করিয়া আপনার কি লাভ হইল? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। জীবনধারণ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের সেই বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জিতভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীনবাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।"

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করি নাই; আপনার মঙ্গল হউক।" তপোনুষ্ঠানসম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্ব্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটূক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু চার্ব্বাক নামক রাক্ষস ঐ পাপাত্মা দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমরা কোন কথাই কহি নাই। অতএব আপনার কিছুমাত্র শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত কল্যাণ-ভাজন হউন।"

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া হুঙ্কার-শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্ব্বাক সেই মহাত্মা-দিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া অশনিদগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, যুধিষ্ঠিরও যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১। জ্যেষ্ঠতাতের—ধৃতরাষ্ট্রের। ২। কর্ণদ্বয়ের তৃপ্তিকর।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ব্রহ্মশাপদগ্ধ চার্ব্বাকের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বদর্শী জনার্দ্দন ভ্রাতৃগণসমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সতত অর্চ্চনীয়। উঁহারা ভূতলস্থিত দেবতা। উঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে উঁহাদের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হয়। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অল্পায়াসসাধ্য। পূর্ব্বে সত্যযুগে চার্ব্বাক নামে এক রাক্ষস বদরী-তপোবনে বহুকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর-গ্রহণার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস কমলযোনিকে বরপ্রদানে সমুদ্যত দেখিয়া কহিল, 'ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন কোন প্রাণী হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে চার্ব্বাক! আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না। ব্রাহ্মণের অপমান করিলেই তোমাকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে।'

চার্ব্বাক রাক্ষস এইরূপে ব্রহ্মার প্রসাদে বরলাভ করিয়া স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সুরগণ সেই রাক্ষসের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাহার বধসাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে দেবগণ! যাহাতে অচিরকালমধ্যে ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিয়া দিয়াছি। মনুষ্যগণমধ্যে দুর্য্যোধন নামে এক রাজার সহিত চার্ব্বাকের অতিশয় সখ্যভাব জন্মিবে এবং ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের স্নেহের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিবে। ব্রাহ্মণগণ রাক্ষস-কৃত অবমাননায় নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন।' হে ধর্ম্মরাজ! সম্প্রতি এই সেই চার্ব্বাক রাক্ষস ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছে. এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিবর্গ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শোক-সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকার্য্যানুষ্ঠান, শত্রুসংহার, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করাই আপনার কর্ত্তব্য।"

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠির শোক-সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টমনে পূর্ব্বাস্য হইয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও বাসুদেব ধর্ম্মরাজের অভিমুখে স্বর্ণময় উজ্জ্বল পীঠে, মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয় পার্শ্বে মণিময় আসনে, মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্তময় সিংহাসনে এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও ধৃতরাষ্ট্র পাবকের ন্যায় সমুজ্জ্বল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যুযুৎসু, সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলদায়ক অক্ষত[1], স্বস্তিক[2], শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাবর্গ পুরোহিতের সহিত বিবিধ মঙ্গলবস্তু গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃন্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ[3], অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব[4], হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ্ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সমাহৃত হইল। তখন পুরোহিত ধৌম্য বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে পূর্ব্বোত্তরে[5] ক্রমশঃ নিম্ন বেদী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তদুপরি হুতাশনসন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্র অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাঞ্চজন্য[6] গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাসুদেব ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সংকৃত ও পাঞ্চজন্যের জলে

১। আতপ তণ্ডুল। ২। মাঙ্গলিক দ্রব্য—পিটুলীর পুতুল। ৩। খই। ৪। যজ্ঞপাত্র। ৫। পূর্ব্ব ও উত্তরে। ৬। শঙ্খ।

অভিষিক্ত হইয়া যার পর নাই সুশোভিত হইলেন। ঐ সময় পণব, আনক ও দুন্দুভির মধুর নিস্বন হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তৎসমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক ধৈর্য্যশালী, সৎস্বভাবান্বিত, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তখন দ্বিজগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুরস্বরে তাঁহার জয়কীর্ত্তন ও প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশতঃ স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে শত্রুবিজয় ও স্বধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, মহাবীর ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।" ধর্ম্মরাজ এইরূপে সাধুদিগের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের রাজোচিত পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! পাণ্ডুনন্দনদিগের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃতই হউক, যখন আপনারা সমবেত হইয়া উহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবগণ ধন্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা সুস্থচিত্তে আমাদিগকে গুণসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা; অতএব যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা আপনাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা সতত উঁহার শাসনানুবর্ত্তী ও হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইবেন। প্রতিনিয়ত অধ্যবসায় সহকারে ঐ মহাত্মার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সমস্ত জ্ঞাতিবধ করিয়া কেবল উঁহার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সমুচিত হয়, তাহা হইলে আপনারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনাদিগের ও এই জগতের অধিপতি। সমগ্র পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ উঁহারই আয়ত্ত। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত কথা কহিলাম, আপনারা বিস্মৃত হইবেন না।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদনিবাসী প্রজাগণকে বিদায় করিয়া ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক ধীমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অবধারণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য-পরিজ্ঞান ও আয়ব্যয়-চিন্তা, নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভুক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য্য-পরীক্ষা, মহাবীর অর্জ্জুনকে পরসৈন্যোপরোধ[১] ও দুষ্ট-নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে শরীররক্ষা এবং পুরোহিতপ্রধান মহর্ষি ধৌম্যকে ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য ও দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে মহীপাল যুধিষ্ঠির যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে কহিলেন, "আপনারা সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আদেশ করিবেন, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জানপদ[২]বর্গের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে উঁহার আজ্ঞা লইয়া তাহা সমাধান করিবেন।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরকৃত যুদ্ধ-মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরনিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্র হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারপরায়ণ

১। বিপক্ষ সৈন্যের আক্রমণাদির প্রতিকার। ২। প্রজা।

সুহৃদ্‌গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র-সকল প্রদান করিতে লাগিলেন যে সকল নরপতি-দিগের বন্ধুবান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, ধর্ম্মরাজ তাহাদিগেরও ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং সুহৃদ্‌গণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্ম্মশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ[১]-সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

নগরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে নিহত বীরগণের নিকট অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্রবিহীন কৌরবস্ত্রীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া নিষ্কণ্টকে পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

—

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণবন্দনা—কৃষ্ণের প্রত্যভিনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রমপ্রভাবেই এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখপূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বাত্মক; এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ। তুমি পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু[২]। তুমি ত্রিনয়ন শম্ভু। তুমি দামোদর, বরাহ, অগ্নি ও সূর্য্য। তুমি ধর্ম্ম, তুমি গরুড়ধ্বজ, তুমি শত্রু-সেনাবিমর্দ্দন ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র। তুমি কার্ত্তিকেয়, সত্য, আনন্দ, অচ্যুত ও শত্রুনাশক। তুমি বিপ্রাদিবর্ণ এবং অনুলোম-বিলোমজাত। তুমি ঊর্দ্ধবর্ত্ম[১] ও পর্ব্বত। তুমি ইন্দ্রদর্পহন্তা ও হরিহররূপী। তুমি সিন্ধু, নির্গুণ এবং পূর্ব্বদিক্, পশ্চিমদিক্ ও ঈশানকোণস্বরূপ। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট্, বিরাট্ ও স্বরাট্[২]। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল। তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়। তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক্, পুনর্ব্বসু, বভ্রু, সুবভ্রু। তুমি সমিদেব, সুষেণ, দুন্দুভি, কাল, শ্রীপদ্ম। তুমি পুষ্কর, পুষ্করেক্ষণ, ঋভু ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্ম্মল, জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ[৩]। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে বেদের সৃষ্টি করিয়াছ এবং চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শার্ঙ্গপাণে! তোমাকে নমস্কার।"

রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বাসুদেবকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বিনীতবাক্যে জ্যেষ্ঠপাণ্ডবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

—

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদেশে ভীমাদির বিশ্রাম সুখোপভোগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে গৃহগমনে অনুমতি করিলে তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল[১]। তখন ধর্ম্মনন্দন ভীমপরাক্রম ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহারণে শত্রুদিগের শরজালে ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোকদুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় অরণ্যবাসক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তোমরা নিভৃত-স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশ্রমাপনোদন ও স্বচ্ছন্দে বিজয়সুখ অনুভব কর। কল্য প্রাতে পুনরায় আমরা পরস্পর মিলিত হইব।"

১। জলাশয়—পুষ্করিণী। ২। গুরু।

১। ঊর্দ্ধগতি। ২। স্বপ্রকাশ। ৩। ব্রহ্মা।

ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদ-পরিশোভিত নানা-রত্নখচিত দাসদাসীসমন্বিত ইন্দ্রালয়তুল্য গৃহ, অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধন-গৃহের ন্যায় সুদৃশ্য মাল্যসংযুক্ত হেমতোরণবিভূষিত, দাসদাসী ও ধনধান্য-পরিপূর্ণ দুঃশাসন ভবন, নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের সুবর্ণমণি-মণ্ডিত কুবেরভবনতুল্য প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্ম্মুখের কমলদলাক্ষী[১] কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগ্রহে সুরম্য হর্ম্ম্য[২]সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা ও ধৌম্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সাত্যকির সহিত অর্জ্জুনের মন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

দানাদি সৎকারান্তে যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণসাক্ষাৎকার

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং চরাচরগুরু ভগবান হৃষীকেশই বা ঐ সময় কি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য অধিকার করিয়া চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোকসমুদয়কে স্ব স্ব কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তিনি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচক-দিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান এবং পুরোহিত ধৌম্যকে অযুত গো, সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন, পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের উপর রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাসুদেবের নিকট গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, নীলনীরদসমপ্রভ[১], দিব্যাভরণভূষিত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাত্মা মধুসূদন পীতাম্বর পরিধান-পূর্ব্বক হেমমণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চনসমলঙ্কৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি বিরাজিত হওয়াতে উঁহাকে উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত[২] উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার উপমা নাই। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সন্নিহিত হইয়া হাস্যমুখে মধুরবাক্যে কহিলেন, "ত্রিলোকনাথ! তুমি ত পরমসুখে এই নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি ত সুপ্রসন্ন আছে? আমরা তোমারই অনুগ্রহে রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছি। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের জয়লাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার কৃপাবলেই আমরা ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই।" হে মহারাজ। ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ বিনীতবাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ধ্যানস্থ কৃষ্ণদর্শনে যুধিষ্ঠিরের কারণজিজ্ঞাসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ কেশবকে একান্ত মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, "হে অমিতপরাক্রম। তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিস্ময়কর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ? এক্ষণে ত্রিজগতের মঙ্গল ত? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থা বা সুষুপ্তি-প্রাপ্ত নহ; কাষ্ঠ, কুড্য[৩] ও পাষাণের ন্যায়

১। পদ্মপত্র তুল্য প্রশস্তনেত্রা। ২। অট্টালিকা।

১। নীলমেঘতুল্য কান্তি। ২। চিহ্নিত। ৩। দেওয়াল।

নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমাকে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার মন নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি শরীরস্থিত পঞ্চবায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও মন বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ-সমুদয় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার রোম-সকল কম্পিত হইতেছে না; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নির্ব্বাত-প্রদেশস্থিত¹ দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমার এরূপ অবস্থার কারণ কি? যদি উহা শ্রবণ করিতে আমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন কর। হে কৃষ্ণ। তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সংহর্ত্তা, তুমিই ক্ষয়, তুমিই অক্ষয়। তোমার আদি বা অন্ত নাই। অতএব তুমিই আদিপুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণত হইয়া ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।"

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভীষ্মের শরণাগতি প্রকাশ

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! কুরু-পিতামহ ভীষ্ম নির্ব্বাণোন্মুখ² হুতাশনের ন্যায় শর-শয্যায় শয়ন করিয়া আমাকে চিন্তা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্রও যাঁহার অশনিনিস্বন-সদৃশ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই, যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডল পরাজিত করিয়া স্বয়ংবরস্থল হইতে তিনটি কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, মহাবীর পরশুরাম ত্রয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, ভগবতী ভাগীরথী যাঁহাকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাঁহার উপদেষ্টা, যিনি পরশুরামের প্রিয়শিষ্য ও সমস্ত বিদ্যার আধার, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন সংযত করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর শান্তনু-তনয় স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্কশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভাবিহীন হইবে; অতএব আপনি সেই ভীষণপরাক্রম ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কৌরবধুরন্ধর ভীষ্ম পরলোক-গমন করিলে জ্ঞানসমুদয় এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে। এই নিমিত্তই আপনাদের তথায় গমন করিয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

কৃষ্ণসহ যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসাক্ষাৎকারোদ্যোগ

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, "জনার্দ্দন! তুমি ভীষ্মের যেরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের মুখে ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভবতার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিলোকের কর্ত্তা, অতএব তোমার বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবার নহে। যাহা হউক, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমা-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন কর। ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন; অতএব এ সময় অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আদিদেব ও ব্রহ্ম; অতএব তোমার দর্শনলাভ হইলে শান্তনুতনয় কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।"

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকিকে কহিলেন, "যুযুধান! অবিলম্বে আমার রথযোজনা করিতে আদেশ কর।" মহাত্মা সাত্যকি কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া দারুককে রথযোজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক সাত্যকির বাক্য শ্রবণমাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত-মণি-খচিত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, শৈব্য, সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমারুতগামী অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিতচক্রবিশিষ্ট

১। বায়ুহীন স্থানস্থিত। ২। নির্ব্বাপিতপ্রায়।

গরুড়ধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহাশয়! রথ প্রস্তুত হইয়াছে।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ভীষ্মের তনুত্যাগ বার্ত্তা—ঋষিগণ সমাগম

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া কিরূপে তনু ত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা ভীষ্মের কলেবর-পরিত্যাগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দিবাকরের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই মহাত্মা ভীষ্ম অবহিত হইয়া দেহত্যাগের অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিচিত কলেবর কিরণজালে পরিশোভিত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। বেদবিৎ ব্যাস, সুরর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত, মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুসংবর্ত্ত, পুলক, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, কাশ্যপ, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরমধার্ম্মিক সূত ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিগুণোপেত মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করাতে তিনি গ্রহগণসমাকীর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

শরশয্যা-শয়ান ভীষ্মের কৃষ্ণস্তব

অনন্তর মহাত্মা শান্তনুতনয় শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া অতি গম্ভীরস্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে পুরুষোত্তম! আমি তোমাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সবিস্তরে যে সমস্ত কথা কহিব, তদ্দ্বারা তুমি প্রীত ও প্রসন্ন হও। তুমি দোষহীন ও নির্দ্দোষতার আস্পদ, তুমি পরমহংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি তনুত্যাগ করিয়া যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্মস্বরূপ, দেবতা ও ঋষিগণ তোমাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। কেবল ভগবান্ ধাতাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। সূত্র-গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ সমস্ত বিশ্ব ও ভূত-সমুদয় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমাকে সহস্র-শিরাঃ, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রমুকুটসম্পন্ন নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র, মন্ত্রার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণবাক্য, নিষৎ[1], উপনিষৎ[2] ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সত্যস্বরূপ ও সত্যকর্ম্মা; তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত। তুমি ভক্ত-দিগের রক্ষিতা[3]। লোকে তোমার পরম গুহ্য দিব্য নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত নিত্য তপোনুষ্ঠান করিলে উহা কদাচ ক্ষয় হয় না। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণিকাষ্ঠ[4] যেমন বহ্নিরক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ভূতলস্থ বেদের রক্ষাবিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণপুরুষ, যুগপ্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয়কালে সঙ্কর্ষণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি পরমারাধ্য, অতএব আমি তোমার উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও বহু অংশে প্রাদুর্ভূত

১। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদবাক্য। ২। জ্ঞানাত্মক বেদবাক্য। ৩। রক্ষাকর্ত্তা। ৪। যে কাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি বহির্গত হয়—[illegible] প্রভৃতি।

হইয়াছ তুমি সর্ব্বাভিলাষসম্পাদক; তোমারই একান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান লোকেরা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন তুমি জগতের ভাণ্ডারস্বরূপ। জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীরমধ্যে হংস ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের ন্যায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষর, ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ প্রযতমনে প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দুঃখনাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তুমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের অধিপতি। তুমি পরমপদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। যিনি শুক্লপক্ষে দেবগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী, তোমাকে নমস্কার যিনি নিবিড়তর[1] অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাঁহাকে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না, সেই জ্ঞেয়াত্মাকে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদে যাঁহাকে বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অগ্নিসন্নিধানে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বেদস্বরূপকে নমস্কার। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবিঃ ও সপ্ততন্তু বলিয়া অভিহিত হয়েন, সেই যজ্ঞস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হইয়া থাকেন, সেই হোমস্বরূপকে নমস্কার। যে বেদপুরুষের নাম যজুঃ, ছন্দঃসকল যাঁহার গাত্র, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথন্তর[2] যাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই স্তোত্রস্বরূপকে নমস্কার যিনি সহস্রবৎসরসাধ্য যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই হিরণ্ময়পক্ষসম্পন্ন হংসস্বরূপকে নমস্কার। সুপ তিঙন্ত[3] পদ[4]-সমুদয় যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি[5] যাঁহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর বাক্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞাঙ্গভূত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক অনন্তের সহস্র-ফণা-বিরচিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত-ইন্দ্রিয়বর্গ, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুগণের যোগধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমুদয় কামময়, যিনি সকল প্রাণীকে কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ[1] পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্যস্বরূপ, যিনি ষোড়শগুণে[2] পরিবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন, সাংখ্যে যাঁহাকে সপ্তদশ বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই সাংখ্যাত্মাকে নমস্কার। শান্তপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়দমনশীল মনুষ্যেরা নিদ্রা ও শ্বাসপ্রশ্বাস পরাজয়পূর্ব্বক যোগে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। শান্তপ্রকৃতি মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীরা পাপপুণ্য ক্ষয় হইলে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগসহস্রের পর প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভূতের বিনাশসাধন করেন, সেই ঘোরস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত ভূত বিনষ্ট ও সমুদয় জগৎ একার্ণবময়[3] করিয়া একাকী বালকবেশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মায়াস্বরূপকে নমস্কার। যিনি স্বয়ম্ভুর[4] নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাতে সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মস্বরূপকে নমস্কার। যে সহস্রমস্তকসম্পন্ন নিরুপম পুরুষ এককালে সমুদয় কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলদজাল, অঙ্গসন্ধিতে[5] নদী এবং জঠর[6]মধ্যে চারি সমুদ্র বিরাজমান রহিয়াছে, সেই জলস্বরূপকে নমস্কার।

১। গভীর ঘন। ২। সামবেদের গান বিশেষ। ৩। ... ৪। প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধ্য সংস্কৃত শব্দ। ৫। দুই বা ততোধিক পদের একত্র মিলন।

১। প্রকৃতির অধীশ্বর। ২। চক্ষুঃ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত। ৩। জলময় — একমাত্র সমুদ্রে পরিণত। ৪। ব্রহ্মার। ৫। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সংযোগস্থলে। ৬। উদর।

যাঁহা হইতে সমুদয় পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাঁহাতে সমুদয় লীন হয়, সেই কারণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাত্রিতে শয়ান এবং দিবাভাগে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদয় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত কার্য্যে অবিচলিত ও ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কার্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মাচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন, সেই ক্রূরতাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বায়ু[1]রূপে শরীরমধ্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণকে সচেষ্ট করিতেছেন, সেই পবনস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরব্যাপী যোগে আসক্ত হয়েন, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই কালস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্ববর্ণস্বরূপকে নমস্কার। অগ্নি যাঁহার আস্যদেশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশমণ্ডল নাভি, ভূমণ্ডল চরণদ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু ও দিঙ্মণ্ডল[2] যাঁহার কর্ণ, সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি এই বিশ্বসংসারের আদি কারণ এবং যাঁহার আদি কেহই নাই, সেই বিশ্বস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাগদ্বেষাদি দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষিতাকে নমস্কার। যিনি অন্ন, পানও ইন্ধন[3]রূপী, যিনি লোকের বল ও জীবনের বর্দ্ধনকর্ত্তা এবং যিনি এই প্রাণিগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই প্রাণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ[4] অন্ন[5] ভোজন এবং প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি পিঙ্গলনেত্র, পিঙ্গলকেশর নরসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক নখ ও দশন দ্বারা দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন, সেই দৃপ্ত[6]স্বরূপকে নমস্কার। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণ যাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ, সেই সূক্ষ্মস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রসাতলগত হইয়া অনন্তরূপে জগৎসংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি এই সংসার-পরিরক্ষণার্থ প্রাণিগণকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন, সেই মোহস্বরূপকে নমস্কার। যিনি আত্মজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞানপ্রভাবেই অবগত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার দেহ অপ্রমেয় এবং যাঁহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞাননেত্রসম্পন্ন দিব্যস্বরূপকে নমস্কার। যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মস্বরূপকে[1] নমস্কার। যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মদিগ্ধ[2], যিনি নিরন্তর ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর ত্রিলোচন, ঊর্দ্ধলিঙ্গ ও রুদ্রস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, হস্তে শূল ও পিনাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী[3] উগ্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহপরিশূন্য, সেই শান্তস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব লীন রহিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ইহা সম্ভূত হইয়াছে, সেই সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপকে নমস্কার। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পঞ্চভূতকে অতিক্রমপূর্ব্বক নিত্য নির্ম্মুক্ত হইয়াছ, তুমি ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমি ধর্ম্মময় এবং প্রাণিগণের সৃষ্টি-সংহারকর্ত্তা। আমি ভূতাদি[4] কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ ও পদযুগল দ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ। দিক্‌সকল তোমার বাহু, সূর্য্য তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বলস্বরূপ। তুমি বায়ুর সপ্ত মার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ। তুমি অতসীপুষ্প-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবস্ত্রধারী। তোমাকে যে নমস্কার করে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

কৃষ্ণকে একটিমাত্র প্রণাম করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণকে প্রণাম করে,

১। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। ২। সমস্ত দিক। ৩। কাষ্ঠ। ৪—৫। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়। ৬। ক্রুদ্ধ।

১। ব্রহ্মাকে। ২। ছাই-মাখা। ৩। সাপের পৈতা-পরা। ৪। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।

তাহাকে আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা কৃষ্ণব্রতপরায়ণ এবং যাহারা রাত্রিকালেও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা বহ্নিমধ্যে মন্ত্রপূত ঘৃতের ন্যায় কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। হে কৃষ্ণ! তুমি নরকভয়নিবারক এবং সংসারসাগর পার হইবার নৌকাস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী; তোমাকে নমস্কার। 'হরি'—এই দুইটি অক্ষর জীবন-বনভ্রমণের পাথেয়, সংসারশৃঙ্খলচ্ছেদনের উপায় এবং শোক-দুঃখের অন্তকস্বরূপ। সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুময়; অতএব সেই বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পাপ-সকল বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ভক্তিসহকারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহার শুভানুধ্যান কর। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তিস্থান এবং স্বয়ম্ভু, এক্ষণে আমার এই বাক্যে প্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ, তপস্যা ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছ।"

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে তদ্‌গতচিত্তে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব যোগবলে ভীষ্মের ভক্তিভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকদর্শনজ্ঞান প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা বাষ্পগদগদকণ্ঠে পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব করিয়া বারংবার ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরমপুলকিত বাসুদেব সাত্যকির সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সহিত এবং ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক চক্রের ঘর্ঘর-ঘোষে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া ভীষ্মদর্শনার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ইঁহারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্ম-সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন গমনকালে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাত্মা ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ভীষ্মদর্শনপ্রসঙ্গে পরশুরাম-প্রভাব প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান বাসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজ-পরিশোভিত বায়ুবেগগামী নগরাকার রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মত্ত মাতঙ্গগণের পর্ব্বতাকার দেহ, নরকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ম্ম ও শস্ত্র এবং প্রভূত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর[1] উৎকৃষ্ট পানভূমির[2] ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভীষ্মদর্শনার্থী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সেই সমরাঙ্গন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবাহু বাসুদেব যুধিষ্ঠির-সমীপে পরশুরামের পরাক্রম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ঐ যে দূরপ্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ। ভগবান ভার্গব একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়গণের শোণিত দ্বারা ঐ পাঁচ হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ মহাত্মা কর্ম্মত্যাগী হইয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যদুনন্দন! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ ভার্গব একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের ঐ যুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিহত হওয়াতে ঐ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। তিনি একবার ক্ষত্রিয়গণকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে পুনরায় কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল? আর তিনি কি নিমিত্তই বা পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন? তুমি এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। আমরা তোমার নিকট হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।"

১। যমের। ২। পান-স্থান—যে স্থানে অনেকে মিলিত হইয়া পানীয় পান করে।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়নাশপ্রসঙ্গে পরশুরাম-জন্মবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবী যেরূপে নিঃক্ষত্রিয়া ও যেরূপে পুনরায় ক্ষত্রিয়-পরিপূর্ণা হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের নিকট ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, ঐ মহাবীর যেরূপে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপে রাজবংশে পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত ও নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবার মানসে কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হয়েন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটিকে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্রলাভের নিমিত্ত দুইটি পৃথক্ পৃথক্ চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার মাতাকে এই প্রথম চরুটি ভোজন করিতে কহিও এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরুটি ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীরপুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরুটি ভোজন করিলে এক শান্তস্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।' ভগবান ঋচীক ভার্য্যাকে এই কথা কহিয়া তপঃসাধনার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে মহারাজ গাধি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া ভগবান ঋচীকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতার দর্শনে নিতান্ত পুলকিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তখন গাধিমহিষী পরমাহ্লাদে সেই চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আপনার চরু কন্যাকে প্রদান ও কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। এইরূপে সত্যবতী ভ্রমক্রমে মাতার চরু ভোজন করাতে তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। মহাত্মা ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের ভীষণাকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার জননী তোমাকে তোমার চরু প্রদান না করিয়া তাঁহার চরু ভোজন করাইয়াছেন এবং স্বয়ং তোমার চরু ভক্ষণ করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুত্র অতি ক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চরুতে ক্ষাত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।'

ভগবান্ ঋচীক এই কথা কহিলে পতিপরায়ণা সত্যবতী কম্পান্বিতকলেবরে ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।' তখন ঋচীক কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি ত তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র হইবে মনে করিয়া চরু প্রস্তুত করি নাই; অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? তুমি কেবল চরুভোজন-দোষেই অতি ক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে।' সত্যবতী কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি ইচ্ছা করিলে পুত্রের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক শান্তপ্রকৃতি ধীর পুত্র প্রদান করুন।' ঋচীক কহিলেন, 'প্রিয়ে! মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নিস্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই। বিশেষতঃ তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ-উৎপত্তি হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি।' তখন সত্যবতী কহিলেন, 'নাথ! যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে।' মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহা হউক, তুমি যাহা

কহিলে, তাহার অন্যথা করিব না। তোমার মনোরথ সফল হউক।'

অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপোনুষ্ঠাননিরত শান্তস্বভাব জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। কুশিকনন্দন মহারাজ গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে তপোনুষ্ঠানপরায়ণ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিন পরে ঋচীকপুত্র মহাত্মা জমদগ্নির ঔরসে দীপ্ত পাবকতুল্য ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ মহাবীর গন্ধমাদন পর্ব্বতে দেবদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও জ্বলিতানলতুল্য অকুণ্ঠিতধার[১] পরশু[২] প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রতি বশিষ্ঠশাপ

ইত্যবসরে হৈহয়াধিপ মহাবল-পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ করিয়া স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হুতাশন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জ্জুনের[৩] নিকট দাহ্যবস্তু[৪] প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে বিবিধ গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার বাণাগ্রসম্ভূত হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া শৈল ও পাদপসমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগ বশতঃ মহর্ষি বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'হে দুরাত্মন্। তুমি জ্ঞাতসারে আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে, অতএব এই পাপে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সমুদয় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিবেন।' মহাত্মা অর্জ্জুন মহাবলপরাক্রান্ত, শান্তগুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগতপ্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; সুতরাং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াও তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ নিতান্ত গর্ব্বিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা সেই অভিশাপ-প্রভাবে মূঢ় হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়াতে পরশুরাম যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহস্র বাহু ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটি স্বীয় আশ্রমে প্রত্যানীত করিলেন।

পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ

কিয়দ্দিন পরে একদা মহাত্মা পরশুরাম সমিৎ-কুশাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে নির্ব্বোধ কার্ত্তবীর্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। পরশুরাম সমিৎকুশাদি আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃবধ-দর্শনে নিতান্ত কোপান্বিত হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কর্দ্দমময় হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বনপ্রস্থান করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ জামদগ্ন্য সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'রাম! রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন-নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নহেন? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পরিপূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।'

কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবসুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মহাবল-পরাক্রান্ত ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া

১। অমোঘ ধার—যে ধারের তীক্ষ্ণতা কখন লুপ্ত হয় না।
২। কুঠার। ৩। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের। ৪। দগ্ধ করার উপযুক্ত দ্রব্য।

তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অবিলম্বে সংহার করিয়া ফেলিলেন। কিয়দ্দিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জমদগ্নিতনয় উহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে পরম যত্নসহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাবীর জমদগ্নিনন্দন এইরূপে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের রক্ষাবিধানার্থ স্রুক্ ও প্রগ্রহ[১]সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিঙ্‌নির্দ্দেশপূর্ব্বক রামকে কহিলেন, 'হে মহাত্মন। এক্ষণে তুমি দক্ষিণসাগরের কূলে গমন কর। আজ হইতে সমুদয় পৃথিবী আমার উপকূলে[২] অধিকৃত হইল। অতএব আর ইহাতে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।' জমদগ্নিতনয় কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্পারক-নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জমদগ্নিতনয় সেই সমুদ্রদত্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহর্ষি কশ্যপও বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিলেন।

পরশুরাম-ভয়ে গোপনে ক্ষত্রিয়-শিশুরক্ষা

এইরূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য ও অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিল, বলবানেরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনে আর কাহারও অধিকার রহিল না। পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীকে ভীতমনে রসাতলে ধাবমান দেখিয়া উরু দ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর অবনী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষাবিধানার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমি হৈহয়-বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান-সমুদয় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমাকে রক্ষা করুন। কৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লূকদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর অনুকম্পাপরবশ হইয়া সৌদাস-পুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন, তিনি গোষ্ঠে বৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গো-সমুদয়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। উঁহার নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র দিবারথের পুত্র মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূত-সম্পদশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মহাসাগর মরুত্তবংশীয় দেবরাজ-সদৃশ বলবিক্রমসম্পন্ন বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়কুমারের রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার এক্ষণে স্থপতি[১] ও সুবর্ণকারজাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইঁহারা আমার রক্ষাভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া থাকিব। ইঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ আমারই নিমিত্ত রণস্থলে পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষতঃ অধার্ম্মিক রাজা আমাকে যে শাসন করিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে যাহাতে আমার রক্ষা হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।'

তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে আনয়নপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমাকে ইতিপূর্ব্বে যে পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুপ্রবীর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে দিবাকরের

১। যজ্ঞীয় স্রুক—ঋগ্‌বেদীয় হোমে কুশ স্রুক্ ধারণ করিতে হয়। ২। রাজ্য সম্পর্কে।

১। অট্টালিকাদির নির্ম্মাণকারী—রাজমিস্ত্রী।

জ্যাং দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্ম-সাক্ষাৎকার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসামান্য কার্য্য-শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "জনার্দ্দন! মহাত্মা পরশুরাম ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ মহাবীর রোষ-পরবশ হইয়া সমুদয় পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করেন; ক্ষত্রিয়গণ উঁহার ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গুল[1], ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয়পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। যখন একজন ব্রাহ্মণ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই এই মর্ত্ত্য-লোককে ধন্য ও মানবগণকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।"

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর শান্তনু-তনয় সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওঘবতী নদীর সমীপে ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক অচিরাৎ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

সনাতন ধর্ম্মকথনে কৃষ্ণের ভীষ্ম-অনুরোধ

অনন্তর মহামতি বাসুদেব প্রশান্ত[2]পাবক-সদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া দীনমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "শান্তনুতনয়! আপনার জ্ঞান-সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত? আপনার বুদ্ধি ত পর্য্যাকুল হয় নাই এবং শরাঘাতনিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। আপনার পিতা ধর্ম্মপরায়ণ রাজা শান্তনুর বরপ্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছামৃত্যুর কারণ নহি। একটি সূক্ষ্ম শল্য শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যার পর নাই ক্লেশ উপস্থিত হয়, কিন্তু আপনি শর-সমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শর দ্বারা শরীরভেদনিবন্ধন আপনার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহা হউক, আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু-বিষয় কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মময়। আপনি পূর্ব্বে যে বিশাল রাজ্যে সুস্থশরীরে সহস্র মহিলাগণে পরিবৃত থাকিয়াও অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন থাকিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক্ রহিয়াছে আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবল-পরাক্রান্ত আপনি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তপঃ-প্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। হে কুরু-পিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন, আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদয় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই আপনি বসুগণের শ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীর্য্য-প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে আপনার সদৃশ গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রাম-প্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণপ্রভাবে যে উত্তম লোকসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

১। কৃষ্ণমুখ বানর। ২। নির্বাণপ্রায়।

যাহা হউক, সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি উঁহার শোকাপনোদন করুন। চাতুর্বিদ্য[1], চাতুর্হোত্র[2] ও সাংখ্যযোগে যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় এবং চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম-সকল আপনার অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্করদিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম-লক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে কোন বিষয়বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জনকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়শোষক শোকাবেগ নিবারণ করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কৃষ্ণের ভীষ্মাভিনন্দন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্যশ্রবণে বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি জগতের সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা। কেহই তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্যনির্ম্মুক্ত ও মোক্ষস্বরূপ! তুমি একাকী ত্রিলোকমধ্যে ত্রিকাল বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে যে কথা কহিলে সেই বাক্যপ্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাবসমুদয় এবং তোমার অবিনশ্বর[3] রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল ও চরণযুগল দ্বারা বসুন্ধরা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক্‌সকল তোমার বাহু, সূর্য্য চক্ষু এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ; তোমার অতসীপুষ্পসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবস্ত্র-সমাবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। হে পুরুষোত্তম! আমি[1] তোমার[2] পরম[3] ভক্ত[4] এবং অভিলষিত গতি-লাভার্থে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর।"

তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আপনাকে স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিলস্বভাবসম্পন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্ত-প্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরম ভক্ত, অতি সরলস্বভাব, সতত তপোনিরত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য; এই নিমিত্ত আমার দর্শনলাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিত্ত যে সমুদয় শুভলোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে আপনি আর ষট্‌পঞ্চাশৎ[5] দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় শুভকর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন। প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ বসু প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অভীষ্ট লোক লাভ করিবেন। আপনার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এই নিমিত্তই আমরা সকলে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অতএব আপনি ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা কীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শোকাপনোদন করুন।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কৃষ্ণবরে ভীষ্মের দৈহিক অবসাদের অবসান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "লোকনাথ!

১। চারি বেদ। ২। চতুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞসাধক গ্রন্থ। ৩। অক্ষয়।

১—৪। আমি তোমাকে পরম ভক্তি করিয়া থাকি। ৫। ছাপ্পান্ন।

আজ তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আমি তোমার নিকট কি কীর্ত্তন করিব? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য। মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে তৎসমুদয়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবরাজ-সমীপে সমুদয় দেবলোকের কথা কহিতে পারে সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এক্ষণে শরাঘাতনিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত[1] হইয়া গিয়াছে। আমি বিষাগ্নিসদৃশ শরজালে নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তিবিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে কিরূপে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর। সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে অবসন্ন হয়েন। আমি কিরূপে উহা কীর্ত্তন করিব? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্‌সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি। অতএব তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সমুদয় শাস্ত্রের আকর, লোককর্ত্তা ও নিত্য পদার্থ। তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র লোক কিরূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবে? গুরু বিদ্যমান থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে?"

বাসুদেব কহিলেন, "গাঙ্গেয়[2]! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবীর ও কৌরবগণের ধুরন্ধর[3], সুতরাং আপনি এরূপ বিনীতবাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপনি শরনিপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমি প্রীত হইয়া আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাতনিবন্ধন গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার ক্লেশ থাকিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্ম্মল জলমধ্যে সমুদয় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্যচক্ষুপ্রভাবেই এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।"

হে মহারাজ! মধুসূদন এই কথা কহিলে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্ব্বকালসম্ভূত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল অপ্সরোগণ বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। কোন প্রকার অহিতসূচক দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইল না। সুগন্ধি শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, দিক্‌সমুদয় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী[1] সমুদয় কানন দগ্ধ করিয়াই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী[2] হইলেন তখন মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার মানসে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভগবান বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ[3] করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মানুরত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পূজিত হইয়া 'কল্য পুনরায় সকলে এই স্থানে মিলিত হইব' বলিয়া সত্বর স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন; মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণ সমভি-ব্যাহারে ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন। তখন কাঞ্চনকুবরযুক্ত ভূধরতুল্য রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান অশ্ব ও শর-শরাসনধারী পদাতিগণ মহাবেগে ধাবমান্ হইল। মহানদী নর্ম্মদা যেমন ঋক্ষবান্ গিরির অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিপুল সেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ নিশাকর সমুদিত হইয়া সেই সৈন্যগণকে পুলকিত ও মার্ত্তণ্ডের প্রখর করজালে শুষ্কপ্রায় ওষধি-সমুদয়কে পুনরায়

১। নিপ্রভ। ২। গঙ্গানন্দন। ৩। শ্রেষ্ঠ।

১। সূর্য্য। ২। অস্তগমনোন্মুখ। ৩। মন্ত্রণা—বিদায়প্রার্থনা।

…লসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ, পরিশ্রান্ত সিংহগণ যেমন গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সুরপুরতুল্য ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরাদির পুনরায় ভীষ্মসমীপে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভগবান বাসুদেব সুখে প্রসুপ্ত ও যামিনী অর্দ্ধ-প্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশপূর্ব্বক জ্ঞানসমুদয় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতিবাদকুশল মধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকেরা তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান ও পাণিস্বনিকগণ[১] করতালি দ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের অট্টহাস্যের[২] ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্তুতি-বাদ ও গীতবাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাসুদেব শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন। তৎপরে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্ম্মল আদর্শে[৩] আপনার প্রতিকৃতি[৪] দর্শন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, "যুযুধান! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আবাসে গমন করিয়া, তিনি ভীষ্ম দর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানিয়া আইস।" তখন মহাত্মা সাত্যকি বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বাসুদেব মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিবেন, তাঁহার রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি কেবল আপনারই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন।"

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে আমার রথ যোজন কর। আমাদের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার আবশ্যক নাই। অদ্য কেবল আমরা কয়েক জন মাত্র ভীষ্ম-দর্শনার্থ যাত্রা করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে কষ্ট প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোক-সমুদয় যেন তথায় গমন না করে। আজ অবধি মহাত্মা ভীষ্ম আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন; অতএব সামান্য লোকের সহিত তাঁহার নিকটে গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না।" মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপ আদেশ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে রথযোজন-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে রথারোহণপূর্ব্বক পঞ্চভূতের ন্যায় কৃষ্ণের আবাসে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশয়ন-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ-সমুদয় মহাবেগে ও মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে গমন করিতে লাগিল। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় দারুকের প্রযত্নে মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্র দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া, যে স্থানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া মহর্ষিগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নক্ষত্রপরিবৃত শশধরের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, বাসুদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নভোমণ্ডলপরিভ্রষ্ট সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া ভীতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১। করতল শব্দ দ্বারা তালদানকারিগণ। ২। উচ্চহাস্যের। ৩। আয়নায়। ৪। অবয়ব—দেহ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণের ভীষ্মসম্ভাষণ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, শরসমাচিতকলেবর, মহাবল পরাক্রান্ত, শান্তনুতনয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই বীরসমাগমস্থলে কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট ভূপাল সমুদয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুরন্ধর, শরশয্যায় শয়ান, ভরতপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপতিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষণপূর্ব্বক অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদর্শন-সম্পন্ন মহর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট নরপতিদিগকে কহিলেন, "মহামতি ভীষ্ম দিবাকরের ন্যায় অস্তগমনে উন্মুখ হইয়াছেন। এই মহাত্মা চারিবর্ণের বিবিধ ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন. অতএব ইনি কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ না করিতে করিতে তোমরা ইঁহাকে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহভঞ্জন কর।"

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভূপালগণ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মধুসূদন! তুমি ভিন্ন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আর কেহই নাই। অতএব তুমিই উঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর; আমাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ।"

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে রাজসত্তম! আপনি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন? আপনার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন ও আপনার জড়তা ত দূরীভূত হইয়াছে? আপনার শরীরের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা ত উপস্থিত হয় নাই?"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার বরপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি। বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যে স্থলে যাহা কীর্ত্তন করিতে হয়, আমি তৎসমুদয়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি, নির্ম্মল ও চিরস্থ হইয়াছে। আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমুদয় কীর্ত্তন করিতে পারিব; কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন কর।"

ভক্ত ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের গৌরবপ্রদর্শন

বাসুদেব কহিলেন, "কুরুপিতামহ! আপনি আমাকে কীর্ত্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন। আমা হইতেই হিতাহিত কার্য্যসমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রকে শীতাংশু[১] বলিলে যেমন কেহই বিস্ময়াবিষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমি যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। আমি তন্নিমিত্ত এক্ষণে আপনাকে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদয় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যত দিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, লোকে তত দিন পর্য্যন্ত আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাহা কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে পরলোকে সমুদয় পুণ্যের ফলভোগ করিবে। হে ভীষ্ম! এই সকল কারণ বশতঃই আমি আপনাকে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। আপনার যশঃ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। যশই লোকের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ। এক্ষণে যে সকল হতাবশিষ্ট নরপতি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দ্দিকে আসীন রহিয়াছেন, আপনি উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনাকে

১। হিমকিরণ।

সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত-শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন; অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কৃষ্ণবাক্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের অভয়বাণী

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে মহাবীর ভীষ্ম কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার প্রসাদে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা ও নির্ভীকতা যাঁহাতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; লোকে যাঁহাকে সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী, ক্ষমাবান্ ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া অবগত আছে এবং যিনি সদ্ব্যয়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ও শান্তস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন; সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন। তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইয়া সমুদয় ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব।"

তখন বাসুদেব কহিলেন, "কৌরবনাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমপূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য লোকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিশাপভয়ে ভীত হইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইতেছেন না।" ভীষ্ম কহিলেন, "বাসুদেব! ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে শত্রুসংহার করাও তদ্রূপ। যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপরায়ণ লুব্ধস্বভাব গুরুর এবং লোভপরতন্ত্র ধর্ম্মত্যাগী পামরগণের প্রাণ সংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীকে শোণিতরূপ জল, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাদপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।"

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে চরণ বন্দনা করিলেন; ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্মদেবও আনন্দিতমনে ধর্ম্মরাজের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্রব্ধচিত্তে আমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।"

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-প্রশ্নে ভীষ্মের রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বাসুদেবকে নমস্কার ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মবিৎ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, রাজাদিগের পক্ষে রাজধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঐ ধর্ম্মের ভার বহন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব আপনি সবিস্তর সেই রাজধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ ধর্ম্মই এই জীবলোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মার্থকামের সহিত উহার বিলক্ষণ সংস্রব আছে

এবং রশ্মি যেমন অশ্বকে এবং অঙ্কুশ যেমন কুঞ্জরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম সমুদয় লোককেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে লোক সকল কখনই সুশৃঙ্খল থাকে না। দিবাকর যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নরকভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমাকে সেই রাজধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। আপনা হইতেই আমাদিগের শাস্ত্র-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আর মহাত্মা বাসুদেবও আপনাকে বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।"

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা এবং অন্য যাহা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে, তৎসমুদয় শ্রবণ কর।

দেব-দ্বিজাদির গৌরবে রাজধর্ম্মের উৎকর্ষ

রাজার সর্ব্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত বিধানানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে রাজা ধর্ম্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরভাজন হইয়া থাকেন। পুরস্কার দ্বারা কার্য্যসাধন করিতে প্রযত্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌরুষবিরহিত দৈবকার্য্য ভূপালগণের কোন ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ; আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয় বলিয়া দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না, প্রত্যুত যাহাতে কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতিদিগের কার্য্য-সম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ব্যতিরেকে ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। সত্য মহর্ষিগণেরও পরম ধন। সত্য অপেক্ষা রাজার বিশ্বাসের কারণ আর কিছুই নাই। গুণবান, সচ্চরিত্র, অতিবদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্ম-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয়েন না। সমস্ত কার্য্যে সরলভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সত্যবাক্য প্রয়োগ করিবে। স্বচ্ছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রান্বেষণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। রাজা অতিশয় মৃদুস্বভাব হইলে লোকে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়, অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাব অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণের কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না। ব্রাহ্মণ এই জীবলোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে মনু যেরূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মনুর মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়-দিগের নমস্য; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার-পরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যেরূপ কহিয়াছেন, তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে রণস্থলে শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে স্বধর্ম্মানু-সারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; সুতরাং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্মদোষে দূষিত হইতে হয় না; কেন না, ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প[1]গমন, ভ্রূণহত্যা[2] অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত[3] করাই কর্ত্তব্য। কশাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে।

প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজনীয়তা

লোকসংগ্রহ অপেক্ষা রাজাদিগের পরম ধন আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা ছয় প্রকার দুর্গমধ্যে নরদুর্গকেই নিতান্ত দুস্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অতএব বিজ্ঞ লোকে সকলেরই প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল রাজা হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তি ক্ষমাশীল নরপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনতিমৃদু ও অনতিতেজস্বী হইয়া থাকাই বিধেয়। সতত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শস্ত্র দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত।

রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হয়েন এবং নিতান্ত বিদ্বেষী হইলে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করেন। গর্ভবতী স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়া গর্ভেরই হিতসাধন করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রজাদিগের হিতসাধন করাই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ-বলসমাযুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ, তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না, কোন কার্য্যসম্পাদনে আদেশ করিলে উহা যথার্থ করিতে হইবে কি না, মনে করিয়া সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জানিবার চেষ্টা করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করে, অনেক সময় স্বামীর প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ[1] গ্রহণ ও বঞ্চনার দ্বারা কার্য্যহানি করিতে ত্রুটি করে না; কৃত্রিম পত্র-প্রেরণ দ্বারা রাজাকে বিনষ্ট করে; অন্তঃপুররক্ষকগণের সমান বেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশে উৎসুক হয়। প্রভুর সমক্ষে বায়ুনিঃসারণ ও নিষ্ঠীবনে[2] লজ্জিত হয় না; সতত প্রভুর বাক্যের প্রত্যুত্তর করে এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া তাঁহার অশ্ব, হস্তী ও অভিমত রথারোহণে প্রবৃত্ত হয়; সুহৃদ্ব্যক্তির ন্যায় সভাস্থ হইয়া, 'মহারাজ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, ইহা তোমার অতি কুকর্ম্ম' বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে। স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া পরিহাস করে: আপনারা সম্মানিত হইয়াও আহ্লাদিত হয় না; সতত কেবল হাস্য-পরিহাস করিয়াই কালক্ষেপ করে; রাজার মন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্মসমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভয়ে অবজ্ঞা সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য বা স্নানীয় অনুলেপন আহরণ করিতে কহিলে নির্ভয়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগের কার্য্যের নিন্দা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতনলাভে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার রাজকর অপহরণ করে; সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোকসমাজে 'রাজা আমাদিগের বাধ্য' বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। নরপতি আমোদপরায়ণ ও মৃদুস্বভাব হইলে এইরূপ নানাপ্রকার দোষ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উদ্যমাদির উৎকর্ষ কীর্ত্তন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বদা উদ্যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উদ্যোগবিহীন রাজা কদাচ প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়া গিয়াছেন যে, সর্পগর্ত্তস্থ মূষিকদিগের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী[3] রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। শুক্রাচার্য্যের এই কথা তোমার

১। গুরুপত্নী। ২। গর্ভস্থ সন্তাননাশ। ৩। বহিষ্কৃত।

১। ঘুষ। ২। থুথু ফেলিতে। ৩। বিবাদ-পরাঙ্মুখ।

সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধার্হদিগের[1] সহিত বিরোধ করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল রাজ্যসম্পৎ্ময় এই সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহাকে বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মরুত্তরাজ বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, গর্ব্বিত ও কুমার্গগামী[2] হন, তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসীদিগের হিতকামনায় জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযূজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। মহর্ষি উদ্দালকও মহাতপাঃ প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুকে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকরঞ্জন, সত্যপ্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই নরপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পরধন হরণ না করা ও যথাসময়ে দেয় বস্তু দান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাক্রমশালী, সত্যবাদী, ক্ষমাবান্ রাজা কদাপি সৎপথ হইতে বিচলিত হয়েন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্ব্বর্গে অনুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজারক্ষাতে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা ভূপতিদিগের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মান রক্ষা করা রাজার নিতান্ত উচিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয়গণকেও বিশ্বাস করা নরপতিদিগের কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা বুদ্ধি দ্বারা সতত নীতির গুণদোষ নির্ণয় করিবেন। যে রাজা ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ হইয়া শত্রুরাজ্যের ছিদ্রান্বেষণ ও উৎকোচাদি[3] দ্বারা বিপক্ষপক্ষীদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। যম ও বৈশ্রবণের[4] ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সঞ্জাত গুণ-দোষের নির্ণয়, অনাথদিগের প্রতিপালন, প্রসন্নবদনে হাস্যমুখে বাক্যপ্রয়োগ, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভপরাজয়, দুশ্চরিত্রদিগের দণ্ডবিধান, সৎপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয়-পরাজয় এবং উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সচ্চরিত্র ভূপতিদিগের সমুচিত নহে। তাঁহারা অসৎলোকদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সাধুদিগকে বিতরণ করিবেন। যাঁহারা সৎকুলসম্ভূত, দুর্দ্ধর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী[1], মানী, বিদ্যাবিশারদ[2], লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধু ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাঁহারা পরকালের ভয় করেন ও কদাচ অন্যের অপমান করেন না, বুদ্ধিমান ভূপতি তাঁহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র[3] ও আজ্ঞা[4] ব্যতীত আর সকল বস্তুতেই আপনার ন্যায় তাঁহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐরূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাকে কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যে রাজা অতিশয় সন্দিগ্ধ, লোকের সর্ব্বস্বাপহারী, লুব্ধপ্রকৃতি ও কুটিলস্বভাব, তাহার স্বজনবর্গও তাঁহাকে অচিরাৎ বিনাশ করে; আর যে রাজা বিশুদ্ধসত্ত্ব, পরচিত্তগ্রহণে[5] সুপটু, তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হয়েন না এবং একবার হীনদশাগ্রস্ত হইলেও পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা শান্তস্বভাব, ব্যসনশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে অল্প দণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হয়েন। যে রাজা প্রাজ্ঞ, বদান্য, পরচ্ছিদ্রান্বেষণতৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধহীন, সতত সুপ্রসন্ন, ক্রিয়াবান্ ও নিরহঙ্কার, যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকে, আপনার শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে আদর প্রদর্শন করে, ভূপতির প্রযত্নে সুখপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই একান্ত বশীভূত হয়, পরপরাভবের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দানবিষয়ে সতত প্রবৃত্ত থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা। যাঁহার অধিকারে কপট

১ বিবাদের যোগ্য ব্যক্তিগণের। ২। কুপথগামী। ৩। ঘুষ। ৪। কুবেরের।

১ সাধুশীলদিগের সংসর্গকারী। ২। বিদ্যাপারগ। ৩ রাজছত্র। ৪। বিচার-নিষ্পত্তির হুকুম। ৫। পরের মনোভাব বুঝিতে।

মায়া ও মাৎসর্য্যের প্রাদুর্ভাব নাই, সেই রাজাই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা পণ্ডিতগণের আদর করেন, যিনি অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হয়েন, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ও ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাঁহার চর, মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্যসমুদয় বিপক্ষগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্যলাভের উপযুক্ত। রামচরিতমধ্যে মহাত্মা ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎপরে দারপরিগ্রহ ও ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ, রাজা না থাকিলে ভার্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন। যাঁহারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, লোকরক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ভূপালকৃত রক্ষাই লোক-সকলকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্মকীর্ত্তনকালে কহিয়া গিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ঋত্বিক, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক[১] গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণব[২]মধ্যে ভগ্ন নৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।"

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

প্রজারক্ষার প্রশংসা—রক্ষার উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! রক্ষাই রাজধর্ম্মের সারাংশ। ভগবান বৃহস্পতি রক্ষার ন্যায় অন্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন নাই। রাজধর্ম্মপ্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপাঃ শুক্রাচার্য্য, সহস্রলোচন ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনি সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষাধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুপ্তচর ও ভৃত্যবর্গকে বিরক্ত না করিয়া যথাকালে বেতন দান, অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্তি অনুসারে প্রজাগণের করগ্রহণ, সাধু ব্যক্তিদিগের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈপুণ্য-প্রকাশ, সত্য-ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক, শত্রুপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার, সময়ানুসারে দ্বিবিধ দণ্ডপ্রয়োগ, সাধু ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শস্যাদি সংগ্রহ, সতত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাস, নিয়ত সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন, প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্য্যসাধনে তৎপরতা, কোষপরিবর্দ্ধন[১], নগররক্ষা, পরপক্ষ কর্ত্তৃক ভেদের আশঙ্কা, শত্রুমধ্যস্থিত প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণ, ভৃত্যগণের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ, পৌরপুররক্ষা শত্রুকে আশ্বাস-প্রদান, নিয়ত নীতিধর্ম্মের অনুসরণ, সতত উদ্যোগ ও অসৎলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা এবং শত্রুগণের উপেক্ষা প্রদান না করাই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায়।

পুরুষকারের উপকারিতা

অতঃপর পুরুষকারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহস্পতি পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষকারপ্রভাবেই অমৃত লাভ, অসুর সংহার ও দেবলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করিয়াছেন। পুরুষকারসম্পন্ন বীরপুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতেরা উদ্যোগী ব্যক্তিকে প্রীতিবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উপাসনা করেন। যে রাজা পুরুষকারহীন, তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় শত্রুগণের পরাভবের আস্পদ হইয়া উঠেন। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও সমুদয় দগ্ধ এবং বিষ অণুমাত্র হইলেও লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। শত্রু একাঙ্গমাত্র[২] সেনা-সমভিব্যাহারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন ভূপালের দেশ উৎসন্ন করিতে পারে। রাজার গোপনীয় বাক্য, লোকসংগ্রহের বিষয়, জয়াদিলাভার্থে হৃদয়স্থ কুটিলভাব এবং হীনকার্য্য-সমুদয় সরলতা সহকারে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। লোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। একান্ত ক্রূর এবং নিতান্ত মৃদুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যভার বহন করিতে কদাচ সমর্থ হয়েন না। অতএব ক্রূরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত

১। গ্রামভ্রমণে উৎসাহী। ২। সমুদ্র।

১। বৃদ্ধি ২। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গের মধ্যে যে কোন এক অঙ্গ।

যদি রাজার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্মস্বরূপ। হে ধর্মরাজ! আমি এক্ষণে ভূপালগণের যে সমুদয় গুণ কীর্তন করিলাম, ঐরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের কর্তব্য। তুমি আমার মুখে রাজধর্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অবিলম্বে তাহার উল্লেখ কর।"

মহাত্মা শান্তনুতনয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্মা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার নিকট রাজধর্ম্ম-শ্রবণে যার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ও দীনভাবে ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "পিতামহ! এক্ষণে দিবাকর পার্থিব[1] রস[2] আকর্ষণপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব কল্য আপনাকে সংশয়-সমুদয় জিজ্ঞাসা করিব।" অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রফুল্লমনে রথারূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ স্রোতস্বতী দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

'রাজা' পদের উৎপত্তি-নিদান—সার্থকতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণিককৃত্য[3] সমাধান করিয়া নগরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং অচিরাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিষ্পাপ ভীষ্মদেবকে রাত্রির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণ-বন্দনপূর্ব্বক আনন্দিতমনে শান্তনুতনয়ের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজাঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "পিতামহ! 'রাজা' এই শব্দটি কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ, প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কিরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদয় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন ও তাঁহার বিপদে সকলেই বিপদ্গ্রস্ত হয়, আমি এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছু দিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! লোভমোহাদি নীচবৃত্তি-সমুদয় নরলোকস্থ সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা ঊর্দ্ধবর্ষী[1] বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী[2] বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম;

১—২। পৃথিবীর—মৃত্তিকার রস। ৩। প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি।

১। দেবগণ উদ্দেশে ভূতল হইতে আকাশপথে হোমাহুতি প্রেরণকারী। ২। আকাশ হইতে ভূতলে হোমফলস্বরূপ বৃষ্টিবর্ষণকারী।

কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।'

তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরাৎ উহার উপায় চিন্তা করিতেছি।' প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম[১], অর্থ[২], কাম[৩], মোক্ষ[৪] এবং মোক্ষের সত্ত্ব[৫], রজঃ[৬] ও তমঃ[৭] নামে বর্গ; বৃদ্ধি[৮], ক্ষয়[৯] ও সমানত্ব[১০] নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ; চিত্ত[১১], দেশ[১২], কাল[১৩], উপায়[১৪], কার্য্য[১৫] ও সাহায্যাখ্য[১৬] নীতিজ ষড়্‌বর্গ; কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষিবাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্যরক্ষার্থ নিযুক্ত চর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সমগ্র গুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথসজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসনমোচন[১], সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান[২], খাত-খনন[৩], পতাকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চৌর, উগ্রস্বভাব, অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা, বিষপ্রযোক্তা, প্রতিরূপকারী[৪] প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রতন্ত্রাদি-প্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্মব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহণ, অভৃত[৫] ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসনবিনাশের নিমিত্ত অর্থদান; মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী-সম্ভোগ, এই চারিপ্রকার কামজ আর বাক্‌পারুষ্য[৬], উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য[৭], নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ, এই ছয় প্রকার ক্রোধজ সমুদয়ে দশ প্রকার ব্যসন, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন[৮], অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানাপ্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ, ভেরী, দ্রব্যোপার্জ্জন, ছয় প্রকার[৯] দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান[১০], মাঙ্গল্যবস্তুর স্পর্শ, শরীর-সংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অভ্যুদয়লাভ, সত্য, মধুরবাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদিস্থানের[১১] প্রত্যক্ষ[১২] ও পরোক্ষ[১৩] ব্যবহারের[১৪] অনুসন্ধান[১৫], ব্রাহ্মণের

১—৭। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিস্তাররূপে বর্ণনপূর্ব্বক উহাকে ত্রিবর্গ নামে অভিহিত করিলেন। ঐ ত্রিবর্গের বিপরীত ফলদায়ক পৃথক্‌গুণবিশিষ্ট চতুর্থ মোক্ষ নামক আর এক বর্গ উহার সহিত মিলিত করিলেন। এই মোক্ষেরই সকাম কর্ম্মভেদে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো রূপ ত্রিবর্গ এবং নিষ্কামভেদে অতিরিক্ত মোক্ষবর্গ নির্দ্দিষ্ট হইল। ৮—১০। তাপসগণের বৃদ্ধি, তস্করগণের ক্ষয় এবং বণিক্‌গণের সাম্য। ১১—১৬। ক্ষুভিত চিত্ত প্রসন্ন করা, কুদেশকে সুদেশে পরিণত করা, পাপময় কালকে পুণ্যময় করা, জীবিকার উপায়, [illegible] উপায় ব্রাহ্মণাদির ও সাহায্য ব্যবস্থা।

১। শত্রুকৃত বিপদ হইতে সৈন্যগণের মুক্তি। ২। সেনা-পরিচয়। ৩। পরিখা-খনন—বর্ত্তমান য়ুরোপ-যুদ্ধের ট্রেঞ্চ। ৪। কৃত্রিম চিত্রাদি প্রদর্শনে কার্য্যোদ্ধারকারী। ৫। জীবিকাহীন। ৬। বাক্যে নিষ্ঠুরতা। ৭। দণ্ডদানে নিষ্ঠুরতা। ৮। সীমাবৃক্ষের কর্ত্তন। ৯। মণি, পশু, ভূমি, দুর্গাদি, দাসদাসী, সুবর্ণ। ১০। অভিজ্ঞতা। ১১—১৫ উঠান প্রভৃতি স্থানে জড় হইয়া কে কিরূপ রাজনীতির আলোচনা করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য।

অদণ্ডনীয়তা, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডলবিষয়ক চিন্তা[১], দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতীকার[২], দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকানিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক-সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কালভেদে নীতিশাস্ত্রের সংহিতা প্রণয়ন

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, 'সুরগণ! আমি ত্রিবর্গসংস্থাপন ও লোকের উপকারসাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থফললাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল। এই নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।'

হে মহারাজ! মহাত্মা কমলযোনি ঐরূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিলে বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশ সহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তনপূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন।

১। জয়শীল প্রতিপক্ষের প্রতিকূলে চতুর্দ্দিকে নিযোক্তব্য—প্রত্যেক দিকে ৩টি করিয়া কপট শত্রু, কপট মিত্র ও কপট উদাসীন। ২। শৌচ, তৈলাদি মাখা ও স্নানাদি ১২ রকমের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।

বেণরাজের জন্ম—বেণ হইতে পৃথুর উৎপত্তি

পরিশেষে যোগাচার্য্য ভগবান শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মারা এইরূপে মর্ত্ত্যদিগের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া লোকানুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে দেবগণ ভগবান্ নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মনুষ্যদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে?' তখন ভগবান্ বিষ্ণু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামে এক বিষয়বাসনাপরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের কর্দ্দম নামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে। প্রজাপতি কর্দ্দম অনঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর, সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন, তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছিলেন। উঁহার ঔরসে মৃত্যুর সুনীথানাম্নী মানসী কন্যার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধনানন্তর রাজ্যলাভ করিয়া যার পর নাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধদ্বেষ পরিপূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ ঊরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তাম্রলোচন ও দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ উহাকে 'এই স্থানে নিষণ্ণ হও' বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত, শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণহস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গ কবচধারী, শর-শরাসন-সম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গবেত্তা, দণ্ডনীতিকুশল, ধনুর্ব্বেদবিশারদ, ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। উঁহার নাম পৃথু। পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, 'হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি

সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধিপ্রভাবে এক্ষণে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমাকে উহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনারা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি অশঙ্কিতমনে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদ দূরে পরিহার, কেহ ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থ বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং অশঙ্কিতচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না এবং লোকসঙ্করতা নিবারণের সম্যক্ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও, আর স্বেচ্ছানুসারে কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।'

পৃথুর রাজ্যাভিষেক—পৃথিবীপালন

বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ সততই আমার নমস্য হউন।' তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই তোমার নমস্য হইবেন।' অনন্তর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বালখিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী এবং মহর্ষিগণ তাঁহার জ্যোতিষিক[১] হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা পৃথুকে অষ্টম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ সময় সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্তুতিপাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে স্তুতিপাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তখন মহারাজ পৃথু প্রীতমনে সূতকে অনূপ দেশ ও মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে মন্বন্তরপ্রভাবে পৃথিবী অতিশয় উন্নতানত হইয়াছিল, মহাত্মা পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা শিলাজাল উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করিলেন। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভিলাষে যে সমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ ধন-রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাসাগর, হিমাচল ও ত্রিদশরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় ধন, সুমেরু পর্ব্বত রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষরাক্ষসগণের অধিপতি কুবের তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করিবামাত্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তাঁহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাঁহার শাসনপ্রভাবে তস্কর ও সরীসৃপগণ হইতে লোকের কিছুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের সলিলরাশি স্তব্ধ হইয়া থাকিত, পর্ব্বত-সমুদয় তাঁহাকে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহারার্থে পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপাদন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোকসকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালীক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এইরূপে এই বহুলোকপূর্ণা পৃথিবী পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু 'তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না' বলিয়া স্বয়ং পৃথুকে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু তপঃপ্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের যাবতীয় লোক তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। হে মহারাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্যপালন করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। নরপতি স্থিরচিত্ত হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই শুভফল লাভ করিতে পারেন। দৈবগুণপ্রভাবেই প্রজারা রাজার বশীভূত হয়। পৃথুর রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হয়েন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডনীতিবিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে

১। জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থাপক।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই ভূপতিগণ বুদ্ধিমান্ ও মাহাত্ম্যবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিকে রাজ্য প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়। রাজার পূর্ব্বকৃত সুকৃতনিবন্ধনই অন্যান্য মানবগণ তাঁহার তুল্য হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রসন্ন-বদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান্, ধনশালী ও রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাহার বশবর্ত্তী, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণশাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র-সমুদয়, চারি আশ্রম, চারি হোম, চারি বর্ণ, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শৌচ, পুরুষকার, সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয়-সমুদয় কীর্ত্তিত হইয়াছে ঐ গ্রন্থের অনুসারেই বুধগণ নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রাজার বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

চারিবর্ণের সাধারণ-অসাধারণ ধর্ম্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কি? রাজধর্ম্ম কি? কোন্ বর্ণের লোক কোন্ আশ্রম গ্রহণে অধিকারী? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়? কিরূপে কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋত্বিক্[1], পুরোহিত[2] ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য? বিপদ্ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক? তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মনন্দন! আমি ধর্ম্ম, কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত ধর্ম্ম সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধ-পরিত্যাগ, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্তস্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ধন-বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হয়েন।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাচ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল নরপতি যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী হয়েন, তাঁহারাই লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষতশরীরে সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই রাজাদিগের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য! রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করেন। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

১। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকারী। ২। বিশেষ বিশেষ যাগ অধিকারী।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্য ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্যরক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে সন্দেহ নাই। বৈশ্যের কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটির দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সংবৎসরে একটি গোমিথুন[১], অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য; আর বৈশ্য পশুপালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

অতঃপর শূদ্রের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়; অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ; কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। এক্ষণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন[২], শয়ন[৩], আসন, উপানৎযুগল[৪], চামর ও বস্ত্র-দুকূল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সমুদায় দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। ধার্ম্মিকেরা কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাঁহাকে উহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে, তাহার পিণ্ড[১]দান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপৎকালে প্রভুকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণা-তিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যে সমস্ত যজ্ঞ কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই সমুদয় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাকার ও বষট্কার মন্ত্রে উহার অধিকার নাই। অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্বদেব ও গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র[২] এইরূপ কিংবদন্তী আছে, পৈজবন নামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐন্দ্রাগ্নিবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল।

সমুদয় যজ্ঞমধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতাস্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পরম দেবতাস্বরূপ। তাঁহারা বিবিধ মনোরথ সফল করিবার মানসে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলেরই পূজ্য। আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন, তিনি ব্রহ্মার উপদ্রবস্বরূপ। মানস-যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই উহার অংশ গ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাকেন; অতএব চারি বর্ণমধ্যে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অতি কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়েরই যজ্ঞসাধন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্যসংসর্গী হইলেও তাঁহার বর্ণত্রয়ের যজ্ঞ-সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেবস্বরূপ। আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের

১। একটি বৃষ ও একটি গাভী। ২। পাগড়ি। ৩। শয্যা। [illegible]

১। অন্ন। ২। ২১২ মুষ্টি—প্রায় সাড়ে তের সের চাউলের ভোজ্য।

জাতিস্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মহর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষ হইলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন। শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ। যজ্ঞ নানাপ্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে তৎসমুদয় বিদিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষিগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহার স্থির-সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল বর্ণই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিলোকমধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব অসূয়াশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে সাধ্যানুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্মনির্দ্দেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর চারি আশ্রম ও তৎসমুদয়ের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ, অগ্ন্যাধানাদি[১] কার্য্য-সমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল স্ত্রী-সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক[২] শাস্ত্র-সমুদয় অধ্যয়নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন দ্বিজত্বলাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে সমর্থ হয়েন; অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য[১] সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে[২] ভৈক্ষ্যধর্ম্ম[৩] আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে[৪]। ঐ আশ্রমে তিনি সুখদুঃখরহিত, নিকেতন[৫]বিহীন, যদৃচ্ছালব্ধজীবী[৬], দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগকামনাশূন্য, নির্ব্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নীনিরত, অকুটিলহৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যবাদী, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া বেদাধ্যয়ন, পত্নীর ঋতুরক্ষা, সন্তানোৎপাদন, অপ্রমত্তচিত্তে হব্যকব্যসম্পাদন, দ্বিজগণকে অন্নদান, আশ্রমে ধনদান ও অন্যান্য বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। মহানুভব মহর্ষিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি-সৎকার, ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয়লোকে সুখভোগ করিতে পারে। মহর্ষিগণ কহেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্রকলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মণ এইরূপে যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালিত করিতে পারেন, তিনি স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ফলভোগে অধিকারী হয়েন এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যজাত অক্ষয় ও বশীভূত হয়। যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত, জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাত-নিরপেক্ষ হইয়া দেবগণের স্মরণ, মন্ত্রজপ, আচার্য্যের শুশ্রূষা, গুরুকে নমস্কার, বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্য সম্পাদন, সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সংসর্গ পরিহার করেন, তিনি যথার্থ ব্রহ্মচারী।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মাদৃশ জনগণের সুখাবহ, হিংসাদিবর্জ্জিত, সাধুসম্মত, মঙ্গলজনক ধর্ম্মসকল কীর্ত্তন করুন।"

১। অগ্নিস্থাপন। ২। উপনিষৎ।

১—৪। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য—যাঁহারা গৃহস্থ না হন, তাঁহারা মধ্যের দুইটি আশ্রম বাদ দিয়া একবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৫। বাসস্থানহীন। ৬। যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা প্রাণযাত্রানির্ব্বাহী।

ভীষ্ম কহিলেন, "রাজন্। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদিবর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল স্বর্গলাভজনক উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, সমুদয়ই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে ইহলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহাকে দাস, কুক্কুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে. যে ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যে[১] নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত ও অতি বদান্য হয়েন, তিনি অক্ষয় লোকলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ, সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধি[২], কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাভ্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে নিরত হয়। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর, কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিলেই উভয় লোকে সুখলাভ করিতে পারে।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ ধর্ম্ম

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্য্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অস্ত্রের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদগ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য[১] প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও দেবকার্য্যানুষ্ঠান-সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব সমুদয় আশ্রমেই উঁহাদের অধিকার আছে। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব. দয়াবান্, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কদাচ বিষ্ণুর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারিবর্ণের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রমধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

ক্ষত্রিয়ের আচরণীয় ধর্ম্ম

এক্ষণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সমুচিত আশ্রমধর্ম্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র আপনার শরীর সামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল তিন বর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিন বর্ণের সমতা-লাভ ও পুরাণশ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে, সে রাজার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সমুদয় আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে। অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্য ধর্ম্মগ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়াঃ[২] বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরসপান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদপাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণাদান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্বীয়

---

১ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তর্ক, সমাধি।
২। সুদ লওয়া।

১। কথা লাগান—কোটনামী। ২। প্রৌঢ়ত্বাদি অবস্থাপ্রাপ্ত।

পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমান্তর-গমনে অভিলাষ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। রাজা গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কাম্যধর্ম্ম; নিত্যধর্ম্ম নহে।

মানবমণ্ডলীমধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম[১] সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজধর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্মের সারভূত। রাজধর্ম্ম-প্রভাবেই সমুদয় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদয় ধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদয় রাজধর্ম্মেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে কেহই আর আপনার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা করে না।”

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ক্ষাত্রধর্ম্মপ্রসঙ্গে ইন্দ্র-মান্ধাতার উপাখ্যান

ভীষ্ম কহিলেন, “হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, লোকাচারপ্রথা ও কার্য্য সমুদয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব থাকাতেই প্রজাগণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে। আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও নানাবিধ। কতকগুলি লোক বিরুদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা সেই শাশ্বত ধর্ম্মের যথার্থ ধর্ম্মও বিপরীত করিয়া তুলেন, আর অনেকে ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সুখভূয়িষ্ঠ[২], কাপট্য-রহিত ও সমুদয় লোকের হিতকর। গৃহস্থ-ধর্ম্মের ন্যায় রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসাধনের মূল। আমি বলিয়াছি যে, বহুতর মহাবল-পরাক্রান্ত নরপতি রাজধর্ম্ম প্রধান কি আশ্রমধর্ম্ম প্রধান, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত ভূতপতি নারায়ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছেন।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে দানবগণের প্রাদুর্ভাব-নিবন্ধন সমুদয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা মান্ধাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত পরমপিতা নারায়ণের দর্শনমানসে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থলে মান্ধাতাকে দর্শন প্রদান করিলেন। মান্ধাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে অন্যান্য পার্থিবগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা মান্ধাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যেরূপ কথোপ-কথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ‘মহারাজ! তুমি কেন বৃথা সেই অপ্রমেয় অমিতপরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিবার অভিলাষ করিতেছ? আমি এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তুমি ভূলোকের অধিপতি, অতএব তোমার আর যে কোন অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর, আমি অবিলম্বে তাহা সফল করিব। তুমি শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল-পরাক্রান্ত, দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বিষ্ণুদর্শন ভিন্ন অভীষ্ট বরপ্রদানে প্রস্তুত আছি।’

মান্ধাতা কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, সেই আদিদেবের দর্শনলাভ ভিন্ন আমার অন্য কোন

১। মূলধর্ম্মের অঙ্গধর্ম্ম। ২। সুখবহুল।

অভিলাষই নাই। অতঃপর আমি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবিলম্বেই অরণ্যে প্রস্থান করিব। অরণ্যই সাধুজন-সেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষাত্রিয়ধর্ম্মানুসারে দিব্য লোক-সমুদয় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি। কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি।'

ইন্দ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন

ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অবলীলাক্রমে সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব[১] হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম নানাপ্রকার এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর[২]। যাহা হউক, সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের আয়ত্ত, এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে শত্রু নাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন যদি সেই অপ্রমেয় পুরুষ শত্রুবর্গকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রহ্মা, কি আদিধর্ম্ম, কি অন্যান্য ধর্ম্ম, কিছুই থাকিত না। যদি সেই দেবাদিদেব পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে বর্ণ চতুষ্টয় ও চারি আশ্রম-ধর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্ম-সমুদয় উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শাশ্বত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই তৎসমুদয় পুনরায় সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রতি যুগেই আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়। সমরমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান[৩], লোক-পালন, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ, এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-প্রভাবেই জনসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্য্যাদা-শূন্য, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরা রাজভয়ে অভিভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠানে বিরত হয় এবং সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজার শাসনপ্রভাবেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। লোক-সকল ভূপালগণ কর্ত্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমুদয় সুশৃঙ্খল হইতে পারে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষায় সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা

ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! অসামান্য প্রভাব-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র উদারস্বভাব ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম্ম-প্রতিপালনে সমর্থ হয়েন। ঐ ধর্ম্ম অধার্ম্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে লোকক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরত্ব-সম্পাদন, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভিক্ষা-বৃত্তিতে অনাদরপ্রদর্শন, প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরম দয়ালু রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। ভূপতিগণ সমরক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হয়েন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশুশ্রূষা ও পরস্পরের বিনাশসাধন দ্বারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মলাভার্থী হইয়া গার্হস্থ্যা-শ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্য্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম-সংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং উৎকৃষ্ট উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক অতি যত্ন-সহকারে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট। যে স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানেরতুল্য হয়। উচ্ছৃঙ্খল, অর্থলুব্ধ ও পশুতুল্য মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-প্রভাবেই নীতিশিক্ষা করে। ব্রাহ্মণগণের যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যিনি উহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে শত্রুর ন্যায় শস্ত্র দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রমধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, অন্য জাতির উহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করেন, তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয়ের মধ্যে রাজধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।'

মান্ধাতা কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি আমা-দিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন,

১। বিষ্ণু। ২। নাশশীল। ৩। লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা।

শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্ধ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত বৈশ্য ও শূদ্রগণ কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, আর আমরাই বা সেই দস্যুগণকে কিরূপে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব উহা কীর্ত্তন করুন।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ। দস্যুগণ যাহাতে পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্মপ্রতিপালন, যথাসময়ে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান, কূপাদি-খনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয়[1] প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান, হিংসাক্রোধ-পরিত্যাগ, সত্যপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণ, দ্রোহ[2] পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতি-লাভের বাসনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বযজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের[3] উদ্দেশ্যে ধনদান করে, ভূপতির তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগেরও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।'

মান্ধাতা কহিলেন, 'দেবেন্দ্র। দস্যুগণ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে।' ইন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ। দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রাণিগণ রাজার দৌরাত্ম্য-নিবন্ধন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। সত্যযুগ অতীত হইলে অসংখ্য লোক ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষুক হইবে এবং কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মবাক্য-শ্রবণ পরিহারপূর্ব্বক কুপথে গমন করিবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতিপ্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকগুরু রাজার অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। দেবতারাও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অপমান করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদয় জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের উপর ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা বুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারেন; অতএব উঁহারা আমার মান্য ও পূজ্য'।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ। ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অপমান করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ব্যক্তি ক্ষাত্রধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহাকে পথিমধ্যস্থ অন্ধের ন্যায় অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও।"

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

প্রজাপালনে রাজার চতুরাশ্রম পালন-ফল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ। আপনি অগ্রে চারি আশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।" ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্ম-সমুদয় অবগত হইয়াছ, এক্ষণে রাজা যেরূপ আচার-নিষ্ঠ হইলে যে আশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মনুষ্যেরা চারি আশ্রম আশ্রয় করিয়া বিধিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক যে সমস্ত ফললাভ করে, রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ফললাভে সমর্থ হয়েন। যে মহীপাল স্বেচ্ছাচারশীল, বিদ্বেষবুদ্ধিহীন ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্যদ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজনীয় ব্যক্তির অর্চ্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন। যিনি জ্ঞানী, ত্যাগ-শীল, নিগ্রহানুগ্রহপরায়ণ[1], সদাচারসম্পন্ন ও ধীর-প্রকৃতি, তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন। যিনি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হয়েন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধার্ম্মিকদিগকে বারংবার সৎকার, আহ্নিককার্য্য[2], দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মানুষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন দ্বারা অতিথির সৎকারসাধন এবং লোকরক্ষার্থ ওষধি আহরণ করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফললাভ হয়। যে রাজা স্বরাষ্ট্র প্রতিপালন, সমস্ত প্রাণীর রক্ষাবিধান ও বিবিধ যজ্ঞা-নুষ্ঠান করেন, তাঁহার সন্ন্যাশ্রমের ফললাভ হয়।

১। শয্যা। ২। অন্যের পরপীড়ন। ৩। চরু পুরোডাশাদি দ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞ।

১। পালন-শাসনপটু। ২। প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি।

যিনি ধর্ম্মানুসারে আহ্নিক, জপ ও দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমের ফললাভ হয়।

যে রাজা ব্রাহ্মণরক্ষণনিরপেক্ষ হইয়া সতত বেদাধ্যয়ন, ক্ষমাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চ্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্রহ্মাশ্রমের ফললাভ হয়। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করেন, তাঁহার আরণ্যক[১] আশ্রমের ফললাভ হয়। যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ এবং অনুশংস ব্যবহার করেন, তাঁহার সকল পুণ্যের ফললাভ হয়। যে রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফললাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপ্তৃগণের[২] প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ-প্রদর্শনই গৃহস্থধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে রাজা সচ্চরিত্র অর্চ্চনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও আপনার আলয়ে আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফললাভ হয়। যে রাজা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থতঃ অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র আশ্রমের ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি গুণগ্রামবিহীন না হয়েন, তাঁহাকেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি সম্যক্‌রূপে স্থান, কুল ও বয়সের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সমস্ত আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত। রাজা দেশধর্ম্ম[৩] ও কুলধর্ম্ম[৪] প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাশ্রমের ফলভাগী হয়েন। যিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে যথাকালে ঐশ্বর্য্য ও উপহারপ্রদান এবং দয়াধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের সম্যক্ উপযুক্ত। প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, রাজা তাহার অংশভাগী হয়েন; আর তাহারা সুশৃঙ্খলে প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্মসঞ্চয় করে, তাহাতেও রাজাকে লিপ্ত হইতে হয়। যে সকল লোক ভূপতির সহায়, তাহারাও প্রজাবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে রাজা সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় জ্ঞান এবং ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয়েন। রাজধর্ম্মরূপ নৌকা ও ত্যাগরূপ বায়ু সত্ত্বরূপ কর্ণধার দ্বারা চালিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রজ্জু দ্বারা সংযত হইয়া ধার্ম্মিক রাজাকে উদ্ধার করে। যখন রাজা সমস্ত বিষয়বাসনাশূন্য হয়েন, তখন তিনি বুদ্ধিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সুপ্রসন্নমনে লোভাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রজাপালনে নিরত হও, তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়নরত সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা প্রজাপালনে নিরত হইলে তাহার শতগুণ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি ঐ সমুদয় পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাপ্রচলিত[১] নিত্যধর্ম্ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেই তোমার চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মলাভ হইবে।"

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

রাজার প্রয়োজনীয়তা—অরাজক রাজ্যের দোষ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বপ্রথমে রাজ্যমধ্যে রাজাকে অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরস্পর পরস্পরের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব উন্নতোন্মুখ[২] হইবার বাসনা করিলে নরপতিকে ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। অরাজক রাজ্যমধ্যে অগ্নি

১। বানপ্রস্থ। ২। পৌত্রদিগের। ৩। দেশাচার। ৪। কুলাচার—বংশপরম্পরা-প্রচলিত আচার।

১। পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত। ২। উন্নতির পথে অগ্রসর।

হবির্গ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি আগমনপূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক[1] সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, ঐ বলবান্ ব্যক্তি প্রজাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গলসম্পাদন করিতে পারেন। আর যদি প্রজারা উঁহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। অতএব সেরূপ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীকে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশভোগ করে, আর যাহাকে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করে না। যে স্বয়ং প্রণত[2] হয়, তাহাকে তাপিত এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহাকে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবান্ ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত। বলীয়ান্ ব্যক্তিকে প্রণাম করিলেই ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

মঙ্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক জনকে নরপতিপদে অভিষেক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধর্ম্ম উপভোগ করিতে পারে না। ঐ সময় পাপাত্মারা অন্যের ধন অপহরণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হয়, কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার ধন হরণ করে, তখন সে রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে; অতএব অরাজকতা পাপাত্মাদিগেরও সুখজনক নহে। ঐ সময় দুই জন পাপাত্মা একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সকল দৌরাত্ম্য-নিবারণের নিমিত্তই দেবতারা রাজ্যমধ্যে নরপতির আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীমধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন, তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য-সমুদয়কে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

১। অভ্যর্থনা করিয়া। ২। সম্যক্ প্রকারে নত।

অরাজক রাজ্যে ব্রহ্মার রাজনিয়োগ—মনুমন্বন্তর

পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে প্রজা সকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময় কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী[1] ও পরস্বাপহারক[2] হইবে, আমরা তাদৃশ লোক-সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিতান্ত অসুখিত[3]চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, 'ভগবন্! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি আমাদিগকে এক জন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।'

লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুকে তাহাদের প্রতিপালনে আদেশ করিলে মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, 'আমি পাপানুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন, বিশেষতঃ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যগণকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার।' তখন প্রজাগণ মনুকে কহিল, 'প্রভো! ভীত হইবেন না, পাপ আপনাকে স্পর্শ করিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনের[4] নিমিত্ত পশু ও সুবর্ণের পঞ্চাশদ্ভাগ[5] এবং ধান্যের দশমভাগ[6] প্রদান করিব। বিবাদ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্কপ্রসঙ্গ[7] উপস্থিত হইলে আপনি অতি মনোহররূপা কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণে প্রধান হইবে, তাহারা দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি মহাবল-পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় পরম সুখে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর

১। পরনারী-পীড়নকারী। ২। পরধনহারী। ৩। দুঃখিত। ৪। ধনবৃদ্ধির। ৫। পঞ্চাশ-ভাগের এক ভাগ। ৬। দশ-ভাগের এক ভাগ। ৭। [illegible]।

আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশভাগী হইবেন। অতএব মহারাজ! আপনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন; সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে প্রতাপিত করিয়া জয়লাভার্থ নির্গত হউন, আপনার প্রভাবে শত্রুগণের দর্প চূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

মনুর প্রজাপালনার্থ রাজত্বগ্রহণ

প্রজাগণ এই কথা কহিলে সেই সৎকুলোদ্ভব মহাতেজস্বী মনু অসংখ্য সৈন্যসমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে প্রজাপালনার্থ নির্গত হইলেন। প্রজাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ত্ব দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত হইল। এইরূপে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শান্তি-বিধানপূর্ব্বক প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযোজিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে ও শিষ্যগণ যেমন গুরুকে সর্ব্বদা প্রণাম করে, তদ্রূপ রাজাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে যে ব্যক্তি আত্মীয়জন কর্ত্তৃক সৎকৃত হয়, সে শত্রুপক্ষেরও সমাদরভাজন হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি আত্মীয়লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়, শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসে পরাভব[১] করিলে[২] প্রজারা[৩] সকলেই[৪] অসুখী[৫] হয়; অতএব নরপতিকে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদয় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাজা শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন, সর্ব্বদা সকলকে হাস্য-মুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাগণের রক্ষাবেক্ষণে যত্নবান্ হয়েন।"

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

রাজাভাবে বিপদ্—বসুমনা ও বৃহস্পতিসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহারাজ বসুমনা বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা এবং সুরগুরু উঁহাকে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সর্ব্বলোকহিতৈষী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কোশলরাজ বসুমনা যথোচিত বিনয় সহকারে কৃতপ্রজ্ঞ মহাত্মা বৃহস্পতিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! প্রাণিগণ কি কর্ম্ম করিলে বর্দ্ধিত আর কি নিমিত্তই বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রাজ্ঞলোকেরা কাহার পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভে সমর্থ হয়েন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ভগবান্ বৃহস্পতি অমিততেজাঃ কোশলরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজ-শাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়ম-হীন ও পরদারনিরত হইলে ভূপতি তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া তাহা-দিগের পাপমোচন করেন। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণিগণ যেমন বস্তু-দর্শনে অসমর্থ ও ঘোরান্ধ-কারে নিমগ্ন হয়, যেমন অল্পোদক[১] প্রদেশে মৎস্যগণ ও হিংস্রভয়বিহীন[২] স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসা-পরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে দুর্ব্বল পুরুষের গৃহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, কেহই আর পুত্রকলত্র ও ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না; সংসার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্যের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হইতে থাকে। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়।

১—৫। পরাভব করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ শত্রুগণ কর্ত্তৃক রাজার পরাভব সকলেরই অসুখকর।

১। অল্প জল। ২। সর্ব্বুক [illegible] শঙ্কাশূন্য।

অধমেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথি-গণকে কষ্ট প্রদান ও তাহাদিগের প্রাণ সংহার করে। ধনবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বধ ও বন্ধনজনিত বিষম ক্লেশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। অকালে সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমুদয় স্থানই দস্যুগণ পরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি-বাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বিত বিবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ[১] রেতোনিঃসারণে[২] পরাঙ্মুখ[৩], আভীরপল্লী[৪] উৎসন্ন[৫] ও দধিমন্থনকার্য্য[৬] বিলুপ্ত হয়; সমুদয় প্রাণী উদ্বিগ্নহৃদয়, বিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপী দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে বিধিপূর্ব্বক সম্পূর্ণ হয় না। ব্রতস্নাত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে বিরত হয়েন। লোকে বিবিধ প্রতিবন্ধক বশতঃ কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থচিত্তে কালযাপন করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের করস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদয় নিয়ম লঙ্ঘন করে। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব্বস্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।

নৃপতির ক্রূর-সৌম্যাদিমূর্ত্তির আবশ্যকতা

ভূপতি যথানিয়মে রাজ্যপালন করিলে প্রজাগণ গৃহদ্বার[৭] উদ্ঘাটনপূর্ব্বক[৮] অকুতোভয়ে[৯] শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রমণীগণ রক্ষক-বিহীন হইয়া অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাবিহীন হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনায়াসে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোক-সমুদয়ের জীবিকাভূত বার্ত্তা-শাস্ত্র[১০] ও লোকপালক বেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রসন্ন হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহারা বিনষ্ট হয়। অতএব ভূপতিকে অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়চিকীর্ষু[১] হইয়া সর্ব্বলোকহিতার্থ তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে পারেন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্টচিন্তা করে, তাহাকে নিঃসন্দেহ ইহলোকে কষ্ট-ভোগ ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। নরপতি নররূপধারী দেবতাস্বরূপ; অতএব উঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। রাজা সময়-ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে সন্নিহিত[২] মিথ্যাবাদীকে দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার হুতাশনমূর্ত্তি, যখন চর দ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গলবিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্কর-মূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র-পৌত্র ও বন্ধু-বান্ধবসমভিব্যাহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি, যখন সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যম-মূর্ত্তি এবং যখন ধন দ্বারা উপকারীদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারীদিগের ধন-রত্ন অপহরণ করেন, তখন তাঁহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্য কখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, রাজার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয় না। দাহ্য বস্তু বায়ুসমীরিত[৪] হুতাশনে দগ্ধ হইলে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোপানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যে সমস্ত বস্তু অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে মৃত্যু হইতে যেরূপ ভীত হয়, রাজস্ব অপহরণেও সেইরূপ ভীত হইবে। মৃগ যেমন মারণ-যন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের রাজস্ব স্পর্শমাত্রই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি আপনার ধনের ন্যায় অতি যত্ন সহকারে রাজস্ব রক্ষা করিবে। যাহারা

১—৩। রাজা বৃষ রক্ষা না করিলে গাভীতে উত্তম বৎসের উৎপাদন বন্ধ ৪—৫। গোপপল্লী ধ্বংস। ৬। দই তৈয়ারী ও তাহা হইতে ননী ও ঘৃত প্রস্তুত। ৭—৮ ঘরের দরজা খুলিয়া ৯। নির্ভয়ে। ১০। কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্যাদি জীবিকার উপদেশক শাস্ত্র।

১। প্রিয়েচ্ছু ২। নিকটবর্ত্তী। ৩। অন্তক। ৪। বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত।

রাজস্বাপহারী, তাঁহারা চিরকালের নিমিত্ত ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা মহারাজ, প্রজা-রঞ্জক, সুখপ্রবর্ত্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? অতএব উন্নতিলাভেচ্ছু, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রী কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদারপ্রকৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপর হইলে রাজার সমাদরভাজন হয়েন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সদাশয়, মহাবল-পরাক্রান্ত এবং যিনি অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, মহীপাল সেইরূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। প্রজ্ঞা[১] মনুষ্যকে প্রগল্‌ভ[২] করে এবং ভূপাল মনুষ্যকে ক্ষীণ[৩] করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয়, সে সতত অসুখে, আর যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরমসুখে কালযাপন করে। রাজা প্রজাদিগের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখস্বরূপ। প্রজারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। রাজা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও সৌহার্দ্দ্য সহকারে রাজ্যশাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ করিতে পারেন।' কোশলাধিপতি বসুমনা মহাত্মা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি যত্নসহকারে প্রজা-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।"

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

নৃপতির চরনিয়োগ ব্যবস্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ কার্য্য রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কিরূপে রাজ্যরক্ষা, শত্রুপরাজয়, চরপ্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও চারিবর্ণের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। প্রথমতঃ রাজা বা রাজপ্রতিনিধির যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথমে আপনার চিত্তকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে অরি-বিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্তপরাজয় না হইলে অরিপরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্তপরাজয় করা হয়। দুর্গ, রাজ্যের শেষসীমা, নগরোপবন[১], গৃহোপবন[২], উপবেশনস্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতি-সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকার-সম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ, সুপ্রাজ্ঞ গূঢ়চর-সমুদয় সংগ্রহ করিয়া উহাদের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত-ভূপতি এবং নগর ও জনপদবাসী লোকদিগের আচার-ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে চর প্রেরণ করিয়াছে কি না, তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধস্থান, মহাজনসমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা[৩], বহির্ব্বাটিকা[৪], পণ্ডিতগণের সমাগমস্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাসস্থানে অন্বেষণ করা আবশ্যক। শত্রুপক্ষীয় গূঢ়চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। নরপতি যখন আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিস্থাপন করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিংবা সন্ধিৎসু[৫], গুণবান্, উৎসাহ-সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্যরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজার যুদ্ধযাত্রাদির নিয়ম

রাজা আপনার উচ্ছেদদশা সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বাপকারী ও লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তি-দিগকে বিনাশ এবং যে নরপতি উপকার বা অপকার-করণে অসমর্থ, তাহাকে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বল, মিত্রবিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা রাজার কর্ত্তব্য। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে নগরের রক্ষাবিধান নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল

১। বুদ্ধি। ২। উদ্যমী। ৩। আপনা হইতে হীন।

১। নগরের সীমান্তস্থিত বন। ২। গৃহপ্রান্তস্থ বন। ৩। অন্তঃপুর-গৃহ। ৪। বাহির-বাটী। ৫। সন্ধানতৎপর।

হাপরাক্রান্ত ভূপতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বলহীন রাজার কদাপি বিধেয় নহে। হীনবল ভূপতির ভৃত্যাদি দ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগ দ্বারা উঁহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু-বান্ধবগণমধ্যে বিবাদোৎপাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্য-লাভার্থী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্ব্বোক্ত উপায়ত্রয় দ্বারা যে অর্থলাভ হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জ্জিত ষড়্ভাগ[1] গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড করিয়া প্রজাবর্গের উপদ্রবনিরাকরণে প্রবৃত্ত হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরবাসীদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা রাজার উচিত বটে, কিন্তু বিচারকাল উপস্থিত হইলে কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বাক্য শ্রবণার্থ বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা আবশ্যক। ঐরূপ ব্যবহার করিলে ভূপতির রাজ্য চিরস্থায়ী হয়।

রাজা সুবর্ণ ও লবণাদির আকর, ধান্যাদি-বিক্রয়স্থান, নদীসন্তরণস্থান ও নাগবলে[2] অমাত্য বা বিশ্বাসী পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যে মহীপাল ন্যায়ানুসারে প্রতিনিয়ত দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়। দণ্ডবিধানই রাজার যথার্থ ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয়। বেদবেদাঙ্গবেত্তা, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার নিতান্ত আবশ্যক। সুবিচার করিতে না পারিলে তাঁহার স্বর্গ বা যশোলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহীপাল বলবান্ লোকের বলবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে দুর্গ আশ্রয়পূর্ব্বক মিত্রগণকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের চেষ্টায় তৎপর হইবেন। ঐ সময় তিনি বনবাসীদিগকে রাজপথে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগরমধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বারংবার আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক সুরক্ষিত দুর্গসমুদয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের সমুদয় শস্য দুর্গমধ্যে সংস্থাপন করিবেন, এবং যদি শস্য আনয়নে নিতান্ত অশক্ত হয়েন, তবে অগ্নি দ্বারা তৎসমুদয় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। শস্যসমুদয় যদি ক্ষেত্রমধ্যে থাকে, তাহা হইলে শত্রুসৈন্যগণকে প্রলোভনপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা তৎসমুদয় আহরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় সৈন্য দ্বারা সমস্ত বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতুসমুদয় ভগ্ন করিয়া দিবেন। সমুদয় প্রণালীর জল এককালে নির্গত করাইবেন। কূপাদির সলিলে বিষসংযোগ করিবেন। মিত্রগণের রক্ষাবিধান করা কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রবল বিপক্ষ, অনন্তর[1] দেশবাসী মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও বিশাল বৃক্ষসমুদয়ের প্রসিদ্ধ শাখা-সকল ছেদন করিবেন, চৈত্যের একটি পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার[2] নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। পরিখা সকল সলিলপূর্ণ এবং শূল ও নক্রমকরাদি দ্বারা সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ুসঞ্চারার্থ নগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারসমুদয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তৎসমুদয়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতঘ্নী সমুদয় সংস্থাপন করিবেন। ঐ সমুদায় দ্বার দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে দিবেন। কাষ্ঠ আহরণ, কূপ-খনন ও পূর্ব্বকৃত কূপের সংস্কারসাধন করিবেন। যে সমস্ত গৃহ তৃণসমাচ্ছন্ন, তাহাতে পঙ্ক লেপন করিয়া দিবেন। রাত্রিকালে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে দিবাভাগে কদাচ অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন না। কর্ম্মারগৃহ[3] ও সূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ঐ সমুদয়ের মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন। ভিক্ষুক, শকট, বালক, ক্লীব ও কুশীলব[4]-দিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। উহারা ঐ সময় নগরমধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

১। ছয় ভাগের এক ভাগ। ২। গজারোহী সৈন্য।

১। অপর। ২। বাহিরের প্রাচীর। ৩। কারখানা ৪। নৃত্যগীতকারী।

চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের আলয়ে চর-নিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যমধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজপথ, বিপণি, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ[১], পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদয় গোপনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক পরবলপীড়িত মহীপাল অর্থ, তৈল, বসা, মধু, ঘৃত, সমস্ত ঔষধ, অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জাপত্র, শর, লেখক[২], বালতৃণ, বিষাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্ব্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভাপরিবর্দ্ধক ও আমোদজনক নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবীদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরবাসী বা অন্য কোন ভূপাল, যাহা হইতে রাজার ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অচিরাৎ তাহাকে আপনার অধীন করিবেন কোন ব্যক্তি উপকার করিলে রাশি রাশি অর্থ প্রদান বা বিবিধ সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ করিলে অঋণী হয়েন।

হে যুধিষ্ঠির। এক্ষণে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্রসমুদয়, জনপদ ও পুর এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপাল ষাড়্গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তিনি রাজ্য-ভোগ করিবার সম্যক্ উপযুক্ত এক্ষণে ষাড়্গুণ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান, যুদ্ধগমন, বৈরোৎপাদনপূর্ব্বক অবস্থান, শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ যাত্রার ছল, দ্বৈধীভাব ও অন্যের আশ্রয়গ্রহণ, এই ছয়টি ষাড়্গুণ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটি বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত হয় আবার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিও ত্রিবর্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য রাজা ধর্ম্মাবলম্বী হইলে চিরকাল পৃথিবী প্রতিপালন করিতে পারেন। সুরগুরু বৃহস্পতি এই বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। মহীপাল রাজ্যপালন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতি পবিত্র সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাপালন করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?"

দণ্ডনীতি কীর্ত্তন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পরস্পরের ও প্রজাগণের কিরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাগণের যেরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রযুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে নিয়মাবলম্বী, নিঃশঙ্ক, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যত্নসহকারে বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকে না।

কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ, এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ। রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্যপালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্মসঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্মসমুদয় দোষশূন্য হয়। ঋতুসকল নিরাময়[১] ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মনঃ নির্ম্মল হয়। ব্যাধি-সমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করে। ওষধি, ত্বক্, পত্র ও ফলমূল-সমুদয় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এককালে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

যখন রাজা চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্যপালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ

১। সৈন্যের আবাস—ছাউনী ২। বাণের কর্ত্তী।

১। রোগহীন—স্বাস্থ্যকর।

কহে। তখন পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্টা না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ[1]পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ কহে। দ্বাপর যুগে অধর্ম্মের দুই পাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্টা[3] হইয়াও সত্য-যুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত, তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে। যে সময় নরপতি একমাত্র দণ্ডনীতি পরিত্যাগ[4]পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন, সেই কালকে কলি-যুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিতপ্রায়[5] হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সমুদয় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্য সকল অপরিশুদ্ধ এবং ঋতুসমুদয় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানাপ্রকার ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদয় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতএব রাজাকেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-যুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ অনুভব করেন; যাঁহা হইতে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি ত্রিপাদ স্বর্গ-সুখভোগে অধিকারী হয়েন, যাঁহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বিপাদ স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন; আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হয়েন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পাপভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

১। অর্দ্ধাংশে উপেক্ষা করিয়া—বাদ দিয়া। ২। প্রয়োগ। ৩। শস্য উৎপাদনের জন্য কর্ষিতা—চাষ করা। ৪। প্রয়োগ। ৫। লুপ্তপ্রায়।

ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে সুশৃঙ্খলতাসম্পাদন ও মাতাপিতার ন্যায় মঙ্গলবিধান করে। উহার প্রভাবেই প্রাণিগণ জীবিত থাকে। দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্য করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; অতএব এক্ষণে তুমি নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলে দুর্জ্জয় স্বর্গলোক জয় করিতে পারিবে।"

সপ্ততিতম অধ্যায়

নৃপতির বর্জ্জনীয় নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিলে ইহলোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখসম্ভোগে সমর্থ হইতে পারা যায়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষহীনতাদি ষট্‌ত্রিংশৎ-গুণযুক্ত হইলেই শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদয় গুণসম্পন্ন হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ঐ সমুদয় গুণ উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে ভূপতি রাগদ্বেষবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদিশূন্য হইয়া লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, ঔদ্ধত্য পরিহারপূর্ব্বক কামনা-সিদ্ধি, অদীনভাবে[1] প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘা-বিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎ-লোকের সহিত সন্ধিসংস্থাপন, বন্ধুবান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিকে চরকার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্যসাধন, অসদ্ব্যক্তির নিকট কার্য্যপ্রকাশ[2], আত্মমুখে আপনার গুণকীর্ত্তন, সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ, অসদ্ব্যক্তির সহায়তা অবলম্বন, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মন্ত্রণা-প্রকাশ, লোভাকৃষ্ট ব্যক্তিকে অর্থদান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নিরন্তর স্ত্রী-সম্ভোগ এবং অহিতকর সামগ্রী সমুদয় ভোজন করা ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। ঘৃণা ও ঈর্ষা,

১। নিরাগ্রহভাবে। ২। গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশ।

পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, অকপটচিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক মানার্হ[1] ব্যক্তির সম্মানরক্ষা, দেবগণের অর্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তিলাভের কামনা করিবেন। অকালে[2] দক্ষতাপ্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রহার, শত্রু বিনাশ করিয়া অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধপ্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বীয় রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ঐরূপ আচরণ কর। উহার অন্যথাচরণ করিলে ভূপতিকে নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তোমার সমক্ষে যে সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, যদি কেহ ঐ সমুদয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উভয় লোকেই যার পর নাই সুখসম্ভোগ ও মহীয়সী[3] কীর্ত্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই।"

একসপ্ততিতম অধ্যায়

উত্তম প্রজাপালন রীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে মনস্তাপশূন্য ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধবিহীন হইতে পারেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সমুদয় শাশ্বত ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া কোন কালেই শেষ করা যায় না; অতএব উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণবন্দন ও অর্চ্চনা করিয়া পুরোহিত-সমভিব্যাহারে অন্যান্য কার্য্য সমুদয়-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। মঙ্গলানুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয় আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবে এবং সরলপ্রকৃতি হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে সত্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। যে নরপতি কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, সে মূর্খ কদাপি ধর্ম্ম বা অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তুমি লুব্ধ ও মূর্খদিগকে কদাপি কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। লোভবিহীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদয় কার্য্যের ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যনৈপুণ্যবিহীন কামক্রোধপরায়ণ মূর্খ রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাগণকে যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান এবং প্রজাদিগের শস্যাদির ষষ্ঠাংশ, শুল্ক[1] ও সুরক্ষিত বণিক্‌দিগের প্রদত্ত ধন গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবেন। রাজনীতি অনুসারে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান, অলব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি কামদ্বেষবিবর্জ্জিত, প্রজারক্ষণে যত্নবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বদান্য হইলে মানবগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়। তুমি কদাচ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিও না। যে রাজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থলাভে সমর্থ হয়েন না। তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ বৃথা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা ধনলোভে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপরিমিত কর গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হয়েন তিনি স্বয়ং আপনার হিংসা করেন। দুগ্ধলাভার্থী ব্যক্তি ধেনুর আপীন[2] ছেদন করিলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিলে কখনই সম্পত্তিশালী হইতে পারেন না। সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করিলে যেমন প্রচুর দুগ্ধ লাভ করা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যভোগ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। রাজ্য সদুপায় দ্বারা সুরক্ষিত হইলে কোষবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া সন্তানগণকে স্তন্য প্রদান করেন, তদ্রূপ পৃথিবী রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অঙ্গারকের[3] দৃষ্টান্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর; তাহা হইলেই দীর্ঘকাল প্রজাপালন ও রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজ্য আক্রমণ করিলে তোমার বিপুল ধনক্ষয় হয় তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনা সহকারে

১। মাননীয়। ২। প্রতিকূল অবস্থায়। ৩। সর্বোত্তম।

১। বাণিজ্য-কর। ২। পালান্। ৩। [illegible]।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। তুমি যদি নিতান্ত ধনহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণগণকে ধনবান্ দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না। উঁহাদিগকে যথাশক্তি ধন-দান, সান্ত্বনা ও তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেই তুমি স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি উক্তরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভূত যশঃ ও অতুল কীর্ত্তিলাভ হইবে এবং মনঃপীড়াশূন্য হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। প্রজারক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা দয়াবান্ প্রজাপালননিরত নরপতিকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। রাজা ভয়প্রযুক্ত এক দিন প্রজারক্ষা না করিয়া যে পাপসঞ্চয় করেন, তাঁহাকে পরলোকে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। আর তিনি এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, পরলোকে দশ সহস্র বৎসর তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমবাসী ব্যক্তিরা সুচারুরূপে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যে সমস্ত লোক জয় করেন, রাজা ক্ষণকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অনায়াসে সেই সমুদয় লোকলাভে সমর্থ হয়েন; অতএব তুমি উক্তরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলে পুণ্যফললাভ, মনঃপীড়া নিবারণ ও স্বর্গে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে। ভূপতি ভিন্ন অন্য কেহই পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না এবং তুমি ধৈর্য্যশালী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালনপূর্ব্বক সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের ও অভিলষিত বস্তু দ্বারা সুহৃদ্গণের তৃপ্তিসাধন কর।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—বায়ু-পুরূরবা সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! যিনি সাধু ব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও অসাধুদিগের শাসন করিতে পারেন, তাঁহাকেই পুরোহিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও ঐলের পুত্র পুরূরবার কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা পুরূরবা বায়ুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'পবন! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণত্রয় কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল এবং ব্রাহ্মণই বা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।'

বায়ু কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরুযুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উঁহার পাদদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।'

পুরূরবা কহিলেন, 'সমীরণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে?'

বায়ু কহিলেন, 'মহারাজ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব জগতীস্থ সমুদয় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও দান করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সমুদয় বর্ণের গুরু এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে[১] তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, তৎসমুদয়ই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, স্বধর্ম্মাবলম্বী, ধনতৃষ্ণাশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীতস্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বিবিধ উপদেশ দ্বারা নরপতির মঙ্গলবিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার যশঃশশধর[২] চিরকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে।

১। কলিযুগে এ নিয়ম শাস্ত্র নিষিদ্ধ। ২। কীর্তিরূপ চন্দ্র।

রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হয়েন। প্রজাবর্গ নরপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে স্বধর্ম্ম-প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞ দ্বারাই পরিতৃপ্ত হয়েন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার নরপতিরই আয়ত্ত। অরাজক রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়া দ্বারা এবং শীতকালে অগ্নি, আতপ ও বসন দ্বারা সুখলাভ করে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ সতত ভীত থাকিলে কেহই কোন প্রকার সুখলাভে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি জীবদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক তাহাদের প্রাণদান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফললাভের পাত্র সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? রাজা ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া সমুদয় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন'।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সম্বন্ধ—ঐল কশ্যপ সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মহীপাল ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি সত্বর একজন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্ম ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা-সমুদয়কে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সদ্ভাব থাকিলে প্রজারা সুখী হয় এবং ঐ উভয়ের পরস্পর অসদ্ভাব হইলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূলস্বরূপ। এই স্থলে ঐল-কশ্যপ-সংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ঐলতনয় মহারাজ পুরূরবা কশ্যপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উঁহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায় এবং প্রজারাই বা কোন্ পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিয়া থাকে?' কশ্যপ কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ম্লেচ্ছজাতীয়েরা যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই রাজা অঙ্গীকার করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের বেদজ্ঞানলাভ, পুত্রোৎপত্তি, দধিমন্থন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়েরও পুত্রপৌত্রেরা বেদাধ্যয়নবিমুখ হইয়া উঠে ও তাহার গৃহে অর্থ কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তাহার বংশীয় লোকেরা সঙ্কর-সমুৎপন্ন ও দাস্যভাবাপন্ন হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাদুর্ভাবের হেতুভূত। যদি উঁহারা সদ্ভাবসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে উঁহাদের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়, আর যদি উঁহাদিগের সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে সকলেই মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অগাধ সাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় কেহই আর এই সংসার-সাগর পার হইতে সমর্থ হয় না, প্রজাবর্গ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত হইলে সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে, অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দস্যু প্রভৃতির প্রভাবে বেদ-বিবর্জ্জিত হইয়া বেদ দ্বারা পরিত্রাণ-বাসনা[১] করেন, তথায় কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না এবং নিরন্তর মৃত্যুভয় ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সময় পাপাত্মারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং নরপতি গোচরে[২] কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না, সেই সময় রাজার মহাভয় উপস্থিত হয়। দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠান-নিবন্ধন রুদ্রদেব[৩] সম্ভূত হইয়া এককালে সৎ ও অসৎ সকলকেই নিপাতিত করেন।'

১। বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির ফলকামনা। ২। রাজা হইতে। ৩। ভগবানের প্রলয়মূর্ত্তি।

পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! জীবগণকে জীবের ধ্বংসাধন করিতে দেখা যায়। রুদ্রদেব ত কাহারও নেত্রগোচর হয়েন না। উনি কে, কিরূপ আকারসম্পন্ন এবং কোথা হইতেই বা জন্মপরিগ্রহ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

কশ্যপ কহিলেন, 'যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব। উঁহার আকার উৎপাতবায়ু[১] ও মেঘের ন্যায়।'

পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! বায়ু চতুর্দ্দিকে আক্রমণ ও মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া ত প্রায়ই মনুষ্যের প্রাণসংহার করে না। মনুষ্যগণকে কামদ্বেষের বশীভূত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।'

কশ্যপ কহিলেন, 'মহারাজ! হুতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন হইয়া সমুদয় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদ্বেষের বশীভূত করেন।'

পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! দুরাত্মাদিগের পাপাচরণ নিবন্ধন যদি পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত লোকে দুষ্কর্ম্মের পরিহার ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?'

কশ্যপ কহিলেন, 'যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপপরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রব নিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে, অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।'

পুরূরবা কহিলেন, 'ভগবন্! বসুন্ধরা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য সকলকেই তাপপ্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতাসাধন এবং সমীরণ সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন। ইঁহাদিগের নিকট সাধু ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।'

কশ্যপ কহিলেন, 'নৃপনন্দন! ইহলোকে এইরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যানুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোক-সমুদয় সুখের আকর ও অমৃতের নাভি[২]স্বরূপ, উহার জ্যোতিঃ হিরণ্ময়বর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমনপূর্ব্বক অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপলোকে নরকের আবাস, উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা ঐ লোকে বহুকাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।'

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে প্রজারা দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অগ্রে পুরোহিতবরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া ভূপতির উচিত। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মানভাজন ও পূজনীয়। বলবান্ নরপতিও সমুদয় শ্রেষ্ঠ বস্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ।"

——

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা—মুচুকুন্দ-কুবের সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজা ও রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজোদ্বারা প্রজাগণের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিরাকৃত হয়, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহারাজ মুচুকুন্দ ও কুবেরের কথোপকথন এই বিষয়ের একটি উদাহরণস্বরূপ। আমি এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহীপাল মুচুকুন্দ সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। যক্ষরাজ তদ্দর্শনে মুচুকুন্দের সৈন্য-সংহারার্থ অচিরাৎ অসংখ্য রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। নিশাচরগণ মহারাজ মুচুকুন্দের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয়

১। বাত্যা—বৃক্ষাদির উৎপাটনকারী। ২। মূল—উৎপত্তিস্থান।

বিদ্বান স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার নিন্দা-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক রাক্ষস-গণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ধনাধি-পতি মহারাজ মুচুকুন্দের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান ও পুরোহিত-সাহায্যসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ আক্রমণ করিয়াছ, এরূপ আর কেহই করেন নাই। সেই পূর্ব্বতন ভূপতিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলশালী হইয়াও আমাকে সুখদুঃখের অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা করিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর। ব্রাহ্মণবল আশ্রয় করিয়া কি নিমিত্ত বৃথা বলবত্ত প্রকাশ করিতেছ?'

তখন মহারাজ মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনেশ্বরকে কহিলেন, 'ভগবন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা উঁহাদিগের সৃষ্টি করিয়া লোক-পালনার্থ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়-গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক পৃথক হইলে প্রজাগণ কখন সুরক্ষিত হইতে পারে না, অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজাপালন করাই বিজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য। আমি সেই অনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন-পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি, তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছেন?'

তখন যক্ষরাজ রাজা মুচুকুন্দকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি কদাচ একজনের রাজ্য অন্যকে প্রদান বা নিজে অপহরণ করি নাই। এক্ষণে তোমাকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিলাম; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে উহা শাসন কর।'

মহারাজ মুচুকুন্দ ধনেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে সমুদয় ধরিত্রী জয় করিয়া ভোগ করিব, ইহাই আমার বাসনা।'

তখন ধনাধিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দকে অসামান্য ক্ষাত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ মুচুকুন্দ কুবেরের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে স্ববাহু-বল-নির্জ্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ঐরূপে ধর্ম্মবল আশ্রয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদয় পৃথিবী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন উদকক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।"

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

প্রজার পাপ-পুণ্যে রাজার পাপ-পুণ্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবগণের উন্নতিসাধন এবং পুণ্যলোক-সমুদয় পরাজয় করিতে পারেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং পাত্রোত্থান[১] ও ধনপ্রদান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগের তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অন্তকের ন্যায় নিরন্তর অরাতিগণের প্রতি দণ্ড সমুদ্যত ও দস্যুগণকে সমূলে উন্মূলিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুরাগ-নিবন্ধন কাহাকেও ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থদান, হোম ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হয়েন। আর প্রজারা উত্তম-রূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যে সকল পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, নরপতিকে তাহারও চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহাকে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে তৎসমুদয়ই ভোগ করিতে হয়।

১। কালোচিত উত্থান প্রভৃতি।

এক্ষণে নরপতি যাহাতে ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তস্করেরা কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় ধনাগার হইতে বা বণিক্‌দিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই উচিত। ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষী সমুদয় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্ব্বার্থসাধক নরপতিকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে। কামাত্মা, নৃশংস ও ধনলুব্ধ নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হয়েন না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি সুখলাভার্থ ক্ষণকালও রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনি পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিলেন, ধর্ম্মলাভার্থে রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, রাজ্যপালন দ্বারা অধিক ধর্ম্ম লাভ করা অতি সুকঠিন। উহাতে সমধিক পাপ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব অতঃপর আমি পরম পবিত্র অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ফলমূলাহারী তপস্বী হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব।"

প্রজারক্ষায় রাজার ধর্ম্মরক্ষা

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংসতাশূন্য, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি; কিন্তু কেবল অনৃশংসতা অবলম্বন করিলে রাজ্যরক্ষা করা যায় না। তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদু, কৃপালু ও উৎসাহশূন্য বলিয়া লোকে তোমার গৌরব করে না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচরিত ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। তুমি যেরূপে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ, ভূপালগণের সেরূপ করা বিধেয় নহে। তুমি কদাপি মৃদুত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্ঠুরতায় এককালে পরাঙ্মুখ হইও না। প্রজাপালন করিলেই তোমার অনায়াসে ধর্ম্মফললাভ হইবে। তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিপ্রভাবে যেরূপ আচারপরায়ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ, পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীদেবী তুমি ওরূপ হইবে বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার শৌর্য্য, বল, সত্য, মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য প্রার্থনা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মনুষ্যের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপ্রতিপালন ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহারা যথাকালে উপযুক্ত ভারবহনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অশ্বও সম্যক্‌রূপে শিক্ষিত হইলে অনায়াসে ভার বহন করিতে পারে। কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দ্দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প-পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই। সৎকুলসম্ভূত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে রাজার রাজ্যবৃদ্ধি ও রক্ষাবিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন। সৎকুলসম্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বৃত্তিলোপভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হয়েন, তাহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক আর কেহই নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি আপনি বিশেষ জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে লোকে কোন্ কার্য্য দ্বারা স্বর্গ, উৎকৃষ্ট প্রীতি ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করে, আমার মতে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক্ অধিকারী হয়; অতএব তুমি আহ্লাদিতচিত্তে কৌরবকুলের অধীশ্বর হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হও। জীবগণ যেমন জলধরের এবং পক্ষিগণ যেমন বৃহৎ পাদপের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সুহৃদগণ সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্‌ভ, শূর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসভ্যের প্রতি দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

নিন্দিত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম্ম-নিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বিদ্বান্, সুলক্ষণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য; ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে দীক্ষিত স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য আর স্বকার্য্যবিহীন ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদিগের অগ্নি সঞ্চিত নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনা বেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন ধর্ম্মাধিকারী[১], দেবল[২], নক্ষত্রযাজক[৩], গ্রামযাজক[৪] ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালতুল্য। ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তুল্য। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই করগ্রহণ করিবেন; তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভিন্নবর্ণের ন্যায়। স্বকার্য্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও রাজার অধিকার আছে। নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্মচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না, ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন। যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, সেই রাজাকেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায়। বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধানপূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সপরিবারে নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য।"

১। জোট ২। বেতনগ্রহণে দেবপূজা। ৩। বেতনগ্রহণে তিথি-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণনা। ৪। বহুলোকের পূজাদির যাজক।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

বেদহীন ব্রাহ্মণের ধনে রাজার অধিকার

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে রাজার অধিকার আছে এবং ভূপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বেদপ্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতিদিগের এবং ব্রাহ্মণমধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপবিবর্জ্জিত, তাঁহাদিগের অর্থে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সাধু লোকেরা কহেন যে, ক্রিয়াবিহীন ব্রাহ্মণগণের ধনগ্রহণে ভূপতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। রাজ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে রাজারই সম্পূর্ণ অপরাধ। বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন না করিলে রাজাকে জনসমাজে নিন্দিত হইতে হয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা প্রযত্নসহকারে প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন।

স্বাধ্যায়সেবার রাক্ষসাদির ভয়নাশ

পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে এক রাক্ষস স্বাধ্যায়সম্পন্ন কেকয়াধিপতিকে আক্রমণপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেকয়রাজ রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'নিশাচর! আমার রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণমধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞশূন্য নহেন, সকলেই যথাকালে অগ্নিসঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উঁহারা সকলেই মৃদুস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সকলের সম্মানভাজন। ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্বকর্ম্মনিরত, ব্রাহ্মণরক্ষক ও সমরে অপরাঙ্মুখ। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অর্থদান ও

অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। বৈশ্যেরা সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান, ব্রতপরায়ণ ও সত্যবাদী। তাহারা সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শূদ্রেরা অসূয়াশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে। আমি স্বয়ং যথানিয়মে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও স্ত্রীলোকদিগকে অর্থ দান করি। কদাপি ভোজ্যদ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্ত্রী হরণ বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না আমার জনপদমধ্যে তপস্বিগণ সৎকৃত ও সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না ; যিনি ভিক্ষুক[1], তিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন না এবং যিনি অযাজ্ঞিক[2], তিনি কোনক্রমে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না। রাজ্যস্থ সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে আমি একাকী জাগরিত থাকি। বিদ্বান্, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে কখন অবজ্ঞা করি না এবং অর্থদান দ্বারা বিদ্যা, সত্য দ্বারা লোক-সমুদয় ও শুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ করি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তপঃপরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান্ ও সমুদয় রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতা। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ-সকল সতত সুরক্ষিত হইতেছেন। তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত্ত ও অযাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার নামগন্ধও নাই। আমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আমার গাত্রে দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অক্ষত লক্ষিত হয় না। আর আমার প্রজাবর্গ গো-ব্রাহ্মণরক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত সতত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষস হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি কি নিমিত্ত আমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে ?'

১। সন্ন্যাসী। ২। যজ্ঞানুষ্ঠানহীন।

তখন রাক্ষস কহিল, 'মহারাজ! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নবান হইয়াছ ; অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার আলয়ে গমন কর। যে সমস্ত মহীপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন, পাপাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না। বিপ্রগণ যাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী[1], ব্রহ্মবলই যাঁহাদের প্রধান বল এবং যাঁহাদিগের প্রজারা অতিথিপ্রিয়, সেই সমস্ত মহীপাল অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।' রাক্ষস এই বলিয়া ভূপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধান ও স্বকর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের শাসনে যত্ন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ সুরক্ষিত হইলে সতত রাজাকে রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে রাজা নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ অনুভব ও চরমে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

আপৎকালের জীবিকাকথন—বৈশ্যবৃত্তি-বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! আপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ রাজধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহে অশক্ত হইলে বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বৈশ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কোন কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না ?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গো-মহিষাদি পশু, মধু, মাংস ও পক্বান্ন বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। অজ[2]

১। যজ্ঞার্থ সম্মুখে স্থাপিত। ২। ছাগ।

বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয়; অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনের নিমিত্ত পক্বদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক আমবস্তু গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ; আমবস্তু প্রদানপূর্ব্বক পক্বদ্রব্য-গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। 'আমি আপনার পক্ববস্তু ভোজন করিব, আপনি আমাকে উহা প্রদান করিয়া স্বয়ং আমার এই অপক্বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক পাক করিয়া লউন,' এই বলিয়া কোন ব্যক্তিকে অপক্ববস্তু প্রদান-পূর্ব্বক পক্ববস্তু গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত[1] ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন ব্যক্তিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 'আমি তোমাকে এই বস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি এই বস্তু প্রদান কর,' এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা অতিশয় উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।"

প্রজাবিদ্রোহে রাজার কর্ত্তব্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন প্রজাগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার বিপক্ষে শস্ত্রগ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বলক্ষয় হয়; অতএব ঐ সময় তিনি কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণ দ্বারা আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ, তাঁহারা স্ব স্ব ব্রহ্মবল প্রকাশপূর্ব্বক দেবগণ যেমন দেবরাজের বলবৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ রাজার বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্ম-বল আশ্রয় করিয়াই উন্নতি-লাভের বাসনা করেন। যখন রাজা জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গল-বিধানে সচেষ্ট হয়েন, তখন সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। যখন রাজ্য দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিয়মবিহীন হয়, তখন সকল বর্ণই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি সমুদয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ও তাঁহাদিগের বেদ রক্ষা করিবে? আর তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই বা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ হইলে বেদই ব্রাহ্মণ-গণকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্ত্রবল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়-গণকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদিগের তেজঃ সর্ব্বত্রগামী; কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় আকরে নিপতিত হইলে এককালে প্রশান্ত হয়। লৌহ পাষাণ ভেদ, অগ্নি জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে উহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজঃ যত প্রবল হউক না কেন, ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মবীর্য্য ও ক্ষত্রিয়তেজঃ নিতান্ত দুর্ব্বল এবং প্রাণাধিক ব্রাহ্মণগণ প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক লাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ সকল বর্ণের শস্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণার্থ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, অধ্যয়নসম্পন্ন, তপোনিরত ও অনশনে অগ্নি-প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও সদগতিলাভে সমর্থ হয়েন। তিন বর্ণের পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার্থ সংগ্রামে শরীরত্যাগই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টাদিগের নিবারণার্থ জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন চরমে তাঁহাদের সালোক্যলাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সকল লোককে ব্রহ্ম-লোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে

১। স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত ব্যবহারশাস্ত্রে অনুরক্ত।

অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেরূপ পবিত্র হয়, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও কারণভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। উতঙ্ক ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্পযজ্ঞ, রাক্ষসযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররাজ্য আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সদগতি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব ব্রাহ্মণ আর্ত্তত্রাণ, বর্ণ[১]দোষনিবারণ ও দুর্দ্দম্যদমনার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজ্য দস্যুদলাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষায় অক্ষম এবং লোকসমুদয় অজ্ঞানাবৃত ও পরদারনিরত হইলে যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্রধর্ম্মানুসারে দণ্ডধারণপূর্ব্বক দস্যুগণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্ত্তব্য?'

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যিনি প্লবস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদ্‌সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহাকে অবশ্যই সম্মান করিতে হইবে। দস্যুপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহাকে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভয়দাতা সম্মানলাভের যথার্থ পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ নরপতি, বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ ও নপুংসক পুরুষ উষর[২]ক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

একোনাশীতিতম অধ্যায়

পুরোহিতের পরিচয়—তপস্যার গৌরব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ঋত্বিক্‌গণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত এবং উঁহাদের কর্ত্তব্যই বা কি?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র অবগত হইয়া মৈত্র্যাদি দ্বারা চিত্তপ্রসাদন[১] ও অভিনিবেশ[২]পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাতনিরপেক্ষ[৩], অনৃশংস ও সত্যপরায়ণ হইবেন। কুসীদ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। যে ক্ষত্রিয় অভিমানশূন্য, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, শান্তপ্রকৃতি অহিংস্র, কামদ্বেষবিবর্জ্জিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্বংশপ্রসূত, সচ্চরিত্র এবং ক্ষমা ও ইন্দ্রিয়দমন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বেদে যে পরিমাণে দক্ষিণাদান করিবার বিধি আছে, প্রায় কেহই ত তাহার অনুবর্ত্তী হয় না; শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থ্যসাপেক্ষ নহে। আর বেদে ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মিথ্যাচার-পরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির! লোক যে বেদবিধিলঙ্ঘন, শঠতাবলম্বন ও মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক মহত্ত্বলাভে অধিকারী হয়, ইহা কদাপি বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ও বেদের গৌরববৃদ্ধিকর। দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যের উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্রদান কি অন্যান্য দক্ষিণাদানের তুল্য নহে? বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের ভূপতিস্বরূপ; অতএব জীবিকানির্ব্বাহার্থ সোমরস বিক্রয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে ধনলাভ হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা নিন্দনীয় হয় না। পুরুষের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ ন্যায়পর না হইলে কি আপনার, কি পরের কাহারই হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শুভজনক নহে। বেদবিধানানুসারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই

১। জাতিদোষ—জন্মদোষ। ২। অনুর্ব্বর।

১। মনের প্রসন্নতা। ২। মনোযোগ। ৩। পক্ষপাতশূন্য।

যথার্থ তপস্যা। কেবল শরীরপোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের নিদান সন্দেহ নাই; যে মহাত্মারা তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের যোগই স্রুক্‌, চিত্তই আজ্য এবং জ্ঞানই পবিত্রস্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুলাভের ও সরলতা ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির প্রধান কারণ।"

অশীতিতম অধ্যায়

রাজমন্ত্রি-নিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজ্যশাসনের কথা দূরে থাক, সামান্য কার্য্যও একাকী সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব রাজকার্য্য করিতে হইলে ঋত্বিক্‌ ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আপনি রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইবেন এবং রাজা কিরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কিরূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! নরপতিদিগের মিত্র চারি প্রকার;—এককার্য্যসাধনসমুদ্যত[1], অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে তিনি কদাপি তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন না। পক্ষপাতশূন্য, অকপট, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের আশ্রয়-গ্রহণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকেন বিজিগীষু নরপতিদিগের কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয় না; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম[2] দুই পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তির যাহা অভিমত নহে, ভূপতি কদাচ তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুই প্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানসময়ে সর্ব্বপ্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলে সকলেই তাঁহাকে পরাভব করে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে। অতএব কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য-সমুদয় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হয়, আর একেবারে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকালমৃত্যুস্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় যে যাহার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে. অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর[1] প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা উচিত। পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীকে অমিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগ-সমীপস্থ স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদপূর্ব্বক জল আনয়ন করিলে যেমন তাহার ও তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্যহানি হয়, তদ্রূপ রাজ্যের শেষসীমারক্ষক প্রবল অরাতিদিগের সমীপে থাকিয়া নিয়ম ভগ্ন করিলে তাহার দোষে সমুদয় রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; অতএব শেষসীমারক্ষককে মিত্রবোধে বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে।

যাহার উন্নতি-দর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উন্নতি-সাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ্‌ চিন্তা করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ্‌ কামনা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদে অনুতাপ করে না, তাহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; রূপবান, স্বরবান্[2], ক্ষমাবান, পরদ্বেষশূন্য ও সৎকুল-সম্ভূত ব্যক্তিও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

১। একমতে সকলে কার্য্যসাধনে উদ্যুক্ত। ২। অধর্ম্মের ছল।

১। পরবর্ত্তী রাজ্যাধিকারীর। ২। অনুরাগী।

হে ধর্ম্মরাজ! তোমার ঋত্বিক, আচার্য্য বা সখা যদি সরলস্বভাব, মেধাবী ও কার্য্যদক্ষ হয়েন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন, যদি তোমার প্রতি দোষারোপ না করেন এবং অমাত্যপদবী গ্রহণ করিয়া তোমার ভবনে বাস করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পরম সমাদর ও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট গূঢ়মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় প্রকাশ করিলে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই।

এক কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত একজন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত। অনেক ব্যক্তির উপর এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে মতভেদ বশতঃ কার্য্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি কীর্ত্তিমান, কার্য্যদক্ষ, মিতভাষী ও নীতিমর্য্যাদাসম্পন্ন, যিনি অনিষ্টচিন্তা ও সমর্থদিগের প্রতি দ্বেষ-প্রকাশে নিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাঁহাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান, বলশালী, মান্য, বিদ্বান অহঙ্কারহীন ও কার্য্যাকার্য্যবিবেক-কুশল[১] মহাত্মাদিগকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান ও পরস্পর যুক্তি সহকারে অর্থ-চিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলে তোমার আয়-ব্যয় ও শত্রুজয়াদি সমুদয় কার্য্যেই মঙ্গললাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর[২] ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজা[৩] যেমন রাজার সম্পদ্দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি-দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তি-বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতিবিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয়[৪] আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ-দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।”

একাশীতিতম অধ্যায়

জ্ঞাতি বাধ্য করার উপায়—কৃষ্ণ-নারদ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, অতএব ঐ উভয়পক্ষকে কিরূপে বশীভূত করা যাইবে?”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদ-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমার সংশয় দূর হইবে। একদা মহাত্মা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, 'নারদ! মূর্খ মিত্র ও চপলচিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও সুশিক্ষিত, অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণিকাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব, বল, গদ, প্রদ্যুম্ন ও আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্যপ্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত

১। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানযুক্ত। ২। যমের। ৩। এক রাজার রাজ্যোপজীবী অন্য রাজা। ৪। অনাদরণীয়।

হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল-পরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অভ্যুদয়শালী। তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন[১] হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করাও অতি সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ। আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি। অতঃপর আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্ত্তন কর।'

নারদ কহিলেন, 'বাসুদেব। আপদ্ দুই প্রকার:—বাহ্য ও আন্তরিক। মনুষ্য আপনার বা অন্যের দোষেই ঐ দুই প্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার কর্ম্মদোষেই অক্রূর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদ্ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উঁহারা অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে অথবা অন্যের তিরস্কারবশতঃ তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের কারণ হইয়াছ। এক্ষণে উদ্বান্ত[২] অন্নের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমিও বভ্রু ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদভয়ে কোনক্রমেই তাহা লইতে পারিবে না। যদিও বহুকষ্টে অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় বিপুল ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলোহনির্ম্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'দেবর্ষে। যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা-সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।'

নারদ কহিলেন, 'কেশব। ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই অলোহনির্ম্মিত অস্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটুবাক্য-প্রয়োগে উদ্যত হইলে তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসদভিসন্ধি-সমূহের শান্তিবিধান করিবে। প্রশান্তচিত্ত, সহায়-সম্পন্ন মহাপুরুষ ভিন্ন কেহই কখন গুরুতর ভারবহনে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ঐ সকল গুণ অবলম্বন-পূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবলপরাক্রান্ত বলীবর্দ্দই দুর্গম প্রদেশে দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এককালে সকলেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়দিগের অধিপতি; অতএব তুমি উপস্থিত থাকিতে যাহাতে তোমার জ্ঞাতিবর্গ ভেদনিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ-সকল না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। সর্ব্বদা স্বপক্ষের উন্নতিসাধন করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায়বিধান কর। নীতিবিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও অন্যান্য নরপতিগণ তোমারই একান্ত অনুরক্ত; ঋষিগণও সতত তোমার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুমি সকল জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত নাই। যাদবগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছে'।"

—

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

বশ্যতার উপায়ান্তর—ঋষি-নৃপ সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কৌন্তেয়। প্রথমতঃ যে উপায় কীর্ত্তন করিলাম, শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে

১। ক্রোধ উত্তেজিত। ২। বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা।

দ্বিতীয় উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয়, তাহাকে রক্ষা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতিগোচরে আবেদন করে, তাহা হইলে নরপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও অমাত্যের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। হিতার্থী ব্যক্তি রাজার নিকটে অমাত্যদিগের রাজকোষহরণবৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিলে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তির বিনাশে যত্নবান্ হয়। ঐ সময় যদি রাজা তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মাদিগের প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করে। কালকবৃক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কালকবৃক্ষীয় নামক মহর্ষি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলরাজের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অমাত্যগণের দোষ-দর্শনে প্রবৃত্ত করিবার মানসে পিঞ্জরমধ্যে এক কাক নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্ব্বক 'তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সেরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে', এই বলিয়া রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য্যসমুদয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কিয়দ্দিন ঐরূপে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অমাত্যদিগের কুকর্ম্ম ও রাজ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই কাকসমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে আগমন করিলেন এবং 'আমি সর্ব্বজ্ঞ' এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে, তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব তুমি এ বিষয় সত্য কি মিথ্যা, শীঘ্র তাহা সপ্রমাণ কর।' ঐ মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ কীর্ত্তন করিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হইলে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইল না।

রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপে সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক অপকৃত[১] হইয়া রজনীযোগে তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার কাককে বাণবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বায়সকে শরনির্ভিন্ন-কলেবর অবলোকন করিয়া ক্ষেমদর্শীকে কহিলেন, 'রাজন্! আপনি রক্ষাকর্ত্তা, অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আপনার হিতকথা কহিতে পারি। আমি আপনার হিতার্থই এ স্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি উত্তম অশ্বকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তদ্রূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশপূর্ব্বক "এই তোমার অর্থ নষ্ট হইতেছে" বলিয়া রাজাকে সতর্ক করে, সে তাহার পরম মিত্র। ভূপতি উন্নতিলাভের ইচ্ছা করিলে তাদৃশ মিত্রকে অবশ্যই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন।' তখন নরপতি মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমার মঙ্গললাভের নিমিত্ত আপনি আমাকে যাহা কহিবেন, আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।'

মহর্ষি কহিলেন, 'রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষ-গুণ ও তাহাদের নিকট হইতে আপনার ভয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিবার জন্য আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবীদিগের নানাপ্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও ক্লেশকর। রাজসমীপে অবস্থান করা সর্প-সহবাসের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। নরপতিদিগের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে। ঐ সমুদয় লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবিগণের সতত ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যগণ সতত সাবধান হইয়া নরপতির কার্য্যসম্পাদন করে। ফলতঃ যে ভৃত্য আপনার উন্নতি কামনা করে, তাহার অনবহিত হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যের প্রমাদনিবন্ধন রাজা তাহার প্রতি কুপিত হইলে ভৃত্যের জীবনাশা এককালে তিরোহিত হয় এবং সে প্রদীপ্তপাবকের ন্যায় ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হইয়া অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে; অতএব মানবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যত্নসহকারে সর্পের ন্যায়

১। পুনঃপুনঃ প্রমাণিত—দণ্ডিত।

ভূপতির সেবা করিবে। রাজার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গচেষ্টা[১] দর্শনে ভৃত্যগণকে যার পর নাই শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে, নরপতি প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমুদয় হিতকার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে হুতাশনের ন্যায় সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিয়া আপনার হিতকার্য্য সম্পাদন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ আপদ্ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিসাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাক যেমন আপনার হিতসাধন-নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্রূপ আমাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; এ নিমিত্ত আমি নিতান্ত ভীত হইতেছি। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করা বিধেয় নহে। কারণ, যাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছে, আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা করুন, অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন না। আপনার ভবনে যে সকল অমাত্য বাস করিতেছে, উহারা স্বার্থসাধনে যত্নবান্; কেহই প্রজার কল্যাণ কামনা করে না। উহাদিগের সহিত আমার বৈরভাব জন্মিয়াছে। উহারা পাচকাদির সহিত সন্ধি করিয়া বিষান্ন-প্রয়োগ দ্বারা আপনার বিনাশসাধনপূর্ব্বক রাজ্য কামনা করিতেছে, কিন্তু নানাবিধ ব্যাঘাত বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হইয়াছি যে, ঐ দুরাত্মারাই আমার বায়সের শরীরে শরনিক্ষেপ করিয়া উহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যগণের কপটতা-নিবন্ধন মীননক্রাদিসমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং স্থাণু, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহ-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল হিমালয়ের গুহার ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ ছিল, আমি কেবল ঐ বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা কহেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ প্রদীপ দ্বারা এবং নদীদুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজদুর্গ অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতা-পরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, আপনারও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই রাজ্যে সৎ ও অসৎ সমস্তই একাকার; অতএব এ স্থলে বাস করা শুভাবহ হইতেছে না। ন্যায়ানুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যাত্মার নিরাপদ্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কিন্তু এ রাজ্যে পুণ্যাত্মাদিগেরই বিনাশ এবং পাপাত্মাদিগের নিরাপদে অবস্থান হইয়া থাকে। এখানে সুস্থির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতগণের এরূপ স্থান হইতে অচিরাৎ প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। স্ফীতা[১] নদীতে নৌকাদি যেমন নিমগ্ন হয়, আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তিরা তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া যান। সতত অভদ্র-সংসর্গ হওয়াতে আপনার রীতি সমস্তই অসতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে বিষময় পাত্রস্থ মধুর ন্যায়, আশীবিষ-সমাকীর্ণ কূপের ন্যায়, মধুরসলিলসম্পন্ন দুরবতার্য্য[২] বেত্রকণ্টক[৩]সমাকীর্ণ উন্নততট[৪] তটিনীর[৫] ন্যায় এবং গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুর-পরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছে। কক্ষ[৬] যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে দাবাগ্নিসহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনারই বধসাধনে উদ্যত হইয়াছে; অতএব আপনি অচিরাৎ উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করুন। আপনি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার প্রিয়বস্তু-বিনাশে যত্নবান হইতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যগণের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যগণের সহিত আপনার হৃদ্যতা এবং প্রজাদিগের প্রতি আপনার অনুরাগের বিষয় জানিবার জন্য শঙ্কিতচিত্তে সসর্প গৃহের ন্যায় আপনার আবাসে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরাগ এবং তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার উপকারক, এই নিমিত্তই অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, কেবল তাহাদের দোষ-দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক,

১। ভ্রূকুটি, হস্তপদাদির চালন কৌশলযুক্ত ইঙ্গিত প্রভৃতি।

১। সহসা জলের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত। ২। অতিকষ্টে অবতরণীয়। ৩। বেতকাটা। ৪। উচ্চ তীর। ৫। নদীর। ৬। কোটর।

দণ্ডবর্জিত ভগ্নপৃষ্ঠ উরগের ন্যায় অরাতি হইতে ভয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।'

তখন ভূপাল কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি চিরকাল আমার গৃহে বাস করুন। আমি আপনার যথোচিত সৎকার ও পূজা করিব। যাহারা আপনার দ্বেষ করিবে, আমি তাহাদিগকে আবাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমাকে সুনিয়মে দণ্ডবিধান ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমার মঙ্গলবিধান করুন।'

মন্ত্রণা-মাহাত্ম্যে কালকবৃক্ষীয় ঋষির রাজমন্ত্রিত্ব

মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! প্রথমতঃ অমাত্যগণকে কাকবধনিবন্ধন অপরাধী না করিয়া উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীনবল করুন। পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমস্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে বিনাশ করিবেন। সকলের প্রতি একবারে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ়বস্তুও ভগ্ন করিতে পারে, এই নিমিত্ত আপনাকে ঐ বিষয় সতর্ক করিয়া দিলাম। আমরা ব্রাহ্মণজাতি, স্বভাবতঃই মৃদু ও দয়াশীল। আমরা আপনার আত্মার ন্যায় সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়, আপনার পিতার রাজ্যসময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আমি সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি স্নেহপরবশ হইয়াই আপনাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি পুনরায় অবিশ্বস্তের[১] প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সুখ-দুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইতেছেন?'

হে ধর্ম্মরাজ! কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে কোশলরাজ তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতপদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে নান্দীপাঠ[২] হইতে লাগিল। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় পুরোহিতপদে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী কোশলরাজকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ বিবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কোশলরাজ মহর্ষির হিতবাক্যে আস্থা করিয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

পারিষদ সুহৃদ্ ও মন্ত্রী প্রভৃতির লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সভাসদ্, সহায়, সুহৃদ্, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যাঁহারা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরলতা-সম্পন্ন ও দমগুণান্বিত এবং যাহারা সুচারুরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, তুমি তাঁহাদিগকেই সভাসদ্পদে নিযুক্ত করিবে। আপদ্কালে বলবীর্য্য-সম্পন্ন অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত উৎসাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত সম্মানিত হইলে কখনই আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং রাজা প্রসন্ন, অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন, কদাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়েন না; অতএব ঐ সমুদয় ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন করা উচিত। তুমি স্বদেশজাত, কুলীন, প্রাজ্ঞ, রূপবান, বিদ্বান্, প্রগলভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে সৈনাপত্য প্রভৃতি পদ প্রদান করিবে। দুষ্কুলজাত লোভপরায়ণ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা যতক্ষণ অর্থলাভ করিতে পারে, ততক্ষণই ভূপতির সেবা করে। কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশকালজ্ঞ[১] ও প্রভুহিতৈষী[২] ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্য-বস্ত্রাদি বিবিধ ভোগ দ্বারা বিদ্বান, সুশীল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, মহানুভব ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিতান্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তিরা তোমার সুখের সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদ্কালে কদাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

যে সমুদয় অনার্য্য, মন্দবুদ্ধি মানব সতত নিয়মলঙ্ঘনে যত্নবান্ হয়, তাহাদিগকে নিয়মপালনে নিরত

১। অবিশ্বাসীর। ২। মঙ্গলকর শব্দযুক্ত গীতি।

১। দেশ ও কালের অবস্থায় অভিজ্ঞ। ২। প্রভুর হিতৈষী।

করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণসম্পন্ন হয়, তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্, ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সতত বলবান্‌দিগের উপাসনা করেন, যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান, কার্য্যদক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রুভাব পরিত্যাগ করে। অমাত্যগণের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ পরীক্ষা করা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা সম্পদ্‌লাভের বাসনা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সৎকুলসম্ভূত, উৎকোচগ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষবিহীন, সুবিশ্বস্ত, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত[1], বিনয়বুদ্ধিসম্পন্ন[2], সৎস্বভাবান্বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ মহানুভবদিগকে পদ-প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রী করিলে সমুদয় কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন অমাত্য সৎকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থ-কামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইলেও নায়কবিহীন[3] অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্যদর্শনে অসমর্থ হয়। অস্থিরসঙ্কল্প[4] ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। দুর্ম্মতি মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের কি বিশেষ ফল, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না।

অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র নহেন; অতএব তাঁহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ, অগ্নি যেমন সমীরণসহযোগে মহাপাদপ[1] ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অননুরক্ত মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। অনুরক্ত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রিগণও অনেক সময় ভূপতির উপর যার পর নাই কোপান্বিত হয়, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহাকেই সমদুঃখসুখ[2] জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন; কুটিল ব্যক্তি বিবিধ গুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসীদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, অসুহৃদ্, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা-শ্রবণের উপযুক্ত নহে। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হয়েন, পূর্ব্বে যাহার পিতাকে অন্যায় সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতার পদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সৎকৃত হয় এবং কোন কারণবশতঃ যে ব্যক্তিকে একবার নির্ধন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজ্ঞাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য, প্রিয়সুহৃদ্, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী[3], প্রগল্‌ভ, সন্তোষপরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী[4], শৌর্য্য-সম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ, যিনি সান্ত্ববাদ দ্বারা লোক-সকলকে বশীভূত করিতে পারেন, পুরগ্রামবাসী[5] ধার্ম্মিক লোকেরা যাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুদিগের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাঁহার বিলক্ষণ বিদিত থাকে, তিনিই মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐরূপ গুণসম্পন্ন ও

১। অহঙ্কারহীন। ২। বিনয়ী ও বুদ্ধিমান্ ৩। পরিচালকশূন্য। ৪। অব্যবস্থিতচিত্ত—কর্ত্তব্যবিষয়ে অস্থিরমতি।

১। বৃহৎ বৃক্ষ। ২। সুখে-দুঃখে তুল্য। ৩। পাপের ও পাপাচারীর প্রতি বিরক্ত। ৪। কালের দোষ-গুণ দর্শনে অভিজ্ঞ। ৫। অন্তঃপুরবাসী ও গ্রামবাসী।

সংবৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হয়েন।

স্বীয় প্রভুর, প্রজাগণের ও শত্রুপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রিগণ অরাতির ছিদ্র দর্শন করিবামাত্র তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শত্রুপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কূর্ম্ম[1] যেমন আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমুদয় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রী রন্ধ্র ও মন্ত্রণাসমুদয় গোপন করিয়া রাখিবেন। রাজা মন্ত্রণাকে বর্ম্মের ন্যায় এবং অন্যান্য লোকেরা উহাকে অঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিবেন মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রিসকল বৃত্তিলাভার্থ রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন. রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিলে উভয়েই সুখী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা অপকট মন্ত্রিগণের সহিত সতত মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি ঐ তিন জনের মতগ্রহণ এবং উহা সবিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামজ্ঞ[2] গুরুর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারি জনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুসারী হয়, তবে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির কর্ত্তব্য। মন্ত্রনির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যগ্‌যোনি অবস্থান না করে নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশ[3]বিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ[4]-সমুদয় পরিহারপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।"

১। কচ্ছপ। ২। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, বিষয়ে অভিজ্ঞ। ৩। কশ ও কেশে। ৪। অঙ্গচালনাদি—হাঁটু কাঁপান, পা নাচান প্রভৃতি।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

প্রজা-প্রিয়তা—ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রজানুরঞ্জনবিষয়ে ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ নামক এক পুরাবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে। আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকমধ্যে যশস্বী ও গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে?'

বৃহস্পতি কহিলেন, 'পুরন্দর! মনুষ্য সর্ব্বসুখাস্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকসমাজে যশস্বী, গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটিও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে, সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। শান্তভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জন-বিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ সান্ত্বনা দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়। অতএব দণ্ডবিধানকালেও নরপতির সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সান্ত্ববাদ দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁহার বাক্যানুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আচরণ কর।"

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

মন্ত্রণানৈপুণ্যে প্রজাপালন রীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে পরম প্রীতি ও অক্ষয় কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়েন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "রাজন্! নরপতি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া বিশুদ্ধ ব্যবহার করিলে উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাত্মন! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন আপনি ইতিপূর্ব্বে অমাত্যদিগের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয়, একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি সত্য কহিয়াছ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্য-পদবী প্রদান করিবে, তাহাদের বিষয়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর চারি জন সুপবিত্র বেদবিদ্যা-বিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণসম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্য-গণ সকলেই যেন পঞ্চাশদ্বর্ষবয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভ ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ[১] দোষ-বিবর্জ্জিত হয়েন। ঐ সমুদয় অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন সূত এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং মন্ত্রণা করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে, তৎপরে ঐ নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে। এইরূপে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক দ্রব্যে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত করিয়া তাহা গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে অধর্ম্ম-নিবন্ধন নিশ্চয়ই তোমাকে ও তোমার প্রজাগণকে পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ যাবতীয় লোক শ্যেনদর্শনভীত পক্ষি-কুলের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে।

বিচার-বিষয়ক বিবিধ নীতি

রাজা, রাজমন্ত্রী অথবা রাজকুমার ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্বর্গগমনের পথরোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্‌রূপে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরপতির সহিত ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবান-দিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলে রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিচার দ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধনদণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধনদণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৈহিক দণ্ড দ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি রাজার বিনাশ-কামনা করে, তাহাকে বিবিধ যন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচার দোষদূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধি দণ্ডবিধান করিলে নরপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকের কিছু-মাত্র অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ নরপতি স্বকার্য্য-সাধনার্থ অন্যায়াচরণপূর্ব্বক লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করিলে ইহলোকে অপযশ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করেন। একের অপরাধে অন্যের দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধীদিগকে বদ্ধ বা মুক্ত করা বিধেয়। দূতগণ এক জনের নিকট অন্যের বাক্য কীর্ত্তন করে, অতএব যেরূপ আপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, দূতদিগকে বিনাশ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূতহন্তা নরপতি স্বয়ং সচিবগণের সহিত নিরয়গামী হয়েন এবং পিতৃলোকদিগকে ভ্রূণহত্যা-পাপে লিপ্ত করেন।

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গরক্ষাকারীদিগের বিবরণ

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গ-নগরাদি রক্ষকদিগের কৌলীন্য, আভিজাত্য[১], প্রিয়ভাষিতা[২], বক্তৃতা, কার্য্য-পটুতা, যথোক্তবাদিতা[৩] ও স্মারকতা[৪] এই সাত গুণে ভূষিত হওয়া নিতান্ত উচিত। অমাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ,

১। মৃগয়া, পাশাখেলা, ভার্য্যাসক্তি, মদ্যপান, অর্থলোভে দণ্ডদান, কর্কশবাক্য, অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়।

১। বংশগৌরব ২। হিতকর মিষ্টবাক্য বলা। ৩। সত্য-বাদিতা। ৪। পূর্ব্বাপর ঘটনার স্মৃতি।

সন্ধিবিগ্রহবেত্তা[১], বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম,[২] কুলীন ও সত্ত্ব[৩]সম্পন্ন হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন। সেনাপতিদিগেরও পূর্ব্বোক্ত গুণ-সমুদয় এবং যন্ত্র[৪], আয়ুধ ও ব্যূহ-রচনা-বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীতগ্রীষ্মাদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররন্ধ্রান্বেষণ-ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ভূপতিগণ শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, কিন্তু স্বয়ং কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করাও তাঁহাদের বিধেয় নহে। হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রের যাহা যথার্থ মর্ম্ম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ অবিশ্বাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য্য।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

দুর্গাদি ব্যবস্থা দ্বারা রাজধানী রক্ষা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজার কিরূপ পুরমধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য? আর তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যেই অবস্থান করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যথায় জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু-বর্গের সহিত বাস করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষাবিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। দুর্গ ছয় প্রকার,—ধন্ব[৫]দুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্য-দুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ। সর্ব্বাগ্রে এই ছয় প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর উক্তপ্রকার দুর্গ, আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেকানেক বিদ্বান্ শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া থাকেন, যথায় অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ[৬] থাকে, সেখানে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে স্থানের লোকেরা অতিশয় অতিথিপ্রিয়, বীর, ধনী, বিশুদ্ধব্যবহারসম্পন্ন; যথায় নিরন্তর বেদধ্বনি, দেব-পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে, রাজা সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যগণকে বশীভূত করিয়া সেই নগরে বাস করিবেন। তিনি তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন ও বিচারালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সতত অস্ত্রসংখ্যাবৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল[১] রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ[২], মজ্জা, তৈল, মধুক্রম[৩], ঔষধ, শণ[৪], সর্জ্জরস[৫], শর[৬], চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জা[৭] ও বল্বজ[৮] সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষসমুদয় প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাংবৎসরিক[৯], চিকিৎসক এবং প্রজ্ঞাবান্, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎকুলসম্ভূত মহাবল-পরাক্রান্ত, সর্ব্বকার্য্যবিশারদ ব্যক্তিদিগকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধার্ম্মিকের সৎকার ও অধার্ম্মিককে নিগ্রহপূর্ব্বক বর্ণ-চতুষ্টয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর প্রয়োগপূর্ব্বক সতত পুর ও গ্রাম-বাসী প্রকৃতিবর্গের বাহ্য, আন্তরিক ভাব সমুদয় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষ ও দণ্ডবিধানে সবিশেষ মনোযোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদয় রাজ্যরক্ষার মূল কারণ।

রাজ্য, গ্রাম ও নগরে চর প্রয়োগ করিয়া উদাসীন, শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং সতত মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন। নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান ও দরিদ্রকে বিভবানুরূপ অর্থদান ও প্রজাপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, রাজা কদাচ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থ তপস্বী-দিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত সময়ে অন্নবস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান

১। বিবাদমীমাংসায় ও বিবাদবিষয়ে অভিজ্ঞ। ২। অপ্রকাশ্য বিষয় গোপন রাখায় পটু। ৩। শক্তি। ৪। মারাত্মক যন্ত্র—বর্ত্তমান কালের মাইন প্রভৃতি। ৫। নির্জ্জন প্রদেশস্থ। ৬। বাজার।

১। পথরোধের ব্যবস্থা। ২। বাঁশ। ৩। মৌমাছির চাক। ৪—৬। শণ, ধূনা প্রভৃতি দাহ্য বস্তু। ৭। মুঞ্জ তৃণ। ৮। বল্বজ তৃণ। ৯। বর্ষপ্রবেশ গণনানিপুণ জ্যোতিষী—সমস্ত বৎসরের ফলাফল গণনাকারী।

করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ-বার্ত্তা, রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় সুখদুঃখ-সমুদয় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সৎকুলসম্ভূত সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহার শয্যা, আসন ও অন্নদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। বিপদ্ উপস্থিত হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুরাও তপস্বিগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তাঁহাদিগের নিকট নিধি[১] সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সতত তাঁহাদিগের সেবা ও সৎকার করা বিধেয় নহে। কারণ, দস্যুগণ ঐ বিষয় অবগত হইলে হয়ত তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিতে পারে। রাজা স্বরাষ্ট্রমধ্যে এক জন, পররাষ্ট্রমধ্যে এক জন, অরণ্য-মধ্যে এক জন ও সামন্তরাজ্যে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সৎকার ও অন্ন প্রদান করিবেন। রাজা বিপৎকালে শরণাপন্ন হইলে তপস্বীরা তাঁহার অভিলাষ সফল করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেরূপ নগরে রাজার বাস করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম।"

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

রাজ্যবিস্তার—সামন্ত দ্বারা রাজ্যপালন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কিরূপে রাজ্য-পালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।" ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যেরূপে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামের ও কাহাকে সহস্র গ্রামের আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্ত্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি[২] ভূপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষণে যার পর নাই যত্নবান্ হইবেন এবং এক গ্রামের অধিপতি দশ গ্রামের অধিপতির নিকট, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি শত গ্রামাধিপতির নিকট আপন আপন অধিকারস্থ মানবগণের দোষ নির্দ্দেশ করিবেন। এইরূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্য-সমুদয়ে গ্রামিকের[১] অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামরক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহু-জনপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদয় দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্যগ্রাম বহু গ্রামাধিপতির আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সহস্র গ্রামের অধিপতি ধনধান্যপরিপূর্ণ শাখানগরভোগে[২] অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রামসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একজন আলস্যবিহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতি নগরের কার্য্যদর্শনার্থ একজন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রগণের উচ্চস্থানে অবস্থান করে, তদ্রূপ সর্ব্বাধ্যক্ষগণ সমুদয় সভাসদের উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া চর দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন।

বাণিজ্যবিষয়ক ব্যবস্থা

অধিকারস্থ হিংসাপরায়ণ পরধনাপহারী শঠদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষা এবং বণিক্গণের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ[৩] ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্পজীবীদিগের উৎপত্তিদান[৪] বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা নানাপ্রকারে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাহাতে তাহারা অবসন্ন হয়, কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেন না। ফল ও কার্য্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সংস্থাপন করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। কেহই কারণ ব্যতীত কার্য্যানুষ্ঠান বা ফল লাভ করে না; যখন যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই কার্য্যের ফলভোগ হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা

১। ধনরত্ন। ২। সামন্ত নরপতি।

১। গ্রামপালের। ২। উপনগর-ভোগে—প্রধান গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামের উপভোগে। ৩। পথ্য আমদানী-রপ্তানী করায় জল স্থলপথ ও স্থলপথ। ৪। মূল—উৎপত্তিস্থান।

নৃপতির কর্ত্তব্য। ধনলালসায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষি-বাণিজ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। রাজা অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে সকলেরই দ্বেষভাজন হয়েন; সুতরাং তাঁহার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারে না। বৎস যেমন দুগ্ধপান দ্বারা বলবান্ হইলে বিপুল ভার বহন করিতে পারে, আর স্তন্যপানের ব্যাঘাত নিবন্ধন ক্ষীণ হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ প্রজাগণ রাজার পরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন বিভবশালী হইলে অনায়াসে অসংখ্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, আর অপরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন হৃতসর্ব্বস্ব হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব অপরিমিত করগ্রহণ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা স্বয়ং যত্নবান্ হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তাঁহার নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রজারা সকলেই তাঁহার আপদ-নিবারণার্থ ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের[1] ন্যায় ও কোষ[2] শয়ন-গৃহের[3] ন্যায় হইয়া উঠে। পুর ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি অনুকম্পা দর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য দস্যুগণকে নিপীড়িত করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রতি কুপিত হয় না। রাজা প্রথমে মনে মনে ধনলাভের বাসনা করিয়া প্রজাগণকে ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিবেন, 'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত[4] বংশের[5] ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমরা রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ্ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব। আর শত্রুগণ যদি বলপূর্ব্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষতঃ অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থ তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন প্রদানপূর্ব্বক রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপৎকালে ধনকে প্রিয় বোধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।'

কালজ্ঞ মহীপাল এইরূপে করগ্রহণের উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক পদাতি প্রেরণ করিয়া সাদর ও সুমধুর-বাক্যে প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। প্রাকার-নির্ম্মাণ, ভৃত্যদিগের প্রতিপালন প্রভৃতি নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া বৈশ্যদিগের নিকট করগ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে উহারা বনে গমন করিয়া বাস করে; অতএব ভূপতি উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করিবেন। উহাদের প্রিয়কার্য্যসাধন, সান্ত্বনা, রক্ষাবিধান ও উহাদিগকে অর্থদানপূর্ব্বক উহাদিগের প্রযত্ন-সমুৎপন্ন ফল ভোগ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা রাজ্য, ব্যবহার[1] ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়ালু অপ্রমত্ত রাজা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদিগের নিকট পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন। বৈশ্যদিগের মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।"

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

ধনাগমের সুগম পথ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যখন নরপতি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও পুনরায় ধনলাভের প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ধনার্থী নরপতি সতত প্রজার হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বীর্য্য অনুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং তাহাদের ও আপনার মঙ্গলজনক কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। ভ্রমর

১ কোষাগারের ২—[illegible]

৪—৫। ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়।

১। ক্রয়বিক্রয় ও আদান প্রদান—দ্রব্যবিনিময়।

যেমন বৃক্ষে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করে, লোকে যেমন গাভীর স্তনচ্ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলৌকা[1] যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, ব্যাঘ্র যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনাকাঙ্ক্ষী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উন্মূলিত বা নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোপাল যেমন বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক কর গ্রহণ করিবেন। এককালে লোকের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিলে তাহাকে যার পর নাই নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয়। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর-লোকদিগকে দমন করা উচিত। এইরূপ ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখলাভ হয়। অকালে বা অযোগ্য কার্য্যনির্ব্বাহার্থ প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন

হে ধর্ম্মজ্ঞ। আমি তোমার নিকট এক্ষণে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় রাজ্যপালনের উপায়, মায়া নহে। উপায় অবলম্বন না করিয়া শাসন করিলে প্রজাগণ অশ্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। মদ্যবিক্রেয়ী, বারবনিতা[2], কুট্টনী[3], বিট[4] ও দ্যূতব্যবসায়ী[5] প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্টসাধকগণকে সতত শাসন করা কর্ত্তব্য। রাজ্যমধ্যে উহাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভদ্রলোকদিগের অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনু পূর্ব্বেই এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে, যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, লোকে কদাচ অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই ঐ নিয়মের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দিন এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শ্রুতি অনুসারে প্রজাদিগের শাসনে মহীপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা প্রজা-শাসনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। পাপাত্মাদিগের প্রতি সতত দণ্ডবিধান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করেন, তাঁহাকে নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য-হানি হইয়া থাকে। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাদিগের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস-ভক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণ[1] ও পরধন হরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। যাহারা কদাচ পরিগ্রহ করে না, তাহারা বিপদ্গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের প্রসঙ্গও না থাকে। দস্যুরাই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচক-দিগকে ধনদান করে। যাহারা প্রজাবর্গের উপকারক ও উন্নতিসাধক, তাহাদিগকেই রাজ্যমধ্যে স্থান দান করা আবশ্যক। প্রজাপীড়কদিগকে রাজ্যমধ্যে রাখা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধনগ্রহণতৎপর অসাধু ব্যক্তি-দিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। কৃষি, বাণিজ্য ও গো-রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য-সমুদয় একের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সাধন করাই বিধেয়। কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজা বা তস্কর হইতে ভীত হইলে ভূপতিকে অতিশয় নিন্দাভাজন হইতে হয়। রাজা গ্রাসাচ্ছাদনাদি[2] দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, 'তোমরা আমার ও প্রজা-বর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।' ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধনবান্, প্রাজ্ঞ, শূর, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রজা-দিগের রক্ষা হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ। এক্ষণে তুমি সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অব-লম্বন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

১। জোঁক। ২। বেশ্যা। ৩। দূতী—যে কুৎসিত বার্ত্তার দূতীগিরি করে। ৪। লম্পট—কামুক। ৫। জুয়া খেলোয়াড়।

১। পরনারী ধর্ষণ। ২। অন্ন-বস্ত্রাদি।

একোননবতিতম অধ্যায়

ভোগীর তিরস্কার ও ত্যাগীর পুরস্কার

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা বৃক্ষের ফলকে ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব ফলবান্ বৃক্ষ ছেদন করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, তদ্দ্বারা অন্য লোককে প্রতিপালন করা রাজার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যদি ধনহীন হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নরপতি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে রাজা ব্রাহ্মণ-সমাজে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিবেন, 'মহাশয়! আপনি এ স্থান হইতে গমন করিলে আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করুন।' ব্রাহ্মণ ভোগার্থী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে নরপতি তাঁহাকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মত নাই। কৃষি-বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি দ্বারা লোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদত্রয় মানবগণকে নির্ব্বিকার জগদীশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাহারা দস্যু। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দস্যুগণের বিনাশার্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুক্ষয়, প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরম যত্নসহকারে প্রজাপালন করেন, তাঁহারাই ভূপতিগণের অগ্রগণ্য; আর যাঁহারা প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাদের জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তিনি সতত জনসমাজে চর প্রয়োগ করিবেন। আত্মীয়গণকে আত্মীয় হইতে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষায় বিশেষরূপে অনুরক্ত থাকিয়া পৃথিবী শাসন করা উচিত। পণ্ডিতেরা আত্মাকেই সমুদয় সুখের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বদা আপনার ছিদ্র, ব্যসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ গতবাসরীয়[১] কার্য্যের প্রশংসা করে কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত নরপতি রাজ্যমধ্যে সতত চর প্রয়োগ করিবেন। যাহারা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ, ধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্[২] নরপতির রাজ্যে বাস না করে; যাহারা রাজা, অমাত্য বা অন্য কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করে এবং যাহারা তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসাভাজন হয় না। সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন[৩] আছে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও তুল্যগুণ-সম্পন্ন, সুতরাং তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কিরূপে প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে?" ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! রাজা প্রজাগণের তুল্যবল হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সতত আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন। মহাবিষ আশীবিষ যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সর্পকে, অস্থাবর স্থাবরকে ও বিশালদশন-সম্পন্ন[৪] জন্তু যেমন দন্তহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি সতত দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। শত্রু রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলে গৃধ্রের ন্যায় রাজ্যমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। বণিকেরা যেন রাজকরে[৫] নিপীড়িত[৬] না হইয়া অল্পমূল্যে বহু বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়; কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে। যাহারা রাজার কার্য্যভার বহন করিয়া থাকে, তাহারা যেন প্রজাবর্গের দুঃখনিরাকরণে সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে[৭] যেন প্রজারা অকারণ কষ্ট স্বীকার[৮] না করে। রাজা ইহলোকে যে সমস্ত বস্তু দান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশুপক্ষিগণ সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনর্ব্বার এই বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

১। পূর্ব্বদিবসের—অতীত কালের। ২। ধীর—ধৈর্য্যশীল। ৩। উপেক্ষাকারী—মধ্যস্থ। ৪। বৃহৎ দন্তযুক্ত। ৫—৬। অধিক করাদি করভারে পীড়িত। ৭। [illegible]। ৮। [illegible]।

নবতিতম অধ্যায়

ধর্ম্মহীন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা—উতথ্য-মান্ধাতার কথা

ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির। ব্রহ্মবেত্তা[১] উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে প্রফুল্লমনে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা ধর্ম্মরক্ষার্থই উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোকরক্ষক। রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রাণিগণ অবস্থান[২] করিতেছে[৩] এবং ধর্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপ[৪] নিরাকৃত[৫] না হইলে দেবগণ রাজাকে ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয় সঞ্চারিত হইতে থাকে; কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না; ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি-সকল সমুচিত সৎকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হয়েন এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্ষিগণ উভয়লোক নিরীক্ষণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রাজার পুষ্টি[৬] করিয়াছেন, সুতরাং যে রাজাতে ধর্ম্ম বিরাজমান থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা; আর যাহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি বৃষলস্বরূপ। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ, যিনি সেই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন, তাঁহাকে বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করাই রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম্মলোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের 'ধর্ম্ম' নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কার্য্য সমুদয় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তিবিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম্ম-প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনিই রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান; অতএব নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা ও মৎসরশূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণমনোরথ না হইলে রাজার নানা প্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়।

মান্ধাতার প্রতি উতথ্যের ধর্ম্মবিষয়ক উক্তি

বিরোচনতনয় বলি বালস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়াপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দানবরাজ যার পর নাই অনুতাপিত হইয়াছিলেন। অসূয়া ও অভিমানের ঐরূপই ফললাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও; তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হয়েন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণমধ্যে অনেকেই উহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, আর যিনি উহার বশীভূত হয়েন, তাঁহাকে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীত[১] অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সংবাস পরিহার কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিও না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা, স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া[২], অবিবাহিতা ও ক্লীবী[৩] স্ত্রীর

১। ব্রহ্মজ্ঞ। ২—৩ রক্ষিত হইতেছে। ৪—৫। পাপাচরণ দূরীভূত। ৬। শ্রীবৃদ্ধিসাধন।

১। নির্য্যাতিত। ২। পরনারী। ৩। ক্লীবজবাপন্ন।

সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে বর্ণসঙ্করের প্রভাবে সদ্বংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। অতএব প্রজার হিত-সাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজাসঙ্করকারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ঘোরদর্শন ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্রসমুদয় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ভয়কারক অন্যান্য উৎপাত সমুদয় সতত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মরক্ষা ও প্রজাপালনে নিতান্ত অমনোযোগী, তাঁহাকে অচিরাৎ প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্যক লোক দুই ব্যক্তির ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে, কন্যাদিগের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।'

—

একনবতিতম অধ্যায়

রাজার পুণ্যে প্রজাবৃদ্ধি—পাপে প্রজাক্ষয়

উতথ্য কহিলেন, 'হে মান্ধাতঃ! জলধর যথাসময়ে সলিলবর্ষণ ও রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিলে যে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরমসুখে প্রজাবর্গের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্রপরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। শূদ্রের দাসবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোনুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ ও সত্যপ্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতৃস্বরূপ। মহারাজগণের ব্যবহার নিবন্ধনই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই রাজা যুগস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর[১] এবং অধার্ম্মিক হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। রাজা পাপাচরণ-পরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের নিমিত্তই নরপতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালন করিলে রাজার সমধিক পুণ্যলাভ ও তাহাদের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে যার পর নাই পাপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ যাঁহার পরিবার[২]স্বরূপ এবং তাহারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করে, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইলে সকলকেই পরিতাপিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা নিয়ত অপমানিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিও না। প্রতিনিয়ত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তি, মুনি ও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদের দৃষ্টিদহনে দগ্ধ হইও না।

রাজা দুর্ব্বলদিগের সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহার বংশ উহাদের কোপানলে সমূলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব বলবান ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিই প্রধান[৩]। রাজা যদি অবমানিত, আহত ও আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেবদণ্ডে নিহত হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কদাপি দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট অর্থ গ্রহণ করিও না। প্রজাগণ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রুপাত করিলে নিশ্চয়ই রাজার পুত্রবিয়োগ ও পশুনাশ হয়। অনেক স্থানে পাপকর্ম্ম করিলে অচিরাৎ তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই উহার ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা

১। প্রভু—প্রতিপালক। ২। পুত্রাদি প্রতিপাল্য। ৩। আদর্শ।

ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনপদবাসী যাবতীয় প্রজা একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ নরপতিকে কাল-কবলে নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র সমবেত হইয়া নীতিমার্গ অতিক্রম ও যুক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজাগণের নিকট ধন গ্রহণ করিলে রাজার ঘোরতর পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

রাজার বিপদে রাজপুরুষদিগকে যার পর নাই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবগণ উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একেবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। লোকে রাজ্যমধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। দুরাত্মারা রাজ্যমধ্যে জ্ঞানপূর্ব্বক সাধুদিগের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজাকেই তাহার পাপভাগী হইতে হয়। যে রাজা দুর্দ্দান্ত-দিগকে দমন এবং অমাত্যগণের সম্মানপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া সুদীর্ঘ কাল নিরাপদে বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি সুহৃদের সৎকর্ম্ম ও হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।

উতথ্যের বিবিধ রাজ-কর্ত্তব্য উপদেশ

সকলকে অংশ প্রদান করিয়া ভোজন, অমাত্য-গণের প্রতি সমুচিত সমাদর-প্রদর্শন ও বলমদে মত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন, স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দস্যুদল-দমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বলবর্দ্ধন ও প্রজা প্রতিপালন করিবেন। যে ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের জল্পনা করে, সে অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেও তাহাকে কদাচ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং প্রধান প্রধান বণিক্‌দিগকে ভূতনির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরম [illegible]প্রসহকারে কাম ও লোক-বিদ্বেষে[1] অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ[2] যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের দুঃখাশ্রু[3] মোচনপূর্ব্বক সুখবৃদ্ধি করিবেন। মিত্রসংখ্যাবর্দ্ধন ও শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে সতত যত্নবান্ হওয়া এবং সাধুগণের পূজা, সত্যপালন, প্রীতিসহকারে ভূমিদান, অতিথি-সৎকার ও ভৃত্যবর্গের সমুচিত সম্মান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফলভোগ করেন। ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জিতেন্দ্রিয় হইলে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে নরকে নিপতিত হয়েন। ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে সৎকার ও সমাদর করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যম যেমন প্রাণীদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ডবিধান করেন, তদ্রূপ রাজা প্রজাদিগকে নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিবেন। লোকে মহীপতিকে ত্রিদশা-ধিপতি ইন্দ্রের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা সতত সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালন, ক্ষমা-প্রদর্শন, ধৈর্য্যাবলম্বন, প্রাণিগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদসদ্বিবেচনা[4] করিবেন। প্রাণিসংগ্রহ[5], অর্থদান, মধুর বাক্য-প্রয়োগ এবং পুর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অপটু রাজা প্রজারক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হয়েন না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রাজা প্রজ্ঞাবান্ ও মহাবল-পরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই কেবল রাজ্যভার বহন করিতে পারেন। আর যিনি নিতান্ত হীনবীর্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হয়েন না। রাজা সৎকুলসম্ভূত, একান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধ অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন।

এক্ষণে তুমি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম অবগত হইলে। তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও

১। প্রজার প্রতি বিদ্বেষ ভাবে। ২। প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত। ৩। ক্লেশজনিত চক্ষুর জল। ৪। ভাল মন্দ বিচার। ৫। প্রাণিগণের পালন।

কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মনুষ্যকে মধুরবাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্রকলত্র ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোকসংগ্রহ, দান, মধুরবাক্য প্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়টি বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। রাজা সতত শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ছিদ্র-সন্দর্শনে সমর্থ না হয়। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণও ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষি উতথ্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অশঙ্কিত-মনে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক অচিরাৎ পৃথিবী আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অতএব তুমি রাজা মান্ধাতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই দেবলোকে স্থানলাভে সমর্থ হইবে।"

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

রাজার ধার্ম্মিকতা—বামদেব-বসুমনার কথা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি ধর্ম্ম-পরায়ণ হইতে মানস করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা শুদ্ধাচারী কোশলরাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে কহিলেন, 'ভগবন্! যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমাকে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন।' তখন মহর্ষি বামদেব নহুষনন্দন যযাতিতুল্য প্রভাবশালী কোশলরাজকে কহিলেন, 'মহারাজ! ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মের[১] পর[২] শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপতিগণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বার[৩]স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধুলোকের উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্ম প্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়েন। আর যে অধার্ম্মিক রাজা বলপ্রকাশপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য; তাহাকে অচিরাৎ সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হয়। পণ্ডিত, কার্য্যানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হয়েন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ রাজা সাগরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমুদয় অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! নরপতি এই সমুদয় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্মার্থদর্শী মহীপাল এই উপ-দেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপায়ের চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। স্নেহশূন্য অদাতা ভূপতি প্রজাগণের প্রতি নিরন্তর দণ্ডবিধান করিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। বুদ্ধিহীন রাজা প্রায়ই আপনার পাপকার্য্য বুঝিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে ইহলোকে অকীর্ত্তি-লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকভোগ করিতে হয়। রাজা সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে মানবগণ তাঁহার বিপদ্ আপনাদিগের বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে উহার নিবারণে যত্নবান্ হয়। যে রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বিদ্যমান নাই এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থসংগ্রহে বাসনা করেন, তিনি কোনক্রমেই চির-কাল সুখভোগ করিতে পারেন না। আর যিনি উপদেশকের বশীভূত হইয়া স্বয়ং সমুদয় কার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখভোগে সমর্থ হয়েন।'

১—২। ধর্ম্ম হইতে। ৩। পথ—উপায়।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

প্রিয়ব্যবহার প্রশংসাপ্রসঙ্গে বিবিধ নীতি-ইঙ্গিত

বামদেব বলিলেন, 'হে মহারাজ! রাজা দুর্ব্বলের উপর অধর্ম্মাচরণ করিলে তাঁহার বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেই পাপ-প্রবর্ত্তক দুর্ব্বিনীতের কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মানবগণ স্বধর্ম্মনিরত ভূপতির ব্যবহারের অনুগমন করিলে উন্মার্গগামী নরপতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার আত্মীয়গণও তাহা[১] সহ্য[২] করিতে[৩] পারে না। অশাস্ত্রদর্শী[৪] রাজা ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথার অনুবর্ত্তী নহেন এবং যিনি সমরাঙ্গনে পূর্ব্বোপকারী শত্রুকে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। সতত সামর্থ্য প্রকাশ, প্রফুল্ল মুখে অবস্থান ও বিপৎকালে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল প্রিয় ও সম্পত্তিশালী হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারেন। রাজা কোন কারণ বশতঃ একবার যাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তাহার সহিত সতত প্রিয়ব্যবহার করা তাঁহার আবশ্যক; প্রিয়ব্যবহার করিলে শত্রুগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যাবাক্যের পরিহার ও লোকে প্রার্থনা না করিলে তাহার হিতচেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কামক্রোধ বা বিদ্বেষ নিবন্ধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ভূপতি প্রশ্নকালে অনর্থক বাক্য-প্রয়োগ অথবা লজ্জা, ত্বরা বা অসূয়া প্রকাশ করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ্র[৫] উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সতত প্রজাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। যে নরপতি নিয়ত প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন ও সম্পত্তি চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণ-পরাঙ্মুখ[৬], হিতকারী ভক্তজনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্য্যকুশল, অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে অর্থাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খ, ইন্দ্রিয়-পরবশ, অর্থলোলুপ, অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মদ্য, দ্যূত, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্ভোগে নিরত ব্যক্তির উপর গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিলে নরপতিকে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।

যে রাজা জিতেন্দ্রিয় ও লোকরক্ষায় নিরত হয়েন, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখানুভব হইয়া থাকে। যে রাজা সুবিশ্বস্ত আত্মীয় চর দ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণের আচার-ব্যবহার অবগত হয়েন, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলবান্ ভূমিপতির অপকার সাধনপূর্ব্বক 'আমি উহা হইতে অতিদূরে অবস্থান করিতেছি' মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। কারণ, বলবান নরপতি অপকৃত হইলে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সহসা দুর্ব্বলের রাজ্যে উপস্থিত হয়। নরপতি আপনার বাহুবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন, বলবান্ ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও সমরাঙ্গনে শত্রুর বধসাধন করিবেন। ইহলোকে সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্গাদি রক্ষাবিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাগণের সুখসাধন এই পাঁচ উপায় দ্বারা রাজার অধিকার পরিবর্দ্ধিত হয়। যিনি এই পাঁচ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজ-শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য চিরকাল অক্ষত থাকে। কিন্তু নিরন্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে স্বয়ং ব্যাপৃত থাকা এক-জনের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রাজা সুবিশ্বস্ত পরীক্ষিত পুরুষদিগের উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন।

যিনি দাতা, বিভাগকর্ত্তা[২], মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করেন না, মানবগণ তাঁহাকেই নরপতি-পদে অভিষেক করে। যে রাজা অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার মত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, মানবগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকে। যিনি বিদ্বেষ বশতঃ হিতপরায়ণ বন্ধুর বাক্যে অনাদর করিয়া

[illegible] ৪। শাস্ত্রজ্ঞানহীন।
৫। অর্থকষ্ট। ৬। বিরুদ্ধাচরণে বিমুখ।

১। অনুগত বেতনভোগী। ২। ন্যায্য দাবী অনুসারে বিষয়বণ্টনকারী।

অহিতকারীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধুসমাদৃত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত[1], ভীষণ[2] দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং কামিনীগণের সহিত সতত সংস্রব রাখিয়া আত্মরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা রোষপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি নিকৃষ্টদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং যিনি বিদ্বেষবশতঃ কল্যাণকর জ্ঞাতিগণের উপকারে বিরত হয়েন, তাঁহাকে অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন অপ্রিয়ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়বাক্য দ্বারা বশীভূত করেন, তাঁহার যশঃশশধর অনন্তকাল অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। অকালে করগ্রহণ ও অপ্রিয়ব্যক্তির প্রতি বিরক্তিপ্রকাশ ও প্রিয়ব্যক্তিতে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ রাজা যথার্থ অনুরক্ত, কাহারা ভয়প্রযুক্ত শরণাগত এবং উহাদের মধ্যে কোন কোন্ ব্যক্তি দোযাক্রান্ত, তাহা প্রতিনিয়ত চিন্তা করা আবশ্যক। আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে দুর্ব্বলেরা গৃধ্রকুলের[3] ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। নহুষপুত্র যযাতি রাজরহস্য-কীর্ত্তনচ্ছলে কহিয়া গিয়াছেন যে, নরপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের বিনাশেও অনাস্থা করিবেন না।'

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

সামনীতিতে নৃপতির দৃঢ়প্রতিষ্ঠা

বামদেব বলিলেন, 'হে রাজন্! যুদ্ধ না করিয়া অরাতি-পরাজয় করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয়লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। নরপতি দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মূল দৃঢ় না হইলে তাঁহার কদাচ কোন বস্তুলাভের সম্ভাবনা নাই। যে রাজার অসংখ্য মন্ত্রী থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তিসম্পন্ন হয় এবং প্রজাগণ সতত সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সকল লোকের উপর দয়া প্রকাশ করে, তাঁহাকেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজার যোধগণ সন্তোষশালী ও শত্রুগণের প্রবঞ্চনায় পটু হয়, তিনি অল্পসৈন্য লইয়াও সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারেন। মহীপতি যখন আপনাকে প্রজাপালিত বোধ করিবেন, সেই সময়েই স্বীয় বুদ্ধিবলে শত্রুর ভূমি ও ধন হরণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়শালী মহীপাল প্রাণিগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আত্মরক্ষায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে নরপতি আত্মীয়গণের সহিত সতত সম্পূর্ণ মিথ্যাব্যবহার করেন, তাঁহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা নিয়ত শত্রুপীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন, কেহই তাঁহার সহিত বিপক্ষাচরণ করে না। পণ্ডিত ভূপতি সজ্জনবিদ্বিষ্ট[1] ব্যবহার পরিত্যাগ ও সতত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যে রাজা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব করেন, তাঁহাকে কদাপি অনুতাপিত বা জনসমাজে অবজ্ঞাত হইতে হয় না। হে মহারাজ! নরপতি এইরূপ ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয়লাভ করিতে পারেন।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমনা বামদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে নিঃসন্দেহই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে।"

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

ধর্ম্মযুদ্ধের প্রশংসা—অধর্ম্মযুদ্ধের নিন্দা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বল ভূপতিকে পরাজয় করিবার বাসনা করিলে, তাঁহাকে কিরূপে উহা সম্পাদন করিতে হইবে?"

১। আত্মরক্ষার উপযোগী দুর্গম পর্ব্বত। ২। দুষ্প্রবেশ। ৩। শকুনিসমূহের।

১। সাধুজনের বিদ্বেষকর।

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বলবান্ ভূপতি অন্যের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে কহিবেন, 'আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তোমরা আমাকে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।' বলবান্ আগন্তুক ভূপতি এই কথা বলিলে প্রজাগণ যদি তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিবেন। আর যদি তাহারা তাঁহার বাক্যে সম্মত না হয়, তবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি যদি তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হীনব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়কে দুর্ব্বল, আত্মত্রাণে[1] অসমর্থ অরাতির নিকট ভীত দেখিলে শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! নরপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও একাকী হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি সমরে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী[2] বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নরপতিকে বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্যসমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাঁহাকে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি শঠতা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতি কপটতা আশ্রয় করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর যদি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতিও ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবেন না; রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখীন হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি শস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিলবাণ[3] লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। অসাধুগণই এইরূপ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। নরপতি জিঘাংসাপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, অপত্যবিহীন, শস্ত্রহীন, বিপন্ন, ছিন্নকার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি সাধুব্যক্তি সমরাঙ্গনে শরনিভিন্ন ও বিপদ্গ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয় আপনার আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য-বিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, উহা বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যদি শঠতাসহকারে অধর্ম্ম-যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হয়েন। পাপাত্মারা অধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করিয়াই অসাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়ঃ। অনেক স্থলে অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিককে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমতঃ পাপকার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুলকিতচিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাসবাক্য প্রয়োগ এবং বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ঐ দুরাত্মাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নদীকূলস্থ পাদপের ন্যায় সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়; তখন সকল লোকেই তাহাকে প্রস্তরে নিপাতিত কুম্ভের ন্যায় দেখিয়া তাহার ও তাহার কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

বিজিত রাজার প্রতি বিজেতা নৃপতির ব্যবহার

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। অধর্ম্মানুসারে বিজয়বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভূপতি অধর্ম্ম দ্বারা জয়লাভ করিয়া কখনই সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎ-

১। নিজের রক্ষায়। ২। বিপক্ষ। ৩। বিপক্ষের অলক্ষ্যে অস্ত্রপ্রয়োগ।

করিয়া ফেলে। বর্ম্মহীন, কৃতাঞ্জলি, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করা ভূপতির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না; তিনি তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক আপনার আবাসে আনয়ন করিয়া এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ দিবেন। যদি এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। ভূপতি যদি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুর কন্যাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহাকে আপনার আলয়ে স্থানদান করিবেন না। এইরূপে রাজা দাসদাসী প্রভৃতি যে কিছু বলপূর্ব্বক আহরণ করিবেন, তৎসমুদয় এক বৎসরমধ্যে আপনার আয়ত্ত না হইলে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভূপতি চৌরাদির ধন গ্রহণপূর্ব্বক সঞ্চিত করিবেন। বৈলক্ষ গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভ-সমুদয়কে ভূমি-কর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিরই রাজার অভিমুখে অস্ত্রনিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। উভয় পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাদের শান্তিস্থাপন অভিলাষে মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষ নিবৃত্ত হইবেন, কদাচ যুদ্ধ করিবেন না। যে এই শাশ্বত নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করে, সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, তাহাকে ক্ষত্রিয়মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করাই বিধেয়। যে রাজা জয়লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা তাঁহার নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্মতঃ জয়লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কি আছে? যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা সহকারে ভোগ প্রদান করিয়া অচিরাৎ প্রসন্ন করাই ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া ভোগপ্রদান করিলেই উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক রন্ধ্রান্বেষী অমিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে শত্রুগণের সাহায্য করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হয়। কূট[১]যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অমিত্রকে[২] বঞ্চনা বা দৃঢ়তর প্রহার করা কর্ম্মাত্মা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর প্রহারে নিবদ্ধ লোকে প্রায়ই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

যে নরপতি অতি অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন, তিনি বিজয়ী জীবনেরই প্রশংসা[৩] করিয়া থাকেন। যাঁহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাগণ অনুরক্ত ও ধনাঢ্য এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত, সেই রাজাই দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য শ্রুতসম্পন্ন পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ লোক-ব্যবহারজ্ঞ। দেবরাজ ঐরূপ ব্যবহার দ্বারাই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভূপালগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রত্বলাভ করিতে বাসনা করেন। রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধবিজয়ী হইয়া শত্রুর ভূমি ভিন্ন অন্যান্য ধনসম্পত্তি এবং অন্ন ও ঔষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শত্রুকে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবিঃ ও সিদ্ধান্ন আহরণপূর্ব্বক পুনরায় শত্রু কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রোত্রিয় ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন রাজ্যস্থ সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন নরপতি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ভূপালগণের বিজয়-বাসনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করিবেন, তিনি মায়া বা দর্পসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিবেন না।”

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

প্রজাপালনে নৃপতির যুদ্ধহিংসাদি পাপনাশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ক্ষাত্রধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। নরপতি যুদ্ধকালে সৈন্য-মধ্যস্থিত বৈশ্যদিগকেও নিপাতিত করিয়া থাকেন;

১। (সংক্ষেপে) আক্রমণাদি দ্বারা কুটিল। ২। শত্রুকে। ৩। গৌরবরক্ষা।

যাহা হউক, ভূপতি কিরূপ কর্ম্ম করিলে পুণ্যলোকে গমন করিতে পারেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ভূপালগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণীদিগকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয়লাভ করিয়া পুনরায় তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হয়েন। দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ ধ্বংস এবং প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষক যেমন ক্ষেত্রসংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য বিনষ্ট না করিয়া তৃণ-সমুদয় উন্মূলিত করে, তদ্রূপ শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা শস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক কেবল বধার্হদিগেরই প্রাণসংহার করিয়া থাকেন। প্রজারক্ষণ দ্বারাই ভূপতির পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা প্রজাগণকে বধ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যুভয়াদি-নিবারণে প্রবৃত্ত হয়েন, সকল লোকেই তাঁহাকে ধনদাতা, সুখদাতা ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্মাত্মা ভূপতি প্রজাগণকে অভয়দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইহলোকে মঙ্গল লাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে রাজা ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তাঁহার অনন্তদক্ষিণ[১] যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে নরপতি অকুতোভয়ে শত্রুদিগের উপর শরবর্ষণ করেন, দেবগণ পৃথিবীমধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সমরে অপরাঙ্মুখ রাজার প্রশংসা

ভূপতির যাবৎসংখ্যক অস্ত্র অরাতিগণের চর্ম্ম ভেদ করে, তিনি তাবৎসংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকলাভে অধিকারী হয়েন। সংগ্রামসময়ে রাজার গাত্র হইতে যে রুধির নিঃসৃত হয়, তিনি সেই শোণিতের সহিত সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সমরক্লেশ সহ্য করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান তপস্যা। ভীরুস্বভাব পুরুষেরাই মেঘ হইতে জল-লাভের ন্যায় শূরগণের শরণ[২]লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করে। বীরপুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাহাদিগের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন-পূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক পুণ্যলাভ হয়। আর যে সকল ব্যক্তি বীরগণের বাহুপ্রভাবে বিপদ হইতে মুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহাদিগকে প্রাণদাতা বলিয়া প্রতি-নিয়ত নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, কেহ কেহ সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রামসময়ে অরাতিকুলের অভিমুখীন হয়, আর কেহ ঐ সময় সমরাঙ্গন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে। যাঁহারা প্রাণসঙ্কট সংগ্রামে জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষ-পক্ষের অভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা মহাবীর; আর যাহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়-দিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহারা কাপুরুষ। আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষত-গাত্রে গৃহে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐরূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্মগ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার্থ সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ঐরূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র[২] দ্বারা বিনষ্ট, কটবদ্ধ[৩] করিয়া দগ্ধ অথবা পশুবৎ নিপাতিত করা কর্ত্তব্য শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্লেষ্ম-মূত্র পরিত্যাগ ও করুণ-বিলাপ করিতে করিতে অক্ষতশরীরে প্রাণত্যাগ করে, পণ্ডিতেরা কখনই তাহার প্রশংসা করেন না। ক্ষত্রিয়গণের গৃহমৃত্যু প্রশংসনীয় নহে। উহারা স্বভাবতঃ শূর, অভিমানী, সুতরাং উহারা সংগ্রামে শৌর্য্য প্রকাশ না করিলে লোকে উহাদিগকে কৃপণ[৪] ও অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামপরাঙ্মুখ মানবগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত-মুখে ক্লেশসূচক শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পুত্রগণকে শোকাকুলিত করিয়া আরোগ্যলাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করে। অভিমানী বীরপুরুষদিগের কদাচ এরূপ মরণে অভি-লাষ হয় না। জ্ঞাতিগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রামে শরবর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া

১। বহু দক্ষিণাযুক্ত। ২। আশ্রয়।

১। ভুজবলে। ২। ঢিল। ৩। তৃণ কড়ারকমের পাক দেওয়া—নারিকেল-কাতার কাছির মত সুদৃঢ় রজ্জু, দড়ি বন্ধন। ৪। কৃপণ—কার্য্যে কুণ্ঠিত।

প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম। বীরপুরুষ কামক্রোধপ্রভাবে অরাতিকুলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনাকে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাবীর সমরক্ষেত্রে অরাতিকুলে পরিবৃত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই অক্ষয় লোকলাভ হইয়া থাকে।"

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

যুদ্ধমৃত ক্ষত্রিয়ের গতি—ইন্দ্র-অম্বরীষ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ রণনিহত হইয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অম্বরীষসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। নাভাগপুত্র মহাত্মা অম্বরীষ দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব ইন্দ্রের সহিত তেজোময় দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছে। নাভাগনন্দন সেনাপতির সমৃদ্ধি-দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ! আমি সসাগরা পৃথিবী বশবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে চারি বর্ণ প্রতিপালন, সমরাঙ্গনে সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজনসেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্নদান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষি ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি। এই সুদেব পূর্ব্বে আমার সেনাপতি ছিলেন। উনি কোন্ পুণ্যের ফলে এক্ষণে আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন?'

ইন্দ্র কহিলেন, 'রাজন্! সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। যোধগণ কবচ ধারণপূর্ব্বক সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধযজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকে।'

অম্বরীষ কহিলেন, 'দেবরাজ! যুদ্ধযজ্ঞের হবি[1], আজ্য ও দক্ষিণা কি এবং ঋত্বিক্ই বা কে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'রাজন্! কুঞ্জরগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক্, অশ্বগণ অধ্বর্য্যু, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবিঃ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক্ এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। হস্তিচর্ম্মাবৃত, গজদন্তনির্ম্মিত, মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ উহার স্ফিক্[2]। লৌহময় সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহারনিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণমধ্যে 'ছিন্দি[3], ভিন্দি[4]' প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা সামগান-স্বরূপ। শত্রুপক্ষীয়দিগের সেনামুখ[5] উহার আজ্যস্থালী[6]। হস্তী, অশ্ব এবং বর্ম্মধারী মনুষ্য-সমুদয় উহার শ্যেনচিত[7] বহ্নি[8]। এক সহস্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণ বিশিষ্ট খাদির[9] যূপ[10] আর তলদান[11] উহার বষট্কার এবং দুন্দুভি উহার উদ্গাতা-স্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্ব[12] উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে বীর প্রভুর হিতার্থ প্রবৃত্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত উহা হইতে বিরত না হয়েন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায়নিরপেক্ষ হইয়া একান্তমনে সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হয়েন, তিনি আমার সারবাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

১। আহুতির যোগ্য চরু পুরোডাশাদি। ২। স্ফ্য—হবিতে রেখা অঙ্কিত করার খড়্গাকৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ। 'স্ফিক্' স্থলে 'স্ফ্য'ই হইবে—"হস্তিচর্ম্মাবৃতঃ খড়্গঃ স্ফ্যো ভবেৎ তস্য সংযুগে" মূল। 'স্ফিক্' শব্দের অর্থ নিতম্ব—পাছা; 'স্ফ্য' শব্দের অর্থ খড়্গাকৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ। "স্ফ্যঃ খড়্গাকৃতিকাষ্ঠেন" (অমরের টীকা)। ৩—৪। 'ছেদ কর' 'ভেদ কর'। ৫। সেনানিবাস। ৬। যজ্ঞীয় ঘৃত রাখিবার পাত্র। ৭—৮। শ্যেনযাগাদিতে পূজ্য আহবনীয় অগ্নি। ৯—১০। খদির কাষ্ঠের যূপ ১১। বীরত্বসূচক স্পর্দ্ধা প্রদর্শক করতলাঘাত। ১২। ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি।

যে মহাবীর ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যসমুদয়স্বরূপ মণ্ডূক ও কচ্ছপ, বীরগণের অস্থিস্বরূপ কর্কর[১], মাংস ও শোণিতস্বরূপ কর্দ্দম, খড়্গ চর্ম্ম গৃধ্র কঙ্ক ও বায়সস্বরূপ ভেলা, কেশকলাপস্বরূপ শৈবাল[২] ও শাদ্বল[৩], অশ্ব ও হস্তিস্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজস্বরূপ বেতসলতা[৪], নিহত কুঞ্জরস্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গস্বরূপ নৌকা-সমাকীর্ণ রাক্ষসংকুল ভীরুজনভয়াবহ শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবভৃত-স্নানের[৫] উপযুক্ত পাত্র। শত্রুগণের সেনামুখ যাঁহার পত্নীশালা[৬], যোধগণ যাঁহার দক্ষিণসদস্য[৭], উত্তরদিক্[৮] যজ্ঞকুণ্ড, শত্রুসেনা যাঁহার কলত্র ও উভয় ব্যূহমধ্যস্থান যাঁহার যজ্ঞবেদীস্বরূপ হয় এবং বিপক্ষগণের মস্তক ও হস্তী এবং অশ্ব দ্বারা যিনি ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য[৯] লাভ করিতে পারেন। যে যোদ্ধা ভীতচিত্তে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষশরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। যে মহাবীরের শোণিতধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থিসমূহ দ্বারা সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিকে বিনষ্ট করিয়া তাহার যানে আরোহণ করেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান হয়েন। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাহার পুত্র অথবা যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট না করিয়া আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্যলাভের উপযুক্ত পাত্র।

যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরনিহত বীরপুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের নিমিত্ত অন্ন-জল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বীরপুরুষ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামনিহত হইলে অপ্সরা-সকল তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধ প্রতিপালন করেন, তাঁহার তপস্যা শাশ্বত ধর্ম্ম এবং চারি আশ্রমের ফললাভ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণ[১] মুখে[২] লইয়া[৩] শরণাপন্ন হয়, তাহাকে বিনাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমি জম্ভ, বৃত্র, বল, বিরোচন, দুর্নিবার নমুচি, মায়াবী শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি।'

একোনশততম অধ্যায়

রণপরাঙ্মুখের অধোগতি—উন্মুখের ঊর্দ্ধগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বীরজনের উৎসাহ প্রদান বিষয়ে প্রতর্দ্দন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। মহাত্মা[৪] জনক রাজা যজ্ঞোপবীত-সংগ্রামে[৫] যোধগণের[৬] যেরূপ আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনক ঐ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে যোধগণ! যাহারা সমরে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যা-পরিপূর্ণ সর্ব্বফলপ্রদ ভাস্বর[৭] স্বর্গলোক লাভ করে; আর যাহারা প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহারা অনন্তকাল এই অকীর্ত্তিকর নরকে নিপতিত হয়; অতএব তোমরা প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় কর; অতি কুৎসিত নরকের বশবর্ত্তী হইও না। সংগ্রামস্থলে শরীর ত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বারস্বরূপ।'

জনকরাজ সংগ্রামস্থলে এই কথা কহিলে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল; অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের রণস্থলে রথীদিগকে, রথিগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ম্মধারী পদাতিগণকে সংস্থাপন করা উচিত। যে রাজা এইরূপ ব্যূহ রচনা করেন, তিনি সতত জয়লাভে সমর্থ হয়েন। অতএব সকল যুদ্ধেই ঐরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধানুরাগী মনুষ্যেরা ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া

১। জল। ২। শেওলা। ৩। তৃণময় স্থান। ৪। বেত। ৫। যজ্ঞান্ত স্নানের। ৬। পত্নীগণের আমোদ-প্রমোদ গৃহ। ৭। প্রধান পর্য্যবেক্ষক। ৮। উন্নতির পথ। ৯। ইন্দ্রলোক।

১—৩। শরণাগতির লক্ষণ-স্বরূপ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া। ৪—৬। সংগ্রামরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত মহাত্মা রাজা জনক স্বীয় সৈন্যগণের। ৭। জাজ্বল্য—উজ্জ্বল।

থাকেন ভূপতিগণ মকরেরা যেমন সাগরকে বিক্ষোভিত করে, তদ্রূপ সংগ্রামস্থল বিক্ষোভিত করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিচলিত ও বিষণ্ণ ব্যক্তিদিগকে হর্ষিত করিবেন। যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, সতত যত্নসহকারে তাহার রক্ষাবিধান করিবেন। যে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না। যে সমস্ত সৈন্য একবার পলায়নপূর্ব্বক পুনরায় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ অতি দুঃসহ; অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে, বীরপুরুষ! তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না। স্থাবর সকল[1] জঙ্গমের[2] ভক্ষ্য, দশনহীন দন্তবানের[3] ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিরা বীরগণের ভক্ষ্য[4]। ভীরু ব্যক্তিরা শূরগণের ন্যায় হস্তপদাদিসম্পন্ন হইয়াও ভয়প্রযুক্ত তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ভীরুদিগকে বীরগণের আশ্রয়গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলিবন্ধন[5] করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে জগতীস্থ সমস্ত লোক লম্বিত[6] রহিয়াছে; অতএব বীরগণ সকল অবস্থাতেই সম্মানলাভ করিবার উপযুক্ত সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে শৌর্য্য অপেক্ষা প্রধান আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন।"

শততম অধ্যায়

জয়াবহ যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিজয়াথী ব্যক্তি যেরূপ অল্পমাত্র অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীরু সৈন্যগণকে সমরে অভিমুখীন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। সত্য, জীবিতনিরপেক্ষ, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কৌশলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা অবগত হইলে অনায়াসেই ধর্ম্মার্থবিঘাতক[1] দস্যুগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে। সকলেরই সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা অন্যের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্-সমুদয় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সংগ্রামার্থী ভূপতিগণ গজচর্ম্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি ও কণ্টক, চামর শাণিত অস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম্ম, নানা বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কুশীলবচয়[2] যোধগণকে[3] সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থে সেনাসংযোগ করা উচিত। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ ও শস্যশালিনী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুই মাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা মনুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অতএব বিজয়াথী ভূপতিগণ সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণকেই[4] সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্ত্তব্য; স্বীয় দুর্গ একদ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়।

যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নানাগুণে সমলঙ্কৃত ব্যক্তিগণ শূন্য দেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্যসংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণপূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সপ্তর্ষিগণকে[5] পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপনপূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রুগণকে পরাজিত করা যায় ও শুক্র যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয়লাভে কিছুমাত্র

১। স্থিতিশীল তরুলতাদি। ২ সকল মানুষ, পশু প্রভৃতির। ৩। দন্তশালীর। ৪। যথা—ক্রম। ৫। করজোড়। ৬। লগ্ন।

১ ধর্ম ও অর্থের বিঘ্নকারক। ২—৩। যুদ্ধার্থ উৎসাহী বীরগণকে। ৪ কার্মুক—লিঙ্ক। ৫। আকাশে উদিত অগ্ন্যাত্মক নক্ষত্রশ্রেণী।

সংশয় নাই। শুক্র অপেক্ষা সূর্য্যের ও সূর্য্য অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত[১] লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদিশূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহী-দিগের, উদক[২]-কাশ[৩]যুক্ত অবন্ধুর[৪] প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্র-বৃক্ষ ও মহাকক্ষ[৫]সঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্র[৬]-সমাকুল বহু দুর্গ-সমন্বিত প্রদেশ পদাতিদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্য-মধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়।

নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে সংগ্রাম করিতে হইলে সৈন্য-মধ্যে অধিক-পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়মের অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথি-নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার সতত জয়লাভ হইয়া থাকে। প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পানভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর[৭] সমাহত[৮], নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজা বা অমাত্যের পরিচর্য্যা-নিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহারা পরকীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন ও স্বপক্ষীয় পলায়মান সেনাগণকে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন প্রদান এবং উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দশ সৈন্যের অধিপতি, তাহাকে এক শত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শত সৈন্যের অধিপতি, তাহাকে সহস্র সৈন্যের আধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোদ্ধাকে আহ্বানপূর্ব্বক একত্র করিয়া কহিবেন যে, 'এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভীরুস্বভাব আছেন অথবা যাঁহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধসাধন করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই ক্ষান্ত হউন। উঁহারা যেন সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক আত্মীয়ের বিনাশ বা সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন না করেন। বীরপুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। আমাদিগের শত্রুপক্ষীয়েরাই যেন আমাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নদন্তোষ্ঠ[১] হইয়া ঐ সমস্ত বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা সমরে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ কেবল মনুষ্যের সংখ্যাবর্দ্ধক মাত্র, উহারা কোন লোকেই মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। জয়শীল অমিত্রগণ সানন্দচিত্তে মঙ্গলাকারে পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণ করে। বিপক্ষগণ সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক যাহার যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার দুঃখ মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য। জয়লাভ ধর্ম্ম ও সুখের মূলস্বরূপ। ভীরু ব্যক্তি বিপক্ষ কর্ত্তৃক সমাহত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইতে ভীত হয়; কিন্তু বীরপুরুষেরা সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক হয় জয়লাভ, না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদগতি লাভ করিব।'

হে ধর্ম্মরাজ! নির্ভীকচিত্ত বীরপুরুষ এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অরাতিসৈন্যে[২] অবগাহন[৩] করিবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যগণকে অগ্রভাগে ও শকটারোহী সেনাগণকে পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীর-গণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণের রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনস্বী ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যত্নসহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্য-গণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিকসংখ্যক সৈন্যের সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি শত্রু-পক্ষেরা পলায়ন করিতেছে বলিয়া সৈন্যগণের বাহু

১। জলকাদাশূন্য। ২—৩। জল ও কেশে। ৪। সমতল। ৫। বৃহৎ বৃক্ষ। ৬। বাঁশ বেত। ৭—৮। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত।

১। দন্ত ও ওষ্ঠ ভগ্ন। ২—৩। শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ।

আকর্ষণপূর্ব্বক চীৎকার করিবেন। আর মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ 'আমাদিগের মিত্রদল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভীকচিত্তে প্রহার কর' বলিয়া সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনিসহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন।"

একাধিকশততম অধ্যায়

যোদ্ধা বীরপুরুষের লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারপরায়ণ, কীদৃশ আকারসম্পন্ন এবং কি প্রকার বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী হইলে যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার-প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীরপুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নির্ভীকচিত্ত মহাবল-পরাক্রান্ত গান্ধার, সিন্ধু সৌবীরগণ নখর ও প্রাস দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ বলবীর্য্য-শালী কূটযুদ্ধপরায়ণ প্রাচ্যগণ হস্তীতে আরোহণ-পূর্ব্বক উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাম্বোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণের বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্য-দিগের অসিযুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

সকল দেশেই বীরপুরুষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমস্ত লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে পারে। যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায়, তাহারা অনবহিত, মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং অনায়াসে বহুদূরে গমন করিতে পারে, যাহাদিগের নাসাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল, কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশকলাপ অতি বিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারাই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুভাব-সম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে, তাহারা অনায়াসে সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হয়। যাহারা অতিশয় দৃঢ়কলেবর, যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহারা বাদিত্র-শব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল, গাম্ভীর্য্যসূচক, বহির্নির্গত[১] ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীররক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত, হনুদেশ[২] মাংসশূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, শরীর কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরা-ঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটিল, গণ্ড,গল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর যাহারা গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোষপরবশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ, গর্ব্বিত ও ঘোরদর্শন, তাহারা অনায়াসে জীবিতনিরপেক্ষ ও সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচজাতিসমুৎপন্ন। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহস সহ-কারে বিপক্ষসৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপনারাও প্রাণপরিত্যাগে ভীত হয় না। উহাদের প্রতি সান্ত্বনাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা পরাভব বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সতত রাজার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়।"

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

বিজয়ী সেনার লক্ষণ—বিবিধ যুদ্ধনীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যগণের জয়সূচনা করিয়া থাকে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণের জয়প্রত্যাশা করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবপ্রতিকূলতা বশতঃ মানবগণ কালকবলে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিলে বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিষয় সবিশেষ

১। ঠেলা চক্ষু। ২। গণ্ডের উপরিভাগ।

পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দৈব-দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যের মধ্যে যোধগণ ও বাহনসকল হৃষ্টচিত্ত থাকে, সেই সৈন্যের নিঃসন্দেহ জয়লাভ হয়। সৈন্যগণের যাত্রাকালে বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত, ইন্দ্রধনু উদিত, মেঘ ও সূর্য্য-রশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, কাক ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমশূন্য হুতাশনের রশ্মি ঊর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত[১], যজ্ঞের পবিত্র গন্ধ অনুভূত, শঙ্খ ও ভেরী-সমুদয় গম্ভীরশব্দে নিনাদিত এবং যোধগণ প্রসন্নচিত্ত হইলে জয়লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। মৃগগণ সৈন্য-সমুদয়ের সমরযাত্রাকালে বামভাগ বা পশ্চাদ্ভাগে এবং তাহাদের অরাতিনিধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় দক্ষিণভাগে অবস্থান করিলে শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যগণের অগ্রসর হইলে কোনমতেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ[২], শতপত্র[৩] ও ভাস[৪] প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিলে এবং যোধগণ পুলকিতচিত্ত হইলে ভাবী জয়লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণপ্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারে। যাহাদিগের যোধগণ শুচি, শুশ্রূষা-পরতন্ত্র, অনভিমানী ও পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন, তাহাদিগের জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সকল সুখজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে জয়লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সমরপ্রবেশোদ্যত ব্যক্তির বামপার্শ্বস্থ ও সমরপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণপার্শ্বস্থ কাক অনুকূল হইয়া থাকে। কাক পশ্চাদগত হইলে শুভসূচক এবং সম্মুখস্থ হইলে অশুভজ্ঞাপক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্ববাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, জলের বিষম বেগের ন্যায় ও ভীতচিত্তে পলায়মান মৃগযূথের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। সৈনিকপুরুষেরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে তন্মধ্যস্থ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সমর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। আবার পঞ্চাশৎজন মাত্র মহাবীর পরস্পর মিলিত, জীবিত-নিরপেক্ষ ও যত্নবান হইয়া অসংখ্য অরাতি-সৈন্য নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ, ছয় বা সাত জন মাত্র সৎকুলোদ্ভব বীরপুরুষকে প্রভূত অরাতি পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে, অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

অরাতিগণের রাজ্যমধ্যে যুদ্ধার্থে সৈন্য সমুদয় প্রেরণ করিলেই ভীরুগণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয়বাসনায় সেই সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগেরও গাত্র হইতে অনবরত স্বেদধারা নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় বিপক্ষগণের সমুদয় রাজ্য ব্যথিত ও অস্ত্রসন্তাপে বীরগণের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে। অতএব রাজা শত্রুর প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও তাহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐরূপ কোশল করিলে অরাতির সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অরাতির আত্মীয়ভেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চর প্রয়োগ ও তাহার শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুর বিপক্ষগণের সহিত মিলিত ও তাহাকে নিপীড়িত করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সাধুদিগকেই সতত আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা সর্ব্বদা অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমার ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন বিদিত হওয়া আবশ্যক। অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে রাজার যশোবৃদ্ধি হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অতিশয় অপরাধী হইলেও শত্রুগণ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্বর কহিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যেমন অগ্নির উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শত্রুকে নিপীড়ন না করিয়া ক্ষমা করিলে সে অচিরাৎ বৈরাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব শত্রুগণকে

১। দক্ষিণদিকে বিস্তৃত শিখা। ২। বক। ৩। ময়ূর। ৪। কুকুট।

বিশেষরূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন করা উচিত। সৎস্বভাব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্বরাসুরের ঐ মতের প্রশংসা করেন না। শত্রুকে বিনাশ না করিয়া পুত্রের ন্যায় বশীভূত করাই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাগণের দ্বেষভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ[১] হইয়া থাকেন, অতএব ভূপতিকে মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। লোককে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার করিবার সময় তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অনুতাপ সহকারে তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপতির কর্ত্তব্য। রাজা সমরে অরাতিপক্ষীয় বীরগণকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে নির্জ্জনে আহ্বানপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিবেন, 'আহা! আমার সৈন্যগণ সংগ্রামে ঐ সকল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যগণকে উহাদের প্রাণ সংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ যে মহাবীর নিহত হইয়াছেন, উনি অদ্বিতীয় সমরবিশারদ। উনি কখন সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই। উঁহার ন্যায় বীরপুরুষ অতি দুর্লভ। উঁহার নিধনে আমি নিতান্ত অপ্রীত হইয়াছি।' ভূপতি এই প্রকারে শত্রুগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত হত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। রাজা এইরূপে সকল অবস্থাতেই শান্তিগুণ অবলম্বন করিলে ভয়বিহীন এবং প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা বিশ্বাসভাজন হইলে তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যে নরপতি সুস্থচিত্তে পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক।"

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

শত্রুভেদে সামাদিপ্রয়োগ—ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মনন্দন! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা শত্রুহন্তা সুররাজ পুরন্দর দেবগুরু বৃহস্পতিসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি কিরূপে সতত সাবধান হইয়া শত্রুগণের সহিত ব্যবহার করিব এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন না করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিব? আমি অরাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ও আমার, আমাদের উভয়েরই জয়-লাভের সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুকে জয়লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়ী হইতে পারিব?'

তখন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন[১] ত্রিবর্গবেত্তা[২] রাজধর্ম্মজ্ঞ[৩] বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পুরন্দর! কলহ দ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয় নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমাপরবশ[৪] হইয়া থাকে। শত্রুর বধকামনা করিয়া উহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুর নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণ-সকল গোপন করিয়া রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার, বৃথা বৈরাচরণ[৫] বা মুখরতা[৬] প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীদিগের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে, নরপতিও তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। অরাতিকে পরাভব করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল[৭] বহ্নির ন্যায় নিয়ত জাগরিত থাকে। সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। শত্রুকে বশীভূত করিয়া পুনরায় তাহাকে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা করিলে সে প্রতিপক্ষের

১। অবজ্ঞার পাত্র। ২। অসন্তুষ্ট।

১। বুদ্ধিমান্। ২। ধর্ম্ম-অর্থ-কামনাবিৎ। ৩। রাজনীতি-নিপুণ। ৪। অধৈর্য্যের অধীন। ৫। শত্রুতাচরণ। ৬। বাক্চাপল্য—অধিক কথা বলা। ৭। চটচটা শব্দকারী—কাষ্ঠদহনকালে চটচটে শব্দ হয়।

অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যগণকে আপনার বশে আনয়ন ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুকে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়া তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এককালে অনেক শত্রুকে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুকে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কার্য্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে উহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অনুপযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক নিয়ত শত্রুগণের রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী নরপতিকে স্বীয় আলস্য, মৃদুতা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়াপ্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে রাজা আলস্য প্রভৃতি দোষ-সমুদয় পরিত্যাগ ও অরাতির মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে শত্রুপক্ষের বিনাশসাধনে সমর্থ হয়েন। যদি কোন মন্ত্রী একাকীই কোন গোপনীয় কার্য্যে সমর্থ হয়, তবে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। অনেক অমাত্যের সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করে, তাহাতে কার্য্যহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তবে অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত। শত্রু দূরে অবস্থান করিলে পুরোহিত দ্বারা অভিচারপ্রয়োগ এবং নিকটে অবস্থিত হইলে তাহার প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রথমতঃ শত্রুদিগের ভেদোৎপাদনপূর্ব্বক পরিশেষে গোপনে দণ্ডবিধান করিবেন। কালবশতঃ শত্রু বলবান হইয়া উঠিলে প্রথমতঃ তাহার নিকট অবনত হওয়া এবং তৎপরে তাহার অনবধানসময়ে সাবধান হইয়া তাহার বধকামনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক ; তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কার স্থানসকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। উহারা পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতিলাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই ; অতএব রাজা সতত স্থিরচিত্ত হইয়া, কে মিত্র আর কে অমিত্র, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিবেন।

রাজা মৃদু হইলে সকলেই তাঁহাকে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু বা নিতান্ত উগ্র হইও না। রাজ্যরক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী ব্যক্তির রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিলসমাক্রান্ত[১] প্রাসাদের ন্যায় অচিরাৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই এককালে আক্রমণ করা বিধেয় নহে ; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান রাজার কর্ত্তব্য নহে। যখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসঙ্কুল যন্ত্রবহুল সেনাগণ অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই সময়েই প্রকাশ্যরূপে অবিচারিতচিত্তে[২] শত্রুকে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলবান হইলে তাহার সহিত সন্ধি, তাহার উপর মৃদুভাব অবলম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি[৩] যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান[৪] করা কর্ত্তব্য। প্রকাশ্যভাবে বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে শস্যনাশ ও সলিলে বিষসংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতির উপর বারংবার সন্দেহ উৎপত্তি নিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত। শত্রুর প্রতি সতত মায়া[৫]-প্রয়োগ এবং শত্রুগণের উত্তেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। অরাতিগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদমধ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্য দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপালগণ শত্রুবর্গের পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ভোগ্যবস্তুর উচ্ছেদ

১। জলের বেগে বিধ্বস্ত ২। নিঃসন্দেহে। ৩। অভিমুখে ৪। ক্ষতিসাধন। ৫। ছল—কূট ব্যবহার।

এবং আপনার নগরমধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গোপনে চরদিগকে ধন প্রদান ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্যদ্রব্য-সমুদয় অপহরণপূর্ব্বক ইহারা দুষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। ঐ সময় সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা আপনার পুরমধ্যে শত্রু-বিনাশার্থ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিকে বিদিত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

বৃহস্পতি কহিলেন, 'হে দেবরাজ! দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অন্যের দোষকীর্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অসূয়াপ্রদর্শন বা অন্যের গুণকীর্ত্তন শ্রবণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের সতত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, ওষ্ঠদংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার-সমুদয় লক্ষিত হয়। উহারা সততই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্যপ্রয়োগ করে। পরোক্ষে অঙ্গীকার-প্রতিপালন ও সাক্ষাতে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া আহার করে এবং 'অদ্য আহার্য্য বস্তুসমুদয় উৎকৃষ্ট হয় নাই' বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্টভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্লাদের সময় আনন্দিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ, ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার চিহ্ন। হে সুররাজ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের স্বভাব কীর্ত্তন করিলাম।'

হে ধর্ম্মরাজ! শত্রুবিনাশনিরত সুররাজ বৃহস্পতির সেই শাস্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামকালে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।"

চতুরধিকশততম অধ্যায়

অর্থাভাবকালে কর্ত্তব্য—ক্ষেমদর্শীর অবস্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি অর্থাভাবে সৈন্যবিহীন ও অমাত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে কি উপায়ে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে কোশলরাজপুত্র ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে রাজকুমার ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, 'হে ভগবন্! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়াও যদি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মরণ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয়গ্রহণ[১] প্রভৃতি নীচকর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কীর্ত্তন করুন। ভবাদৃশ নানাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই শারীরিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংসারিক প্রীতি ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানরূপ ধনলাভ করিতে পারিলে লোক পবিত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যাহারা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে, আমার মতে তাহারা নিতান্ত শোচনীয়[২]। দেখুন, আমার প্রভূত অর্থ স্বপ্নসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। আমার এক্ষণে কিছুমাত্র অর্থ নাই, তথাপি আমি অর্থমায়া-পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, হে মহর্ষে! এক্ষণে আমি সম্পত্তিবিহীন, কাতর ও নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। অতএব যাহাতে অন্যাবধি সুখ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।'

কালকবৃক্ষীয় মহর্ষির উপদেশ

তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় রাজপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'রাজকুমার! তুমি সর্ব্বাগ্রে আপনাকে ও আপনার অধিকৃত দ্রব্যজাতকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তৎসমুদয় নাই বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপৎকালেও

১। অন্যের আশ্রয় গ্রহণ। ২। শোচনীয়—দুঃখপ্রকাশযোগ্য।

ব্যথিত হয়েন না। যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদয়ই মিথ্যা, তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিলেই অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমস্ত ধনধান্যাদি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ই তাঁহাদের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি অনুতাপিত হয়? দৈবের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা[১] প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এককালে নির্দ্ধন হইয়া যায় এবং যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, তাহার বিপুল ধনাগম হইয়া থাকে। শোক প্রকাশ করিলে অর্থাগমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অতএব শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে। আজ তোমার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন? এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহারাও তোমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবী বা নশ্বর, তাহা পর্য্যালোচনা কর। তুমি সম্যক্‌রূপে বুদ্ধিবৃত্তির পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অবগত হইবে যে, তুমি কখনই চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিংশতিবর্ষ, কি ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক মানবগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহই চিরজীবী হইবে না। যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতিসাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকে বলবান্ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকারসম্পন্ন মানবগণ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিবলে পৌরুষ[২] প্রকাশ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার ন্যায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ?'

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, 'ভগবন্! আমি অনায়াসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কাল-সহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।'

১। অমোঘতা—অপরিহার্য্যতা। ২। পুরুষকার।

মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য, অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে। তুমি অধিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর। অনাগত বিষয়ের জন্য কদাচ শোক করিও না। অর্থনাশ নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণই ভূতপূর্ব্ব[১] সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতাকে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিদিগকে সম্পত্তিশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণ বশতঃ তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে। তুমি ত কদাপি ঈর্ষাপরবশ হও নাই? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বয়ং সম্পত্তিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে কাতর হইও না। নির্ম্মৎসর[২] ব্যক্তিরা কৌশলক্রমে শত্রুদিগেরও রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যোগধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ ধনকে অস্থির ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান[৩] জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্রপৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্য অতিদুর্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থির বিষয়ের অভিলাষ করিয়া দীনভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে অভিলাষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থ অনর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া এককালে নির্দ্ধন হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত সুখের মূল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বিবেচনা করিয়া সতত উহার কামনা করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর ধন অন্বেষণ করে, তাহার অন্যান্য সমুদয় কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ[৪] স্বীয় প্রার্থিত ধন লাভ করে এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না; সদ্বংশীয় সাধু ব্যক্তিরা পারলৌকিক[৫] সুখ কামনা করিয়া লৌকিক[৬] সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে

১। পূর্ব্বকার—পূর্ব্বে যাহা ছিল। ২। মাৎসর্য্যহীন। ৩। কারণ। ৪। কোনমতে। ৫। পরকালের। ৬। শ্রেষ্ঠ-সমাজে।

মনোনিবেশ করেন। ধনলোলুপ ব্যক্তিরা ধনলাভার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ধন ব্যতীত জীবন ধারণ করা নিরর্থক বলিয়া বোধ করে। হায়। যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ করিয়া ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঞ্চিত দ্রব্যমাত্রেরই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ ও সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মানবগণ ধনকে, না হয় ধন মানবগণকে পরিত্যাগ করে। বিদ্বান ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া ধননাশ নিবন্ধন কখনই ব্যথিত হয়েন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের ধননাশ ও বন্ধুবিয়োগ হইতেছে। তুমি উহা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিও না। ভবাদৃশ[1] মৃদু, দান্ত, সংযতাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী ব্যক্তিরা সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অনুতাপিত হয়েন না। অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও তোমার উচিত নহে। তুমি বাগ্‌যত ও সকল জীবের প্রতি দয়ালু হইয়া ফলমূল আহার করিয়া একাকী মহাবনে বাস কর। যিনি একাকী অরণ্যমধ্যে বৃহদ্দন্ত[2] হস্তীর সহিত একত্র বাস করিয়া অল্পলাভে সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া গণনা করা যায়; মহাহ্রদ[3] একবার সংক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনিই প্রসন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদিবিহীন হইয়াছ, তোমার ধনলাভেরও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।'

—

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

মিত্রতাদি দ্বারা পররাজ্য-জয়ের কৌশল

কালকবৃক্ষীয় বলিলেন, 'হে মহারাজ! আর যদি তুমি পৌরুষপ্রকাশে সমর্থ হও, তাহা হইলে রাজ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমাকে যে নীতি উপদেশ প্রদান করিতেছি, সেই নীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ ও রাজ্য লাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই নীতি কহিতেছি, শ্রবণ কর।'

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, 'ভগবন্! আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি, আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন ব্যর্থ না হয়।'

মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুগণকেও নমস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্যবাদী বিদেহরাজের পরিচর্য্যা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ধন প্রদান করিবেন। তুমি কিয়ৎকাল জনকের নিকট অবস্থান করিলে ক্রমে তাঁহার বাহুস্বরূপ ও সকল লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিবে এবং অনায়াসে উৎসাহসম্পন্ন ব্যসনহীন সহায়বল লাভ করিতে পারিবে। সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিদেহরাজ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করেন। তুমি তাঁহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশ্বাসভাজন ও আদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বল[1] লাভ করিলে অনায়াসেই সুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রুদ্বারা শত্রুগণের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে পারিবে। ঐ সময় তুমি শত্রুগণকে উত্তম স্ত্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, গৃহ, পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে সবিশেষ আসক্ত করিবে, তাহা হইলে উহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শত্রুকে নিপীড়িত বা উপেক্ষা করিতে বাসনা করিয়া কদাচ উহা তাহার নিকট প্রকাশ করেন না। তুমি কুক্কুর[2], মৃগ[3] ও কাকের[4] স্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্রগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দুস্তর কার্য্যে ও বলবান্‌দিগের সহিত বিরোধে প্রবর্ত্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে তাহাদিগকে

১। তোমার মত। ২। বড় দাঁতওয়ালা। ৩। সমুদ্রাদির মধ্যে দ্বীপমধ্যগত গভীর বৃহৎ জলাশয়।

১। বন্ধুসাহায্য। ২—৪ কুক্কুরের ধর্ম্ম নিত্য জাগ্রত থাকা; মৃগের ধর্ম্ম ব্যাঘ্রাদি শত্রুভয়ে চকিত থাকা; কাকের ধর্ম্ম পরের ইঙ্গিতজ্ঞতা;—এই সমস্ত উপায়ে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা লোকের বিশ্বস্ত মিত্র হয়।

প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ অরাতিদিগকে যজ্ঞদানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তোমার প্রত্যুপকার ও বৃকগণের ন্যায় তোমার শত্রুদিগকে গ্রাস করিবেন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে পারেন। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন, কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থসিদ্ধির মূল কারণ ; সুতরাং কোষক্ষয় হইলে শত্রুগণকে অবশ্যই বিষণ্ণ হইতে হইবে। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই : অতএব শত্রুগণকে পুরুষকারের পরিবর্ত্তে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিৎযজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ ঐরূপে ধনহীন হইলে পর তাহারা যাহাতে সাধুগণকে নিপীড়িত করে, তাহার চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থী হইয়া বনে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্ব্বশত্রুবিনাশী ঔষধাদি দ্বারা শত্রুগণের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এইরূপে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।'

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

কালকবৃক্ষীয়ের উপায়ান্তর উপদেশ—জনকবৃত্তান্ত

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, 'ব্রহ্মন! আমি প্রভূততর[১] ধনলাভ করিবার নিমিত্ত কাপট্য[২], দাম্ভিকতা[৩] বা অধর্ম্মাচরণ করিতে বাসনা করি না। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে কহিয়াছি যে, যাহাতে কেহ আমাকে পাপাত্মা বলিয়া শঙ্কা না করে এবং যাহাতে সমস্ত হিতকার্য্য সুসিদ্ধ হয়, আপনি এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোকে অনৃশংস[৪]ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য ; সুতরাং আমি কদাপি উক্তরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। আর আপনারও আমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উপযুক্ত নহে।'

তখন মহর্ষি কহিলেন, 'রাজন্! তুমি স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও অশেষ গুণে ভূষিত। অতএব তুমি আপনার স্বভাবের অনুরূপ কথাই কহিয়াছ। এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক তোমার সহিত জনকের শাশ্বত[১] সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিব। তুমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত ও এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াও অনৃশংসবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছ ; অতএব কোন্ মহীপতি তোমার ন্যায় সৎকুলোদ্ভব শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহাত্মাকে লাভ করিয়া অমাত্যপদে অভিষিক্ত না করিবেন? আজ আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহাধিপতিকে আমার ভবনে আনয়নপূর্ব্বক তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিব। তিনি আমার বাক্যে কখনই অনাস্থা করিবেন না।'

অনন্তর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহাধিপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'রাজন! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছি। ইনি শরৎকালীন শশধরের ন্যায় বিশুদ্ধ। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার ন্যায় ইঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন কর। রাজা অমাত্য ভিন্ন তিন দিনও রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। অমাত্যের আবার অসাধারণ শৌর্য্য ও ধীশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব তুমি ইঁহাকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া ইঁহার শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে উভয় লোকে মঙ্গল লাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের সদ্গতিলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। এই মহাত্মা রাজতনয় সজ্জনোচিত[২] পদবী অবলম্বন করিয়াছেন ; অতএব ইঁহাকে সংগ্রহ[৩] করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তোমার সমুদয় শত্রুই বশীভূত হইবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমাকে জয় করিবার বাসনায় কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তোমাকেও জয়াভিলাষে উঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব আমার অভিপ্রায়ানুসারে

যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক ইঁহাকে বশীভূত কর। এক্ষণে অনুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই তোমার আবশ্যক। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই. অনেকে শত্রুকে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকটই পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজনাদি দান দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করা উচিত। যিনি শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।'

মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে জনকরাজ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের হিতকামনায় যাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগের উভয়েরই পরম হিতকর; অতএব আমি অবিচারিতচিত্তে[১] অচিরে উহা সম্পাদন করিব।'

মিথিলাধিপতি মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া কোশলরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমস্ত পরাজয় করিয়াছি, তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ; কিন্তু আমি জয় করিয়াছি বলিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত, তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের সবিশেষ প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার ভবনে গমনপূর্ব্বক অবস্থান কর।'

অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক ও কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া বিদেহনগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজ কোশলরাজকে আপনার গৃহে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ও বিবিধ ধনরত্ন সম্প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।"

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

ভেদবুদ্ধির ভীষণতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচার, জীবিকানির্ব্বাহ ও ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ভূপালগণের কোষরক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ-পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, ষাড়্গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষ-সম্পাদন, ক্ষীণদিগকে আশ্রয়-দান ও জয়লাভ-বিষয়ক কৌশলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আত্মপক্ষীয় শূরগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, আর উহারা কিরূপে বর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধিশূন্য এবং শত্রুবিজয় ও সুহৃদ্‌লাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমার মতে ভেদই শূরগণের বিনাশের মূল এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপন থাকা নিতান্ত কঠিন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই নরপতি ও তাঁহার অধিকৃত বীরদিগের বৈরানল সন্দীপিত হয়। রাজা লোভাকৃষ্ট ও বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পরস্পর পরস্পরের বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন। ভূপতি ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করেন। একমতাবলম্বী শূরগণের নিকট হইতে অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তাহারা তন্নিবন্ধন ভীত ও বিমনায়মান[১] হইয়া অরাতিপক্ষ অবলম্বন করে। যাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অরাতির বশীভূত ও বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব পরস্পর ঐকমত্য[২] অবলম্বন করাই শূরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বলপৌরুষসম্পন্ন বীরগণ একমতাবলম্বী হইলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতালাভ ও সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানবৃদ্ধ[৩] মহাত্মারা সতত উঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। নানাগুণসম্পন্ন একমতাবলম্বী শূরগণ সমাজমধ্যে ধর্ম্মব্যবহার-সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠানসময়ে পুরুষকার ও উৎসাহসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন।

১। বিনা বিচারে—[illegible]।

১। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। ২। [illegible]। ৩। প্রবীণ জ্ঞানী।

সৌভাগ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ বীরপুরুষদিগের প্রভাবেই মূঢ়গণ ঘোর বিপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হয়। ঐ সকল বীরপুরুষকে নিগ্রহ, বধ ও ভয়প্রদর্শন, উঁহাদের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উঁহাদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে উঁহারা অচিরাৎ বিপক্ষপক্ষের বশীভূত হয়; অতএব তাঁহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। উঁহাদের প্রভাবে সমুদয় লোকের দেহযাত্রা[১] নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগেরই গূঢ়মন্ত্রণা দ্বারা চরগণ শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে।

সমুদয় বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে। বীরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিতসাধন করা উচিত। নচেৎ মন্ত্রণাপ্রকাশ ও ভেদ নিবন্ধন অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শূরগণের মধ্যে যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি জন্মিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অচিরাৎ তাহাদের শাসন করিবেন। যদি কুলবৃদ্ধ[২]-গণ কুলসম্ভূত[৩] কলহে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদ[৪] নিবন্ধন[৫] গোত্রের ক্ষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদ[৬]সম্ভূত ভয় শত্রুভয় অপেক্ষা গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা উচিত। আত্মীয়ভেদ অচিরাৎ মনুষ্যকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যখন সমান জাতি ও সমান কুলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অকস্মাৎ ক্রোধ, মোহ ও স্বভাবতঃ লোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হয়েন, তখনই পরাভবের লক্ষণ লক্ষিত হয়। শত্রুগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধিবলে শূরগণকে বিনষ্ট করিতে পারে না, কেবল উঁহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয়। অতএব ঐকমত্য অবলম্বন শূরগণের রক্ষার প্রধান উপায়।"

—

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজন-সেবাপ্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহুশাখাসঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন্ ধর্ম্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্ম হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিতচিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক[১], তিন আশ্রম[২], তিন বেদ[৩] এবং তিন অগ্নি[৪]স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজন আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্তচিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। তুমি উত্তমরূপে উঁহাদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উঁহাদিগকে অতিক্রম বা উঁহাদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উঁহাদের পরিচর্য্যা করাই পরমধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্ত্তি ও দুর্ল্লভ লোক-সমুদয়লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদয় লোক বশীভূত হয়; আর যাঁহারা উঁহাদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক, কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে যে কার্য্য করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্য্যানুষ্ঠানের শত গুণ সহস্র গুণ পুণ্যলাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যবলেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি।

দশ শ্রোত্রিয়[৫] অপেক্ষা এক আচার্য্য[৬], দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়[৭], দশ উপাধ্যায়

১। সংসারযাত্রা। ২। বংশের প্রাচীন। ৩। বংশজাত। ৪। [illegible]। ৫। কুলভেদের জন্য। ৬। আত্মীয়বিরোধ।

১। ভূঃ, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ। ২। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ। ৩। ঋক্, সাম ও যজুঃ। ৪। গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ। ৫। বেদজ্ঞ, ৬। বৈদিক [illegible]—বেদ-উপদেশক। ৭। অধ্যাপক।

অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ[1] পিতা[2] বা সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর[3] বলিয়া গণনীয় হয়েন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই; কিন্তু আমার বোধ হয়, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পিতা-মাতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। পিতা-মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতা-মাতার দণ্ডবিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না; পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতা-মাতাস্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্মকামনায় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের তদনুরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ আর পর নাই পরিতুষ্ট হয়েন। অতএব কোনরূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষাদান নিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতা-মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সৎকার করিলে দেবতারা প্রসন্ন হয়েন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ ও অনিষ্টচিন্তা করে, যাহারা পিতা-মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইতে হয়; তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মানবগণের যাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।"

1—3। পিতা অপেক্ষা মাতা দশগুণ অধিক গুরু।

নবাধিকশততম অধ্যায়

ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠা—সত্য-মিথ্যার প্রশস্ততা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে বাসনা করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? সত্য ও মিথ্যা সমুদয় জগৎ সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে কহে এবং কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সত্যবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সমুদয় লোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্যকথা না কহিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য-মিথ্যা-বিচারে সমর্থ হয়েন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্রস্বভাব ব্যক্তিও অন্ধনাসা[1] বলাক[2] ব্যাধের[3] ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে[4]। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলূক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ-নিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম।

1—4। হিংস্রস্বভাব ব্যাঘ্রাদি পশু রাত্রিকালে অন্ধ; তাহারা ঘ্রাণচক্ষু, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া দেখার কার্য্য করে। সেই ঘাতী শ্বাপদনাশক ব্যাধেরও পুণ্য অর্জ্জন হওয়ায় স্বর্গলাভ হয়।

কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না; কারণ, শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যই কখনও ধর্ম্মরূপে পরিণত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধনরক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ঐরূপ স্থলে শপথপূর্ব্বক মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধনদান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয় বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ[১] যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে[২] শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে[৩] সাক্ষীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সত্যকথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যাকথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণসংশয়কালে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে।

অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে, তাহাকে বিধানানুসারে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুরধর্ম্ম[৪] অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনধারণ করিয়া থাকে; অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেততুল্য, অপাংক্তেয়[৫], যাগযজ্ঞশূন্য, তপঃপরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী[১]; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধননাশ হইলে প্রাণ[২] পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারই ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, উহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে, তাহার প্রাণিবধজনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধ্রের তুল্য; উহারা দেহত্যাগের পর কাকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।"

দশাধিকশততম অধ্যায়

সংসার-ক্লেশনাশের উপায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। প্রাণিগণ বিবিধ সাংসারিক ভারে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে যে উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার[৩], লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থপ্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিনিয়ত অতিথিসৎকার করেন, অসূয়াশূন্য, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্নসহকারে পিতামাতার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হয়েন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। যে ভূপালগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপানুষ্ঠান করেন না, যাঁহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করেন, যাঁহারা রজোগুণ ও লোভপ্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন

১। মহাজন—যিনি সুদে টাকা ধার দেন। ২। খাতককে। ৩। বিচারালয়ে। ৪। দুর্জনের আচার। ৫। শুদ্ধভাব ব্যক্তির সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করার অযোগ্য।

১। বিরুদ্ধাচারী। ২। তাহার শোকে প্রাণ। ৩। ত্যাগ।

না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রপরায়ণ[1] ও সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব বিষয়রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা পরদারাভিমর্ষণে[2] নিরত[3] হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে ধর্ম্মানুসারে জয়লাভের অভিলাষ করেন, যাঁহারা প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও কদাচ সত্যবাক্য পরিত্যাগ করেন না, যাঁহারা মনুষ্যদিগের আদর্শস্বরূপ, যাঁহাদিগের কোন কার্য্যই অবিশ্বাসের যোগ্য নহে, যাঁহাদিগের অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হয়, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালে অধ্যয়ন করেন না, যাঁহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন, যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত না হইয়া একমাত্র সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদিগের হইতে[4] কাহারই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না, যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীত হয়েন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা পরশ্রীদর্শনে সন্তপ্ত বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, যাঁহারা মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানার্থী হইয়া বিশুদ্ধমনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধসংবরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন[5] ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন এবং যাঁহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের[6] নিমিত্তই স্ত্রীসহবাস ও সত্যকথা কহিবার নিমিত্তই বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন।

হে যুধিষ্ঠির! আর এই যে মহাত্মা মধুসূদন এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, উনি আমাদিগের পরম সুহৃদ্, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। উনি স্বেচ্ছাক্রমে চর্ম্মের ন্যায় এই সমস্ত লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। উনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সকল জগতের

১। নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠায়ী। ২—৩। পরনারীবর্জনে বিরত। ৪। আমরণ হইতে। ৫। ক্রোধের শান্তি। ৬। সন্তান উৎপাদনের।

সৃষ্টিকর্ত্তা, অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে, সে নিঃসন্দেহই অনায়াসে দুস্তর[1] বিষয় অতিক্রম করিতে পারে। যাঁহারা এই দুর্গতিতারণ[2] পাঠ[3] ব্রাহ্মণের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহারাও দুস্তর বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। হে ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা ইহলোকে ও পরলোকে যে প্রকারে দুস্তর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।"

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

পুরুষের প্রকৃতি-পরিচয়—শৃগাল-ব্যাঘ্র বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অনেকানেক শান্তপ্রকৃতি পুরুষকে অশান্তের ন্যায় ও অনেকানেক অশান্তপ্রকৃতি পুরুষকে শান্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিরূপে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইব ?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্রগোমায়ু-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রূরস্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগপূর্ব্বক আপনার কর্ম্মফলে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে যার পর নাই নির্ব্বেদ[4] উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন; জন্মভূমি-স্নেহনির্ব্বন্ধন[5] অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার স্বজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধভাব-দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধিবৈপরীত্য[6] জন্মাইবার মানসে কহিল, 'ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! নরমাংসলোলুপ

১। দুরতিক্রমণীয়। ২। দুর্গতি হইতে উদ্ধারক্রম। ৩। অংশ। ৪। দুঃখজনক বৈরাগ্য। ৫। জন্মস্থানের প্রতি মমতাবন্ধন। ৬। বুদ্ধিবিকৃতি।

শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এই ঘোরতর শ্মশান-ভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক মাংস ভোজনে নিরত হও, আমরা তোমাকে আহারসামগ্রী প্রদান করিব।'

চরিত্রবলে চিত্তের উৎকর্ষ—শৃগালের উদার বুদ্ধি

তখন সেই বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে[১] যুক্তিযুক্ত-বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'বন্ধুগণ! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা ন্যায়ানুগত[২] নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশঃ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়, আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার যে স্থির-সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতে কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রমমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গোদান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদানকর্ত্তার দান বৃথা হইবে? তোমরা লোভবশতঃ কেবল উদর-পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। পরিণামে যে সকল দোষ ঘটিবে, মুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুষ্প্রবৃত্তি[৩] হইতে বিরত হইয়াছি।'

শৃগাল ব্যাঘ্রের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় এক প্রভূতপরাক্রমশালী শার্দ্দূল সেই শ্মশানে অবস্থান করিতেছিল। সে সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্যশ্রবণে তাহাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত[৪] বিবেচনায় সাধ্যানুরূপ অর্চ্চনা করিয়া অমাত্যপদে অভিষেকপূর্ব্বক কহিল, 'মহাত্মন্! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্রস্বভাব, অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে।'

তখন গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল, 'মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থকুশল[১] বিশুদ্ধস্বভাব সহায়লাভের বাসনা করিয়াছেন, ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহন্তা[২] দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য-সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষা-পরবশ, লোভবিহীন, ছলগ্রাহী[৩] ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অভিরুচি নাই। আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্য-গণের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহদ্ব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা[৪] ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভূরি ভূরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য[৫] প্রকাশ করে, সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা-ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই; সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অন্যকৃত নিন্দা নিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি[৬] কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আহ্বানশ্রবণে যেরূপ ভয় অনুভব করে, সন্তুষ্টচিত্তে ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনই সেরূপ ভয়ে ভীত হয়েন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন, এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই, তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্প লোকেই

১। স্থিরচিত্ত হৃদয়ে, ২। নীতিসঙ্গত। ৩। অন্যায় আচরণ। ৪। বিজ্ঞ।

১। ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে নিপুণ। ২। প্রাণনাশক। ৩। ছল অবলম্বনকারী। ৪। দূরদর্শন ক্ষমতা। ৫। কোমল ভাব। ৬। ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান।

যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব, আপনাকে তাহা সমাদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে। এবং আপনি যে বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মংস্বত্বকামনায়[1] আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে, অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য[2] উপস্থিত হইলে আপনি আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।'

ব্যাঘ্রানুচরগণের শৃগাল-হিংসা—ষড়যন্ত্র

শৃগাল এইরূপ কহিলে শার্দ্দূল তাহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শার্দ্দূলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর-দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মারা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংসহরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের প্রীতিবাসনায় প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও বিবিধ প্রলোভনবাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কোনরূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশবাসনায় একত্র হইয়া শার্দ্দূলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপন করিল। ভেদবুদ্ধি পরাঙ্মুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া, উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর শার্দ্দূল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, 'অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর।' তখন ধূর্ত্তেরা শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, 'মৃগরাজ! আপনার প্রজ্ঞাভিমানী[1] মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন।' শার্দ্দূল তাহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শার্দ্দূলের পূর্ব্বমন্ত্রিগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্বে তাহার স্বভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপটধর্ম্ম-পরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন-ব্যাপার-সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রত্যানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে, তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।' শার্দ্দূলের পূর্ব্বমন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে প্রদর্শন করাইল। তখন শার্দ্দূল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোষাকুলিত-লোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, 'তোমরা অবিলম্বে এ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।'

ঐ সময় শার্দ্দূল-জননী তাহার এই অনুজ্ঞা শ্রবণগোচর করিয়া তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমনপূর্ব্বক কহিল, 'বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্বমন্ত্রীদিগের কপটবাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শত্রুতা স্বকার্য্য-নিরত বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়।

১। নিজের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনার্থ—নামলিপ্সায় ২। স্বজাতির [illegible]।

১। নিজকে [illegible] বুদ্ধিমান [illegible]।

আর ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকেরা লুব্ধপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্রদিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিকদিগের এবং সুরূপেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কপট পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্‌ঘোষণ[1] করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না, আজি যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের[2] ন্যায় এবং খদ্যোতকে[3] হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিকে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ হইয়াছে; সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত থাকে।'

ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক শৃগালের চরিত্রপরীক্ষা—মুক্তিদান

শার্দ্দূলের মাতা তাহাকে এইরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময় শৃগালের এক পরম ধার্ম্মিক চর উপস্থিত হইয়া, শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদয় শার্দ্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ শার্দ্দূল গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয়-শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ শৃগাল চৌরাপবাদ নিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োপবেশন-বাসনায় শার্দ্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়, শার্দ্দূল গোমায়ুর বাক্য-শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। শৃগাল শার্দ্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণতিপুরঃসর বাষ্পগদ্গদবচনে কহিল, 'মৃগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সদাদর করিতেন, এক্ষণে আমাকে যার পর নাই অবমানিত করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট, স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুর, ভীত, অভিমানী, নির্দ্দয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদপরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমাকে আর কিরূপে বিশ্বাস করিবেন, আর আমিই বা কিরূপে আপনার নিকট অবস্থান করিব? আপনি আমাকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া, কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনি আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভা-মধ্যে একবার যাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষপ্রখ্যাপন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি, সুতরাং আপনি আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে। বিশেষতঃ আপনি আমা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে, অনেকেই আমাদিগের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষসম্পাদন করা সহজ

১। উচ্চৈঃস্বরে দোষকীর্তন। ২। কড়াই। ৩। জোনাকী পোকা।

ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহাকে বিয়োজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থশূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিত-সাধন করে না। সকলেই স্বার্থসাধনে তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ, সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিমাত্র কার্য্যক্ষম ও নির্ভীক্ হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘবনিবন্ধন[১]ই অকস্মাৎ অধিকার-লাভ, অধিকার-পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্বপ্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।' জ্ঞানবান্ শৃগাল শার্দ্দূলকে এইরূপে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কলেবর পরিত্যাগ ও স্বর্গ লাভ করিল।"

—

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

আলস্যের দোষ—উষ্ট্র-শৃগাল-বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কোন্ কোন্ কার্য্য নরপতিদিগের কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখলাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাজাদিগের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের সুখলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবার উপলক্ষে আমি এক উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিস্মর[২] উষ্ট্র বিপুল অরণ্যমধ্যে কঠোর নিয়ম ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোনুষ্ঠানদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, 'ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা[৩] শত যোজন বিস্তীর্ণ হউক।' ভগবান্ কমলযোনি উষ্ট্রের প্রার্থনা-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন, উষ্ট্রও প্রার্থিত বরলাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বরলাভের দিন অবধি এক দিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্য স্থানে গমন করিবার বাসনা হয় নাই।

একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্তচিত্তে শতযোজন-বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুত্থিত হইল। তখন ঐ নির্ব্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদয় জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নির্ব্বোধ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দ্দশা-দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ঊর্দ্ধে ও পুনরায় অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করিয়া উহা সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিয়া বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই দুর্ব্বুদ্ধি উষ্ট্র এইরূপে আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিকেই জয়লাভের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কার্য্যসাধনবিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার[১] প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মনুর মতে গূঢ়মন্ত্রণাশ্রবণনিরত[২], সহায়সম্পন্ন, অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয়লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই অর্থলাভ হয়। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বতন বিধিদর্শী[৩] সাধু লোকেরা

১। জ্ঞানের অল্পতার নিমিত্ত। ২। পূর্ব্বজন্মস্মরণসম্পন্ন। ৩। গলা।

১। পৃথিবী পর্য্যটন—যাত্রা। ২। গুপ্তমন্ত্রণা শ্রবণে আগ্রহান্বিত। ৩। শাস্ত্রজ্ঞানী।

যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।"

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

বিনয়-মন্ত্রের নিরাপত্তা—বেত্র-নদী-সাগরকথা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সহায়হীন রাজা দুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়া প্রবল শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দানবগণের আশ্রয়ভূত নদীনাথ সমুদ্র সংশয়যুক্ত হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, 'হে স্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে মূল শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ, কিন্তু তোমাদিগকে কদাপি একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কূলসম্ভূত বেতস-সকল অসার ও অল্পাকার[1] বলিয়া কি তোমরা ঐ সমুদয়কে অবজ্ঞা কর অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য্যসাধন করে বলিয়া উহাদের উন্মূলনে বিরত হও? যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর।' তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন[2] যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সাগরকে কহিলেন, 'নাথ! অন্যান্য পাদপগণ এক স্থানে স্তব্ধভাবে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করে, কিন্তু বেতসেরা সেরূপ নহে। তাহারা নদীবেগ সমাগত দেখিবামাত্র অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রম হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি না। ফলতঃ যে সকল ওষধি, পাদপ ও গুল্ম বায়ু বা জলের বেগে অবনত হয়, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।'

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য জ্ঞান করে, তাহার অচিরাৎ বিনাশলাভ হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগের ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রুকে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাঁহার নিকট বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন।"

1। ক্ষুদ্রাকার। 2। উত্তম অর্থযুক্ত—সুমধুর।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

অসার তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষার ফল—সহ গুণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মৃদুস্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে প্রগল্ভ মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কিরূপ ব্যবহার করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদয় পুণ্যলাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদয় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন; অতএব মন্দ ব্যক্তিকে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিষ্ফল। 'আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিতভাবে বিষণ্ণবদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল' মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্নপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্যমধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যেমন একজনকে 'তুমি মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হও' বলিলেই সে প্রাণত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন

আপনার গুহ্যপ্রদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আপনার জারত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণব্যাখ্যান ও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোমকার্য্য কোনক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐরূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংস্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারাই দোষ প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দুকের প্রতীকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহাকে ভস্মরাশি-মধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্তপ্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, ভয়ঙ্কর শালাবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুক্কুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী, পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মাকে ধিক্! যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তরপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে 'তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না' বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভর্ৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমস্ত হিতোপদেশ সতত পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই পরনিন্দাজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।"

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

রাজ্যের উন্নতিকারক নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক। আপনি দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বাক্য-দোষ-সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আর কয়েকটি বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহাও আপনাকে ভঞ্জন করিতে হইবে। কিরূপে পুত্রপৌত্রগণের সন্তোষ ও রাজ্যের উন্নতি-সাধন, বংশের সুখবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গল-লাভ এবং অন্নপানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যসাধন করা যায়? নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কিরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিবেন? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুরাগবশতঃ অসজ্জনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্য-গণকে প্রকোপিত করেন, তিনি সুখলাভে সমর্থ হয়েন কি না? আর ভৃত্যবিহীন হইয়া একাকী কখন রাজ্যশাসন করিতে পারেন না; অতএব কিরূপে কুলশীলসম্পন্ন ভৃত্যগণকে লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে? হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতি সদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন; অতএব দুর্জ্ঞেয় রাজ-ধর্ম্মকীর্ত্তন দ্বারা আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনে তৎপর ও ধর্ম্মোপদেষ্টা; মহাত্মা বিদুরও সতত আমা-দিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতকর কথা-শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া চিরকাল পরমসুখে নিদ্রানুভব করিতে পারিব।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাজা একাকী কখন রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই অর্থলাভ করিতে পারেন না। যদিও কথঞ্চিৎ অর্থলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হয়। যাঁহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতৈষী, সৎকুলসম্ভূত ও স্নিগ্ধস্বভাব, যাঁহার অমাত্যগণ সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান, সদুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সংঘটন করে এবং অতীত বিষয়ের জন্য অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশীভূত না হয়, যাঁহার সহায়গণ সমসুখদুঃখ[1], সত্যবাদী, হিত-কারী ও অর্থ-চিন্তায় তৎপর এবং যাঁহার জনপদমধ্যে প্রজাগণ নীচাশয়ত্ব পরিত্যাগ ও সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ-সম্ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার ধনাগার ও ধান্যাদি-রক্ষার স্থান সতত কোষবর্দ্ধনতৎপর[2] বিশ্বস্ত লোক

১। সুখে-দুঃখে তুল্য। ২। ধনবৃদ্ধিকরণে একান্ত যত্নবান্।

কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হয়েন যাঁহার নগরে অর্থিপ্রত্যর্থীর[1] বিচার যথার্থরূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ ও মানবগণকে আপনার বশে আনয়নপূর্ব্বক সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌বর্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই ধর্ম্মফলভোগ হইয়া থাকে।"

—

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

জাতিপরিবর্ত্তনে পূর্ব্বাভ্যাস ত্যাগ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহর্ষিগণ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুদিগের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও উপবাসপরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তু-সমুদয় সেই অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব-দর্শনে বিশ্বস্তচিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত মাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লূক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত[2] ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর বাস করিত। ঐ কুক্কুর ফলমূলাহারী, উপবাসনিরত, দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিত না; সতত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। তপোধন তাহার ভক্তিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবল-পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহারলাভার্থ সৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন[3] ও মুখব্যাদানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, 'ভগবন্! ঐ দেখুন, কুক্কুরদিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।'

তখন সর্ব্বজীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও।' মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জিহ্বালেহন ও মুখব্যাদানপূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল; তপোধনও তাহাকে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপীকে শার্দ্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূলভক্ষণের অভিলাষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের ন্যায় বন্যজন্তুসমুদয় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।"

—

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

অকৃতজ্ঞের অধোগতি—কুক্কুর-শরভ-বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "একদা ঐ[1] ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক পর্ণকুটীর সমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে এক বিশাল বিষাণ[2]সম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্তমাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ব্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে

১। সকল শ্রেণীর প্রার্থীর। ২। ভৃত্যবৎ। ৩। উত্তোলনাদি।

১। পূর্ব্বোক্ত। ২। দাঁত।

সমাগত দেখিয়া ভীতচিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহাকে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শল্লকীবন[১] ও পদ্মবনে পর্য্যটন করিয়া বহুকাল অতিক্রম করিল।

অনন্তর একদা করিকুলান্তক[২] গিরিকন্দরসম্ভূত[৩] কেশররাজি-বিরাজিত[৪] এক ভীষণ কেশরী[৫] সেই গজের সমীপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে মহর্ষির নিকট গমন করিল; মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভপূর্ব্বক সিংহভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু-সকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবনরক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্ব্বপ্রাণিবিনাশক, মহাবল-পরাক্রান্ত, শোণিতলোলুপ, অষ্টপাদ, উর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ[৬] ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভ-ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল-পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুকুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরমসুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবনরক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফলমূল-ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সতত প্রাণিগণের প্রাণসংহার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরমহিতৈষী মহর্ষিকে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহাকে কহিলেন, 'অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপিত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বতন কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হ।' মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনি নদ্বেষ্টা দুষ্টপ্রকৃতি শরভ অচিরাৎ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।"

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

নীচসম্পর্ক নিন্দা—উচ্চসম্পর্কের উৎকর্ষ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। তখন তপোধন তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমাগুণের পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; যে রাজা প্রতিনিয়ত অসৎকুলসম্ভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখভোগে সমর্থ হয়েন না। সৎকুলোদ্ভব সাধু ব্যক্তিরা ভূপতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করেন না, কিন্তু অসদ্বংশসম্ভূত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তাহাদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও

১। বাবলা-বন। ২। গজগণের বিনাশক। ৩। পর্ব্বতগুহায় জাত। ৪। জটাসমূহে শোভিত। ৫। সিংহ। ৬। অতি ক্রোধনস্বভাব একপ্রকার মৃগজাতীয়।

যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় দান করাই যাঁহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধুগণের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সৎকুলসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত[১], কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমতাশীল, জিতেন্দ্রিয়, লোকরঞ্জনতৎপর[২], স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্যশূন্য, স্বকার্য্যনিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্যবিদারণসমর্থ, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ[৩], ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা[৪], হস্তশিক্ষাসুনিপুণ[৫], অহঙ্কারশূন্য, অনুকূল, নীতিপরায়ণ, শুদ্ধস্বভাব, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ঐরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদ প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালনতৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্ষপরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসরক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন, যিনি বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানবান, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীতি অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে[৬] দান ও গ্রহণ করেন[৭], যিনি পরমশ্রদ্ধাবান্, নিরহঙ্কার ও হিতানুষ্ঠাননিরত, যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখনিবারণ ও বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন শুভজনক কার্য্যসাধন করিলে তাঁহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে, যাঁহার বিলক্ষণ লোকসংগ্রহ[৮] আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ়বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন আর যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হয়েন।

গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণশালী হইলে ভূপতিকে রাজ্যরক্ষাবিষয়ে সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যুদয়লাভে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সমরদক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদয় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। আর যে রাজা সমস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিতান্ত ব্যগ্র, উদ্‌যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হয়েন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায়।"

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

জাতি গুণের অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে মহীপাল কুক্কুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যগণকে নীচকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি সুখে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। কুক্কুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে সে প্রতিনিয়তই প্রমত্ত হইয়া থাকে; অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট সাধননিরত ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অযোগ্যপাত্রে উচ্চপদ প্রদান করা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সতত সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। শরভকে শরভের পদে, সিংহকে সিংহের পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে নিয়োজিত করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। যে রাজা আপনার কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফলভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুষ্কুলসম্ভূত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়োগ করা গুণগ্রাহী[১] ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। সাধু, সৎকুলসম্ভূত, মহাবলপরাক্রান্ত, জ্ঞানবান্, অসূয়াশূন্য, উন্নতাশয়[২], বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যকেই পার্শ্বচর[৩] করা বিজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য। যে সকল লোক কার্য্যতৎপর, শান্তস্বভাব, অনুগত ও বিবিধ নৈসর্গিক গুণগ্রামে সমলঙ্কৃত এবং যাহারা আপনার কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ

১। নিজদেশে জন্মগ্রহণকারী। ২। সাধারণের প্রিয়কারী—লোকের প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত। ৩। ব্যূহরচনায় নিপুণ। ৪। সৈন্যগণের প্রীতি প্রদানের উপায়বিৎ। ৫। দ্রুত কার্য্যসাধনপটু। ৬—৭। দান করিয়া যিনি অস্বীকার করেন না। ৮। লোকজন বাধ্য।

১। গুণের আদরকারী। ২। উচ্চহৃদয়। ৩। দেহরক্ষক সঙ্গী।

না হয়, নরপতি তাঁহাদিগকেই আপনার প্রাণসদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফললাভ হয়। কিন্তু সিংহ যদি কুক্কুরদিগের সহিত সহবাস করিয়া সিংহের কার্য্যে নিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের ন্যায় ফলভোগ করিতে পারে না। ঐরূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সৎকুল-সম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। যাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর হিতপরায়ণ ব্যক্তিরা শরের ন্যায় অপরাঙ্মুখ[১] হইয়া তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকে। অতএব যে সমস্ত ভৃত্য হিতকারী, রাজা সতত তাহাদিগের প্রতি সান্ত্বনাদ প্রয়োগ করিবেন। মহীপালগণের নিরন্তর যত্ন সহকারে কোষ রক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষই তাঁহাদিগের সমুদয় উন্নতির মূল; অতএব যাহাতে কোষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার কোষাগার নিরন্তর প্রভূত ধান্যে পরিপূর্ণ ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হউক। তুমি ধনধান্যশালী হইয়া সুখে কালযাপন কর। তোমার ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সম্পন্ন, সমরদক্ষ ও অশ্বারোহণে পটু হউক, আর তুমি মিত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সতত জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুসন্ধানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুক্কুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রজাগণের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে?"

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

রাজ্যের উন্নতিজনক বিবিধ নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্মবক্তা[২] পূর্ব্বতন রাজাদিগের আচরিত সাধুসম্মত বিবিধ রাজধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সমুদয় প্রাণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব যেরূপে লোকদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ময়ূর যেমন নানাবিধ পক্ষ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিও বিবিধ রূপ ধারণ করিবেন। যে রাজা ক্রূরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সত্য, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই সুখভোগ করিতে পারেন। যে কার্য্যসাধনসময়ে যেরূপ রূপধারণ করিলে হিত হইবার সম্ভাবনা, সেই কার্য্যসাধনসময়ে সেইরূপ রূপধারণ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুরূপধারী নরপতি অতি সূক্ষ্ম অর্থসাধনেও অসমর্থ হয়েন না। শরৎকালীন শিখীর[১] ন্যায় মূকভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রণা গোপন, অল্পবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতালাভ, মন্ত্রভেদাদি[২] কার্য্যে[৩] পরিত্যাগ[৪] ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা অর্থ সংগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রূরতাদি দোষ গোপন রাখিবেন এবং প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাগণের আয়-ব্যয় বিবেচনাপূর্ব্বক করগ্রহণ করিবেন। স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার, অশ্বাদি-সঞ্চারণ দ্বারা শত্রুগণের শস্যক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি সহায়সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুগণের দোষ উদ্‌ঘোষণ ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন; অন্যপ্রদেশ হইতে আরণ্য কুসুমের ন্যায় অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিশালী মহাবল-পরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া ছলসহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপতিগণের প্রাণসংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায় অদৃশ্যভাবে রজনীযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিবেন, কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ থাকিবেন এবং যাহাতে পরকীয় চরগণের মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, সতত এরূপ চেষ্টা করিবেন। শত্রুসম্পর্কীয় চরদিগের কপটজাল বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে রাজাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যাহাতে উহাদের ঐ কপটতা প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১। অপ্রতিহত—অব্যাহতগতি ২। রাজধর্ম্মের বক্তা।

১। ময়ূরের। ২—৪। শত্রুপক্ষের ভেদসাধন কার্য্যে অর্থব্যয়।

কুটিলস্বভাব ক্রুদ্ধ শত্রুগণকে বিনাশ, নটনর্ত্তকাদির পুর হইতে নির্ব্বাসন ও দৃঢ়মূল স্বীয় অমাত্যগণকে যত্নসহকারে রক্ষা করা আবশ্যক। বুদ্ধিমান্ ভূপতি ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষবিস্তার এবং গহনবনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উহা আক্রমণ করিবেন।

যত্নসহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ও পরবুদ্ধি দ্বারা দৃঢ়তাসম্পাদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন, পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেচক, তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি[১] পণ্ডিতগণের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবভ্রমে[২] একবার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইলে অচিরাৎ সলিলনিক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহের ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

কি আপনার, কি অন্যের, সকলেরই কার্য্যসমুদয় শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থবিধানজ্ঞ মহীপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্‌দিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন ধর্ম্মের অবিরোধে সমুদয় লোকের প্রিয় আচরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাগণ যে রাজাকে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্যবহারসময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করাই নরপতির প্রধান কার্য্য। কুলধর্ম্মজ্ঞ, দেশধর্ম্মবেত্তা[৩], মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ[৪], নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদয় কার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। ভূপতিগণ এইরূপে কার্য্যের গতি নিরূপণপূর্ব্বক চরগণের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে কালহরণ করিবেন। যে রাজার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয়ব্যয় নিরূপণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহাকেই বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা প্রকাশ্যরূপে অনুগ্রহপ্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সতত আত্মরক্ষা ও রাজ্যপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ। নরপতি কিরণজালমণ্ডিত সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যহ স্বয়ং পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমুদয় সমাচার অবগত হইবেন। লোকে যেমন গাভী দোহন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত সময়ে প্রজাগণের নিকট অর্থগ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মধুকর যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, রাজাও তদ্রূপ ক্রমশঃ অর্থ সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি সহজে সঞ্চিতার্থ ব্যয় করেন না। সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অল্প অর্থে তাচ্ছিল্য প্রকাশ, শত্রুদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্ব্বোধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে আপনার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি-সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা প্রভূত অর্থের বৃদ্ধির হেতু। হুতাশন অল্পমাত্র হইলেও ঘৃতসংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়ব্যয়শালী ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শত্রু বালক, যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন, প্রমত্ত পুরুষের বিনাশসাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে; আর শত্রু কালসহকারে সুসম্পন্ন[১] হইলে রাজাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে নরপতি কালজ্ঞ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। বিদ্বেষপরবশ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবান্‌ই হউক, চেষ্টা করিলেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্য্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজার শত্রু আছে, তাহার কদাপি প্রমত্ত[২] হওয়া উচিত নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন সবিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক

১। মন্ত্রগোপনের শক্তিসম্পন্ন। ২। দৈবপ্রভাবজনিত ভ্রমে। ৩। [illegible]। ৪। প্রৌঢ় বয়স্প্রাপ্ত—বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থাপন্ন।

১। ধনাদি বলসম্পন্ন। ২। কর্ত্তব্যে অনবহিত।

সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমস্ত কার্য্যসংসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রখরবুদ্ধি বলবান্ শত্রুকেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে[১] এবং বুদ্ধিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিতবলও সুরক্ষিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিপূর্ব্বক যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদয়ই প্রশস্ত। যে মহীপাল গম্ভীরস্বভাব ও নির্দ্দোষ, তিনি অল্পবলেই সমস্ত অভিলাষ সফল করিতে সমর্থ হয়েন। আর যিনি অল্পবলে লুব্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, তিনি কখনই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা শান্তভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে রাজা বহুকাল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহাকে বিদ্যুতের ন্যায় অচিরাৎ নিমীলিত[২] হইতে হয়। বিদ্যা, তপঃ ও বিপুলবিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সমুদয় উদ্যোগ দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অধ্যবসায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও বুদ্ধিমান্, মনস্বী[৩], এবং অন্যান্য প্রাণিগণ দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ দেহের অবমাননা করিবেন না। অর্থদান করিয়া লুব্ধকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে ধর্ম্মকাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুব্ধ ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত লোকের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা; অতএব রাজা লুব্ধ ব্যক্তিকে কদাচ আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ ভূপতি নীচ ব্যক্তিকেও শত্রুর কার্য্যসন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদয় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সংকুলসম্ভূত মহীপাল সতত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করেন, এবং যিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা সতত সুরক্ষিত হয়েন, তিনিই সমস্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি সংক্ষেপে যে সমুদয় বিধি[৪]-নির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় তোমার হৃদয়ঙ্গম[৫] হউক। যে রাজা এই সমুদয় বিলক্ষণরূপে অবগত হয়েন, তিনি অনায়াসে পৃথিবী পালন করিতে পারেন। যে নরপতি নীতিসম্ভূত সুখভোগে অনাস্থা করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখভোগে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজা সন্ধিবিগ্রহাদিবিষয়ে অপ্রমত্ত হইলে অনায়াসে ধনশালী শৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ়বিক্রম শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। কার্য্যসাধনসময়ে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাঁহারা নির্দ্দোষের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা কদাচ বিপুল সম্পত্তি ও প্রভূত যশঃ লাভ করিতে পারেন না। দুইজন মিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বদ্ধ[১] হইয়া পরস্পরের কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যসাধন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি এক্ষণে যেরূপ রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও, তাহা হইলেই পরমসুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে পারিবে। ধর্ম্মই সমুদয় লোকরক্ষার মূলকারণ।"

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দণ্ডের স্বরূপ নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যে সনাতন রাজধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকার-প্রকার কিরূপ? উহার অধিষ্ঠাত্রী[১] দেবতা[২] কে? উহা কিরূপে অনুক্ষণ অবহিতচিত্তে প্রজাগণের প্রতি জাগরিত থাকিয়া সমুদয় জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ড ও ব্যবহার যেরূপ, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

১। পারা যায়। ২। নিমীলিত—নিশ্চিহ্ন। ৩। প্রশান্তমনাঃ। ৪। শাস্ত্র ৫। মনে দৃঢ়রূপে গৃহীত।

১। ভালবাসায় আবদ্ধ। ২—৩। শক্তিরূপিণী পরিচালিকা।

ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহা প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বে ভগবান্ মনু সর্ব্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ডদান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। আমি যে মনুবাক্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান মনু ব্রহ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রাক্তন বাক্য কহে। যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে ত্রিবর্গলাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা; উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল। উহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু। উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোমসকল ঊর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার-মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদগর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন[1], কাহাকে নিপীড়িত, কাহাকে বিদারিত, কাহাকে বিপাটিত ও কাহাকে ঘাতিত[2] করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ত্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ, মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু ও নারায়ণস্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎ রূপ ধারণ করাতে ইহাকে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

মহারাজ! দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা[3], লক্ষ্মী সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ[1], মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম[2], অনাগম[3], বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ, সম্পদ, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা[4] প্রভৃতি বহুবিধ আকার-সম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহাকে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিকে সমুন্নত করে; অতএব দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান। দণ্ড লোকদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে।

ধর্ম্ম সর্ব্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগযজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের নিকট প্রজাগণের গুণকীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্ন দান করেন। অন্নই প্রাণিগণের জীবনধারণের উপায়। অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয়-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা[5] ও জীব এই আট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হয়েন, সন্দেহ নাই। হে রাজন! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা বিষ্টি[6], দেশজলোক ও মেষাদি এই অষ্টবিধ দ্বারা কুল, বিপুল ধনশালী অমাত্য, জ্ঞান, শরীর, বল ও কোষবর্দ্ধনোপযোগী অন্যান্য বল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রথী, সাদী[7], নিষাদী[8], পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড্বিবাক[9], দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য,

১। ভগ্ন। ২। নিহত। ৩। ব্রহ্মার কন্যা।

১। জগতের সমস্ত কার্য্য। ২। উপচয়—বৃদ্ধি। ৩। অপচয়—ক্ষতি। ৪। যথার্থনিরূপণশক্তি। ৫। দেহ। ৬। বিনা বেতনে ভারবাহক। ৭। অশ্বারোহী। ৮। গজারোহী। ৯। বিচারপতি।

অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি[১] ও অষ্টাঙ্গ[২] রাজ্যের শরীরস্বরূপ; দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। ব্রহ্মা প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যে দণ্ডরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রাজাদিগের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহারশাস্ত্রের স্বরূপ-নির্ণয়

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক[৩]। কুলাচার[৪] উল্লঙ্ঘন ও শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে[৫] অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, উহা ভূপালনিষ্ঠ[৬], সুতরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ড-বিধান করা যায়, কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল, তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত সমন্বিত, তাহাই বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম্ম। মনস্বীরা ধর্ম্মানুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। বেদমূলক ব্যবহার তিন লোক রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই সৎপথ। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগাদিগের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা[৭] আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, অপরাধী হইলেই রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। রাজার অদণ্ড্য[৮] কেহই নাই।"

১ স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, সম্পত্তি, দেশ, দুর্গ, সৈন্য।
২ পূর্ব্বোক্ত সপ্তপ্রকৃতি এবং পুরশ্রেণী। ৩। শাস্ত্রমূলক।
৪—৫। কুলাচার উল্লঙ্ঘনও শাস্ত্র অতিক্রমের মধ্যে পরিগণিত; কারণ, কুলাচারও শাস্ত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।
৬ নৃপতি কর্ত্তৃক বিধেয়—রাজার প্রযোজ্য। ৭। তুল্যতা।
৮। দণ্ড দিবার অযোগ্য।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দণ্ডোৎপত্তি—বসুহোম-মান্ধাতার বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নীসমভিব্যাহারে দেবতা, পিতৃ ও ঋষি-গণের পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থানপূর্ব্বক মস্তকে জটাবন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত[১] মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষিতুল্য হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা দেবরাজের সখা শত্রুসূদন মহারাজ মান্ধাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তপস্যায় অনুরক্ত দেখিয়া বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বসুহোম মান্ধাতাকে অবলোকন করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ[২] কুশলবার্ত্তা[৩] জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, 'মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?'

তখন মহীপতি মান্ধাতা যার পর নাই প্রীত হইয়া মহারাজ বসুহোমকে কহিলেন, 'নরনাথ! আপনি বৃহস্পতির সমুদয় মত ও শুক্রাচার্য্যবিরচিত সমুদয় শাস্ত্র অবগত আছেন, অতএব কিরূপে দণ্ড উৎপন্ন হইল, উহার উৎপত্তির কারণ কি আর কি নিমিত্তই বা উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, তৎসমুদয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।'

ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত দণ্ডের প্রয়োগ-প্রক্রিয়া

বসুহোম কহিলেন, 'মহারাজ! যেরূপে প্রজা-গণের নিয়মরক্ষার্থ ধর্ম্মের আত্মস্বরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে

১। কঠোর ব্রতধারী। ২—৩। সকল বিষয়ের কুশল প্রশ্ন।

বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুৎ[১] পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরোহিত্য প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাগণ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের[২] কিছুমাত্র বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল; নিজস্ব[৩] ও পরস্বের[৪] কিছুমাত্র ইতরবিশেষ রহিল না। প্রজাগণ আমিষগৃধ্নু[৫] কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বলপূর্ব্বক দ্রব্য অপহরণ ও দুর্ব্বলগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, 'ভগবন্! যাহাতে প্রজাগণমধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন।'

তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় নীতিদেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোকবিশ্রুত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ[৬] ভগবান্ মহাদেব চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুকে পর্ব্বতসমুদয়ের, সমুদ্রকে নদীকুলের[৭], বরুণকে জল ও অসুরগণের, মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্রমণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশভুজ ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদয় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরাকে, মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিগণকে, ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্মকারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন।

হে মহারাজ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজারা কেবল ভয়প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রজাগণকে নিতান্ত পীড়িত, নিহত বা নির্ব্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। বৈবস্বত মনু প্রজা-রক্ষার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন ঐ দণ্ড তদবধি প্রজা রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমত, পরাক্রমশালী ভগবান ইন্দ্রই সমুদয় প্রজা পালন করিতেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মার পুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্ব্বত, পর্ব্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নির্ঋতি দেবী ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। এই স্থাবর-জঙ্গম-পরিপূর্ণ পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে। দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদয় জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন। দণ্ডও ঐ তিন কালেই জনসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।'

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের এই ইতিহাস অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করে, তাহার সমুদয় মনোরথ পূর্ণ হয়। এই আমি

১। হাঁচি। ২। বিবাহের যোগ্য-অযোগ্যের। ৩। নিজধন। ৪। পরধন। ৫। মাংসলোলুপ। ৬। শূল ও বরধারী। ৭। নদীসমূহের।

তোমার নিকট সর্ব্বলোকনিয়ন্তা দণ্ডের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।"

—

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

মোক্ষের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-সাপেক্ষতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? লোকে কি উদ্দেশ্যে ঐ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? উহাদের উৎপাদক কে এবং উহাদের সংসৃষ্ট[1] ও অসংসৃষ্ট[2] ভাবই বা কিরূপ আর কোন কোন বস্তুকে নির্ভর করিয়া লোকযাত্রা সম্পূর্ণ নির্ব্বাহ হইতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।"

ভীষ্ম কহিলেন "বৎস পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থকাম-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে উহাকে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সঙ্কল্পমূলক, আর সঙ্কল্প বিষয়মূলক। বিষয়সমুদয় আহারসিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ; লোকে শরীররক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতিসম্পাদনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাসক্তচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐরূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মল[3]স্বরূপ, দানভোগবিমুখতা অর্থের মলস্বরূপ এবং প্রমোদপরাঙ্মুখতা কামের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দরূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

১—২। বিচ্ছিন্ন ও মিলিত অবস্থা। ৩। অসার অংশ।

ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গসেবা—কামন্দক আঙ্গরিষ্ঠ-সংবাদ

এই স্থলে কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহর্ষি কামন্দককে উপবিষ্ট দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তপোধন! মহীপাল কাম ও লোভপ্রভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপিত হইলে কিরূপে তাঁহার পাপাপনোদন[1] হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানিবন্ধন ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা কিরূপে তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?'

কামন্দক কহিলেন, 'মহারাজ! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে, তাহার বুদ্ধিনাশ হইয়া যায়; বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থনাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহপ্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে গৃহাস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার অনুবৃত্তি[2] করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও প্রাণসংশয় হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণধারণ করা মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পাপনিবৃত্তির যেরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা সতত ত্রিবিদ্যার[3] অনুশীলন ও ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করিবেন, ধর্ম্মে নিরন্তর অনুরক্ত থাকিবেন, ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল সলিল পান করিয়া পরমসুখে জপ এবং পাপাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, মধুরবাক্য ও হিতজনক কার্য্য দ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণকীর্ত্তন এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। রাজা এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে সকলেরই আদরভাজন হয়েন এবং তাঁহার পাপসমূহও নিরাকৃত হইয়া যায়,

১। পাপক্ষালন—পাপমুক্তি। ২। [illegible]। ৩। ত্রয়ীবিদ্যার বেদত্রয়ের—ঋক্, যজু, সাম।

সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসাদে অশেষ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে'।"

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সচ্চরিত্রের প্রশংসা—দুর্য্যোধন-ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন "পিতামহ। এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার[১] সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কিরূপে উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন। এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য-সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও সভামধ্যে উপহসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক[২] শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, 'বৎস! তোমার সন্তাপের ত বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরা কিঙ্করের[৩] ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয়[৪] পলান্ন[৫] ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব-সমুদয় তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছ?'

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ স্বর্ণ-পাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পো-পশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কল্মষদেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবের-সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছি।'

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠির তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্র দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রিমধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উঁহাদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উঁহাদের আয়ত্তা হইয়াছিল।'

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন মহীপাল অতি অল্পকালমধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে?'

নারদ-কথিত সচ্চরিত্রতা—ইন্দ্র-প্রহ্লাদ বৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'বৎস! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা-বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, 'ভগবন! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে।' তখন বৃহস্পতি কহিলেন, 'দেবরাজ! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান।' ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না?' বৃহস্পতি কহিলেন, 'দেবরাজ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশপ্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক এই বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।' তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমনপূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে আপনার শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি লইয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, ইহা

১। ধার্ম্মিক চরিত্রের। ২। পূর্ব্বাপর। ৩। ভৃত্যের। ৪—৫। উত্তম সম্মান অন্ন।

অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না?' তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন, 'দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে তোমাকে সবিশেষ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।'

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রহ্লাদসমীপে চরিত্রশিক্ষা

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃসাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি।' প্রহ্লাদ কহিলেন, 'ব্রহ্মণ! আমি ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই. অতএব আমি আপনার এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না।' ব্রাহ্মণ[1] কহিলেন, 'দানবরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে, তুমি সেই সময় আমাকে এই বিষয় উপদেশ প্রদান করিও।' ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবসরক্রমে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় সদ্ভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্যরাজ্য অধিকার করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।' তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়াশূন্য, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় বোধ করিয়া, মক্ষিকা[2] সকল যেমন মধুক্রমে[3] মধুবর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশস্বরূপ সুধারাশি প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃত তুল্য। ব্রাহ্মণমুখে নীতিশ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।'

প্রহ্লাদ হইতে ইন্দ্রের চরিত্রাদি শক্তি লাভ

দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এইরূপে শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আপনাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি।' ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্যপ্রতিপালন করা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুলকিতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজঃ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' তেজঃ কহিল, 'আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।' চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটি তেজঃ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্র! তুমি কে?' তেজঃ কহিল, 'দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র, আমি

১। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র। ২। মৌমাছি। ৩। মধুর চাকে।

তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণসন্নিধানে গমন করিয়াছে; সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইল।'

ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটি তেজঃ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' তেজঃ কহিল, 'দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম।' সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটি মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাপুরুষ! তুমি কে?' পুরুষ কহিল, 'মহারাজ! আমি সৎকার্য্য; যেখানে সত্য, আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি।'

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটি তেজঃ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, 'দানবরাজ! আমি বল; সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি।' বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! তুমি কে?' দেবী কহিলেন, 'দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী, আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি।' লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে, তাহা তোমাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।' তখন লক্ষ্মী কহিলেন, 'দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি, আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন।' লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সচ্চরিত্রতা কীর্ত্তন

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কিরূপেই বা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।' ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জাপ্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, ঐরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতালাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোনক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।'

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।"

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

আশার আকর্ষণ—সুমিত্রের মৃগ-অনুসরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সদাচারই পুরুষের প্রধান ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশা কিরূপে সমুৎপন্ন হয় এবং উহা কি পদার্থ, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ

সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আমার সন্দেহ দূর করে, এমন আর কেহই নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আমাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবে, কিন্তু সেই দুরাত্মা আমার আশা পূর্ণ না করিয়া আমাকে একেবারে জ্ঞানশূন্য[1] করিয়াছে। যাহা হউক, মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বিফল হইলেই তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আশা পর্ব্বত, বৃক্ষ বা আকাশ হইতেও উন্নত, অথবা ঔন্নত্যের[2] ইয়ত্তা নাই। উহা অতি দুর্ব্বোধ, উহা অপেক্ষা দুর্দ্ধরও আর কিছুই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে উহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! আমি এই উপলক্ষে রাজর্ষি সুমিত্রের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নরপতি সুমিত্র মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব শর দ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। অপরিমিত-বলশালী মৃগ ভূপতির শরে বিদ্ধ হইয়া সেই বাণ লইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল; নরপতিও বেগে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মৃগ ক্ষণকাল সমতল প্রদেশে গমন করিয়া দ্রুতবেগে বন্ধুর ভূমিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। খড়্গ, বর্ম্ম ও শরাসনধারী নরপতিও তারুণ্যপ্রযুক্ত[3] মহাবেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ সুমিত্র মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য নদ, নদী, পল্বল[4] ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া একাকী বনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; মৃগও স্বেচ্ছানুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময় নরপতির ভূরি ভূরি শরনিপাত সহ্য করিয়াও বারংবার তাঁহার সমীপে আগমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সে ভূপতির সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এইরূপে মৃগ বারংবার ভূপতিকে অতিক্রম ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার সমীপে আগমন করাতে সুমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক মর্ম্মভেদী ঘোরতর শর শরাসনে সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৃগ তাঁহার বাণপথের দুই ক্রোশ অন্তরে গমনপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। ভূপতির অনল তুল্য শরও ব্যর্থ হইয়া অচিরাৎ মহারণ্যে প্রবেশ করিল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।"

—

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

মুনিসমীপে সুমিত্রের আশাক্লেশবিষয়ক প্রশ্ন

ভীষ্ম কহিলেন, "এইরূপে মহারাজ সুমিত্র নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক তপস্বীর আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। তাপসগণ তাঁহাকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবলোকনপূর্ব্বক সকলে সমাগত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন; মহারাজ সুমিত্রও তাপসদত্ত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তপোবৃদ্ধির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আপনি কোন্ বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আর কি নিমিত্তই বা খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক পাদচারে এই তপোবনে উপস্থিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।'

তখন নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষিগণ! আমি হৈহয়বংশে মিত্ররাজের ঔরসে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার নাম সুমিত্র। আমি মৃগয়ার্থ শরনিকরে অসংখ্য মৃগের প্রাণসংহার করিয়া বনমধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী, অমাত্য ও অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে এক মহাবল-পরাক্রান্ত মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ মৃগ আমার শরে সমাহত হইয়া সেই বাণ লইয়া পলায়ন করাতে আমি তাহার অনুসরণক্রমে সহসা এই তপোবনে আপনাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রীবিহীন, পরিশ্রান্ত ও হতাশ হওয়াতে আমার যার পর নাই দুঃখ হইতেছে। বিশেষতঃ আমি আশায় বঞ্চিত হইয়া যেরূপ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমার ক্লেশবৈলক্ষণ্য বা [illegible]পরিত্যাগ

১। হতজ্ঞান—জ্ঞানহীন। ২। উন্নতির। ৩। যৌবনোচিত উদ্যমবিশিষ্ট। ৪। [illegible]—ডোবা।

নিবন্ধন তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না। পর্ব্বতপ্রধান হিমালয় ও সুবিস্তীর্ণ মহোদধি যেমন ঔন্নত্য ও বিস্তৃতি দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা গমন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আশার অবধি-দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; আপনাদিগের অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কাহাকে মহত্ত্ব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব যদি ইহা আপনাদিগের গুহ্য অথবা তপোবিঘ্নজনক হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি উহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনারা একত্র সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করুন'।"

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

আশা-বিষয়ক আলোচনা—ঋষভ-সুমিত্র-সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তপোধন ঋষভ ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে আমি তীর্থপর্য্যটনক্রমে নরনারায়ণের দিব্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঐ স্থানে রমণীয় বদরী[১] এবং আকাশগামিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তিকারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে, আর ভগবান্ অশ্বশিরাঃ নিরন্তর বেদপাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যাশ্রমদর্শনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া, সেই হ্রদের সলিলে পিতৃগণ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রমমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও নারায়ণ অবস্থান করেন, তাহার অনতিদূরে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে এক চীরাজিনধারী[২] কৃশকায় তপোধন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ মহর্ষির শরীর অন্যান্য মনুষ্যের দেহ অপেক্ষা আটগুণ দীর্ঘ। উঁহার ন্যায় কৃশ ব্যক্তিও আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাঁহার শরীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ। গ্রীবা, বাহু, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক, চক্ষু ও কর্ণ দেহের অনুরূপ এবং বাক্‌শক্তি[১] ও চেষ্টা অতি সামান্য। আমি সেই অলৌকিকদর্শন[২] কৃশ তপোধনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ও ভীতচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটে আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে সেই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য[৩] মহর্ষি ঋষিসমাজে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্যুম্নপিতা মহারাজ বীরদ্যুম্ন পুত্রের অন্বেষণার্থে বেগবান অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই মহর্ষিকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পূর্ব্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সমুদয় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম; কিন্তু কুত্রাপি সেই ধার্ম্মিক তনয়কে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, "সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্ল্লভ" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির আশা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতকল্প[৪] হইয়াছি।'

তখন সেই কৃশ তপোধন নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবাক্‌শিরা[৫] ও ধ্যাননিরত হইয়া রহিলেন। দুঃখসন্তপ্ত মহারাজ বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ভগবন্! যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

তখন মহর্ষি কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্যুম্নের নিকট কাঞ্চনকলস[৬] ও বল্কল প্রার্থনা করিলে সে স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি ও মন্দভাগ্যপ্রভাবে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে নাই;

১। কুলের গাছ। ২। চীরযুক্ত ও মৃগচর্ম্মধারী—বনবেশ।

১। কথা বলার ক্ষমতা। ২। অদ্ভুত চেহারা। ৩। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ৪। মৃতপ্রায়। ৫। অধোমস্তক। ৬। স্বর্ণঘট।

এই নিমিত্তই বিষম বিপদে নিপতিত হইতে হইয়াছে।'

নরপতি বীরদ্যুম্ন মহর্ষি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই লোকপূজিত তপোধনকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য[১] বিধানানুসারে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিলেন। অনন্তর অন্যান্য মহর্ষিগণ সপ্তর্ষিবেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাজিত[২] মহীপতি বীরদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রম-প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

আশায় মানুষের কৃশতা—আশা ত্যাগে সবলতা

নরপতি কহিলেন, 'মহর্ষিগণ। আমি বীরদ্যুম্ন-নামক নরপতি। আমার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিদ্যুম্ন নামে এক শিশুসন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছি; কিন্তু অদ্যাবধি কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।'

মহারাজ বীরদ্যুম্ন এই কথা কহিলে মহর্ষি কৃশ[৩] তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; নরপতির বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। পূর্ব্বে বীরদ্যুম্ন ঐ মহর্ষিকে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপোনুষ্ঠানে মনোনিবেশপূর্ব্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, আমি কখনই ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশা মানবগণকে ব্যাকুলিত করে; অতএব আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আশাকে দূরীকৃত করিব।

মহর্ষি কৃশ এইরূপে অধোমুখে অবস্থান করিলে রাজা বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে। আপনি সর্ব্বার্থ-দর্শী[৪], অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন্ বস্তুই বা দুর্লভ, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।'

তখন তপঃশীর্ণকলেবর[৫] কৃশ নরপতিকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া কহিলেন, 'রাজন্। আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্লভ আর কিছুই নাই। আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া অনেক নরপতির নিকট ক্ষমাং-প্রার্থনা[১] করিয়াছিলাম।'

তখন নরপতি কহিলেন, 'মহর্ষে! আমি আপনার বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্রেই[৩] বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত, তিনি কৃশ এবং যিনি আশাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সবল। আর আশাকৃত অর্থলাভও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্লভ। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে আর এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ বিষয় গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।'

কৃশ কহিলেন, 'মহারাজ। ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। এই জগতে যাহারা লোকের উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করে না, তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরোপকারী ব্যক্তি-দিগের নিকট হইতে উপকারলাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত[৪] হইলে না পাইয়াও সন্দর্শনলাভে যত্নবান্ হয়েন, যে আশা বৃদ্ধ রমণীগণকে পুত্রপ্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী[৫] কামিনীগণ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্র লাভের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।'

মহর্ষি কৃশ এই কথা কহিলে মহারাজ সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রের সহিত সমাগম-লাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, সমুদয়ই যথার্থ সন্দেহ নাই।' তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে অবিলম্বে বীরদ্যুম্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিষ্পাপ ক্রোধবিহীন হইয়া বনমধ্যে

---

১ বনবাসীর উপযুক্ত। ২। অজেয়। ৩। বিশেষ কৃশকায় বলিয়া ঐ নামে পরিচিত। ৪. সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ। ৫। তপস্যায় কৃশশরীর।

১—২। অর্থগ্রহণে অস্বীকার। ৩। বাক্য উচ্চারণমাত্রেই—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। ৪। বিদেশগত। ৫। বিবাহপ্রার্থিনী।

বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি; অতএব অবিলম্বে কৃশতরা[1] আশাকে নিরাকৃত কর।'

হে যুধিষ্ঠির! মহাত্মা ঋষভ এই কথা কহিলে রাজা সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও আমার কথানুসারে আশা নিরাকৃত করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সুস্থির হও। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, অতএব আমার বাক্যশ্রবণে অনুতাপিত হইও না।"

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

পিতৃ-ঋণমুক্তির উপায়—সত্যধর্ম্ম প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া কোনক্রমে তৃপ্তি[2] লাভে সমর্থ হইতেছি না, আমি যত আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শুশ্রূষা[3] পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী যেমন সমাধিসুখে যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! যম গৌতম-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, উহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ঐ আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উগ্রতর তপোনুষ্ঠানে নিরত দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন যম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে?' গৌতম কহিলেন, 'প্রভো! কি কার্য্য করিলে পিতা-মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা অতি পবিত্র দুর্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে, কীর্ত্তন করুন।'

যম কহিলেন, 'মহর্ষে! সতত সত্যধর্ম্ম তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক পিতা-মাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক-সমুদয় লাভ হইয়া থাকে'।"

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

আপৎকালের রাজধর্ম্মনীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! যে মহীপাল মিত্রশূন্য, বহুশত্রুসম্পন্ন, ক্ষীণকোষ[1] ও হীনবল হয়েন, দুষ্ট অমাত্যগণ সহায় হওয়াতে যাঁহার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়া যায়, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দ্দিত করিবার অভিলাষে শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন, যিনি সুপ্রণালীক্রমে রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ, যাঁহার দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজাপীড়ন নিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই যাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্লভ, তাঁহার কি অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে আমাকে অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে উহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত, এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু; বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপালগণের ব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্তই আপদ্ধর্ম্ম[2] কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু উহা দ্বারা যে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমারমতি[3] প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান প্রীতিকর হয়। অজ্ঞানপ্রভাবে লোকে কোন

১। অতিশয় কৃশতর। ২। সম্পূর্ণ তৃপ্তি। ৩। শ্রবণেচ্ছা।

১। অল্পধন। ২। আপৎকালের আচরিত ধর্ম। ৩। সরলহৃদয়।

বিষয়েই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞানপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজার কোষক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়, অতএব তিনি নির্জ্জন স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন প্রকারে হউক, ধনাগমে যত্নবান হইবেন। আপৎকাল উত্তীর্ণ হইলে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় বটে, কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্ন দ্বারাও ধর্ম্মানুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং আপৎকালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আপৎকাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনাকে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয়, এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাকে অবসন্ন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল ও উৎসাহে নিপুণতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে অযাজ্যযাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হয়েন না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহার কি সুপথ বিচার করা উচিত?—কখনই নহে; তৎকালে যে কোন পথ দ্বারা হউক, পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে।

ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয় নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয়লাভ দ্বারা ধনোপার্জ্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীয়ের নিকট কদাচ কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, আপৎকাল উপস্থিত হইলে গৌণকল্প দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদ্‌গ্রস্ত হইলে অধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৃত্তিক্ষয় নিবন্ধন যখন ব্রাহ্মণেরও অধর্ম্মাচরণ বিহিত হইতেছে, তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হন্তা ও রক্ষিতা, সুতরাং আপদুদ্ধারের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ যে রাজা প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে তাহার কোনক্রমেই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপৎকালে স্বীয় ধনব্যয় করিয়া রাজ্যরক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদ্‌কালে তাঁহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য সঞ্চিত দ্রব্য রাষ্ট্র হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শম্বর কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে লোক স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থব্যয় দ্বারা রাজাকে রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ বা দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাঁহার জীবনে ধিক্! কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বললাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আপৎকালে কোষ ও বললাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত

হইতে হয় না। লোকে যাগযজ্ঞসম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্যকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহাকে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে ?

অর্থের অসদ্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয়; আপৎকালে প্রজাপীড়ন না করিলে কোন-ক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজা অর্থ-সংগ্রহের মানসেই বহুব্যয়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য নির্ণয় করিয়া আপৎকালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু[১], যজ্ঞ[২] ও চিত্তসংস্কার[৩] এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও [illegible] এই তিনটি রাজ্যপুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রকাশের এক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যে সমস্ত বৃক্ষ উহা ছেদনের বিঘ্ন সম্পাদন করে, তৎসমুদয়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষ-সমুদয়কে নিপাতিত করে। ঐরূপ যে সমস্ত মনুষ্য রাজার কোষ-সঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে কদাচ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থ দ্বারা ইহলোক, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদয়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্দ্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোন প্রকারে হউক, ধন গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্যমধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে বাস করিতেছে, তাহাদিগের নিরন্তর পার্থিব ধনরত্ন-সমুদয় অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপালগণের রাজ্যরক্ষার তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সম্পদ্‌কালে প্রজাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে কর গ্রহণ করা নিতান্ত পাপজনক বটে, কিন্তু আপৎকালে উহা দ্বারা তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতা দ্বারা ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন। লোকে নির্ধনকে দুর্ব্বল ও ধনবান্‌কে বলবান্ কহিয়া থাকে। ধনবান লোক সমুদয় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থপ্রভাবে ধর্ম্ম, কাম ও উভয় লোকে সদগতিলাভ হইয়া থাকে। অতএব লোকে ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করিবে। অধর্ম্মানুসারে তাহা লাভ করিতে যেন তাহার কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।"

রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়—সন্ধি-বিগ্রহের ক্ষেত্র নির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। যে রাজা কোষাদিসংগ্রহে পরাঙ্মুখ, দীর্ঘসূত্র[১] ও বন্ধুবান্ধব-বিয়োগভয়ে সংগ্রামে বিমুখ হয়েন, যাঁহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, শত্রুগণ একত্র হইয়া যাঁহার রাজ্য বিভাগপূর্ব্বক গ্রহণ করে, যাঁহার নির্ধনতা ও মিত্রবলের অভাব বশতঃ মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের বশীভূত হয় এবং যিনি পরসৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হয়েন, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্রচিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয়লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার গ্রামনগরাদি উদ্ধার করা রাজার ধর্ম্ম। আর শত্রু যদি মহাবলপরাক্রান্ত হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহাকে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। রাজা যে কোন প্রকারে হউক, জীবিত থাকিতে পারিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তিশালী হইতে পারেন। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে যে আপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই আপদে আত্মপরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরিকা[২]গণও শত্রুদিগের হস্তগত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া আত্মরক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

১—২। বৈধ হিংসা যাগ যজ্ঞ। ৩। চিত্তশুদ্ধি।

১। অলস—বহু সময় ব্যয়ে কার্য্যসাধনকারী। ২। পুরস্ত্রী।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজার অমাত্য প্রভৃতি ক্রুদ্ধ, রাজ্য ও দুর্গাদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, কোষ পরিক্ষীণ এবং মন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য?" ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! শত্রু ধার্ম্মিক হইলে তাহার সহিত শীঘ্র সন্ধিস্থাপন ও অধার্ম্মিক হইলে তাহার প্রতি শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য। ফলতঃ ভূপালগণ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে হয় উপায় দ্বারা অচিরাৎ তাহাকে নিরস্ত করিবেন, নচেৎ অবিলম্বে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে সদগতি লাভ করিবেন। অনুরক্ত, হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়। নরপতি সংগ্রামে নিহত হইলে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং শত্রুগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব যুদ্ধে ভীত হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যুদ্ধসময় সমুপস্থিত হইলে সমরপরিত্যাগের বাসনা না করিয়া বুদ্ধি-কৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করাই রাজাদিগের উচিত। আর যখন তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধবশতঃ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে প্রথমতঃ পলায়নপূর্ব্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রবলে পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।"

—

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

বিজ্ঞানবলের প্রশংসা প্রসঙ্গে বিবিধ নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজাদিগের সর্ব্বলোকহিতকর পরম ধর্ম্ম বিনষ্ট ও জগতের যাবতীয় বস্তু দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা সেই আপৎকালে স্নেহবশতঃ পুত্রপৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সেই আপৎকালে বিজ্ঞানবল আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করা ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধনসম্পত্তি সাধুদিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধুদিগের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রপথের অনুবর্ত্তী হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করেন, তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। রাজা বিপৎকালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাগণকে প্রকোপিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবলসম্পন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আপৎকালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে না। বলপূর্ব্বক জীবিকা লাভ করাই যাঁহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম, তাঁহারা কদাচ অন্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃপ্রকাশ করিয়াই কালযাপন করেন। রাজারা আপৎকালে স্বরাষ্ট্রস্থ সমুদয় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষসংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মেধাবী নরপতিগণ ঐ সময় বদর্য্যস্বভাব, দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অত্যন্ত আপদ্ উপস্থিত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দিব্যচক্ষুঃস্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক রোষপরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও সৎকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরীবাদকীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পরের নিন্দা কীর্ত্তিত হয়, তথায় হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্র লোকেরাই পরনিন্দা ও পরের প্রতি ক্রূরাচরণ করে। সাধু ব্যক্তিরা সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্তস্বভাব বৃষভ যেমন যত্নপূর্ব্বক ভার বহন করে, নরপতিও সেইরূপ রাজ্যভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায়, এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না।

তাঁহারা কহেন যে, পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিগণও অপরাধী হইলে তাঁহাকে দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন, এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুতঃ তাঁহারা লিখিতের প্রতি শঙ্খের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐরূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্ম্মশীল গুরুরও শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুতঃ ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। লোকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহাকে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সর্ব্বাত্মসংকৃত[১] ধর্ম্ম চারি প্রকার,—বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচারসিদ্ধ[২]। এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মই অবগত হওয়া রাজাদিগের আবশ্যক। যে নরপতি তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণপূর্ব্বক প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্যমধ্যে শরাহত মৃগের রুধিরাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অন্বেষণ করে, সেইরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অবলম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় কর।"

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

বলে ধন সংগ্রহ—বুদ্ধিতে রক্ষা বিধান

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষ পূরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষ দ্বারাই ধর্ম্ম ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব কোষ-সংগ্রহ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা রাজাদের প্রধান ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা কোন নৃশংসতা দ্বারা কখনই কোষ-সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষ-সংগ্রহ করা আবশ্যক। বল না থাকিলে কোষ-রক্ষা হয় না, কোষ-রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্যরক্ষা করিতে পারে না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিকে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা কোষহীন হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না। আবরণ দ্বারা যেমন স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশ সমাবৃত হয়, তদ্রূপ সম্পদ দ্বারা ভূপতির পাপ-সকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্ব্বাপকারীরা তাঁহার সম্পদ্-দর্শনে অনুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহাকে নিধন করিবার মানসে আশ্রয় করে, তাঁহার কখনই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। সতত উদ্যত হওয়াই নরপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত, তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং বনে গমন করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে, তথাপি মর্য্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় অমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্য্যসাধনসময়ে দস্যুগণের নিকট হইতে অসংখ্য সৈন্য লাভ করা যায়। রাজা এককালে নিয়মহীন হইলে তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত নির্দ্দয় দস্যুগণও শঙ্কিত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি তুচ্ছ বিষয়েও নিয়ম থাকিলে উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকগণ ইহলোক-পরলোকের ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। দস্যুগণ অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুগণ দয়ালু হইলে তাহাদের দয়াপ্রভাবে অসংখ্য জীব পরিরক্ষিত হয়। উহারা সমরপরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধসাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারাভিমর্ষণে নিতান্ত

১। সকলের প্রতি সাধু ব্যবহারজনক। ২। যাহা বিবেক-বিধোধিত।

পরাঙ্মুখ। আবার যাহারা দস্যুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সংন্ধিসংস্থাপন করে, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদিগের সমুদয় ধন ও সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুগণকে এককালে সম্পত্তিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশীভূত করাই কর্ত্তব্য। আপনাকে বলবান্ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে। যে রাজা প্রজাগণের নির্দ্ধনতা-সম্পাদন করেন, তাঁহাকে অচিরাৎ নির্দ্ধন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন তিনি যাবজ্জীবন রাজ্যভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।"

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

বহু অর্থবলের আবশ্যকতা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মবাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটি প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্তুতঃ বৃকের পদচিহ্ন কি না, এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার নিরর্থক। এই সংসারমধ্যে কেহই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অতএব বিত্তাদি দশবিধ[1] বল[2] আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। সমুদয় বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র[3] দ্রব্যই[4] উচ্ছিষ্ট[5] বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয়প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটি সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্ম সম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান্ ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্য্যই সংকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কদাপি পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না; সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হয়। মানবগণ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধববিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্যযন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ীবিদ্যার[1] আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শন বাক্যপ্রয়োগ ও কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের তুষ্টিসম্পাদন, মনের উন্নতি-সাধন, মহদ্বংশে[3] পাণিগ্রহণ[4], আপনার নিন্দা স্বীকারপূর্ব্বক অন্যের গুণকীর্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক; বহুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্ষুব্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে সতত অবস্থান ও তাহাদের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এইরূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিষ্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে পারে। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়; একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।"

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

লোকসেবায় দস্যুদোষশোধন—কায়ব্যাধবার্ত্তা

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পরস্বাপহারী দস্যুও অন্যান্য ধর্ম্মে বিভূষিত হইলে পরলোকে নরকগামী হয় না, এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত

১—২। বিত্ত, কৌলীন্য, মিত্র, বুদ্ধি, বল, ধন, তপস্যা, সহায়, বীর্য্য, দৈব। ৩—৫। অল্প বলিয়া অনাদরণীয়—উচ্ছিষ্টবৎ উপেক্ষণীয়।

১ বেদবিদ্যার। ২। দর্শনশাস্ত্রসম্মত—যুক্তিযুক্ত। ৩—৪। মহৎ বংশে বিবাহ।

আছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ দস্যুত্বনিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর[১] গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করে। সে সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, বুদ্ধিমান্‌, বিজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গুরুপূজক ও মহাবল-পরাক্রান্ত ছিল; নিষাদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ও মৃগবিজ্ঞানে[২] সম্যক্‌ অভিজ্ঞ ছিল; ঐ নিষাদ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে অরণ্যমধ্যে মৃগদিগের ক্রোধ উত্তেজিত করিত। দেশকালের[৩] বিষয় তাহার কিছুই অবিদিত ছিল না। সে নিরন্তর পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও একাকী বহুসংখ্যক সেনা পরাজয় করিত। সকল ধর্ম্মেই তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে প্রতিদিন মধু, মাংস ফল, মূল ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণপূর্ব্বক বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিত; মান্য ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা করিত না। অরণ্যবাসী প্রব্রজিত[৪] ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সে প্রতিদিন মৃগবধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত। যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতঃকালে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত।

ধর্ম্মপ্রভাবে কায়ব্যব্যাধের নেতৃত্ব—ধর্ম্মপ্রচার

একদা নির্দ্দয় নিয়মহীন বহুসংখ্যক দস্যু তাহাকে গ্রামণী[৫] করিবার মানসে কহিল, 'হে বীর! তুমি দেশ, কাল ও মুহূর্ত্ত সমুদয়ই অবগত আছ। তোমার তুল্য প্রজ্ঞাবান দৃঢ়ব্রতপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতানুসারে প্রধান গ্রামণীর পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তদনুসারেই কার্য্য করিব। এক্ষণে তুমি পিতা-মাতার ন্যায় ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।'

তখন কায়ব্য তাহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল, 'প্রতিবাসিগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সকল প্রাণিমধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য! অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। সকল প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গল চিন্তা করেন, ত্রিভুবনমধ্যে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহাকে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয়। আমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সমস্ত বিষয়ের ফললাভে অভিলাষ করিব। যাহারা আমাদিগের অভিলষিত ফলপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; নিরপরাধ লোকের বধসাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। যাহারা রাজ্যোপরোধ[১] করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে কুণপনিহত[২] কৃমির[৩] ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। হে প্রতিবাসিগণ! পরস্বাপহারী দস্যু হইয়া এইরূপ নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।'

কায়ব্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তত্রত্য সমুদয় দস্যুই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্‌ কায়ব্যও সাধুগণের হিতানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপনিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার বন্যজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না। সে বনমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।"

১। ব্যাধপত্নীর। ২। বন্যহরিণের অনুসন্ধানাদিজ্ঞানে। ৩। স্থানীয় সাময়িক অবস্থার—কোন বনে কোন কালে হরিণাদি অনুসন্ধান। ৪। সন্ন্যাসী। ৫। গ্রাম্যলোকের নেতা—পরিচালক।

১। রাজ্যের উপদ্রব—প্রজাগণের নির্য্যাতন। ২—৩। মৃতদেহের উদরস্থ দুঃখদ কৃমির—মানুষ মরিবামাত্র উদরস্থ কৃমি আপনা-আপনি মরিয়া যায়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ধনসঞ্চয়ের ধর্ম্মসম্মত উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। মহীপাল যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কোষসঞ্চয় করিবেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের ধন গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডহীন[১] দস্যুদিগের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়েরই অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমুদয় ধন ভোগ করিবেন; উহাতে অন্যের কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধন দ্বারা বল, বুদ্ধি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। লোকে যেমন অভোজ্য[২] ওষধি ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা ভোজ্যদ্রব্য পাক করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজারা দুষ্টগণের হিংসা করিয়া শিষ্টদিগকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা হবির্দ্বারা[৩] দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন না করে, তাহাদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলপূর্ব্বক ঐরূপ ব্যক্তিদিগের ধন অপহরণ করিবেন। সেই ধন দ্বারা অনেক সাধুব্যক্তির তৃপ্তিসাধন হইতে পারে; অতএব সেই অপহরণ জন্য রাজাকে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি অসাধু ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্ম্মিক। বল্লী[৪] নামক[৫] শুক্রাবি[৬] ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা আপনার শক্তি অনুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। গবাদির গাত্র হইতে যেমন দংশমশকাদি[৭] দূরীভূত করা যায়, তদ্রূপ অযাজ্ঞিক ব্যক্তিকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলা দ্বারা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচনা করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে।"

১। দানাদি ধর্ম্মকর্ম্মশূন্য। ২। শাক-পাতা প্রভৃতি তুচ্ছ গাছপালা। ৩। ঘৃতাদি দ্বারা। ৪—৬। 'বল্লী' নামক কোন গাছ—যেমন লাউ, কুমড়া প্রভৃতির লতা। ৭। ডাঁশ মাছি প্রভৃতি।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দীর্ঘসূত্রার বিপদ্—শকুল মৎস্য-বৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে তাহাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে, তাহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া উহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্রী কহে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রীকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্যসমাকীর্ণ স্বল্পজলবিশিষ্ট জলাশয়ে তিনটি শকুল[১] মৎস্য বাস করিত। তন্মধ্যে একটি অনাগতবিধাতা, একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটি দীর্ঘসূত্রী। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত[২] করিতে লাগিল। তখন সেই দীর্ঘদর্শী[৩] শকুলমৎস্য জলাশয়কে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, 'দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়ের জলজন্তুর বিপদ্‌কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতেই অবিলম্বে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অনুপস্থিত[৪] বিপদের প্রতীবিধান করে, তাহাকে কোন কালেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না; অতএব চল, আমরা বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করি।' তখন দীর্ঘসূত্রী কহিল, 'মিত্র! তুমি যাহা কহিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে।' ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতি অনাগতবিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ভাই! আমি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করি না, কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি।' দীর্ঘসূত্রী ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পলায়নের মত নাই বুঝিতে

১। শাল—শোল গজাল প্রভৃতি। ২। প্রণালী-পথে বহিষ্কৃত। ৩। ভবিষ্যদ্দর্শী। ৪। ভাবী—যাহা পরে ঘটিতে পারে।

পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোতোদ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমুদয় জল নিঃসৃত হইলে মৎস্যজীবী ধীবরগণ[১] বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্য-সমুদয়কে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্রী ও প্রত্যুৎপন্নমতি অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জু দ্বারা মৎস্য-দিগকে গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গ্রহণ-রজ্জু,[২] দংশন[৩] করিয়া[৪] অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ধীবরগণ সমুদয় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিপুল জলে প্রক্ষালন করিতে লাগিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রহণরজ্জু পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্রী পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপস্থিত বিপদ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহাকে দীর্ঘসূত্রী মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়; আর যে ব্যক্তি আপনাকে কার্য্যনিপুণ বোধ করিয়া অগ্রে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের ন্যায় তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ্ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত-বিধাতা মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়। হিতার্থী ব্যক্তির দেশের এবং কলা[৫], কাষ্ঠা[৬], মুহূর্ত্ত[৭], দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সংবৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও মোক্ষ-শাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মানবগণের অভীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সুচারুরূপে দেশ-কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফলভোগে সমর্থ হয়।"

১। জেলেরা। ২—৪। মাছগাঁথা দড়ি কামড়াইয়া। ৫ ৩০ কাষ্ঠা। ৬। ১৮ নিমেষ—১৮ বার চক্ষুর পলক পড়িতে যত সময়। ৭। দিবসের ১৫ ভাগের এক ভাগ—প্রায় দুই দণ্ড—৪৮ মিনিট।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

সন্ধি-বিগ্রহের সময়—মার্জ্জার-মূষিক বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎ-পন্ন ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘসূত্রীকে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থ-কুশল প্রজারঞ্জক নরপতি কিরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রুকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও মুগ্ধ হয়েন না, অনেক শত্রু এক রাজাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য, রাজা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্যক শত্রু পূর্ব্বাপকার[১] নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কিরূপে একাকী সহায়বিহীন হইয়া সেই গ্রাসোদ্যত[২] শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন, মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়েন, প্রকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং বলবান্ হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তনুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই সমুদয় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুদুর্ল্লভ। অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপৎকালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয়সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে, কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না; অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের

১। পর্ব্বকৃত অপকার। ২। গ্রাস করিতে উদ্যত।

সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জ্জন বা সুখভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্জ্জারমূষিক-সংবাদ নামে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিপদকালে কৃত উপকারের উপযোগিতা

কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশ নামে এক পক্ষিসঙ্ঘাতঘাতক[১] মার্জ্জারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া ছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ু[২]ময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক সুখে রজনীযাপন করিত এবং প্রাতঃকালে তথায় আগমনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে যে সকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে লইয়া যাইত। একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জ্জার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতনামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুকে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্য-বস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিতে পাইয়া মার্জ্জারের উপর আরোহণপূর্ব্বক মনে মনে হাস্য করিয়া আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় উহার অনতিদূরে হরিত নামে তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বর সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রক নামে এক তীক্ষ্ণতুণ্ড[৩] তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষ-শাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক আমিষভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল, অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, 'এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ্ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি করা কর্ত্তব্য ? আপদ্ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা করাই বুদ্ধিমান্‌দিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমাকে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোনক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদ্-কালে কখনই বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবনরক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। নীতিশাস্ত্র-বিশারদ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হয়েন না। অতঃপর মার্জ্জার ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে; আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবনরক্ষার্থ এই মার্জ্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন-পূর্ব্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জ্জার পরম শত্রু; কিন্তু এক্ষণে এ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থসাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয়, তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবনরক্ষা হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে এই মার্জ্জার দ্বারাই আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা; অতএব ইহাকে আমার প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিব। সম্প্রতি ন্যায়ানুসারে ইহাকেই পণ্ডিত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।'

সন্ধিবিগ্রহকালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিনীতবচনে মার্জ্জারকে কহিল, 'সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমার

১। পক্ষিসমূহনাশক। ২। নাড়ী। ৩। ধারাল ঠোঁট।

হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধনমুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি নকুল ও উলূক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চঞ্চলনেত্র পাপাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধবৃক্ষের[১] শাখাগ্রে অবলম্বনপূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার বিন্দুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব এক্ষণে যদি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশচ্ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না, করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থসাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিতসমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনরক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধিসংস্থাপন করিতেছি। লোকে যেমন কাষ্ঠ[২] দ্বারা[৩] সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তদ্রূপ সন্ধি-সংস্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের হিতসাধন করিব, আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধারসাধন করিব। কিন্তু অগ্রে তোমাকে আমার উদ্ধার করিতে হইবে।'

মূষিক-প্রধান পলিত এইরূপ হিতকর হেতুযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মার্জ্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মনে মনে সিদ্ধ[১] করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ[২] মন্দ[৩] দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 'মহাত্মন্। তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের নয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি; অতএব এ সময় শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমাকে আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর।' তখন বুদ্ধিমান্ মার্জ্জার এই কথা কহিলে মূষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহাকে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, 'সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয় তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যার পর নাই ভীত হইয়াছি; আর ক্ষুদ্রাশয় উলূক আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব; তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব।'

মার্জ্জার মূষিকের মিত্রতা—মার্জ্জারের পাশকর্ত্তন

তখন সেই সুহৃদ্ভাবাপন্ন মার্জ্জার মূষিকের যুক্তি-সঙ্গত বাক্য-শ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল, 'ভদ্র! তুমি অচিরাৎ আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমায় সাধ্যমত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তৎসমুদয় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা

১। বটবৃক্ষের। ২—৩। জলে ভাসমান কাষ্ঠের আশ্রয়ে।

১। সন্ধান—স্বীকার। ২—৩ ধীরে ধীরে—ক্রমে ক্রমে।

উভয়ে সন্ধি স্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমার সমুদয় হিত-কার্য্য-সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে, কিন্তু পূর্ব্বোপকারী অকারণেই উপকার করিয়া থাকে।'

এইরূপে মার্জ্জার স্বার্থসাধনার্থ সন্ধিস্থাপন করিলে মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড়মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলূক মার্জ্জার ও মূষিকের প্রীতিদর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিক-ভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্য-সাধনার্থ সন্ধিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

অনন্তর সেই দেশকালজ্ঞ মূষিক মার্জ্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জ্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং মূষিককে শনৈঃ শনৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, 'ভাই। তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ, তবে কি নিমিত্ত পাশচ্ছেদনে সত্বর হইতেছ না? ব্যাধ অবিলম্বেই এ স্থানে আগমন করিবে, অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।'

মার্জ্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান্ মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিলক্ষণ অবগত আছি, উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ উপকার উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর; বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদিগের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বর বৃক্ষে আরোহণ করিবে, আমিও গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবনরক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।'

মূষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জ্জার মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'সখে! আমি যেরূপ সত্বর হইয়া তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সাধু ব্যক্তিরাও সেরূপে মিত্রকার্য্য সাধন করেন না; অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিলম্ব হইলে আমাদের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব সত্বর আমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃক্ষয় হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।'

মার্জ্জার এইরূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মার্জ্জার! আমরা কেবল স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি; কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে[১] নিপাতিত[২] করতলের[৩] ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া যথা-সময়ে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্য-সেবার ন্যায় অনর্থপাতের মূলীভূত হইয়া উঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক[৪] শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। হস্তী দ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থ দ্বারা অর্থ সাধিত হয়। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যেরই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক। চণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হইলে তুমি ভীত হইয়া আমাকে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে, অতএব সেই সময়েই আমি তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া

১—৩। সাপের মুখে হাত দেওয়ার। ৪। স্বাভাবিক।

দিব : এক্ষণে আমি প্রায় সমুদয় তন্তুই[১] ছেদন করিয়াছি, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, অচিরাৎ তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।'

তাহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘ নামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভ-কর্ণের ন্যায় বিকৃত, বদন অতি ভীষণ ও বেশ যার পর নাই মলিন। মার্জ্জার সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় সেই ব্যাধকে সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে মূষিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'সখে! এখন কি করিবে?' তখন মূষিক মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল; মূষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

মার্জ্জার-মূষিকের পরস্পর আলাপ—মিত্রনীতি

অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জ্জার আপনাকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতবর্ম্মা[২] বলিয়া কেহই আমার প্রতি আস্থা করে না। তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমাকে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভবসময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যাহারা প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করে, বিপদের সময় কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ। তুমি আমার পরম বন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যগণ যেমন গুরুর সম্মান করে, তদ্রূপ আমার যাবতীয় বন্ধুবান্ধব তোমাকে পূজা করিবে; আমিও তোমাকে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত সৎকার করিব। কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তুমি আমার শরীর, গৃহ ও সমুদয় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবন দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমাকে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ়[১] হইয়াছি[২]।'

মার্জ্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রণাবধারণক্ষম[৩] মূষিক আপনার হিতজনক অতি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিল, 'সখে লোমশ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু মিত্র উভয়কেই উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ[৪] পরীক্ষা অতি সূক্ষ্মজ্ঞানসাপেক্ষ[৫]। অনেক সময়ে শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায়, তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও মিত্র নাই; কেবল সামর্থ্য নিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি—যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কালসহকারে শত্রু মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থবিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা

১। তন্তুই। ২। আত্মরক্ষায় উদাসীন—তোমার মত গর্ত্তবাসী নহে।

১—২। প্রতিজ্ঞা করিতে মনস্থ করিয়াছি। ৩। উত্তম মন্ত্রণা নির্ণয়ে পটু। ৪—৫। উহাতে সূক্ষ্মজ্ঞানের অপেক্ষা আছে—সূক্ষ্মজ্ঞান না থাকিলে ঐরূপ মন্ত্রণা হয় না।

করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতা, কি মাতা, কি শত্রু, কি মাতুল, কি ভাগিনেয়, কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদয় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতামাতা অতি প্রিয়পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রমরক্ষার্থ অচিরাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব!

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি নিতান্ত চঞ্চল চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক, আত্ম-রক্ষায়ও সতর্ক হয় না তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতা-নিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলতঃ চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্যবশতঃ সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমাকে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুরবাক্যে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ, উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর লোকে নিমিত্ত বশতঃই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন[১] হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদয় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতি[২]দিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে যদিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতিশৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব পর, সন্দেহ নাই কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্রপাঠ, হোম ও জপ দ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতি-প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণসাপেক্ষ কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরূপ অসদ্ভাব হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎ-পাদন করিয়াছিল এক্ষণে তুমি যে আমাকে প্রীতি প্রদর্শন করিতেছ, ইহার কারণ কি? তোমার অভ্যবহার[১]লাভ ব্যতিরেকে উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তুমি যাহাতে আমাকে ভক্ষণ করিতে না পার, আমিও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক আছি।

কাল হেতুকে আবিষ্কৃত[২] করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি স্বার্থ বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমাকে এইরূপ বলা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহ-বিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার অদ্যই মিত্র হইয়াছ; সুতরাং তোমার বুদ্ধির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ের সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু; কার্য্যবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমি পূর্ব্ববৎ শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি, আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র সম্যক্ অবগত হইয়া তোমার আহারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশ-মধ্যে প্রবেশ করিব? আমি তোমার বলবীর্য্যে মুক্তি-লাভ করিয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছ। এইরূপে আমরা স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কিরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে? আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমাকে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই।

আমি ভোজ্য, তুমি ভোক্তা; আমি দুর্ব্বল, তুমি বলবান; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সন্ধি-স্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত হইতে

১। বিদ্বে . ২। পতি পত্নী।

১। আহার—খাদ্য। ২। প্রকাশ।

পারে? এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আমাকে ভক্ষণ করিবার মানসে আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশবদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশ-মুক্ত হইয়া ক্ষুধায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ. তোমার আহারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কৌশলক্রমে আমাকে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুশ্রূষাগ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তোমার পুত্র-কলত্র সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয়। উহারা আমাকে সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে? অতএব আমি আর তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। সংস্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শুভানুধ্যান কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্যদ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সন্নিধানে কিরূপে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমাকে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত[১] থাকিলে কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংস্রব[২] কদাচ প্রশংস-নীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রম হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আত্মপ্রদান ব্যতিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুত্র, কলত্র, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি, সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্মরক্ষা করা উচিত। আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রু-হস্তে যে সমস্ত ধনরত্ন প্রদান করা যায়, জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদয় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলে ধন-রত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর ও বিমৃষ্যকারী[১], তাহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা অবগত হইতে পারে, তাহাদিগের শাস্ত্রার্থদর্শিনী[২] সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।'

মূষিক বিড়ালকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিলে, বিড়াল যার পর নাই লজ্জিত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠানে নিরত, তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, মিত্রবৎসল[৩] বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কি সম্ভবপর হয়? তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবান্ধবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর[৪] প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না।'

মার্জ্জার এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীর-ভাবে তাহাকে কহিল, 'লোমশ! তুমি সাধু; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, আমি তাহা সমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন, যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয়, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমাকে স্তবই কর আর ধনই দাও, কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হন না। এই বিষয়ে শত্রুর যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কোনক্রমেই বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের

১। অসাবধান। ২। সম্পর্ক-মেলামেশা।

১। বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারক ২। শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রদর্শনে সমর্থ ৩। বন্ধুপ্রিয়। ৪। প্রশস্তমনার—উদারচিত্তের।

প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। যত্ন-সহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্ন-সহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধনপুত্রাদি সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকার-দিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ব্বল হইলে শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্জ্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমারও জাতিসুলভ পাপাচরণ হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত।'

মূষিক এই কথা কহিলে মার্জ্জার চণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি-সামর্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

শত্রু-মিত্র ব্যবহারবিষয়ক বিবিধ নীতি

হে ধর্ম্মরাজ। এইরূপে বুদ্ধিমান মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল; অতএব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্জ্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক সবিস্তর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা একবার বৈরোৎপাদনপূর্ব্বক[1] পুনরায় পরস্পর প্রীতিস্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহা-দিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়; আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতা[2]-দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সন্ধিবিগ্রহবিৎ পণ্ডিতদিগের অনু-মোদিত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্ন-মনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীকচিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না; আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনাকে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে যুধিষ্ঠির। এই আমি পূর্ব্বতন নীতিশাস্ত্রবেত্তা-দিগের মত এবং মূষিক ও বিড়ালের প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রুমিত্রের প্রভেদ, সন্ধিবিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ্‌মুক্তির উপায় অবধারণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত কোন এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে সম্যক্ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সতত ব্রাহ্মণগণের সহিত সংস্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভের হেতু। উঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, কৃতজ্ঞ, শুভানুধ্যায়ী. অতএব উঁহাদিগকে সতত সৎকার করিবে। তাহা হইলে

১। শত্রুতা জন্মাইয়া। ২। অসাবধানতা।

তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশ, কীর্ত্তি ও সন্ততিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে মার্জ্জারমূষিকের সন্ধিবিগ্রহাত্মক[১] বুদ্ধিসংস্কারসম্পাদক[২] সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, ধীমান মহীপাল বিপক্ষমণ্ডলীমধ্যে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।"

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অবিশ্বাসের পাত্র— ব্রহ্মদত্ত-পূজনী-বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি, বিশেষতঃ শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা কিরূপে রাজ্যরক্ষা ও কিরূপেই বা শত্রু পরাজয় করিবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার এই সংশয়চ্ছেদন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূজনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত নরপতির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিতেছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ন্যায় সকল প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলতঃ পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্তঃপুরমধ্যে পূজনীর এক অত্যুত্তম শাবক জন্মে। পূজনী যে দিবস শাবক প্রসব করে রাজমহিষীও সেই দিবস এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক দুইটি অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধায়ী[৩] ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটি স্বীয় শাবককে ও অন্যটি রাজপুত্রকে অর্পণ করিত। রাজকুমার সেই ফল ভক্ষণ করিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদা ধাত্রী রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বালক সেই পক্ষীশাবক অবলোকন করিয়া বালস্বভাব প্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিল এবং সেই শিশু শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া পুনরায় ধাত্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজপুত্র তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। শাবক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া পূজনীর দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে বাষ্পাকুল-নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিল যে, 'ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও প্রণয়[১] করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহারা কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্ত্বনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অতএব ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস করা নিতান্ত অনুচিত। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহাকে নিরর্থক সতত সান্ত্বনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, অদ্য আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজকুমারের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈরনির্য্যাতন[২] করিব। আমার শাবক উহার সহিত একদিনে জন্মগ্রহণ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দুরাত্মা তাহার বধসাধন করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে।' পূজনী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চরণ দ্বারা রাজকুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পুনরায় এই কথা কহিল, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, পাপ তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাদের কখনই তাহাদিগের পুণ্যনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।'

মিত্রতাভঙ্গের দোষ—ব্রহ্মদত্ত-পূজনী কথোপকথন

অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত অবলোকনপূর্ব্বক পূজনী প্রথমে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'পূজনি! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে তুমি

১। বিরোধাত্মক ও বিবাদাত্মক। ২। বুদ্ধিপরিমার্জ্জক বুদ্ধির মালিন্যনাশক। ৩। বলকারক।

১। প্রাণের ভালবাসা। ২। শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা।

পশ্চাৎ প্রত্যপকার করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই অবস্থান কর।'

তখন পূজনী কহিল, 'মহারাজ! যে ব্যক্তি একবার একজনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না। অতএব অপকৃত[১] ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প[২]। যে ব্যক্তি একবার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐরূপ বাক্যে বিশ্বাস করে তাহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা এককালে বিনষ্ট হইবার নহে। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্র-পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্র-পৌত্র বিনষ্ট হইলে তাহাদের আর পরলোকপ্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব একবার বৈরসংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখলাভের নিদান। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একেবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য; বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ, বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে; কিন্তু স্বয়ং কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। ইহলোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। আর ভার্য্যা বীর্য্যহরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণ নিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধিসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যে কারণে এখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমতঃ একজনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহাকে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনও তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান লোকের কার্য্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত পরম সমাদরে তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরভাব জন্মিল, তখন তখন আমি অচিরাৎ এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।'

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! লোকে অপকারীর প্রত্যপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না, বরং তাহাকে ঋণনির্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি অন্যত্র গমন না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।'

পূজনী কহিল, 'মহারাজ! অপকারীর প্রত্যপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অপকৃত ও প্রত্যপকৃত[১] উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে।'

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনরায় সন্ধিসংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে; ঐ সন্ধি নিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।'

পূজনী কহিল, 'মহারাজ! শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনাবাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব অতঃপর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার না হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। বলপূর্ব্বক সুনিশিত শস্ত্রপ্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধিপ্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট[২] মাতঙ্গের[৩] ন্যায় অনায়াসে পরাভূত হইয়া থাকে।'

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! একত্র সহবাস করিলে হত্যাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহভাবের উদয় হয় এবং কুক্কুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। আর বৈরভাবও পদ্মপত্রোস্থিত সলিলের ন্যায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারে না।'

পূজনী কহিল, 'রাজন! পণ্ডিতেরা স্ত্রী, বাস্তু, পরুষবাক্য, অপরাধ ও জাতিবৈরী এই পাঁচটিকে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত শত্রুতাসংঘটন হইলে

১। অপকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। ২। উত্তম ব্যবস্থা।

১। অপকারের প্রতি অপকারক ব্যবহারকারী। ২—৩। হস্তিনীর লোভে আকৃষ্ট হস্তীর।

প্রকাশ্যরূপেই হউক আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গূঢ় হুতাশনের ন্যায়, সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, পরুষবাক্য-প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলতঃ পরস্পরের বৈরানল একবার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিকে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকার তাহার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতঃপর অন্য লোকে আমাদের অপকার করিতে চেষ্টা করিলে, আমরা কখনই পরস্পর সাহায্যদানে যত্ন করিব না। ফলতঃ, আমি বিশ্বাস নিবন্ধন তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।'

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! কালপ্রভাবেই সমুদয় কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য্য নিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। জীবগণ কালসহকারেই জন্মগ্রহণ এবং সেই কাল-প্রভাবেই আবার দেহত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীবগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। অতএব আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের কারণ নহি। কালই প্রতিনিয়ত জীবগণের সুখ-দুঃখ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই স্থানে বাস কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, তুমিও আমার দোষ মার্জ্জনা কর।'

পূজনী কহিল, 'মহারাজ! যদি কালকেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কর, তাহা হইলে বল দেখি, লোকে বন্ধুবান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোকাকুল হয়? যদি কালই সুখ-দুঃখ ও পরাভবের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে দেবগণ কি নিমিত্ত অসুরদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? যদি কালসহকারে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কি জন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সকল কার্য্যের কারণ হয় তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি নিমিত্ত বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপ-কর্ত্তাকেই বা কি নিমিত্ত পাপভোগ করিতে হয়? হে মহারাজ তোমার পুত্র আমার সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি, অতঃপর তুমি সুযোগ পাইলেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যে কারণে আমাকে প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ ভোজন বা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাঞ্ছা করে। বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র[১] আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখলাভের প্রত্যাশা করে। জরা, অর্থনাশ, অনিষ্ট-সংযোগ ও ইষ্ট-বিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্রলোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরদুঃখ-দর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

হে মহারাজ। আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার করিয়াছি, তাহা শত বৎসরেও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। অতএব আমাদিগের পুনরায় সন্ধি করা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? পুত্রকে স্মরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। একজনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে

১। মোক্ষশাস্ত্র—মুক্তিপথ।

ভগ্ন[1] মৃন্ময়পাত্রের[2] সন্ধির[3] ন্যায় উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থশাস্ত্রবেত্তারা[4] অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাকে মধুলোভে শুষ্কতৃণ-সমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোকগমন করিলে অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র-পৌত্রগণকে সেই শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপালগণ প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে তাহাকে পাষাণ-নিপাতিত পূর্ণঘটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উঁহারা যাহার অপকার করেন, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করেন না। এক জনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলে অবশ্যই দুঃখভোগ করিতে হয়।'

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, 'পূজনি! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতকল্প করিয়া রাখে।'

পূজনী কহিল, 'মহারাজ! যে ব্যক্তির চরণদ্বয় ক্ষত, সে অতি সাবধানে ধাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নেত্ররোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে[5] নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্ররোগ বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল বিদিত না হইয়া মোহপ্রযুক্ত দুষ্টপথ আশ্রয় করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টির কালাকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সে কখনই শস্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায় বা মধুর আস্বাদসম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সে সমুদয় বস্তু অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভবশতঃ পথ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অপথ্যবস্তু ভোজন করে তাহাকে অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উদারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন; আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত[1] হইতে হয়; অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদয়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সকল স্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদলাভ করিয়া পরমসুখে কালহরণে সমর্থ হয়েন। উঁহারা কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হয়েন না।

কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধেরা গৃহস্নেহে[2] বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্রা[3] ভার্য্যা[4]-গণের দোষে সন্তানপ্রসবিনী কর্কটীদিগের[5] ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে 'আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ' এই মনে করিয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে।

স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক অন্য দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি এ স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া আর আমার এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষ নাই। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না; কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না; কুরাজার রাজ্যে সুখ

১—৩। ভগ্ন মৃত্তিকা পাত্রের পরস্পর জোড়া লাগানর। ৪। স্বীয় উদ্দেশ্যসাধক নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞেরা। ৫। উল্টা দিকে।

১। অনর্থের কবলিত—বিপদাদিতে বিব্রত। ২। নিজ গৃহের মমতায়। ৩—৪। কুভার্য্যা। ৫। কাঁকড়াদিগের—গর্ভবতী কাঁকড়ার সন্তান প্রসবের দ্বার না থাকায় পেট ফাটিয়া মরিয়া যায়।

৩ কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হন না এবং অর্থক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধ নিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহাকেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখলাভ হয়, তাহাকেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহাকেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহাকেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বল প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয়-প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকেই রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নরপতি ধর্ম্মজ্ঞ গুণসম্পন্ন হইলেই প্রজাগণ পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া স্বদেশে সুখে অবস্থান করিতে পারে; আর রাজা অধার্ম্মিক হইলে প্রজাগণকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। ভূপতিই প্রজাগণের ত্রিবর্গের মূল। অতএব অপ্রমত্তচিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা প্রজাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠাংশ কর-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সুচারুরূপে প্রতি-পালন না করেন, তাঁহাকে তস্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজা প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই অধর্ম্মবুদ্ধি নরপতিকে সকল লোকের নিকট পাপ সংগ্রহপূর্ব্বক নরকগামী হইতে হয়। আর যে রাজা প্রজাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনি অশেষ সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়েন এবং প্রজাগণ সতত তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে।

প্রজাপতি মনু নরপতিকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাহার সহিত মিথ্যা-ব্যবহার করে, তাহাকে তির্য্যগ্-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাগণের হিতচিন্তা ও দরিদ্রদিগের ভরণ-পোষণ করিয়া তাহাদের জননীর, কোপপ্রভাবে অনিষ্ট দহনপূর্ব্বক অগ্নির, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক কুবেরের, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্যপালনপূর্ব্বক রক্ষককের কার্য্য করিয়া থাকে। যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসী-দিগের প্রীতিসম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য কোনকালেই ধ্বংস হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসী-দিগের সম্মান করেন, তিনি উভয় লোকেই সুখভোগ করিতে পারেন। যে রাজার প্রজাগণ সর্ব্বদা করভারে পীড়িত, উদ্বিগ্ন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া থাকেন। যে ভূপতির প্রজাগণ সরোবরসঞ্জাত উৎপল-সমুদয়ের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। বলবানের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয় নহে। বলবান্ শত্রু যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার রাজ্যলাভ ও সুখভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।'

হে ধর্ম্মরাজ! পূজনী মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে এই কথা কহিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অভীষ্টস্থানে প্রস্থান করিল। এই আমি তোমার নিকটে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম একণে তোমার আর যাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর।"

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুগোচিত ব্যবস্থা—ভরদ্বাজ-শত্রুঞ্জয় সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যুগক্ষয়[১] নিবন্ধন[২] ধর্ম্ম[৩] উচ্ছিন্ন[৪] এবং লোকসকল বিনষ্টপ্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য?"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! মহীপাল তৎকালে ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপ অবস্থান করিবেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভরদ্বাজ-শত্রুঞ্জয় সংবাদ নামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ মহীপাল ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট গমন করিয়া অর্থনির্ণয়[৫] প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তপোধন! অলব্ধ বস্তু কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে এবং বস্তু লব্ধ হইলে কিরূপে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে কি উপায়ে তাহার রক্ষাবিধান ও

১—৪। যুগপরিবর্ত্তন—যেমন সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, দ্বাপরের পর কলি—প্রত্যেক যুগপরিবর্ত্তনে পাদ পাদ ধর্ম্ম ক্ষয়। ৫। অর্থনীতি—অর্থসংগ্রহের উপায়।

সুরক্ষিত হইলে কিরূপে উহা ব্যয় করা যাইবে?' রাজা শক্রঞ্জয় মহর্ষি ভরদ্বাজকে এইরূপে অর্থ নির্ণয়-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যুক্তি অনুসারে কহিলেন, 'মহারাজ! রাজা প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন, নিরন্তর পুরুষকার প্রদর্শন ও শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার রন্ধ্র সতত প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। উগ্রতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; অতএব দণ্ড দ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দণ্ডেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দান প্রভৃতি চারিটি[১] উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আশ্রয়[২]স্থান উন্মূলিত হইলে আশ্রয়ী[৩]দিগের জীবন বিনষ্ট হয়; বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শাখা-প্রশাখা-সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান নৃপতি অগ্রে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান্ হইবেন। আপৎকাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণপূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রমপ্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্য-সংস্রব[৪] উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন এবং সসর্প[৫] গৃহের ন্যায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে; পরিণামহিতকারিণী[৬] বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধকে এবং প্রত্যুৎপন্নমতি[৭] দ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলিবন্ধন, শপথ, মিষ্টবাক্যপ্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রুমোচন করিয়াও স্বকার্য্যসাধন করিবে। যত দিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, তত দিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহাকে প্রস্তর-নিক্ষিপ্ত[৮] কলসের[১] ন্যায় বিনাশ করিবে। তিন্দুক[২]কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু তুষানলের[৩] ন্যায় নিরন্তর প্রধূমিত[৪] হওয়া বিধেয় নহে। বহু-প্রয়োজনসম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংস্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন তাহাদের কার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক।

রাজা অন্য দ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণপূর্ব্বক কোকিলের[৫], শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের[৬], অনুল্লঙ্ঘনীয়তা দ্বারা সুমেরু-পর্ব্বতের[৭] এবং বিবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন। শূন্যগৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য। মহীপাল প্রতিনিয়ত উদ্যোগসম্পন্ন হইয়া শত্রুগৃহে গমন এবং উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, উদ্যোগশূন্য, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শত্রুগণ আপনাদিগের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান করে, অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গগোপন ও আপনার ছিদ্র-সংবরণে যত্নবান্ হওয়া, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদয় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুচতুর ভূপতি বংশাদি দ্বারা কার্ম্মুক প্রস্তুত করিবেন; মৃগের

১। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। ২। আশ্রয়। ৩। আশ্রয়কারী। ৪। কাজের সম্পর্ক। ৫। সর্পযুক্ত। ৬। ভবিষ্যৎ। ৭। হঠাৎ উদিত উত্তম বুদ্ধি। ৮। পাথরের উপর ফেলিয়া দেওয়া।

১। মাটির কলসী। ২। গাব। ৩। তুষের আগুনের। ৪। ধূমযুক্ত। ৫। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিলেও বর্ণসাম্যে কাক উহাকে কোকিল বলিয়া বুঝিতে পারে না; নিজের ছানাবোধে খাদ্য দিয়া রক্ষা করে; কিন্তু যখন ফুটিলে চিনিতে পারিয়া যখন ঠোকরাইতে যায়, তখন কোকিল উড়িয়া পলায়; তাই কোকিলের অপর নাম অন্যপুষ্ট। ৬। কৃষিকুশল কৃষক জমির মধ্যে স্থানে স্থানে কিছু গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া কুমুরে-আলু বা লতা-আলু পুঁতিয়া দেয়। শূকরেরা সেই আলু খুঁড়িয়া খাইবার জন্য দাঁত দিয়া জমি এইরূপে চষিয়া ফেলে যে, হাল-চাষে তাহা হয় না। বলা বাহুল্য—যে সব জমি বাচাই—যাহাতে অধিক জল-বায়ুর প্রবেশ করিতে হয়, সেই সব জমিতেই ঐরূপ করা হইয়া থাকে। ৭। অনুল্লঙ্ঘনীয়তা উচ্চ প্রাচীর দুর্গাদি দ্বারা যাহিরের লোকের অপ্রবেশ্যতা।

ন্যায় সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশকাল সম্যক্ বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। কালাকাল ও বলাবল অবধারণপূর্ব্বক সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

যে রাজা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ড প্রদান-পূর্ব্বক শাসন না করেন, গর্ভবতী অশ্বতরীর[১] ন্যায় তাঁহাকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত দুরারোহ এবং অপক্ব হইয়াও পক্বের ন্যায় দৃষ্ট হয়েন, তাঁহাকে কদাচ শীর্ণ হইতে হয় না। রাজা বাক্য দ্বারা অর্থীদিগের আশা বলবতী করিয়া পরে বিশেষ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বার বার সেই আশায় বিঘ্নানুষ্ঠান করিবেন। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে; কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা সম্যক্‌রূপে অবধারণ, উপস্থিত হইলে যে কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক।

উপস্থিত সুখপরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত[২] নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত[৩] হয়। যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দুরবস্থা মোচন এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। যাহারা আপনার চর, তাহাদিগকেও শত্রু কর্ত্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনার ও শত্রুর চরদিগকে বিলক্ষণ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষণ্ড-তাপস[৪] প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর[১]। লোকের কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান[২], শূন্যসাগর, পানাগার[৩], বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও দ্যূতসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। অবিশ্বস্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাসস্থাপন করিবে না; বিশ্বাসীর প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সবিশেষ না জানিয়া একজনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে; অতএব যাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহাকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে।

যাহাদিগের নিকট হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে; আবার যাহাদিগের নিকট হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ, ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণ বশতঃ কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ্ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কাষায়বস্ত্র পরিধান, জটাজিনধারণ ও মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউক না কেন, অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিতচিত্তে তাহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, গুরুও অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার দণ্ডবিধান করা অসঙ্গত নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান,[৪] অভিবাদন ও দ্রব্যাদিসম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের সমুদয় ফল-পুষ্প ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্মপীড়ন[৫] দারুণ কর্ম্মসাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণবিনাশ না করিলে কদাচ মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতি নিবন্ধন[৬] কেহ বা শত্রু বা কেহ মিত্র হয় না; লোকে কার্য্য বশতঃই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি করুণস্বরে

১। খচ্চরীর। ২। যুক্তিযুক্ত। ৩। জাগরিত। ৪। কপট তপস্বী—অন্তরে কুৎসিতাচরণকারী, বাহিরে বিশুদ্ধ বেশধারী।

১। রাজ্যবিষয়ক হিতকর। ২। বেড়াইবার স্থান। ৩। মদ্যাদি পানের স্থান। ৪। মান্যব্যক্তি উপস্থিত হইলে গাত্র উত্থান। ৫। হৃদয়ের অন্তস্তলে ব্যথা উৎপাদন। ৬। নামমাত্রে।

পরিতাপ করিলেও তাহার বাক্যশ্রবণে দুঃখ প্রকাশ বা তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বাপকারীকে যে কোন প্রকারে হউক, বিনাশ করা উচিত। লোকসংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়। আর যে ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিগ্রহ করাই শ্রেয়স্কর।

কাহাকে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহাকে প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরশ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহার সম্পদ্লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা[১] প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। যাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ করা অতি মূঢ়ের[২] কার্য্য। গোবিষাণ[৩] ভক্ষণ অনর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্তসকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকেরা ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎলোকেরা ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবনধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল-সমুদয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদয়ের অত্যল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূলন না করিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই। সকল কার্য্যই সম্যক্রূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক।

মনুষ্যবিনাশ, মার্গদূষণ[১] ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পররাষ্ট্র বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ লোক গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে এবং ভুজঙ্গের ন্যায় নিরুদ্বেগে শত্রুর দুর্গমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয়প্রদর্শন ও লুব্ধকে অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। শত্রুগণ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্তের নিকট অনুনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বশে আনয়ন করিলেও যাহাতে উহারা অমাত্যগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হওয়া উচিত। মহীপাল মৃদুস্বভাব হইলে সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে এবং অতিশয় উগ্র হইলে সকলেই তাহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বুঝিয়া মৃদুতা বা উগ্রতা অবলম্বন করা রাজার আবশ্যক। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে; মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়।

পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক আপনাকে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ[২]; তিনি অপকৃত হইলে সেই বাহুদ্বয়প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকারসাধনে সমর্থ হয়েন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ[৩] করিতে[৪] সমর্থ হইবে, তাহা কদাচ অপহরণ করিবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খননপ্রয়াস[৫] স্বীকার করা বিধেয় নহে।

১। ক্ষমা। ২। মূঢ়—ভেলা বা ভাসমান কাষ্ঠাদির অভাবে সন্তরণ মূঢ়কার্য্য। ৩। গরু প্রভৃতির শৃঙ্গ—কলিকাতে গোশৃঙ্গ ভক্ষণ কেবল অনর্থক নহে, অত্যন্ত অপকারী। এখানে অতিশয় নীরস দ্রব্যমাত্র প্রদর্শনই উদ্দেশ্য, গো সামান্যতঃ নির্দ্দেশ।

১। লবণপ্রক্ষেপাদি দ্বারা পথ অগম্যকরণ। ২। বুদ্ধিবলে দূর হইতেও তদ্দ্বারা শত্রুর প্রতি বাহুবল প্রয়োগে সমর্থ। ৩—৪। অপহৃত ফিরাইয়া লইতে। ৫। মাটী খোঁড়ার শ্রম।

এবং যে শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারা যায় না, তাহাকে প্রহার করা নিতান্ত অনর্থক।

এই কয়েকটি উপদেশ আপৎকালের নিমিত্ত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইলে ইহার অনুষ্ঠান পাপজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতসাধনোদ্দেশেই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।'

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা শত্রুঞ্জয় হিতার্থী মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্ষুব্ধমনে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখে রাজশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।"

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অধর্ম্মনষ্ট-রাজ্যকথা—বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পরম ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় ও সকল লোক কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত, নিয়ম বিনষ্ট প্রজাবর্গ ভূপাল ও তস্করগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত, সমস্ত আশ্রম পাপভারে অভিভূত, দুরাত্মাদিগের কাম, লোভ ও মোহপ্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত, ছলপ্রভাবে পরস্পর নিহত ও বঞ্চিত, গ্রামনগরাদি বহ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত, ব্রাহ্মণগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃষ্টির অভাবে শস্যসমুদয় শুষ্কপ্রায় হইলে ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পাপ্রভাবে পুত্র-পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিকানির্ব্বাহার্থ কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন; আর ভূপতিই বা ঐরূপ অবস্থায় কিরূপে জীবনধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম্ম ও অর্থ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! রাজ্যের[১] যোগক্ষেম[২] অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সমস্তই রাজার পাপপুণ্যপ্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক সন্দেহ নাই। প্রজাবর্গের উচ্ছেদের নিদানভূত পূর্ব্বোক্তরূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই স্থলে বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর।

১—২। প্রজাগণের নিরাপদে সংসারযাত্রা।

দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত রাজ্যের অবস্থা

পূর্ব্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি[১] প্রতিকূলগমন[২] ও শশধর[৩] দক্ষিণদিক্[৪] অবলম্বন[৫] করিলেন। মেঘের কথা দূরে থাকুক, রাত্রিশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের[৬] শোভা এককালে তিরোহিত হইল। সলিলসাগর[৭] উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বষট্কার[৮] ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য-সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে কৃষি ও পশুপালনকার্য্যে এককালে পরাঙ্মুখ হইল। বিপণি[৯] ও আপণ[১০] উন্মূলিত[১১] হইয়া গেল। সকল লোকের আমোদ-প্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দ্দিক্ কঙ্কাল[১২]-সঙ্কুল ও ভূতগণের চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রামনগরাদি সমুদয় শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজারা কোন স্থলে তস্কর, কোন স্থলে অস্ত্র-শস্ত্র, কোথাও বা নৃপতির ভয়ে ভীত হইয়া গ্রামনগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবালয়-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধলোক-সকল পুত্র-পুত্রাদি কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাশিত[১৩] এবং গো, অজ, মেষ ও মহিষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধি সমুদায় নিঃশোষিত ও মনুষ্যসকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এইরূপ বিবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণপূর্ব্বক

১—২। বৃহস্পতি গ্রহের বক্র অতিচারাদি গমন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ। ৩—৫। আকাশের দক্ষিণাংশে চন্দ্রের গতি দুর্ভিক্ষের লক্ষণ। ৬। ঝরণার। ৭। দীর্ঘিকাদি। ৮। দেব পূজাদি কার্য্যের অভাব—পূজাভাবে পূজাঙ্গ ন্যাসাদি কার্য্যকলাপ। ৯—১১ দোকান, বাজার বন্ধ। ১২ মড়ার হাড়। ১৩। বহিষ্কৃত—বিতাড়িত।

ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ নিয়ম, হোম, দেবার্চ্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

ক্ষুধাক্লিষ্ট বিশ্বামিত্রের চণ্ডালগৃহে গমন

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্ষুধার্থ হইয়া গৃহ ও পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও জপহোমাদি কার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক অরণ্যমধ্যে প্রাণিঘাতক হিংস্র চণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃধ্র-সমুদয় নির্ম্মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত এবং কুটীর ও মঠ-সকল ভুজঙ্গ-নির্ম্মোকমাল্যে[১] সমলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে কুক্কুটরব ও কোন স্থান গর্দ্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে চণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থলে উলুক ও নানাবিধ পক্ষীর প্রতিরূপে[২] সমলঙ্কৃত দেবালয়সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থলে লৌহঘণ্টা অনবরত ধ্বনিত হইতেছে এবং কোন স্থলে কুক্কুর-সমুদয় দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া সেই চণ্ডালপল্লীমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারংবার প্রার্থনা করিয়াও মাংস অন্ন ও ফল-মূল প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন 'হা কি কষ্ট!' এই কথা বলিয়া এক চণ্ডালের আলয়ে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথা মৃত্যু না হয় ও যাহাতে দুরবস্থা দূর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চণ্ডালগৃহে সদ্যোনিহত[৩] কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি যার পর নাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, 'আমাকে যে কোন প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এক্ষণে প্রাণধারণের উপায়ান্তর নাই। আপৎকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধুব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ক্রটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, আপৎকালে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে। উঁহাদিগের নিকট দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব অগ্রে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণ নিবন্ধন আমাকে কখনই চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে না।' মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

মাংসগ্রহণে বিশ্বামিত্র-চণ্ডালের উক্তি-প্রত্যুক্তি

অনন্তর বিভাবরী[১] ক্রমশঃ গাঢ় ও চণ্ডালগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই চণ্ডালের কুটিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে সেই ভীষণদর্শন শ্লেষ্মাজড়িতলোচন[২] চণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটিরমধ্যে মনুষ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রূক্ষস্বরে কহিল, 'এক্ষণে সমস্ত চণ্ডালেরাই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি; আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুক্কুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে? অদ্য নিশ্চয়ই তাহার জীবনসংশয় উপস্থিত।' তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন একান্ত লজ্জিত হইয়া চণ্ডালকে কহিলেন, 'আমি বিশ্বামিত্র; ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী[৩] হও, তাহা হইলে আমাকে বধ করিও না।'

চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও নেত্র হইতে অশ্রুমার্জ্জনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 'ভগবান্! আপনি এই রাত্রিকালে কোন্ কার্য্যসাধনার্থ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন?' তখন মহর্ষি চণ্ডালকে সান্ত্ববাক্যে কহিলেন, 'আমি ক্ষুধিত ও মৃতকল্প হইয়া তোমার এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আসিয়াছি। বুভুক্ষিত[৪] ব্যক্তির লজ্জা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? দেখ আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও খাদ্যাখাদ্যবিচারশূন্য হইয়া

১। সাপের খোলসের মালায়। ২। চিত্রে। ৩। টাট্‌কা।

১। রাত্রি। ২। পিচুটিমাখা চক্ষু। ৩। সাধুস্বভাব। ৪। ক্ষুধিত।

পড়িয়াছি। এই নিমিত্তই তস্করকার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও কুক্কুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদিগের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি কিছুমাত্র ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়া আমি এই পাপ-কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। দেখ, অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিতস্বরূপ ; সুতরাং তাঁহার পবিত্র বস্তু ভিন্ন অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু তথাচ তাঁহাকে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অগ্নি যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না, আমাকেও এক্ষণে তদ্রূপ খাদ্যাখাদ্যবিচার-পরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে।' তখন চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয়, আমার নিকট সেইরূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্যই কর্ত্তব্য হইতেছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আর উহার অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অতিশয় অপবিত্র। বিশেষতঃ অভোজ্য চণ্ডালধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত, সুতরাং এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে জীবনধারণের নিমিত্ত অন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংসলোভে তপস্যা বিনষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর বিধানে[1] প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আপনি ধার্ম্মিকপ্রধান ; অতএব পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।'

মহর্ষি বিশ্বামিত্র চণ্ডাল কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, 'আমি অনাহারে বহুদিন ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু প্রাণধারণের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারি নাই। লোকে নিতান্ত অবসন্ন হইলে যে কোন প্রকারে হউক প্রাণধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। বেদ বহ্নিস্বরূপ, সেই বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বলপ্রভাবেই এই কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিব। যাহাতে জীবনরক্ষা হইতে পারে, অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণরক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। লোকে জীবিত থাকিলে অনায়াসেই ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি জীবনধারণের অভিলাষ করিয়াই বুদ্ধিপূর্ব্বক অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব এবং আলোক যেমন গাঢ়তর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ তপঃ ও বিদ্যাপ্রভাবে অশুভসমুদয় উচ্ছিন্ন করিব।'

চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! এই কুক্কুরের পৃষ্ঠ-মাংস ভক্ষণ করিলে আপনার সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃত-পানের ন্যায় তৃপ্তিলাভ হইবে না। অতএব আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস-ভক্ষণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উহা ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'এই দুর্ভিক্ষ-কালে অন্য মাংস নিতান্ত সুলভ নহে ; আমারও কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনলাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইয়াছি ; সুতরাং এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনখসম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু[1] ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত ; অতএব আপনি এই অভক্ষ্যভক্ষণে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাতাপি অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই দুর্ভিক্ষকালে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে কখনই পাপে লিপ্ত হইব না।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস গ্রহণ করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। আমি তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। অতএব ঐ উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তুর অভাবে এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা আমার অকর্ত্তব্য নহে।' চণ্ডাল কহিল, 'ভগবান্! অসাধু লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কদাচ নিত্যধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ অকার্য্যসাধন করা

১। ধর্ম্মের বিপর্য্যয়বিধানে—অধর্ম্মাচরণে।

১। শশক, সজারু, গোধা, গণ্ডার ও কচ্ছপ।

সাধুলোকের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি ছলক্রমে এই অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয়; কিন্তু আমার মতে পশুজাতিত্ব নিবন্ধন মৃগ ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য; অতএব আমি অবশ্যই কুক্কুরের পৃষ্ঠ-মাংস ভক্ষণ করিব।' চণ্ডাল কহিল, 'মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। উহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। যে কোন উপায়ে হউক, ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।'

বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য; সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; নৃশংস চণ্ডালগণকে দেখিয়াও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন। সাধু ব্যক্তিরা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ষ্যভক্ষণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধাকে পরাজিত করিয়া স্ব স্ব অভিলাষ সুসম্পন্ন করিয়াছেন; অতএব আপনি ক্ষুধা পরাজয় করিতে যত্নবান্ হউন।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে, কিন্তু যাহার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, অনাহার দ্বারা দেহ শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-লোপ হইয়া থাকে। ফলতঃ দেহরক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদিও কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমাকে অল্প পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদি দ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে আপৎকালে কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস-ভক্ষণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়; আর মোহবুদ্ধিপ্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি যে কুক্কুরের মাংসভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া স্থির করিয়াছি, উহা যদিও আমার ভ্রান্তিমূলক হয়, তথাপি কুক্কুরমাংস ভোজন করিলে আমাকে তোমার ন্যায় চণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।' চণ্ডাল কহিল, 'আমার মতে ব্রাহ্মণের এই কুক্কুরমাংস-ভক্ষণজনিত পাপ নিতান্ত নিন্দনীয়, এই নিমিত্তই আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত চণ্ডাল হইয়াও আপনাকে ভর্ৎসনা করিতেছি।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'যদিও' গো-সমুদয় সলিলের উপরিভাগে বিচরণ এবং মণ্ডুকেরা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, তথাপি' তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার উচিত নহে।'

চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন। আপনার প্রতি আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই আমি মিত্রভাবে আপনাকে শাসন করিতেছি; অতএব আপনি লোভ প্রভাবে কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া পাপে লিপ্ত হইবেন না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'তুমি যদি আমার সুখাভিলাষী মিত্র হও, তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব তুমি আমাকে এই কুক্কুর-মাংস প্রদান কর; ইহা ভক্ষণ করিলে আমাকে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না।' চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন। এই কুক্কুরমাংস আমার ভোজ্য-দ্রব্য, অতএব আমি ইহা আপনাকে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অপহরণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। বিশেষতঃ আমি কুক্কুরমাংসদাতা ও আপনি উহার গৃহীতা হইলে আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিব। এক্ষণে তুমিই বল দেখি, অনাহারে প্রাণ-পরিত্যাগ ও অভক্ষ্য ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট ?'

চণ্ডাল কহিল, 'ধর্ম্মকার্য্যবিষয়ে আত্মাই সাক্ষী; অতএব এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি অপকৃষ্ট, আপনিই তাহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন। কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি কুক্কুরমাংস ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত

১—২। যেমন জলস্থ রবকারী ভেকগণের ভীষণ গোগণকে ভীত করিবার সামর্থ্য নাই, তদ্রূপ।

হইলে অভোজ্য বস্তুও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই, আপৎকালে সেই অভোজ্য ভোজন করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। উহা দ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিন্দনীয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।'

চণ্ডাল কহিল, 'তপোধন! যদি প্রাণধারণই প্রধান কার্য্য বলিয়া আপনি কুক্কুরমাংসভক্ষণ দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে ত আপনার বেদ ও আর্য্যধর্ম্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না।' বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক, তাহা ভোজন করিলে প্রাণিহিংসার ন্যায় ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলে পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য-সমুদয় লোককে এককালে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।' চণ্ডাল কহিল, 'যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয় সহকারে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কুক্কুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই।'

বিশ্বামিত্রের কুক্কুরমাংস গ্রহণ

চণ্ডাল এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কুক্কুরমাংস গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে সেই বন-মধ্যে প্রাণরক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিবেন বিবেচনা করিয়া অগ্নি আহরণপূর্ব্বক ঐন্দ্রাগ্নেয় বিধি অনুসারে চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর তিনি সেই চরুর অংশ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দৈব ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র দৈবকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাগণের জীবনরক্ষার্থ প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জলপ্রভাবে বিলক্ষণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধিপূর্ব্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন। ঐ মহাত্মা পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ অপনীত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে কোন উপায়ে হউক, আপনাকে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অশেষবিধ মঙ্গল ও পুণ্যলাভে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবেই ধর্ম্মাধর্ম্মের যাথাথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।"

—

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

সংসারনির্ব্বাহের লৌকিক নীতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি মিথ্যা-বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ঘোরতর কার্য্য-সমুদয়ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তবে কোন্ কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দস্যুরাই বা কি নিমিত্ত জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আপনার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ধর্ম্ম নিতান্ত শিথিলবদ্ধ[১] হইল বিবেচনা করিয়া আমার মন একান্ত অবসন্ন ও মোহজালে জড়িত হইতেছে এবং কোন-ক্রমেই আপনার উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া থাকেন। নরপতিদিগের নানা বিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্ব্বহ হইতে পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপালগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নরপতি স্ব স্ব বুদ্ধিবলেই জয়লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখাসঙ্কুল[২]। অধ্যয়নকালে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার একদেশমাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সম্যক্ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাহার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে;

১। ধর্ম্মের বাঁধ শিথিল। ২। বহু শাখায় বিস্তৃত।

অতএব প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যাথাথ্য অবগত হইয়া, পরে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক।

নরপতি আপৎকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে মূঢ়েরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞানসম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থশাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। যাহারা কোন জীবিকানির্ব্বাহ বিদ্যালাভের কামনা করে, তাহারা মনুষ্যসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি[১] মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধানপূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মূর্খের ন্যায় বাক্যবাণ ধারণপূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নররাক্ষস ও বিদ্যার[২] বণিক্ বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্কবিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্ম-নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ ম[illegible] না করিতে না পারিয়াই সংশয়াসম্পন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুদিগের যুক্তিযুক্ত [illegible] কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভ নিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা-সম্পাদন করে অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য দেবগণের সংশয়[illegible] তাহাদিগকে [illegible]প অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছিলেন।

সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান; অতএব তুমি অচিরাৎ সংশয়কে সমূলে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা কর।

আমি এক্ষণে তোমাকে যে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বীকার না করা তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি যে অতি উগ্র কর্ম্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অনেকে আমাকে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সংগ্রামে পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যলোলুপ অসংখ্য ভূপতিকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়গণকে সাধারণের হিতসাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাণিগণের লোকযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর দেখ, অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে প্রজাগণ বৃকের ন্যায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে। যে রাজার অধিকারমধ্যে দস্যুগণ পরবিত্ত অপহরণ করিয়া ভ্রমণ [illegible], তিনি ক্ষত্রিয়[illegible]লের কলঙ্কস্বরূপ। এক্ষণে বেদ[illegible]সম্পন্ন সৎকুল[illegible] ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে [illegible]ভিষেক করিয়া ধ[illegible]ানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক পরম[illegible] রাজ্যশাসন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে [illegible]পতি প্রজাপালনের পদ্ধতি বিশেষরূপে অবগত [illegible] হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক করগ্রহণ করেন, তিনি ক্লীব বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং যিনি উগ্রতা ও মৃদুতা এই উভয় অতিক্রম না করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি যার পর নাই প্রশংসা লাভ করেন, অতএব প্রথমতঃ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ [illegible]

১ [illegible] ২ [illegible]

পরিশেষে মৃদুতা অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্লেশকর। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে বলিয়াই আমি তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। দেখ, ভগবান্ বিধাতা তোমাকে উগ্রকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসন করাই তোমার উচিত। ধীমান্ শুক্রাচার্য্য নিয়ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। রাজধর্ম্মে এমন কোন্ নিয়ম আছে, যাহা কোন কালে কাহারও লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি বিদ্যাবৃদ্ধ তপস্যানিরত, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণের নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম। তুমি দেবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। উঁহাদের প্রীতি অমৃত ও ক্রোধ বিষতুল্য। উঁহাদের প্রতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয় এবং উঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।"

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

শরণাগত-বাৎসল্য—ভার্গব-মুচুকুন্দ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সমুদয় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিলে যে মহান্ ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত প্রাণিগণের রক্ষাবিধানপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদানপূর্ব্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কপোত কিরূপে শরণাগত শত্রুকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার কি গতিই বা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ভার্গব মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্ব্বপাপনাশিনী বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি উহার শ্রবণ কর। একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে শরণাগত-প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থ-সম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর।

কপোতী-ব্যাধ বৃত্তান্ত

পূর্ব্বকালে এক পক্ষিলুব্ধক পাপপরায়ণ ক্রূরাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদয় সুহৃদ্, সম্বন্ধী ও বন্ধুবান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না। তাহার কারণ, যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্টসম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতোসাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে।

ঐ পাপাত্মা নিষাদ জাল গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইল, কিন্তু সেই দুরাত্মা কোনক্রমেই আপনার অসৎপ্রবৃত্তিনিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত[1] হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিতপ্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান[2]-পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল; মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকালমধ্যে প্লাবিত[3] হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু সমুদয় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও ভূতলে নিপতিত

১। বিদিত। ২। সমুদ্র—জলরাশি। ৩। প্লাবিত।

হইয়াছিল এবং মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নতভূমি[১] আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য-জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টিপ্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীতবিহ্বলা[২] কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, তথাপি সেই কপোতীকে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীকে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুসুমদল-শোভিত[৩] বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতবিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত ও নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিল, 'এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এখান হইতে অনেক দূর; অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনীযাপন করা কর্ত্তব্য।' পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'তরুবর। তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম।' নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা[৪] নির্ম্মাণপূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তকসংস্থাপনপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিল।"

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কপোতীর বিরহে কপোতের শোক

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাহার বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। রজনী সমাগত হইল, তথাপি প্রেয়সী[১] প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া পক্ষী অনুতাপপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'হায়। আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না? ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কাননমধ্যে তাহার ত অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই? আজ প্রিয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণী-শূন্য গৃহ অরণ্যপ্রায়। আজ যদি আমার সেই অরুণনেত্রা[২] বিচিত্রাঙ্গী[৩] মধুরভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান-ভোজন করে না; আমি উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও পরিতোষেই তাহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে খিন্নবদনে কালহরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিত। এই পৃথিবীতে যাহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থিরস্বভাবা[৪] যশস্বিনী প্রিয়তমা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এ পর্য্যন্ত আগমন করিতেছে না? সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিরহী[৫] পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্যতুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ-কামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশগমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা[৬] সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্তব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ[৭]-বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার

১। উচ্চস্থান। ২। শীতকাতর। ৩। পুষ্পসমূহে শোভিত। ৪। তৃণপত্রের বিছানা।

১। পত্নী। ২। রক্তলোচনা। ৩। বিচিত্রদেহা। ৪। অচঞ্চলা। ৫। পত্নীহীন। ৬। গৃহধর্ম। ৭। ধর্মপালন।

ছুচে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই'।"

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অতিথিরূপে ব্যাধসেবায় কপোতীর অনুরোধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা নিষাদ ইতিপূর্ব্বে যে কপোতীকে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণবিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, 'আহা! আমি বস্তুতঃ গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সমুদয় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হয়েন। অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হয়েন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবকসমন্বিত[১] লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়।'

পিঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্ত্তাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'নাথ! আমি এক্ষণে তোমাকে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধাবিষ্ট[২] হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সৎকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিকে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণ নিবন্ধন স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত-প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকে সে অক্ষয় লোকে প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান-সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রানির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে।' পিঞ্জরস্থা কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়াও ভর্ত্তাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।"

১। পুষ্পগুচ্ছযুক্ত। ২। ক্ষুধায় কাতর।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কপোতের অতিথি-সৎকার

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য-শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, 'মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমাকেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন; অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষচ্ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই, বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞে[১] প্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে, প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা করিব।' তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল 'পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীতনিবারণ হয়, তাহার উপায়বিধান কর।'

লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র-সমুদয় একত্র করিয়া

১। পাঁচটি দৈনন্দিন কর্তব্য বৃহৎ যজ্ঞাদি—জনসেবাদি।

দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতি-বিলম্বে অঙ্গারশালা[1] হইতে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বালিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, 'মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নিসন্তাপ[2] দ্বারা শীত নিবারণ করুন।' তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল। এবং অনতি বিলম্বে শীত-নির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুলনয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল, 'বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।'

অতিথিসেবার্থ কপোতের দেহদান—ব্যাধের ধিক্কার

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, 'মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে, তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ[3] আহারসামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না।' কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ়[4] হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথিসৎকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে কহিল, 'মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি।' সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্কপত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, 'মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনাকে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে।' কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল[5]।

১। অগ্নিগৃহ—যে গৃহে গৃহস্থরক্ষিত যজ্ঞীয় জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে। ২। আগুনের তাপ। ৩। প্রতিদিন প্রাপ্ত। ৪। কর্ত্তব্য বিষয়ে চঞ্চলচিত্ত। ৫। কপোতের অভিপ্রায়—ব্যাধ তদীয় দগ্ধ দেহ মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে।

কপোত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'হায়! আমি কি করিলাম, আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায়[1] দর্শনে প্রতিনিয়ত আমাকে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণ নিবন্ধন আমাকে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।' হে মহারাজ! ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকন-পূর্ব্বক এইরূপে আপনার কর্ম্মের নিন্দা করিয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।"

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ব্যাধের ধর্ম্মবুদ্ধি—তনুত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্প

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, 'হায়! আমি কি করিলাম! আমি যার পর নাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ, আমাকে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, আজ মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইব। আজ অবধি আমি শরীরকে সমুদয় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎ[2]পিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথিসেবার পরাকাষ্ঠা[3] প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি উহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষ-সাধনের প্রধান উপায়।'

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যষ্টি[4], শলাকা[5], পিঞ্জর[6] প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কপোতীকে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে[7] কৃত-নিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।"

১। চেষ্টা। ২। ক্ষুধা। ৩। চূড়ান্ত নিদর্শন। ৪—৬। লাঠি, শলাকা, খাঁচা—পাখী ধরার উপকরণ। ৭। মৃত্যুতে।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

পতির উদ্দেশে কপোতীর অগ্নিপ্রবেশ—দিব্যগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, 'হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ করি নাই। রমণীগণ অনেক পুত্রসত্ত্বেও পতিবিহীন হইলে সতত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবগণও তাহাকে দেখিয়া যার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি নিয়ত আমাকে পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে; কেমন মনোহর মৃদুমধুর বচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্ব্বে তোমার সহিত পর্ব্বতগুহা, নদী, নির্ঝর, রমণীয় বৃক্ষাগ্র ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি, আজ আমার সে সুখসম্পত্তি কোথায়? পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইঁহারা পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবনধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিহীনা হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।'

পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মাল্য, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কারসমুদয়ে বিভূষিত হইয়া পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।"

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

শরণাগত-বাৎসল্য প্রশংসা—ব্যাধের দিব্যগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! যৎকালে সেই কপোতদম্পতি বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতির সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদ্গতিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপরায়ণ[১] মমতাপরিশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজপরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গম সমাকীর্ণ, সুশীতল সলিলসমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুব্ধক উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইল; তথাপি সেই বিবিধ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে নিরস্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশতঃ বৃক্ষে বৃক্ষে সঙ্ঘর্ষণ হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল সমুত্থিত হইল। ঐ অগ্নি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্রসমাযুক্ত পশুপক্ষীসঙ্কুল মহারণ্যের চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় লুব্ধক বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুত্থিত দেখিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আহ্লাদে সেই ভীষণ হুতাশনের মধ্যে ধাবমান হইল। ব্যাধ অনলমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এইরূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। এই আমি তোমার নিকট

১। বায়ুমাত্র ভক্ষণনিরত। [illegible]

লুব্ধক ও কপোতের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইতিহাস কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীর বরং নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করিলে লোকে সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও চরমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।"

—

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাপমুক্তিপ্রশ্ন—ইন্দ্রোত-জনমেজয় সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মোহবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রোত-পারীক্ষিত-সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরীক্ষিতনন্দন মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ জনমেজয়[1] মোহবশতঃ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যাপাপে নিরন্তর দহ্যমান হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে শুনকনন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি ইন্দ্রোত পরীক্ষিত-নন্দনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী; তোমার[2] পর[3] পাপাত্মা আর কেহই নাই। তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলে? আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমাকে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না; অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে। ইহা সাধু লোকেরই প্রীতিকর। তোমার দেহ হইতে রুধিরের[1] ন্যায়[2] গন্ধ[3] নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছে। এক্ষণে তুমি অমাঙ্গলিক[4] হইয়াও মাঙ্গলিকের[5] ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তুমি ব্রহ্মঘাতক ও অবিশুদ্ধ-স্বভাব[6]। নিরন্তর পাপকল্পনা[7] করিয়াই পরমসুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার জীবন নিতান্ত নিরর্থক। তুমি অতি নীচ ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। পিতা বহুদিন মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপস্যা, দেবার্চ্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুপুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাঁহারা তোমা হইতে যে সমস্ত মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সতত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরাঃ হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ[8] ময়ূরগণ তোমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পুনরায় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

—

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মঘাতী জনমেজয়ের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা জনমেজয় মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক

১—৩। [illegible] গন্ধ। ৪। অমাঙ্গলিক। ৫। [illegible]। ৬। [illegible]। ৭। [illegible]। ৮। [illegible]।

১। [illegible]। ২। [illegible]। [illegible]।

কহিলেন, 'তপোধন! আমি অতিশয় নিন্দনীয়, সুতরাং আমার ও আমার কার্য্যের বারংবার নিন্দা করা আপনার অনুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনাকে বিনীতবচনে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হুতাশনমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইতেছি এবং স্বীয় কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যম হইতে আমার অন্তঃকরণে যার পর নাই ভয়সঞ্চার হইতেছে অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার না করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব? অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল এককালে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত সহবাস[1] ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি যার পর নাই নির্বেদ[2]প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ[3] যোগীরা যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞশূন্য পাপাত্মারা কদাচ ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে পারে না এবং পরলোকে পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতির ন্যায় নিরন্তর নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক! আপনি পরম সুপণ্ডিত; অতএব আমাকে বালকের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।'

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা

ইন্দ্রোত কহিলেন, 'মহারাজ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহপ্রভাবে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতশিখরারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞা-প্রাসাদে সমারূঢ় মহাত্মারা অনায়াসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সাধুলোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথবহির্ভূত এবং সাধুজন কর্ত্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়ান্বিত হয় না। হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছে, এক্ষণে বিধানানুসারে পাপশান্তি করিবার চেষ্টা কর। পাপশান্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপকার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।'

জনমেজয় কহিলেন, 'ভগবন্! আমি পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও যাহাতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গল-লাভার্থে আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

ইন্দ্রোত কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মানুসারে যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভ-পরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে আমার সত্য উপদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলে লোকে আমাকে পাপিষ্ঠসংগৃহীত[1] এবং কেহ কেহ বা অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে, আমার বন্ধুবান্ধবগণও আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহা সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনাদরে কিছুমাত্র বিষণ্ণ না হইয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও এবং আর কখন তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর।' জনমেজয় কহিলেন, 'ভগবন্!

১। [illegible]। ২। [illegible]। ৩। ধনাদিগ্রহণশূন্য।

১। পাপীর [illegible]।

আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। যে, আর আমি কদাচ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টচরণ করিব না।'

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাপনাশক তীর্থ—যযাতি-মনু সত্যবানের মত

ইন্দ্রোত কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে তোমার চিত্ত অতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত[1] হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্ম্মানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছে। ভূপতি যে প্রথমতঃ নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে মহীপাল দুশ্চরিত্রতা আশ্রয় করিয়া রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি লোক-সকলকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও ভূপালভোগ্য দ্রব্য-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতিশয় অদ্ভুত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কার্য্য সবিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে বিস্তর গুণ দর্শে[2]। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া-প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্য-বাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান-পর্য্যটন[3] লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্যা নৃপতিগণের পক্ষে পরম পবিত্র। তুমি সম্যক্‌রূপে তপোবল অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। এই স্থলে রাজা যযাতি যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে মনুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্ন-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী, সরস্বতী[4] অপেক্ষা উহার[5] তীর্থ এবং সরস্বতী-তীর্থ অপেক্ষা পৃথূদক[6] অতি পবিত্র। পৃথূদকের সলিলে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর তীর্থ-সমুদয়, প্রভাস, উত্তর-মানস, মানস-সরোবর ও কালোদক-তীর্থে গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবনলাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়-সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন।

মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্ম-সমুদয়মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে রাজকুমার সত্যবান্ যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও পাপপুণ্যবর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ-ভোগ কেবল কল্পনামাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপপুণ্যশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে বিবিধ রাজনীতি নির্ণয়

এক্ষণে ভূপতির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধৈর্য্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান্ হও। যে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বারংবার ধিক্‌কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহা-দিগের সন্তোষ উৎপাদন কর, আর আপনার এই দুরবস্থার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া 'কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্ন কর। কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং কেহ বা লাঙ্গলের ন্যায় দুষ্টগণের মূলোন্মূলনে তৎপর হইয়া থাকেন; আর কেহ বা বজ্রের ন্যায় সহসা দুর্দ্দান্তদিগকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষরূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ এক বার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনুতাপ দ্বারা, যাহা দুই বার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিন বার প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে। আর যে পাপ বার বার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তীর্থপর্য্যটন দ্বারা তিরোহিত হয়, সন্দেহ নাই। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সতত সুগন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে

১। সংশয়যুক্ত। ২। দৃষ্ট হয়। ৩। তীর্থভ্রমণ। ৪। সরস্বতী নদী। ৫। সরস্বতী-প্রবর্ত্তিত। ৬। জ্ঞানক অংশ—প্রধান তীর্থ।

সুগন্ধ নির্গত হয়; আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সংবৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর-মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে; সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়। মনু করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপমুক্ত হইয়া জনসমাজে সৎকার লাভ করে এবং প্রাণিগণ জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির পাপনাশক মত—জনমেজয়ের যজ্ঞ

পূর্ব্বে সমুদয় সুরাসুর একত্র হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, 'মহর্ষে! আপনি ধর্ম্ম ও পাপের ফলসমুদয় সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখ তুল্য তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারেন কি না, আর ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় পাপক্ষয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

বৃহস্পতি কহিলেন, 'যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পাপাচরণ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণলাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখেন, তিনি পাপকার্য্য করিয়াও কল্যাণলাভে সমর্থ হয়েন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদয় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপনিবারণে সমর্থ হয়েন।'

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ইন্দ্রোত মহারাজ জনমেজয়কে এই বলিয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্ব অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে মহাত্মা জনমেজয় নিষ্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণশশধরের ন্যায় স্বীয় রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন।"

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

মৃতের পুনর্জ্জীবন—গৃধ্র-জম্বুকসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কি কখন কোন মনুষ্যকে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। আমি এই উপলক্ষে গৃধ্র-জম্বুকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে এক বিশালনেত্র সুকুমার[1] কুমার লাভ করিয়াছেন। ঐ বালক গ্রহবৈগুণ্য[2]প্রযুক্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের বন্ধুবান্ধবগণ নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই কুলের সর্ব্বস্বভূত[3] মৃত শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের পূর্ব্বোক্ত মধুরবাক্য বারংবার স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদিগের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কোনক্রমেই সেই মৃত শিশুকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ঐ সময় এক গৃধ্র তাঁহাদিগের রোদনশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, 'হে মানবগণ! সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব তোমরা অবিলম্বেই এই বালককে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। মানবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে। সমুদয় জগৎই সুখ-দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহলোকে সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে বারংবার সুযোগ ও বিপ্রযোগ[4] লাভ করিতে হয়। যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তোমরা

১। সুন্দর। ২। গ্রহের বিরুদ্ধতা। ৩। একমাত্র। ৪। বিচ্ছেদ।

অচিরাৎ প্রস্থান কর। এই গৃধ্রশৃগালসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিও না। মর্ত্ত্যলোকে জীবমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মৃতব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে সকলকেই সর্ব্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তগত হইতেছেন, অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর।' গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণ মৃতবালকের দর্শনলালসা ও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিবার মানসে পথে দণ্ডায়মান হইল।

শবরক্ষার্থ শৃগালের অনুরোধ—মমতাকর্ষণ

ঐ সময় এক কৃষ্ণবর্ণ শৃগাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই গৃহগমনোদ্যত ব্যক্তিদিগকে ভৎসনা করিয়া কহিল 'হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্দ্দয়। দেখ, এখনও দিনমণি অস্তগত হয়েন নাই; তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই বালকের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতেছ। মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্ত্তপ্রভাবে এই বালকের পুনর্জ্জীবনলাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় এই বালককে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ? পূর্ব্বে যাহার মধুরবাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা যার পর নাই পুলকিত হইতে, এক্ষণে সেই মিষ্টভাষী শিশুসন্তানদের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না? তোমরা পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের অপত্যস্নেহ কর্ম্মসন্ন্যাসী[১] মুনিগণের যজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত ফলবিহীন[২]। তাহারা কি ইহলোক কি পরলোক কখন সন্তান হইতে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে আহারবিহার করে, কদাচ পিতামাতাকে প্রতিপালন করে না; তথাপি তাহারা অপত্যগণের লালনপালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এতদিনে বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে, মানবগণের শরীরে কিছুমাত্র স্নেহ নাই, সুতরাং তাহাদের শোক কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তোমরা কিরূপে এই কুলরক্ষক পুত্রকে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বহুক্ষণ বাষ্পবারি পরিত্যাগ ও এই শিশুকে সস্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এতাদৃশ ইষ্টবস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে আর কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশীভূত। সাধুব্যক্তিরা পশুদিগের প্রতিও সবিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা, মাল্যবিভূষিত নববিবাহিত কুমারের ন্যায় এই পদ্মপলাশলোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রস্থান করিতেছ?' জম্বুক এইরূপ করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই ব্রাহ্মণগণ সত্বর শবরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃধ্রের অনুরোধ—দেহের অনিত্যতা প্রদর্শন

তখন গৃধ্র কহিল, 'হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ, নচেৎ কি নিমিত্ত এই নীচাশয় নৃশংস অল্পবুদ্ধি জম্বুকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আর কি নিমিত্তই বা আপনাদের আত্মার উপর নিরপেক্ষ হইয়া পঞ্চভূতপরিশূন্য কাষ্ঠবৎ নিপতিত বালকের নিমিত্ত শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছ? অতঃপর তীব্রতর তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। সেই তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদের আবশ্যক। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিলে কিছুই দুর্লভ হয় না; অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্যপ্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে শোকসাগরে নিপাতিত করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছে। সন্তান-সন্ততি, গাভী, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ সম্পত্তি সমুদয়ই তপোবললভ্য। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহজন্মে তদনুসারে সুখ-দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ অগ্রে সুখদুঃখ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ জন্মপরিগ্রহ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই

১। কর্ম্মফলত্যাগী। ২। কাম্যফলশূন্য।

স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। অতএব এক্ষণে তোমরা অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নসহকারে দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ বালককে শূন্যপ্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্ত্তাকেই শুভাশুভ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। তাঁহার বান্ধবদিগের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সংস্রব থাকে না। বান্ধবগণ এই শ্মশানভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণমাত্র এ স্থানে অবস্থান করেন না; অচিরাৎ মৃতব্যক্তির স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পাকুল-লোচনে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, সকলকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল[১]-সমভিব্যাহারে[২] কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। এক্ষণে আর কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মতঃ অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি গর্ভস্থ সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের গতিই এইরূপ।'

শৃগালের প্রত্যুক্তি—জীবনাশায় প্রলোভন

গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে মানবগণ! এক্ষণে এই ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, গৃধ্রের বাক্য তোমাদিগের স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। আজ এই বালক বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযূথের[৩] ন্যায় তোমাদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। মর্ত্ত্যলোকে মানবদিগের যত দূর শোক হইয়া থাকে, আজ তাহা অবগত হইলাম। স্নেহপ্রযুক্ত আজ আমার অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই প্রথমতঃ যত্ন করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। যত্ন করিলে পর দৈববলসহযোগে কার্য্যকলাপ[৪] সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্ব্বদা পরিতাপ করা কর্ত্তব্য নহে; পরিতাপ করিলে সুখলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যত্ন দ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন কর। কি নিমিত্ত নির্দ্দয় হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছ? পুত্র পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশ রক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ-অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সায়ংকালে একেবারে পুত্রের সহিত গৃহে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।'

গৃধ্রের প্রত্যাপ্তি—মৃতের পরিণাম প্রদর্শন

তখন গৃধ্র কহিল, 'হে মানবগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবকে একবার কালকবলে নিপতিত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং কেহ কেহ জাতমাত্রেই, কেহ কেহ অঙ্গচালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিত্য। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই পরমায়ুর অধীন। অনেকেই প্রিয়তম পুত্রকলত্রদিগকে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত-চিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই অসংখ্য অনিষ্ট ও ইষ্টবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিত-মনে পরলোকে প্রস্থান করিতে হয়। অতএব তোমরা অচিরাৎ এই জীবিতশূন্য কাষ্ঠময় বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা নিতান্ত নিরর্থক। উহাকে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয়[১] বা দর্শনেন্দ্রিয়ের[২] কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে বিরত হইতেছ? আমি মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে অতি কঠোর-বচনে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। এখন উহাকে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি[৩] স্মরণ করিলে তোমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে।' গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল।

১—২। ফলের সহিত। ৩। গরুর পালের। ৪। কার্য্যসমূহ।

১—২। কর্ণ-চক্ষুর। ৩। শরীরচালনাদি হস্তপদাদির নাড়াচাড়া।

মৃতশিশুর জীবনবিষয়ে শৃগালের আশ্বাস-বাক্য

তখন সেই জম্বুক দ্রুতপদসঞ্চারে[১] তথায় আগমন করিয়া সেই মৃত বালককে অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'হে মানবগণ। তোমরা কি নিমিত্ত গৃধ্রের বাক্যে স্নেহশূন্য হইয়া এই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ দিব্যভূষণ-ভূষিত বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই বালক তোমাদের পিতৃলোকের পিণ্ডদাতা, ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমাদের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুমাত্র শান্তি হইবে না; বরং পরিশেষে মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র তপঃপরায়ণ শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে সেই ধর্ম্মপ্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি শ্বেতও তাঁহার মৃতপুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃতব্যক্তির পুনর্জ্জীবন নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। তোমরা এই স্থানে দীনভাবে রোদন করিলে কোন সিদ্ধপুরুষ বা মুনি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন।' জম্বুক এই কথা কহিলে সেই শোকার্ত্ত মানবগণ গৃহগমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

গৃধ্রের নৈরাশ্যসূচক উক্তি

তখন সেই গৃধ্র তাহাদিগের রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক পুনরায় তাহাদিগকে কহিল, 'হে মানবগণ! তোমরা অকারণে কেন এই বালককে নেত্রজলে অভিসিক্ত ও কর দ্বারা সংঘটিত[২] করিতেছ? ঐ শিশু কৃতান্তের শাসনানুসারে দীর্ঘনিদ্রা[৩] প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান, কি ধনাঢ্য সকলকেই উহার ন্যায় শমনভবনে গমন করিতে হয়। মানবগণ এই প্রেতভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে দিবারাত্রি ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। আজি এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে[৪] শোক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ শিশু কখনই জীবিত হইবে না। লোকে একবার কলেবর পরিত্যাগ করিলে কি পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে? শত শত শৃগালও শত শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যত্ন করিলেও এই বালকের জীবনদানে সমর্থ হইবে না। তবে যদি ভগবান্ রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয় ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে। তোমরা অনবরত অশ্রুপাত, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈস্বরে রোদন করিলে উহার জীবনলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি, শৃগাল, এবং তোমরা, আমরা সকলেই স্ব স্ব পাপপুণ্যভার বহনপূর্ব্বক কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াচরণ, পরুষ-বাক্য-প্রয়োগ, পরদ্রোহ ও পরদারগমনাভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায়পথ অবলম্বন এবং প্রাণিগণের প্রতি সরল ব্যবহার ও দয়া প্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা, মাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। এক্ষণে এই বালকের কিছুমাত্র ইঙ্গিত[১] দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; সুতরাং ইহার জীবনলাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিষ্ফল।' গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নেহানুবন্ধন শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

শৃগালের পুনরুক্তি—কপট-বৈরাগ্য

তখন জম্বুক কহিল, 'মর্ত্ত্যলোক অতি ভয়ানক স্থান, ইহাতে কাহারও নিস্তার নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সততই প্রিয়তম বন্ধু-বিয়োগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্য্যই অলীক[২] ও অপ্রিয়। বিশেষতঃ আজ এই শোকবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অভিরুচি হইতেছে না। বন্ধু-বিয়োগ কি কষ্টকর। হে মানবগণ। তোমাদের শরীরে কি কিছুমাত্র স্নেহ নাই? তোমরা পাপাত্মা গৃধ্রের বাক্য-শ্রবণে এককালে স্নেহে[৩] জলাঞ্জলি[৪] দিয়া[৫] শোকভরে কেন গৃহে প্রতিগমন করিতেছ? সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখানুভব

১। ঘন ঘন পা ফেলিয়া। ২। ঘাতাঘাত। ৩। মৃত্যু। ৪। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত।

১। অঙ্গভঙ্গী। ২। মিথ্যা। ৩—৫। স্নেহ ত্যাগ করিয়া।

হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখভোগ করে না। এক্ষণে তোমরা এই রূপবান্ কুলপ্রদীপ[১] পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণসম্পন্ন বালকের লাবণ্য-দর্শনে ইহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শিশু অবশ্যই জীবিত হইবে এবং তোমরা সুখলাভ করিবে। আজ তোমাদের মঙ্গললাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব কোনক্রমেই এই বালককে পরিত্যাগ করিও না।' শ্মশানবাসী নিশাচর শৃগাল স্বকার্য্যসাধনার্থ এইরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তথায় সেই বালকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

গৃধ্রের পুনরুক্তি—শ্মশান-বিভীষিকা কীর্ত্তন

তখন গৃধ্র কহিল, 'হে মানবগণ। এই শব-সমাকীর্ণ পেচকনাদনিনাদিত[২] নীলমেঘসদৃশ শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক স্থান। যক্ষ-রাক্ষসগণ ইহাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য অস্তাচলগামী ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত না হইতে হইতেই এই বালককে পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। শ্যেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালকুলের ভীষণ চীৎকারে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহগণ গর্জ্জনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, নীলবর্ণ চিতাধূম পাদপ-সমুদয় রঞ্জিত করিয়াছে এবং মাংসাশী প্রাণিগণ অনাহার নিবন্ধন ভীষণ ধ্বনি করিতেছে। ক্ষণকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্রজন্তুগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান। আজ এখানে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে। অতএব জম্বুকবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক অচিরাৎ এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ। যদি তোমরা জ্ঞানশূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিনষ্ট হইতে হইবে।'

তখন শৃগাল কহিল, 'হে মানবগণ। যতক্ষণ দিবাকর অস্তাচলে গমন না করেন, তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত স্নেহ নিবন্ধন রোদনপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বালককে নিরীক্ষণ কর। মোহবশতঃ গৃধ্রের নিষ্ঠুর বাক্যে বিশ্বাস করিলে আর উহার মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে না।'

ধূর্ত্তের ব্যর্থতা—শিববরে বালকের জীবনলাভ

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্ত্ত গৃধ্র ও শৃগাল এইরূপে স্বকার্য্যসাধনার্থ[১] তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উহাদের উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তি-যুক্ত বাক্য-শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে সেই স্থানে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় ভূত-ভাবন ভবানীপতি সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখদর্শনে নিতান্ত দয়াপরায়ণ ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক করুণার্দ্র চিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে বিপ্রগণ! আমি মহাদেব, তোমা-দিগকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি; অতএব তোমরা অচিরাৎ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্। এই বালকের বিনাশ-নিবন্ধন আমরা সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছি; অতএব এক্ষণে ইহার জীবন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবিত করুন।' ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে জীবহিতৈষী[২] ভগবান্ ভূতনাথ জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক 'শতায়ু হও' বলিয়া বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ঐ সময় গৃধ্র ও শৃগালও তাঁহার প্রসাদে তৃপ্তিজনক আহার প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পুলকিতচিত্তে দেবাদিদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনোদাস্ত[৩],

১। কুল-উজ্জ্বলকারক। ২। পেচকের ডাকে মুখরিত।

১। সোজা বুদ্ধি শকুনির স্বকার্য্য পিতৃ-মাতৃ পরিত্যক্ত শব-শিশুর মাংস ভক্ষণ। ধূর্ত্ত শৃগালের স্বকার্য্য—ব্রাহ্মণগণ একান্ত প্রস্থান না করিলে শকুনি হতাশ হইয়া চলিয়া যাইবে; ব্রাহ্মণেরাও অবশেষে শিশু পরিত্যাগে বাধ্য হইবে—শৃগাল সবটা একলা খাইবে।

২। জীবকল্যাণকার্য্যে অভিলাষী। ৩। অনাহার।

অধ্যবসায় ও ভগবান শঙ্করের অনুগ্রহে অবিলম্বেই শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ব্রাহ্মণেরা অতি দীনভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায়বলে অচিরাৎ তাঁহাদিগের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ বালক-বিনাশজনিত শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাহ্লাদে সেই শিশু-সমভিব্যাহারে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেই বুদ্ধি আশ্রয় করা শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষলাভের উপদেশাত্মক ইতিহাস সতত শ্রবণ করে, সে উভয় লোকেই সুখী হইতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।"

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

প্রবল শত্রুর প্রতিক্রিয়া—শাল্মলী-পবন সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। অসার দুর্ব্বল ব্যক্তি চিরসন্নিহিত[১] উপকারাপকারসমর্থ[২] উদ্‌যোগশালী মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রুকে বাক্য দ্বারা অবমানিত করিলে সে যদি ক্রোধভরে তাহার উন্মূলন করিবার নিমিত্ত আগমন করে, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। এই স্থলে শাল্মলী-পবন সংবাদ নামে এক ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর। হিমালয় পর্ব্বতে এক বিশালস্কন্ধসম্পন্ন বহুশাখা-সমন্বিত ফলকুসুমপল্লবোপশোভিত[৩] চতুঃশত[৪] হস্ত[৫] বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্মলী[৬] বৃক্ষ ছিল। শুক-সারিকা সতত উহাতে বাস এবং মত্তমাতঙ্গগণ ও অন্যান্য মৃগ-সমুদয় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিক্‌সম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বিগণ গমন-কালে পরিশ্রান্ত হইলে উহার সুশীতল নিবিড়[৭] ছায়ায় অবস্থান করিতেন। একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও স্কন্ধ নিরীক্ষণপূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, 'তরুবর। তুমি অতি প্রিয়দর্শন; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী, মৃগ ও মাতঙ্গগণ হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার স্কন্ধ ও শাখা-সমুদয় অতি বিশাল; কিন্তু ঐ সমুদয় কদাচ বায়ুবেগপ্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমাকে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি কি তোমার আত্মীয়বন্ধু অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে? দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল নিপাতিত, পর্ব্বতশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিৎ[১], সাগর ও সরোবর সমুদয়কে শুষ্ক করিতেছেন। কিন্তু কখনই তোমার কোন অপকার করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যতা[২] নিবন্ধন তোমার রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন এবং তুমি সেই নিমিত্তই শাখাপল্লব ও ফল-পুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমুদয় বিহঙ্গম প্রফুল্লমনে তোমার শাখাপ্রশাখায়[৩] উপবেশনপূর্ব্বক বিহার করিয়া তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার কুসুমসকল বিকসিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত মাতঙ্গ ও মৃগগণ দুরন্ত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দলবদ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থানপূর্ব্বক সুখলাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও যতিগণ সতত্তই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন; অতএব তোমার এই আয়তন[৪] স্বর্গ ও সুমেরুর ন্যায়, সন্দেহ নাই।'

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

শাল্মলীর গর্ব্বপ্রকাশে দেবর্ষির রুক্ষবাক্য

নারদ কহিলেন, 'হে বৃক্ষ। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত বায়ুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়াই তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান আছেন। এই ভূমণ্ডলে বায়ুবেগে ভগ্ন হইতে পারে না, এরূপ পর্ব্বত, গৃহ বা বৃক্ষ আমি কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই; তুমি বন্ধুত্ব নিবন্ধন

১। দীর্ঘকাল নিকটে স্থিত। ২। উপকার ও অপকারে সক্ষম। ৩। ফল, পুষ্প ও পত্র দ্বারা শোভিত। ৪—৫। চারি শত হাত। ৬। শিমুল। ৭। ঘন।

১। নদী। ২। সখ্য—বন্ধুত্ব। ৩। ডালপালায়। ৪। স্থান।

বশতঃ বায়ু কর্ত্তৃক শাখাপল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছ।’

বৃক্ষ কহিল, ‘ভগবন্! সমীরণ আমার সুহৃৎ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় রক্ষা করিবেন। আমার তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিক, তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ-অংশের একাংশমাত্র। তিনি বৃক্ষপর্ব্বতাদি ভিন্ন[1] করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বলপ্রভাবে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে আমার নিকট তিনি বারংবার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আর আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না।’

নারদ কহিলেন, ‘হে বৃক্ষ! তুমি অতি অজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। বায়ুর তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। তোমার কথা দূরে থাকুক—ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইঁহারা কেহই বায়ুর তুল্য বলশালী নহেন। এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে, ভগবান বায়ু উহাদের সকলেরই প্রাণপ্রদ[2]। ইনি শান্তভাবে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি যদি অশান্তপ্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি যে পরমপূজ্য জগৎপ্রাণ সমীরণকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না, তুমি অতি অসার; এক্ষণে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিবলে কেবল বাচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট বায়ুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমি যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে বায়ুর সমক্ষে গমন করিয়া তোমার এই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, স্যন্দন[3], তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি মহাবল পাদপ-সমুদয় বায়ুর প্রতি কদাচ এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করে না। তাহারা আপনাদিগের ও বায়ুর বলের তারতম্য বিলক্ষণ অবগত আছে, এই নিমিত্তই তাহারা সতত সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পবনের নিকট চলিলাম।’

১। বিদারণ। ২। প্রাণদাতা। ৩। তিনিশ বৃক্ষ।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

নারদ কর্ত্তৃক বৃক্ষ-পবনের বিবাদ সংঘটন

হে ধর্ম্মরাজ! তপোধনাগ্রগণ্য[1] নারদ শাল্মলীকে এই কথা বলিয়া বায়ুর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘সমীরণ! হিমালয়পর্ব্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়া-সমন্বিত বহুশাখাপরিশোভিত বিপুল শাল্মলী বৃক্ষ আছে। সে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার প্রতি যেরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করা আমার উচিত নহে। আমি তোমাকে বলবানদিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতান্ততুল্য ক্রোধপরায়ণ বলিয়া অবগত আছি।’

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভগবান্ সমীরণ শাল্মলীর প্রতি যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘শাল্মলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি পবন, অবিলম্বেই তোমাকে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমাকে অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীর্য-প্রভাবে[2] রক্ষিত হইতেছ, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে এরূপ বল প্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষরূপে আমার প্রভাব অবগত হইবে।’

ভগবান পবন এইরূপে ক্রোধ প্রকাশ করিলে শাল্মলী সহাস্যমুখে তাঁহাকে কহিল, ‘সমীরণ! ক্রুদ্ধ হইয়া সাধ্যানুসারে আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই, আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদির বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান বলিয়া নির্দ্দেশ

১। তপস্বিশ্রেষ্ঠ। ২। স্বীয় বলপ্রভাবে।

করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।'

পবনের শাল্মলী-আক্রমণে উদ্‌যোগ

শাল্মলী এই বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমীরণ 'আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমাগত হইল। তখন শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে পবনের অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, 'আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি, তৎসমুদয়ই মিথ্যা। আমি সমীরণের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যাহা কহিয়াছেন, কিছুই মিথ্যা নহে। বায়ু যথার্থই অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়াই সমীরণের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। এক্ষণে আমার যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদয় বৃক্ষ সেইরূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পবনের ক্রোধ নিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু সমুদয় পাপীদের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যেরূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় না।'

—

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

বিনয়ে বলবানের রোষশান্তি

হে বৎস! শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা-প্রশাখা সমুদয়ের ছেদনপূর্ব্বক কুসুমপল্লবাদিশূন্য হইয়া সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পবন ক্রোধভরে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী ভীত হইয়া স্বয়ং কুসুম ও শাখা-প্রশাখাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। শাল্মলীর দুর্দ্দশা দর্শনে পবনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাহাকে কহিলেন, 'শাল্মলে! তুমি স্বয়ং আপনার যেরূপ দুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমাকে এইরূপই দুরবস্থাগ্রস্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমই তোমার দুরবস্থা-সম্পাদনের কারণ। তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতেই আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখাপ্রশাখাবিহীন ও কুসুমশূন্য হইয়াছ।'

সমীরণ এই কথা কহিলে শাল্মলী যার পর নাই লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিনিবন্ধন[1] বলবানের সহিত শত্রুতা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সেই শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্য-পরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে। ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বলপ্রকাশ করাই উচিত। বুদ্ধিজীবীর[2] সহিত বিপক্ষতাচারণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশিপ্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় অরাতিমধ্যে প্রবেশ করে। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অতএব বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তোমাতে তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের তুল্য ছিল না। এই নিমিত্ত ধনঞ্জয় সংগ্রামে স্বীয় বলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর।"

—

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাপ উৎপত্তির স্থান—লোভের প্রভাব

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কি[3] হইতে[3] পাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমি তাহা প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

১। দুষ্টবুদ্ধির জন্য। ২। বুদ্ধিমানের। ৩—৩ কি কার্য হইতে।

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই লোকের সমুদয় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট-চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ[১], ঔদরিকতা[২], দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা-শ্রবণ-প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিলসম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। নষ্ট-বস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীরপ্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্টভোগ করিতে হয়। লুব্ধেরা সততই ক্রোধ-দ্বেষপরায়ণ ও শিষ্টাচারপরিশূন্য হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকেরও অনিষ্টজনক। উহাদিগের বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাব-পরিপূর্ণ। উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যুস্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত[১] ও সংস্থাপিত[২] এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে। অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলতঃ উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই।

১। মনের চাঞ্চল্য—পাপ-প্রবৃত্তি। ২। পেটুকের অধিক আহার-প্রবৃত্তি।

শিষ্টজনের লক্ষণ

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহাদিগের[৩] পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের ভয় ও নরকভয় নাই, যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য, যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুতে কদাচই লোভ জন্মে না, যাঁহারা শিষ্টাচারপরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল[৪] ও সত্য-ব্রতনিরত, যাঁহাদিগের সুখদুঃখে কিছুমাত্র আস্থা[৫] নাই, যাঁহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না, সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধু লোক-সমুদয় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্য ব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ[৬]; অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশের লোভে ধর্ম্ম পরিগ্রহ[৭] করেন না; শরীররক্ষণোপযোগী[৮] আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষণ্ড-দিগের ধর্ম্মের সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরল-স্বভাব। অতএব তুমি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষপ্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হয়েন না।

১। প্রকাশিত। ২। প্রমাণিত। ৩। জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদিগের। ৪। সংযমনিরত। ৫। আসক্তি। ৬। সম্মানের পাত্র। ৭। গ্রহণ—আচরণ। ৮। মাত্র শরীররক্ষার উপযুক্ত।

তাঁহারা নির্ম্মলপ্রকৃতি, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈবপ্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ্‌ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।"

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

অজ্ঞান-উৎপত্তির স্থান—অজ্ঞান-লোভের সম্বন্ধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠানস্বরূপ লোভের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন, এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞানপ্রভাবকেই লোক নিরয়গামী[1], দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা[2], আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্যফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত[3], অতএব ঐ উভয়কেই এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, সুতরাং লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য মহীপালগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভবিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিলেই ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।"

১। নরকগামী। ২। বিমান। ৩। তুল্যদোষে দূষিত।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ধর্ম্মের সার—ইন্দ্রিয়সংযম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে স্বাধ্যায়নিরত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ধর্ম্মপথ অতি বৃহৎ ও বহুশাখাসঙ্কুল; অতএব কিরূপে সংক্ষেপপূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, আর ধর্ম্মের মূলই বা কি, তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর[1] ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিবে, যদ্দ্বারা তোমার যার পর নাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞানবলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে[2] মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণপ্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণ, দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে

১। অমৃতপানকারীর। ২। ইন্দ্রিয়দমনকে—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমশক্তিকে।

দমগুণপ্রভাবেই পাপবিহীন ও তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রা-সুখানুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন, তাহাকে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যে সমুদয় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অনসূয়া, গুরুপূজাপ্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না; তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, রোষ, ঈর্ষ্যা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অনিত্য সুখলাভে তাঁহাদের কখনই তৃপ্তি হয় না; সম্বন্ধ-সংযোগ[1]-জনিত মমতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য[2] ও আরণ্য[3] ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ[5] হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথস্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

সংযমীর সুগতি

যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভীত না হয়, তাঁহাকে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না। যিনি অর্থসঞ্চয় না করিয়া সৎকার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি যথাবিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা ঐশ্বর্য্য ও সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী[1], বিষয়রাগবিবর্জ্জিত[2], প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণপ্রভাবেই হৃৎ-পদ্মনিহিত অবিরোধী[3] সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম নিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের এই একমাত্র দোষ[4] লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণের আর কিছুমাত্র দোষ নাই, প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণপ্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্যগমনের প্রয়োজন কি? তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মুখে এইরূপ অমৃতায়মান[5] বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাত্মা ভীষ্মদেবও যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১। স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধসংঘটন। ২—৪। কামুক ও পশুপ্রকৃতির লোকেরা ইন্দ্রিয়সেবা। ৫। কুটুম্বিতাদিনিবন্ধন অনেকের সহিত সম্পর্ক।

১। সত্য-আচরণে আগ্রহান্বিত ২। রূপ-রসাদি বিষয়াসক্তি-শূন্য। ৩। তুল্যভাবে সর্ব্বভূতের কল্যাণকর। ৪। ন্যূনতা—লৌকিক দৃষ্টিতে দৌর্ব্বল্য। ৫। অমৃততুল্য।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

সর্ব্বধর্ম্মের মূল তপস্যা—তৎপ্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ। পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্যাই সকলের মূল। যে মূঢ় তপোনুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলে বেদ-সমুদয় অধিকার করেন। তপোবলে ফল-মূল উৎপন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। ঔষধ ও আরোগিতা[1] তপোমূলক। পৃথিবীমধ্যে যে বস্তু নিতান্ত দুর্লভ, তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তপই তাহার কারণ। তপঃপ্রভাবে সুরাপান, তস্করতা, ভ্রূণহত্যা ও গুরুতল্প[2] গমন প্রভৃতি পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তপস্যা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে অনশন[3] সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন অহিংসা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীকে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন-ধান্য ও ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি, পিতৃগণ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবেই দেবগণ মহত্বলাভ করিয়াছেন। তপঃপ্রভাবে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক, দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা যাইতে পারে"।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

সত্যধর্ম্মপ্রশংসা—সত্যের বিবিধ লক্ষণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবলোক সতত সত্যধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সত্য কি? উহা কিরূপে লাভ হইতে পারে, আর লাভ করিলেই বা কি হয়? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য অবিকৃত, সত্যই সাধুব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি; অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপঃ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্মস্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যেরূপে সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার;—অপক্ষপাতিতা[1], ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা[2], ক্ষমা লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা এই সমুদয়ই সত্যস্বরূপ।

সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ[3] ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য[4] ও অক্ষন্তব্য[5] এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিষণ্ণ হয়েন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোক[6] সংগ্রহ[7] করিবার[8] নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; বিষয় ও স্নেহ-পরিত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগদ্বেষবিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্ন সহকারে রাগদ্বেষবিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই সাধুতালাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র

১। আরোগ্য। ২। গুরুপত্নী। ৩। আহারত্যাগ

১। পক্ষপাতহীনতা। ২। মাৎসর্য্যহীনতা। ৩। অবিরোধী—সকলের সমানভাবে সেবা। ৪। ক্ষমার যোগ্য। ৫। ক্ষমার অযোগ্য। ৬—৮। লোকসকলকে ধর্ম্মপথে আনিবার।

মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। মঙ্গল-লাভার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন; ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহা-দিগেরই ধৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে[১] কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্যধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সতত সত্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সত্যের গুণগরিমার[২] পরিসীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের[৩] এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর[৪] হইবে, সন্দেহ নাই।"

—

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

কাম-ক্রোধাদি কুকার্য্য প্রবৃত্তির প্রশমনপন্থা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, শোক, নিন্দা, অকার্য্য-প্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ত্রয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ শত্রুস্বরূপ। উহারা নিরন্তর[৫] অনবহিত[৬] মানবগণকে[৭] আশ্রয় করিয়া অবহিতচিত্তে ক্লেশ প্রদান করে[৮]। উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহা-দিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষ কীর্ত্তন নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমাপ্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। উহাকে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলে উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া পরদোষদর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একেবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশতঃ বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্য-বশতঃ শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন স দয় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভ বশতঃ অকার্য্যপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধু-সংসর্গ নিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলীন্যা-ভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একেবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষ বশতঃ ঈর্ষ্যা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞা-প্রভাবেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষবাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দাপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতীকার-সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়; কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীনজনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা-দর্শনে প্রবৃত্ত হইলে উহার উপশম হয়। অজ্ঞানপ্রবৃত্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে; কিন্তু

১। দেহ, মন ও কথা দ্বারা। ২। গুণগৌরবের। ৩। তুলা-দণ্ডের—দাঁড়িপাল্লার। ৪। অধিক ভারী। ৫—৮। স্থিরচিত্ত মানব-গণকে আশ্রয়পূর্ব্বক অস্থিরচিত্ত করিয়া নিরন্তর ক্লেশ প্রদান করে।

তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্যবোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না।

হে ধর্ম্মরাজ ! একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজিত করা যায়। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা সকলেই এই সমুদয় দোষে দূষিত ছিল, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ।"

—

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

নির্দ্দয়দিগের দোষ প্রদর্শন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি সর্ব্বদা সাধুসহবাস-নিবন্ধন অনৃশংসতা বিশেষ অবগত আছি, নৃশংস ব্যক্তিদিগের আচার-ব্যবহার কিছুই অবগত নহি। সাধু ব্যক্তিরা কূপ[১], অগ্নি[২] ও কণ্টকের[৩] ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ[৪] করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে উভয়লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে বিশেষরূপে নৃশংস ব্যক্তিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সতত‌ই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনাকে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই, উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা[৫] প্রকাশ করে। উহারা যার পর নাই শঙ্কিতচিত্ত, ছলগ্রাহী[৬], কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসী-দিগের দ্বেষ্টা ও হিংসাবিহার[৭] নিরত। উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর[৮] করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদিগের গুণাগুণ কিছুমাত্র নাই। উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করে না; অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়; অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না; উপকারী ব্যক্তিকে শত্রু জ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহাকে অর্থদান করিয়া যার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্যসামগ্রী ভোজন করে, তাহাকেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়, কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদগণ-সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট নৃশংসদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। উহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

—

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ব্রাহ্মণপ্রতিপালনের পারিপাট্য

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বেদান্তপারগ যাগ-যজ্ঞশীল ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ নিঃস্ব হইলে আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বভাবাপন্ন[১] নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্বান্ন দান করাই শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিরন্তর যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অতএব মহীপাল তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে ধন-রত্ন প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মণেরা তিন বৎসর বা অধিককাল পোষ্যবর্গ ভরণপোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত[২] থাকে, তিনিই সোমপান করিতে সমর্থ হয়েন। যাজ্ঞিক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের একাংশ[৩] ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিক নৃপতি অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্যের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন। শূদ্রের যাগ-যজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই; অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত শূদ্রের আবাস হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাঁহার অকর্ত্তব্য নহে। যাহার শত-

১—৪। জলে পড়া, আগুনে পোড়া এবং গায়ে কাঁটার ভয়ে। ৫। দানাদি শক্তি। ৬। ছলকারী। ৭। শিকার। ৮। বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলা।

১। দারিদ্র্যগ্রস্ত। ২। [illegible] ৩। [illegible]

শোধনসম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ অবিচারিতচিত্তে অর্থ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দানশীল নহে, তাহার নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে রাজার পরম ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নাভাবে উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচকার্য্যে নিরত ব্যক্তির আবাস, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক, এক দিনের আহারোপযোগী ধান্য হরণপূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন, তাঁহার কর্ণগোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ডবিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতাদোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকাবিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানরযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা অনুকল্পকে[১] উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা, বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপৎকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফল-লাভে সমর্থ হয় না।

রাজার নিকট আপনার ব্রহ্মণ্যের বিষয় নিবেদন করা বেদবিৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণ-তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা[২], বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত আপনাকে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। যিনি অগ্নিহোত্রের প্রাজাপত্য অন্ন দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে আহিতাগ্নি[১] বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না; অতএব দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু, পুণ্যফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশঃ, কীর্ত্তি ও আয়ুঃ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

হীন ব্রাহ্মণাদির লক্ষণপ্রসঙ্গে বিবিধ নীতি

যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাঁহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রাপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাঁহার শূদ্রত্বলাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপসঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার সেই পাপ অপনীত হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্যসাধন ও আত্মপ্রাণরক্ষার্থে যে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে, অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত-মনে সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃতপান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করনিবারণ, গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্রগ্রহণ করিতে পারে।

১। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ব্যবহারে—যাহা অশক্তপক্ষে গ্রাহ্য।
২। শাস্তা—শাসনকর্ত্তা।

১। যাজ্ঞিক—যজ্ঞাদি দ্বারা অগ্নির পূজাকারী।

সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মস্ব-হরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক। প্রাণত্যাগই ঐ পাতকসমুদয়ের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সংযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সংবৎসরমধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেই প্রায়শ্চিত্ত আছে। একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামীর দেহান্তে প্রেতকার্য্যাদি[1] অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিত চিত্তে আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তস্কর, তাহাকে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়; আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহাকে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপের চারি-অংশের তিন-অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎসংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্ত্তাকে[2] তত বৎসর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণঘাতক গো-ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।

১। দাহাদি। ২। প্রহারকারীকে।

সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্য পানপূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত্ব[1] ও বৃষণ[2] চ্ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলি[3] দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণত্যাগ কিংবা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত[4] করিয়া তপোনুষ্ঠান করিবে; আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীকে নিপাতিত করে, তাহাকে উহার[5] প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী[6] হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টুতাপর[7] যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর এক শত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও এক শত ধেনু প্রদান করিবে। কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপনিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে নিহত করিলে পশুতুল্য[8] ধর্ম্ম[9] অবলম্বন[10] করিতে হয়।

এক্ষণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা[11] বা এক বৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দিবসের চতুর্থ ভাগে আহার করিবে[12] অথবা তিন দিবস সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও[13] হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়[14]।

১। পুংচিহ্ন। ২। অণ্ডকোষ। ৩। মিলিত উভয় হস্ত। ৪। কীর্ত্তন—প্রকাশ। ৫। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মহত্যাকারীর। ৬। পরিমিতাহারী। ৭। অগ্নিষ্টুত। ৮—১০। পশুবধের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত আচরণ। ১১। নিজের পাপ কীর্ত্তনপূর্ব্বক দুঃখপ্রকাশ। ১২—১৪। পরনারীর সহিত এক স্থানে ও এক আসনে উপবেশন করিলে তিন দিবস অগ্নিতে আহুতিদান ও জলমাত্র পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

যে ব্যক্তি অকারণে পিতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভার্য্যা[১] ব্যাভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে[২] তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে[৩]। ব্যাভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে প্রশস্ত[৪] প্রকাশ্য স্থানে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যাভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যাভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সংবৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসর পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চারি বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাগ্নি[৫] ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তবিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে 'এই আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন' এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই ভার্য্যাকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে। পশুহিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ[৬] পরিধান ও মৃন্ময়-পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার দুষ্কর্ম্ম প্রখ্যাপিত করিয়া প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্দারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ঐরূপ ব্রত আচরণ করিলে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি চমরীপুচ্ছ ধারণ না করিবে, তাহার সংবৎসর ঐরূপে ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান কর কর্ত্তব্য। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানের নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা একটিমাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট ব উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার-বিধান করা কর্ত্তব্য। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তিন দিবস উষ্ণজল পান, তিন দিবস উষ্ণদুগ্ধ পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ পাপানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে।"

১—৩। ভার্য্যা ব্যাভিচারিণী হইলে তাহাকে বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া অন্নবস্ত্র মাত্র প্রদান করিবে। ৪। যে স্থলে বহু লোক চলাচল করে, এইরূপ। ৫। নিরগ্নি। ৬। চমরী মৃগের পুচ্ছ—চামর।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

খড়্গোৎপত্তি বিবরণ—অসুরগণের উপদ্রব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় খড়্গ-যুদ্ধবিশারদ মহাত্মা নকুল কথা কহিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরতল্পশায়ী[১] ভীষ্মদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ! জনসমাজে শরাসনই উৎকৃষ্ট প্রহরণ[২] বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রধান। দেখুন, সংগ্রামে কার্ম্মুক[৩] বিশীর্ণ ও অশ্ব-সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একমাত্র খড়্গ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। খড়্গধারী বীরপুরুষ একাকীই চাপহস্ত[৪] ও গদাশক্তিধারী অসংখ্য বীরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে কোন অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় এবং খড়্গ কিরূপে কাহার নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আচার্য্য[৫] ছিলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

তখন ধনুর্ব্বেদবিশারদ শরতল্পশায়ী ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত মহাত্মা নকুলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কৌশল বিচিত্রার্থ-সমন্বিত সারবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "মাদ্রীকুমার!

১। শরশয্যায় শয়ান। ২। অস্ত্র। ৩। ধনুক। ৪। ধনুর্দ্ধারী। ৫। শিক্ষাদাতা।

তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি ঐ বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এই জগৎ একার্ণবময়[১] ছিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ ছিল না, সমুদয় স্থান গম্ভীরদর্শন[২] তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান্ রুদ্র এই কয়েকটি পরম তেজস্বী পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সকল বিধাতৃতনয়ের বংশসম্ভূত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ[৩], মহাসর্প, জলচরপক্ষী, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজগণের[৪] সৃষ্টি হইল। এইরূপে সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্থাবরজঙ্গমে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ, মহর্ষি ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত এবং কাশ্যপ, বালখিল্য, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য, অগ্নিকিরণপায়ী, অকৃষ্ট, হংস, অনলোদ্ভূত প্রশ্নি ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ আচার্য্য ও পুরোহিতগণ-সমভিব্যাহারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভ-সমন্বিত অধার্ম্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং 'আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই' এই স্পর্দ্ধা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ব্রহ্মার শান্তিকারক যজ্ঞে অসিরূপ পুরুষোৎপত্তি

তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে শত যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যুচ্চ সুরম্য শৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক প্রজাগণের হিতসাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি ঐ স্থানে বিধানানুসারে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমুপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিগণ উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎপ্রদীপ্ত[১] হুতাশন ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় বিবিধ পাত্র উহার অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল পরে প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুত্থিত হইল। উহার দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ ও উদর অতিমাত্র কৃশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল; মহাসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্ত্তে সমাকীর্ণ হইল; গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উল্কাসমুদয় ও বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারংবার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা সেই পুরুষকে অনল হইতে সমুত্থিত ও দুর্নিমিত্ত সমুদয় প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, 'আমি দানবগণের বিনাশ ও লোকরক্ষার নিমিত্ত অসি নামে এই মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি।' কমলযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তর যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান ব্রহ্মা বৃষভকেতু[২] মহাত্মা দেবদেব মহাদেবকে অধর্ম্মনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

রুদ্র কর্ত্তৃক অসিগ্রহণ—অসুর পীড়ন

ভগবান ভূতনাথ ব্রহ্মার নিকট অসি গ্রহণ করিয়াই রূপান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল, পরিধান কৃষ্ণাজিন সুবর্ণময় তারকা-সমুদয়ে সুশোভিত হইল, বদনমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল এবং ললাটনেত্র[৩] দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন

১। জলময়। ২। গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ৩। বানর। ৪। মনুষ্যাদি।

১। যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ দ্বারা জ্বালিত। ২। বৃষবাহন। ৩। কপালস্থিত চক্ষু—তৃতীয় নয়ন।

ভগনেত্রহন্তা[1] শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও চপলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ঘোররূপে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ গর্জ্জন ও হাস্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঐ সময় দানবগণ, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্র-সমুদয় বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অচিরাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় ভগবান বিরূপাক্ষ অসিহস্তে এরূপ বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দানবগণ, তিনি একাকী হইলেও সহস্রসংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত এবং কাহাকে বা প্রোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গপ্রহারে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, উরু ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ খড়্গাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে ও কেহ কেহ জলমধ্যে এবং কেহ কেহ বা আকাশমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ঘোরতর সমরব্যাপার সমুত্থিত হওয়াতে ধরাতল মাংস ও শোণিতপ্রভাবে নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ দানবগণের রুধিরাক্ত কলেবর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমরভূমি কিংশুকবৃক্ষ-পরিশোভিত পর্ব্বত-সমুদয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

অসুরনাশান্তে অসির নিয়োগ ব্যবস্থা

ভগবান্ রুদ্রদেব এইরূপে দানবগণকে সংহার-পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবদায়ক[2] শিবরূপ ধারণ করিলেন তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া আহ্লাদিত-চিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন সেই দানব-শোণিতলিপ্ত ধর্ম্মরক্ষার হেতুভূত ভীষণ খড়্গ বিষ্ণুকে অর্পণ করিলে বিষ্ণু মরীচি মুনিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ পুরন্দরকে এবং পুরন্দর লোকপালদিগকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে সূর্য্যতনয় মনুকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্যদিগের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্ম্মনিদান অসি গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। মানবগণ শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতিসাধনার্থ ধর্ম্মসেতু[1] অতিক্রম করিলে তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহাকে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড[2] দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক অপরাধ না করিলে কাহারও অঙ্গবৈকল্য[3] বা বিনাশসাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড-সমুদয়কে অসির প্রকৃতিরূপ[4] বলিয়া গণনা করা উচিত।'

লোকপালগণ মহাত্মা মনুকে এইরূপে খড়্গ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদের শাসনানুসারে সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত রহিলেন এবং পরিশেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যবিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্বীয় পুত্র ক্ষুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুকে, ইক্ষ্বাকু পুরূরবাকে, পুরূরবা আয়ুকে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যযাতিকে, যযাতি পূরুকে, পূরু অমূর্ত্তরয়াকে, অমূর্ত্তরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কম্বোজদেশীয় মুচুকুন্দকে, মুচুকুন্দ মরুত্তকে, মরুত্ত রৈবতকে, রৈবত যুবনাশ্বকে, যুবনাশ্ব রঘুকে, রঘু ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিদশ্বকে, হরিদশ্ব শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিকে, শিবি প্রতর্দ্দনকে, প্রতর্দ্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদশ্বকে, পৃষদশ্ব ভরদ্বাজ-তনয় দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ লাভ করিয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়্গের নক্ষত্র, অগ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তিস্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু। এক্ষণে ঐ খড়্গের গোপনীয় যে আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়,

১। 'ভগ' নামক আদিত্যের নেত্রনাশকারী। ২। মঙ্গলপ্রদ।

১। ধর্ম্মের বাধ। ২। অর্থদণ্ড। ৩। অঙ্গুলি কর্ত্তনাদি দ্বারা অঙ্গবিকৃতি। ৪। অনুরূপ।

তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। খড়্গ সমুদয় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে উহা মহেশ্বরের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যুদ্ধবিশারদ বীরমাত্রেরই এই খড়্গকে পূজা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসনপ্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও প্রভূততর শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে ধরামণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীতনয়, এই আমি তোমার নিকট খড়্গের উৎপত্তিবৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে।"

—

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়

ভীষ্মের বিশ্রামকালে বিদুরের যুধিষ্ঠিরোপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এক্ষণে এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, কোন্‌টি মধ্যম ও কোন্‌টি অপকৃষ্ট এবং কাম, ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবর্গ-বিজয়ের নিমিত্তই বা কোন্‌টিকে অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসমুদয় যথাথরূপে কীর্ত্তন কর।"

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, "ধর্ম্মনন্দন! অধিকতর অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমুদয় ধর্ম্মের সম্পত্তি। অতএব আপনি অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্মপ্রভাবে ঋষিগণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদয় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ ধর্ম্মবল সহকারে উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংযতচিত্তে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

কর্ম্মকরণে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরানুরোধ

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ মহামতি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মের মূল কারণ। অর্থ ভিন্ন ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থবান ব্যক্তি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ ও দুর্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থসিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও সতত ব্রহ্মার ন্যায় অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও মস্তকমুণ্ডন ও জটাজিন ধারণপূর্ব্বক দান্ত, ভস্মদিগ্ধাঙ্গ[১] ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। বিদ্বান্ ও শান্তগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষায়বস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুল[২] হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়। যিনি ভৃত্যগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান। ফলতঃ আমার মতে অর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে নকুল ও সহদেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; অতএব উহাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন।"

ভীম-নকুল-সহদেবাদির ধর্ম্মাচরণে অনুরোধ

মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া নিরস্ত হইলে ধর্ম্মার্থবেত্তা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য শয়ন, উপবেশন বা বিচরণ করুক, সকল অবস্থাতেই নানাপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থসংস্থান চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্লভ। উহা অধিকৃত হইলে এই জীবলোকে সকল অভিলাষই

১। ভস্মলিপ্ত দেহ ২। শ্মশ্রুধারী—দাড়ি রাখিয়া।

সফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম অমৃত-মিশ্রিত মধুর ন্যায় পরম রমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থহীন, তাহার কোন বাসনাই পরিপূর্ণ হয় না এবং তিনি ধর্ম্মপরায়ণ নহেন, তাঁহার অর্থসম্ভাব[১] হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থশূন্য, তাহা হইতে সমুদয় লোক ভীত হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থসাধনে যত্নবান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না। ফলতঃ লোকে অগ্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, পরে ধর্ম্মের অবিরোধে[২] অর্থোপার্জ্জন এবং তৎপরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।"

নকুল ও সহদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভীমসেন কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, সে কখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বাসনা করে না; অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলমূলাশী[৩], বায়ুভক্ষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, বেদবেদান্তপারগ, স্বাধ্যায়নিরত মহর্ষিগণ কামপ্রভাবে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ দান, প্রতিগ্রহ ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক্‌, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পিগণ কামপ্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অনেকে কাম-প্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাম নানাপ্রকার। কাম দ্বারাই সমুদয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কামশূন্য জীব কখনই জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই; অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেয়ঃ। পুষ্প হইতে যেমন মধু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কাম হইতে সুখসঞ্চার হইয়া থাকে; কাম ধর্ম্মার্থের উৎপত্তিস্থান ও আত্মার স্বরূপ। কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিত না। ফলতঃ কামের প্রভাবেই লোকে নানাপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট। হে মহারাজ! আপনি কামপ্রভাবে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদাগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদিগের উৎকর্ষ[১] সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মার্থকামের মর্ম্ম অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনি ইহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় করিবেন না। সাধুলোকেরা আমার এই উৎকৃষ্ট সারবাক্য অবশ্যই সমাদর করিবেন। ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই তুল্যরূপে সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য উহাদের মধ্যে একটির প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি জঘন্য, যে ব্যক্তি তুল্যরূপে দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম আর যে ব্যক্তি সমভাবে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" চন্দনচর্চ্চিত-কলেবর বিচিত্রমাল্যধারী মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিরত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের নিষ্কামধর্ম্ম-প্রশংসা

অনন্তর পরম সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের পাঁচ জনের বাক্য শ্রবণ ও তাহা সম্যক্‌ পর্য্যালোচন করিয়া সমুদয় অসার বোধ হওয়াতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। তোমরা আমাকে যে সমস্ত কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা তাহা অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ করেন না, ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে তুল্যরূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষই লিপ্ত হয়েন না, তিনি সুখ-দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদয় জীবই জন্ম-মৃত্যু-শৃঙ্খলে সংযুত[২] এবং জরা[৩] বিকারের[৪] আয়ত্ত। ইহারা ঐ সমস্ত দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারংবার নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ভগবান ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে, তাহাদিগের কখনই মুক্তিলাভ হয় না; আর যাঁহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে কদাপি অভিভূত না হয়েন, তাঁহারাই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য

১। অর্থের স্বচ্ছলতা। ২। অনুকূলে। ৩। ফলমূলাহারী।

১। উন্নতি। ২। আবদ্ধ। ৩। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা। ৪। বিকৃতির

নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই ভূমণ্ডলে কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না। বিধাতা আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান্ বিধাতা সমুদয় প্রাণীকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং তিনিই বলবান্। ফলতঃ মনুষ্য যখন ত্রিবর্গবিহীন হইলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, তখন মোক্ষই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই।”

ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার হেতুগর্ভ মনোগত বাক্যশ্রবণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগের প্রীতিদর্শনে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া পুনরায় বিজ্ঞবরাগ্রগণ্য জাহ্নবীতনয় ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের পুনর্ব্বার সন্ধি-বিগ্রহাদি রাজনীতি কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ। কিরূপ মনুষ্য শান্তস্বভাব? কাহারা ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিতবাক্য-শ্রোতা সুহৃদ্ অতি দুর্লভ অতএব আমার মতে অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদ্ই শ্রেষ্ঠ।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস। কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্ত্তব্য, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্মবর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপপরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদ্যোগ-বিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনাশক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদ-নিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষ-ভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক; যাহারা সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধন লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতা নিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্যসাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিতকার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গলকার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, সদ্বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান-বিশারদ, রূপগুণ-সম্পন্ন, সৎসংসর্গপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভমোহবর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়াম-শীল, সৎকুলসম্ভূত, কুলরক্ষক ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হয়েন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃৎ-কার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হয়েন, ক্রোধ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি বলপ্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন আত্মাভিমানশূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্যসাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে নরপতি ঐ প্রকার লোকদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, তাঁহার রাজ্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ জিতক্রোধ মহাবলপরাক্রান্ত ও কুলশীলগুণসম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইহার পূর্ব্বে যে যে প্রকার লোকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্র-ঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অতএব সেই সমস্ত দুরাচারদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই উচিত।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন কাহাকে কহে, বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।"

সংসর্গের দোষ—গৌতমের অধোগতি

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। এই উপলক্ষে উত্তর-প্রদেশনিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মধ্যদেশনিবাসী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবর্জ্জিত গ্রামকে যার পর নাই সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ববর্ণ-বিশেষজ্ঞ[1] ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গৃহে বাস করিয়া দাসী-কুটুম্ব[2]দিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাস নিবন্ধন তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধ-বৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যুগ্রামে পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু দিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়নিরত বিনীতমূর্ত্তি দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্রস্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং সেই দস্যু-সমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণপূর্ব্বক চারিদিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতমগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রুধিরাক্তকলেবরে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে বিপ্র। তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞানি-গণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধ্যান পূর্ব্বক সত্য, শীল, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।'

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, 'মহাত্মন। আমি নির্দ্ধন ও বেদজ্ঞান-বিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আজ আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।' গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকসহ গৌতম-সম্ভাষণ

হে ধর্ম্মরাজ। পরদিন শর্ব্বরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে একদল সমুদ্র-গমনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিক্‌দিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহা-দিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিক্‌দল কোন গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলে এক মত্ত-মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত

১। সকল জাতির অবস্থায় অভিজ্ঞ। ২। দাসীর আত্মীয়।

হইয়া সেই বণিক্‌দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসহায় একাকী কিম্পুরুষের ন্যায় অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্র-গমনের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দন-কাননবৎ সুন্দর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন দেখিলেন যে, ঐ স্থানে পাদপ-সমুদয় নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। চূত[১]বৃক্ষ সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরু বৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরগণ উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন[২] ভারুণ্ড ও ভূলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বতপ্রস্থে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক কাঞ্চন-বালুকা[৩]সমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা-প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশ চন্দনবারি দ্বারা সংসিক্ত। গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল মনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সুগন্ধি সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীতল বায়ুপ্রভাবে গতক্লম[৪] হইয়া তথায় পরমসুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাদুর্ভূত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপ-পুত্র নাড়ীজঙ্ঘ নামক বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম্মা। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্যার গর্ভসম্ভূত ও দেবতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেবর[৫] বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহাকে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। বিহগরাজ রাজধর্ম্মা সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া কহিল, 'ব্রহ্মন্! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি অতিথিরূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত হইল, অতএব এই রাত্রি এইস্থানেই পান-ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন'।"

১। আম্র। ২। মানুষতুল্য মুখ—মুখের আকৃতি মানুষের মুখের ন্যায়। ৩। সোনার বালি—ওঁড়ার মত বালি। ৪। বিগতশ্রম। ৫। অলঙ্কৃত দেহ।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

গৌতমের বক-আতিথ্য গ্রহণ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! বক এই কথা কহিলে গৌতম তাহার মধুর বাক্যশ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অনিমেষনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম্মা গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ব্রহ্মন্! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন।' সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাহার পূজা করিয়া তাঁহাকে শালপুষ্পময় দিব্য আসন, গঙ্গাসলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম প্রীতমনে ভোজন করিলে তাহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট[১] দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম্মা তাহার নাম-গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম।' অনন্তর রাজধর্ম্মা গৌতমের নিমিত্ত দিব্য পুষ্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত[২] শয্যা[৩] প্রস্তুত করিয়া দিল; গৌতমও পরমসুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় গৌতমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন?' গৌতম কহিলেন, বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্রগমনাভিলাষে বহির্গত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।'

১। পালক। ২—৩। সুগন্ধযুক্ত গাছের পাতার বিছানা।

তখন রাজধর্ম্ম কহিল, 'ব্রহ্মন্! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া অর্থ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতি পরম্পরাগত[১], দৈব[২], কাম্য[৩], ও মৈত্র[৪] এই চারি প্রকার অর্থাগমের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব আপনি যাহাতে ধনবান হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণ পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে একটি সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল 'ব্রহ্মন্! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসাধিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। রাজধর্ম্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফলভক্ষণ ও চন্দনাগুরুভূয়িষ্ঠ[৫] বনাবলী দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিয়া মেরুব্রজনামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গল-সমুদয় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান্ রাক্ষস-রাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল, তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, 'তোমরা অচিরাৎ নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর।' ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনের ন্যায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৌতমকে কহিল, 'মহাশয়! রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করুন।' গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতির দর্শনবাসনায় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।"

১—৪। পৈতৃক, ভাগ্যবলে লব্ধ, প্রার্থনা দ্বারা প্রাপ্ত, বন্ধু হইতে সংগৃহীত। ৫। সুগন্ধি চন্দন ও অগুরুকাষ্ঠবহুল।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ হইতে গৌতমের ধনপ্রাপ্তি

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর গৌতম রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রা-চারাদির[১] বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে গৌতম নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন; অন্যান্য বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না তখন রাক্ষসেন্দ্র সেই স্বাধ্যায়হীন ব্রহ্মতেজোবিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! আপনার বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দারপরিগ্রহ[২] করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন।' তখন গৌতম কহিলেন, 'রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি, কিরাত-ভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।'

গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাত্মা রাজ-ধর্ম্মের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয়সখা; অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে আজ আমাকে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইঁহাকেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার ভবনে অতিথি হইয়াছেন। আর বিপ্রগণকে যে সমুদয় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।'

রাক্ষসাধিপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্য-বসরে কৃতস্নান, পট্টবস্ত্রধারী, নানালঙ্কারভূষিত, সহস্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন

১। কি গোত্র কেমন আচার প্রভৃতি। ২। বিবাহ।

সমুদয় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশ ও সলিল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও বিশ্বদেবের প্রতিমূর্ত্তি-সমুদয় গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশাঙ্কসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতমধুসংযুক্ত, দিব্যান্ন-পরিপূর্ণ, হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্র-সমুদয় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতি বৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরমসমাদরে সেচ্ছা-মুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন-সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণাদানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন-সমুদয় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, 'হে বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদয় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজনপাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন।' মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি নানা দেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্টসাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই; অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না; অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন।' তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতিভার সুবর্ণ-ভার গ্রহণপূর্ব্বক যার পর নাই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম্মা তথায় উপস্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্নান্তে মহা আহ্লাদে স্বীয় পক্ষপুট-বীজন দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদনপূর্ব্বক আহার-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণরূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমাকে দূরপথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথিমধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারি, এমন কোন খাদ্য-দ্রব্যই দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংস দ্বারা আমার অনায়াসেই পাথেয় নির্ব্বাহ হইবে।' দুরাত্মা কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া রাজধর্ম্মের বিনাশসাধনার্থে গাত্রোত্থান করিলেন।"

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

কৃতঘ্ন গৌতম কর্ত্তৃক মিত্রবধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহঙ্গরাজ রাজধর্ম্মা ঐ স্থানের অনতিদূরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্ত-চিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ান রহিয়াছিল। পাপাত্মা গৌতম ঐ পক্ষীকে নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি দ্বারা তাহার বিনাশ-সাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও তাঁহার মনে উদিত হইল না; প্রত্যুত যার পর নাই আহ্লাদেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষীকে পক্ষরোমশূন্য[১] ও অগ্নিতে সুপক্ব করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে সেই দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্ম্মাকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিলেন, 'বৎস! আজ রাজধর্ম্মাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? সে প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমনসময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না; কিন্তু অদ্য দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাহাকে বধ করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই

১। পাখা ও রোমশূন্য।

স্থানে গমন করাতেই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না, জানিয়া আইস।'

রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে সত্বর রাজধর্ম্মের আবাসে গমনপূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাহার অস্থিসমুদয় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি-দর্শনে রাক্ষসতনয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য[১] মৃতদেহের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ-দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ-সমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আবাসমধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগ-নিবন্ধন ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুপস্থিত হইল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা[২] সকলেই নিতান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিল।

রাক্ষস কর্ত্তৃক মিত্রঘাতী গৌতমের বধসাধন

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে অবিলম্বে এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই দুরাত্মা অতিশয় পাপপরায়ণ, অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়ঃ।' রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ। এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদিগের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহাকে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপাত্মাকে আমাদিগের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।' রাক্ষসগণ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, 'অদ্যই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।'

তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞানুসারে পট্টিশ দ্বারা গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংসভক্ষণে অভিলাষী হইল না। হে ধর্ম্মরাজ। যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষসেরাও তাহাকে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না।"

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

বকের পুনর্জ্জীবন—বক-গৌতম-পূর্ব্ববৃত্তান্ত

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্ন-সংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার-সমলঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধানে বকপতি রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী সুরভি ঐ চিতার ঊর্দ্ধভাগে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ফেন বকরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'রাক্ষসনাথ। তুমি সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, 'যখন সে আমার সভায় সমাগত হইল না তখন তাহাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে।' হে রাক্ষসনাথ। ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্যপ্রভাবেই এই পক্ষী গৌতম

১। পাখা, হাড় ও পদহীন। ২। বাল, বৃদ্ধ ও নারী।

কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত-স্পর্শে পুনর্ব্বার জীবিত লাভ করিয়াছে।’

সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে বক তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, ‘সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরমবন্ধু গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত করুন।’ তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া অমৃতনিষেক দ্বারা গৌতমকে জীবন প্রদান করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্মা পাপপরায়ণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধনসম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্মসদনে[১] সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানানুসারে তাহার অতিথিসৎকার করিলেন। এ দিকে গৌতমও পুনরায় কিরাতভবনে সমুপস্থিত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ভে দুষ্কর্ম্মকারী পুত্র-সমুদয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বকবধ করিলে দেবগণ তাঁহাকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ‘ঐ কৃতঘ্ন পাপাত্মা গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিশেষে নরকগামী হইবে।’

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের কোনরূপেই নিষ্কৃতি-লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি অনন্তকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষী ও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান-লাভ, ভোগ্য-বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন।

আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! আপনি পরম-পবিত্র রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদয় আশ্রমবাসীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

ভীষ্ম কহিলেন, “বৎস! ধর্ম্মের[১] অসংখ্য[২] দ্বার[৩]। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। আশ্রমসমুদয়ে যাগযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ফল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ তপস্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। যে, যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে, তাহাকে নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহলোকে মোক্ষলাভার্থ যত্নবান হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ। ধনক্ষয় অথবা স্ত্রী, পুত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে কোন বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক শোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।”

শোকনাশের উপায়—বিপ্র-সেনজিৎ সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্র-কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর

১। ব্রহ্মার আলয়ে।

১—৩, ধর্ম্মের অনন্ত পথ নানা প্রকারে ধর্ম্মাচরণ হয়।

হয়, শমগুণাদি[১] অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ শ্রেনজিতের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'মহারাজ। তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কিয়দ্দিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে, তাহাদিগকে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। ফলতঃ কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোক আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।'

শ্রেনজিৎ কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি কিরূপ বুদ্ধি, তপস্যা, সমাধিজ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিষাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ। কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদয় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন দুঃখভোগ করিতেছে। আমি আপনার আত্মাকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না; আবার সমুদয় জগৎকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এই নিমিত্তই আমার অন্তঃকরণে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্রমধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথগ্-ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময়[২] মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাঁহাতেই বিলীন হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহাকে সবিশেষ অবগত হইতে পার নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ?

১। ইন্দ্রিয়াদির সংযম। ২। চৈতন্যময়।

সুখই দুঃখের কারণ—সহিষ্ণুতায় দুঃখনিবৃত্তি

বিষয়লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখনাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখ অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখভোগ করিয়াছিলে, এক্ষণে দুঃখ-ভোগ করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে আবার সুখভোগ করিতে পারিবে। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয়-স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল-ভোগ করিতে হয়। জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতা[১]ময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের[২] ন্যায় অজ্ঞান-সম্ভূত ক্লেশসমুদয় তিল-রাশির ন্যায়[৩] প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতি- জীর্ণ বন্যহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্র-বিয়োগ ও জ্ঞাতি-বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল তুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসারমধ্যে সুখ, দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য সমুদয়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন, কি বন্ধু-সম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, মি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ সমুদয় ব্যক্তিই দৈব-প্রভাবে সুখলাভ করিয়া থাকে। সুহৃদদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখলাভ হয় না। বুদ্ধি ধনলাভের ও মূঢ়তা অর্থলাভের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান্, কি

১। বালুকা। ২-৩। তৈলকারী কলুরা যেমন তিল বা সরিষা ঘানিতে ফেলিয়া পেষণ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানরাশি প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে নিরন্তর নিপীড়িত করে।

নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ দৈব যাহাকে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস[১], গোপ[২], স্বামী[৩] ও তস্কর[৪] ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী; অন্যের তাহার উপর মমতা-প্রকাশ বিড়ম্বনামাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তি[৫] লাভ করিতে পারেন অথবা যাঁহারা নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধি[৬] অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থলাভে সমর্থ হয়েন ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারা সুখলাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় সদসদ্বিবেকবিহীন[৭] গর্ব্বিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে, অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ, কি দুঃখ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থচিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমুদয় মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কৌশলজ্ঞ[১], শাস্ত্রাভ্যাসনিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত[২] হইতে পারেন, শোক তাঁহাকে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ বা আয়াসের[৩] কারণ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়-সমুদয়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে, তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে; আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয়সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয় সুখ বৈরাগ্যজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল সকলেই পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখদুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরাই ঐ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হয়েন না। তাঁহারা সতত বিষয়-সমুদয়ের কামনাকে নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয়-সমুদয় কূর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখন তিনিই আত্মজ্যোতিঃপ্রভাবে স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রহ্মপদার্থলাভ হইয়া থাকে; আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, সেই সময়েই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে।

বিষয়তৃষ্ণাত্যাগে শান্তি—পিঙ্গলার উপাখ্যান

দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে

১। বাছুর। ২। গোয়ালা—দোয়াল। ৩। গো-স্বামী। ৪ দুগ্ধচোর। ৫। গাঢ় নিদ্রার মত সমাধি—গাঢ় নিদ্রায় ও সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ৬ নিরবচ্ছিন্ন সমাধি—যে সমাধির ছেদ নাই। সুষুপ্তির মত যে সমাধি সুষুপ্তি ভঙ্গে তাহার যে প্রাথান দশা অর্থাৎ জাগরণ অবস্থা হয়, এবং সেই সময় যে পূর্ব্ববৎ কাম্য-কল্পনা হইতে থাকে, তাহা সবিকল্প; আর যে সমাধির ভঙ্গ নাই—উত্থান নাই—সমাধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-ভাব, তাহার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। ৭। নিত্য-অনিত্য বস্তু বুঝিতে অক্ষম।

১. কার্য্যকুশলতায় নিপুণ। ২। ব্রহ্ম স্বরূপ। ৩। বিশেষ ক্লেশের।

এবং যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্ব্বে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্লেশের[1] সময়[2] যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে[3] স্বীয় প্রিয়তম[4] কর্ত্তৃক[5] বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্লেশের সময় দৈব্যপ্রভাবে তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, 'হায়! যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এতকাল কামাদি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এক দিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজ আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞানস্তম্ভযুক্ত[6] নবদ্বারসম্পন্ন[7] গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে কখনই তাহাকে কান্ত[8] বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববল ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজ আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আশা-পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই।' পিঙ্গলা এইরূপে আশার উচ্ছেদ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইল।'

হে বৎস! মহারাজ শ্রেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমুদয় ও অন্যান্য যুক্তিযুক্ত উপদেশশ্রবণে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।"

—

১—২। ক্লেশ পাইতে পাইতে—ক্লেশের মধ্য দিয়া। ৩। নায়ক-নায়িকার মিলনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে। ৪—৫। নায়ক উপস্থিত না হওয়ায়। ৬। অজ্ঞানরূপ খুঁটির উপর। ৭। ৯টি ছিদ্রযুক্ত দেহরূপ গৃহ—চক্ষুর ২ কর্ণের ২ নাসিকার ২, মুখের ১, অধের ১, লিঙ্গের ১। ৮। পতিতুল্য প্রিয়।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

ভববন্ধনচ্ছেদনের উপায়—পিতাপুত্র-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই সর্ব্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বর অতিক্রান্ত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য কিরূপে শ্রেয়োলাভ করিবে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই স্থলে পিতা-পুত্র-সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা সেই মোক্ষধর্ম্মার্থকুশল[1] লোকতত্ত্ববিশারদ[2] মেধাবী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতঃ! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বর ক্ষয় হইতেছে, ধীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সম্যক অবগত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা যথার্থরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। আপনার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।'

পিতা কহিলেন, 'বৎস! মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিবে এবং পরিশেষে বিধিপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান[3] ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক মুনি হইবে।'

পুত্র কহিলেন, 'তাত! এই জীবলোক নিরন্তর অভিভূত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ[4] বিষয় সমুদয় নিরন্তর গতায়াত করিতেছে, সুতরাং আপনি কিরূপে আমাকে ঐ প্রকার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন?'

পিতা কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমাকে কি নিমিত্ত এইরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে? জীবলোক কোন্ বস্তু দ্বারা অভিভূত ও কোন্ বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কিরূপ অমোঘ বিষয়-সকলই বা নিরন্তর গতায়াত করিতেছে?'

পুত্র কহিলেন, 'তাত! এই জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিভূত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুঃক্ষয়কর রাত্রি-সমুদয় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে! আপনি কি নিমিত্ত ইহা

১। মুক্তিধর্ম্মে নিরত। ২। জীবলোকতত্ত্বজ্ঞ। ৩। অগ্নিস্থাপন। ৪। অনিবার্য্য।

অবগত হইতেছেন না? আমি যখন বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, রাত্রি[১] সকল[২] প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কিরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব? যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প-সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুখসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায়, সেইরূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্যকর্ম্মের ফলভোগপ্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কালপ্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য, অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহপ্রভাবে পুত্র-কলত্রাদির কার্য্য-সাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে ভরণপোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়-সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদিপরিবৃত[৩] মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণিকার্য্যে[৪] সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই

১—২। রাত্রির পর রাত্রি। ৩। স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারে পরিবেষ্টিত। ৪। দোকান, হাট, বাজার প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে।

মৃত্যু তাহাকে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কি শূর, কি ভীরু, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, মৃত্যু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না।

হে তাত। যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্ত-সমুৎপন্ন দুঃখ-সমুদয় দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? জীব জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য; অরণ্য দেবতার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়ঃ। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসারবন্ধনের রজ্জু[১]। পুণ্যবান্ লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা, সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনাস্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না।

সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য-আগমপরায়ণ[২] হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজিত করিবে। মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে; তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম, ক্রোধ ও হিংসাশূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান এবং সমদুঃখসুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ[৩] উপস্থিত হইলে আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাগ্‌যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্টফলোপধায়ক[৪] ক্ষাত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ[৫], তিনি

১। পাশ—দড়ি। ২। সত্য-উপদেশক—শাস্ত্রে নিষ্ঠাবান। ৩। মাঘ মাস—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সূর্য্যের ক্রমশঃ উত্তর দিকে গতি বলিয়া এই কালের নাম পবিত্র উত্তরায়ণ। ৪। অ.নষ্ট ফলজনক। ৫। ব্রহ্মে অর্পিত।

নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার[১] গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকিত্ব[২], সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বন্ধু-বান্ধব ও পুত্র-কলত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই, অতএব বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।'

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।"

—

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

বাসনাবিহীনের সুখশান্তি—শম্পাকবৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যাহারা ধনবান্ বা নির্দ্ধন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ-দুঃখ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে শম্পাকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন হইল, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যদুঃখ-নিবন্ধন অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ এবং স্বীয় পত্নীর কুৎসিত ব্যবহারে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাপূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র বিবিধ সুখ-দুঃখ মানবগণকে আশ্রয় করে; কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইবামাত্র উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর আহ্লাদ বা কাতরতায় অভিভূত হইতে হয় না। তুমি সেই কামবিহীন হইয়াও চিত্তসংযমে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া মোক্ষধর্ম্মের অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইতেছ না। ধনদারাদি সমুদয় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলে অনায়াসে সুখলাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন[১] ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাত্রোত্থান করে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ সুখলাভের একমাত্র নিদান। কামাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য[২] আছে যে, রাজ্যেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের[৩] ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন আর অকিঞ্চন[৪] ব্যক্তি ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, অশুভ গ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না[৫]। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহু উপাধান[৬] করিয়া ধূলিতে শয়ন করেন, দেবতারাও সতত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধ-লোভের বশীভূত হইয়া বক্রভাবে দর্শন, মুখবিকার-প্রদর্শন, ভ্রূকুটি-বন্ধন, অধরোষ্ঠ-দংশন ও দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগপূর্ব্বক পৃথিবীদানে উদ্যত হইলেও কেহ তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না।

ঐশ্বর্য্যসেবা[৭] অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া সমীরণ-সঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন 'আমি কেবল মনুষ্য নহি, রূপবান, ধনবান্ ও সৎকুলোদ্ভব, এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমান নিবন্ধন চিত্তের প্রমাদ[৮] উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়। তখন ব্যাধ যেমন শরনিকরে মৃগকে আহত করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত[৯] পরস্বাপহারী দস্যুকে রাজদণ্ড

১। পত্নীর—গর্ভে আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়; আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" (শ্রুতি)। ২। নির্জনতা।

১। ধনাদি সর্ব্বশূন্য দরিদ্র। ২। পার্থক্য। ৩। শত্রুর আক্রমণে মৃত্যুগ্রস্তের। ৪—৫। যিনি ধনরত্ন পরিত্যাগ করিয়া বিমুক্ত ও আশাহীন হইয়াছেন অগ্নি, তস্করাদি উপদ্রব, মৃত্যু ও দস্যুগণ হইতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ৬। শিয়রের বালিশ। ৭। বিষয়ভোগ। ৮। ভ্রান্তি। ৯। বিপরীত পথে চালিত—উন্মত্ত।

দ্বারা তাড়িত করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণ[১] প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ ক্লেশও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনিত্য পুত্রাদি-কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংসার-ধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি সহকারে সেই সমুদয় দুঃখের প্রতীকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন এবং সদগতি বা সুখলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই; অতএব আপনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখী হউন।'

হে মহারাজ! পূর্ব্বে হস্তিনানগরে মহাত্মা শম্পাক আমার নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; অতএব সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।"

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অর্থাভাবে মঙ্কি মহর্ষির অশান্তি—ত্যাগে শান্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যদি কেহ কৃষি, বাণিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া, ধন লাভ করিতে না পারিয়া ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্য্যাদিলাভে অনাস্থা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। পণ্ডিতেরা ঐ পাঁচটিকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই।

মহাত্মা মঙ্কি নির্ব্বেদ[২] উপস্থিত হইলে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মা বারংবার ধনলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ ধন দ্বারা দুইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন। ঐ বৎসদ্বয় মঙ্কির আবাসে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত। একদা হতভাগ্য মঙ্কি উহাদিগকে ভূমিকর্ষণে শিক্ষিত করিবার অভিলাষে যুগকাষ্ঠে[১] সম্যক্‌রূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় উহারা পথিমধ্যে এক উষ্ট্রকে শয়ান দেখিয়া সহসা বন্ধনছেদনপূর্ব্বক মহাবেগে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ[২] করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। তখন মঙ্কি সেই বৎসদ্বয়কে পরম শত্রু উষ্ট্র কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ[৩] ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিলেন, 'যে অর্থ দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি বিশেষরূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে না। আমি নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎসদ্বয় ক্রয় করিয়া ধনলাভের বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে এ বিষয়েও এই দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। আমার এই প্রিয় বৎসদ্বয় উৎপথগামী উষ্ট্রের গমনদোষে বারংবার উৎক্ষিপ্ত মণিদ্বয়ের ন্যায় লম্বমান হইতেছে। এক্ষণে দৈব ব্যতীত এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে পৌরুষপ্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে উহা যে দৈবায়ত্ত, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে। যাহা হউক, সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি এককালে অর্থসাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। মহাত্মা শুকদেব সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটি অতি উত্তম কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদয় অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন আর যিনি সমুদয় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগ-বিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়। পূর্ব্বে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ়, তাহাদিগেরই শরীর ও জীবনরক্ষায় মহাযত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব হে অর্থকামুক মন! তুমি আশা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন কর। পূর্ব্বে তুমি বারংবার আশা কর্ত্তৃক বঞ্চিত

১। অস্ত্রাঘাতে দেহ বিদারণ। ২। অনুশোচনা-জাত ঘৃণা।

১। যোয়ালে ২। উর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ। ৩। হৃত—আক্রান্ত।

হইয়াছ, তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই। এক্ষণে যদি তোমার আমাকে বিনাশ না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আর আমাকে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না। তুমি বারংবার ধনসঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে পার নাই, তথাপি তোমার ধনাশা নিবৃত্ত হইতেছে না। আর কবে উহা তিরোহিত হইবে? হায়! আমার কি মূর্খতা! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র[১] হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। কি পূর্ব্বে, কি এক্ষণে, কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা-সন্দর্শনে সমর্থ হয় নাই। অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমুদয় পরিত্যাগ করাতে আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

হে বাসনা! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত সুকঠিন। নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? আমি তোমাকে এবং তোমার প্রিয়বস্তু-সকল অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু[২] হইয়া পরমাত্মা হইতে পরম সুখলাভ করিব। তুমি সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হইয়া থাক; অতএব আমি সঙ্কল্পত্যাগ করিলেই তুমি সমূলে উন্মূলিত হইবে। অর্থস্পৃহা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয়। এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও অর্থলাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোনক্রমে অর্থলাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তিলাভ হয় না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার বিনাশের মূল; অতএব হে বাসনা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। যে পঞ্চভূত আমার দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিয়া সুখে বাস করুক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত। তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতঃপর আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রতা আশ্রয় করিব। আমি হৃৎপদ্মে সর্ব্বভূত ও আত্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক যোগ বিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদি[১] জ্ঞানে[২] একাগ্রতা ও ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া অনাসক্ত-চিত্তে নিরুপদ্রবে পরম সুখে এই জগতে বিহার করিব।

বাসনা! আর তুমি আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদয়ই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করিব। ধনের অনেক দোষ। মনুষ্যের ধনক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিকে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান করে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখলাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখজালে জড়িত। যাহার ধন থাকে, দস্যুগণ তাহাকে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক উদ্বেজিত[৩] করে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহু কালের পর জানিলাম যে, অর্থলালসা অতিশয় ক্লেশকর। অতএব হে বাসনা! তুমি আর আমাকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিও না। তুমি অনলের ন্যায় শরীর দগ্ধ করিয়া থাক; তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও দুরাকাঙ্ক্ষ[৪]; তোমার যখন যাহাতে অভিরুচি হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে আমাকে অনুরোধ কর। কোন্ বস্তু সুলভ আর কোন্ বস্তু দুর্ল্লভ, তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের[৫] ন্যায় তোমাকে কোনরূপেই পরিপূর্ণ করা যায় না[৬]। তুমি পুনরায় আমাকে দুঃখে পতিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আজ অবধি আমি এককালে তোমার সহবাসে বিরত হইলাম। আজ দ্রব্যনাশ[৭] নিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে আমি সহসা সমুদয় সুখভোগে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ[৮] করিব না। ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ তোমার প্রীতিসাধন করিতে গিয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে

১। খেলার পুতুল। ২। হিতাভিলাষী।

১—২। শ্রবণাদি বিষয়ে। ৩। উদ্বিগ্ন। ৪। দুষ্টবাসনাযুক্ত। ৫—৬। পাতালের গভীর গর্ত্ত যেমন কিছুতেই পূর্ণ হয় না, তদ্রূপ তোমাকেও কোনরূপেই পরিপূরণ করা যায় না। ৭। ধনাদি দ্রব্যবিনাশ। ৮। পূর্ণকাম।

ধননাশ নিবন্ধন বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে পরম সুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষপূর্ব্বক অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন ধারণপূর্ব্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরম শত্রু, সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না; এক্ষণে বৈরাগ্য, নির্বৃতি[১], তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করুক। আমি এখন লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখী হইয়াছি; আর লোভের বশীভূত হইয়া অজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় দুঃখভোগ করিব না।

যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তাহার সেই পরিমাণে সুখলাভ হয়। কামাধীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দুঃখই ভোগ করে। রজোগুণ-প্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধ বশতঃ দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হ্রদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক সমুদয় কার্য্যে সুখানুভব করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখসমুদয় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভীষণ শত্রুর ন্যায় কামকে বিনাশপূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মরূপ সুখময় পুরে প্রবেশ করিয়া নরপতির ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিব।'

হে ধর্ম্মরাজ। মহাত্মা মঙ্কি এইরূপে গোবৎস-নাশজনিত বৈরাগ্যপ্রভাবে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দস্বরূপে উৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

শান্তিপ্রদ উপদেশ—জনক-বোধ্যসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির। পূর্ব্বকালে শান্তগুণাবলম্বী বিদেহাধিপতি জনক এই উপলক্ষে কহিয়াছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যার পর নাই অকিঞ্চন; এই মিথিলানগরী সমুদয় ভস্মাবশেষ[১] হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধ্যের যে এক উপদেশবাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নরপতি যযাতি শান্তগুণান্বিত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহর্ষে! আপনি কোন বুদ্ধি অনুসারে শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

বোধ্য কহিলেন, 'মহারাজ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি; কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না। যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিবেচনা করুন। পিঙ্গলা, একটি ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, এক জন শরনির্ম্মাতা ও এক কুমারী এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা।'

হে বৎস যুধিষ্ঠির। আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আশাকে বিনাশ করিতে পারিলেই পরমসুখ লাভ হয়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষভোজী ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটি ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম সুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। দেখ, সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরমসুখে অবস্থান করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন পূর্ব্বক নিরুপদ্রবে পরম সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। এক শরনির্ম্মাতা শরনির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সম্মুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি অতিথিকে ভোজন করাইবার বাসনায় উদূখলমুষল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত[২] শঙ্খ-সমুদয় বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল। তখন সে

১। চিত্তস্থৈর্য্য-জনিত সুখ।

১। অগ্নিদাহে ভস্মমাত্র অবশিষ্ট। ২। হস্তস্থিত—উদূখলে মুষল দ্বারা আঘাত করার সময় হাতের অনেকগুলি শাঁখার পরস্পর আঘাতে শব্দ হয়।

অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহা কলহ উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শঙ্খ চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

সংসারের অনিত্যতাবোধে বৈরাগ্যোদয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য কিরূপ চরিত্র আশ্রয় করিলে শোকশূন্য হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করে এবং কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আজগর-প্রহ্লাদসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিত্তে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি বিষয়বাসনাশূন্য, নিরহঙ্কার, পরম দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্যোগী[১] অসূয়াবিহীন, সত্যপরায়ণ, প্রতিভা-সম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আপনার বিষয়লাভের প্রার্থনা নাই, ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাদরও করেন না। প্রজা-সকল বিষয়স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু আপনি বিমনস্ক[২] হইয়া নিত্য পরিতৃপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থকামেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। ঐ ত্রিবর্গসাধনে আপনার কিছুমাত্র অধ্যবসায় নাই। আপনি রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমুদয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সাক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কিরূপ, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

তখন সেই লোকধর্ম্মবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'দানবরাজ! সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত-সমুদয়ের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইতেছে, এই কারণে আমি হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রবৃত্তি-সমুদয় স্বভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজা-সকলের অন্য আশ্রয় নাই; এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগ-সকল বিয়োগের বশীভূত এবং সঞ্চয়-সমুদয় বিনাশের অধীন; এই নিমিত্ত আমি কোন বস্তুলাভেই মনোনিবেশ করি না। গুণযুক্ত, ভূতসমুদয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই লিপ্ত হয় না। সাগরগর্ভে কি মহৎ ও কি সূক্ষ্ম সকল জন্তুরই পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে; পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয় বিনাশের বশীভূত এবং অন্তরীক্ষচর[১], দুর্ব্বল ও বলবান্ পক্ষিগণও মৃত্যুর আয়ত্ত। নভোমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয় কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এইরূপে সকল ভূত মৃত্যুর বশীভূত হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া থাকি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে প্রভূত ভোজ্যও ভোজন করি এবং কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বহু দিন অতিক্রম করিয়া থাকি। লোকে আমাকে কখন সুস্বাদু প্রচুর ভোজ্য, কখন বা অল্পমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে; কখন কখন আমাকে অনাহারেও কালযাপন করিতে হয়। আমি কখন তণ্ডুলকণা, কখন তিলকল্ক[২], কখন বা পলান্ন[৩] ভোজন করিয়া থাকি। কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে, কখন বা ভূতলে শয়ন করি; কোন দিবস চীর, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগে অনাস্থা প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্লভ, তাহা লাভ করিতেও আমার অভিরুচি হয় না।

কামনাত্যাগে আসক্তিত্যাগ

হে দানবরাজ! আমি পবিত্রভাবে এইরূপ অবিনশ্বর[৪] মঙ্গলজনক শোকাপনোদক আজগরব্রত[৫] অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ এই

১। সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাহীন। ২। বিমনা—অভিনিবেশশূন্য।

১। আকাশচারী। ২। তিলের খৈল। ৩ মাসান্ন—মাংস সহযোগে পক্ব পোলাও ৪। অক্ষয় ৫। আহারে নিশ্চেষ্টতারূপ অজগরের জীবিকার্জ্জন নিয়ম—ছাগল গিলিতে সক্ষম, এইরূপ বড় মোটা সাপ দেহভারে নড়িতে না পারায় আহার-চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট হইয়া মুখ হাঁ করিয়া বনমধ্যে শুইয়া থাকে, বনপশু পথ চলিতে চলিতে তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে সে গিলিয়া ফেলে।

ব্রত অবলম্বন করিতে পারে না। ইহা ব্রহ্মলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কদাচ বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট[১] নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্ব্বাপর সমস্তই অবগত আছি এবং ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, ইহাতে পানভোজনের নিয়ম নাই। এই ব্রতপরায়ণ হইয়া আমি বিলক্ষণ সুখসম্ভোগ করিতেছি। দুরাত্মারা কখন ঐ সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। মূঢ় ব্যক্তিরা তৃষ্ণাপ্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া থাকে। আমি তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগমের নিমিত্ত আর্য্য ও অনার্য উভয়বিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তিনিষ্ঠ[২] ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমুদয়ই বিধি-নির্দ্দিষ্ট; ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে।

এক্ষণে আমি ভয়, অনুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় সমীপে সমুপস্থিত ফল-ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সততই ধৈর্য্য-সম্পন্ন ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকি। শয়নভোজনাদি বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ব্রতনিয়মপরায়ণ শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্যফল[৩] সঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাসনা আমার চিত্তকে পরিণামে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত তাহাকে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য, মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া ঐ সমুদয় হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক এই আজগর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। কবিগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনার ও অন্যের মত লইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। মূর্খ মনুষ্যেরা এই বিষয়ে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহাদের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জনসমাজে এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছি।'

হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া এই আজগরচরিত ব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখভোগে সমর্থ হয়।"

—

অশীত্যধিকশততম—অধ্যায়

প্রজ্ঞার প্রশংসা—ইন্দ্র কাশ্যপ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বান্ধব, কর্ম্ম, ধন ও প্রজ্ঞা এই সমুদয়ের মধ্যে মনুষ্য কাহাকে আশ্রয় করিলে সুখী হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! প্রজ্ঞাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজ্ঞালাভের তুল্য পরমলাভ আর কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। মহাত্মা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও মঙ্কি স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর একমাত্র প্রজ্ঞাপ্রভাবেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রজ্ঞার তুল্য পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ইন্দ্র ও কাশ্যপ-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক ধনবান্ বৈশ্য গর্ব্বিত হইয়া এক কশ্যপকুলসম্ভূত তপোধনকে রথচক্রাঘাতে নিপীড়িত করিয়াছিল। ঋষিকুমার সেই আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং মনোমধ্যে যার পর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, 'ইহলোকে নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র; অতএব আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।'

বৈশ্যবঞ্চিত বিপ্র ও শৃগালরূপী ইন্দ্রবৃত্তান্ত

তপোধন মনে মনে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দুঃখ দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া শৃগালরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট

১। নিজধর্ম্ম হইতে চ্যুত। ২। শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ৩। কর্ম্মফল।

আগমন করিয়া কহিলেন, 'তপোধন। সমুদয় প্রাণীই মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয়। তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়; অতএব কি নিমিত্ত সুদুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া মূঢ়তা বশতঃ মৃত্যু কামনা করিতেছ? ধনলাভ কেবল অহঙ্কারের হেতু। তুমি ধনলোভ নিবন্ধন কি নিমিত্ত স্বীয় মনুষ্য-দেহ বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইতেছ? ইহলোকে যাঁহাদিগের হস্ত আছে, তাঁহারাই কৃতার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তোমার যেমন ধনলাভে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আমরাও তদ্রূপ হস্তলাভের নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকি। হস্তলাভের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আমরা পাণিবিহীন হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশমশকাদি দংশনপরায়ণ প্রাণিগণকে বিনাশ করিতে পারি না, কিন্তু যাঁহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলি-সমন্বিত হস্তদ্বয় বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অঙ্গ হইতে কৃমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডূয়ন দ্বারা দংশন-নিরত প্রাণিগণকে বিনাশ, বর্ষা, হিম ও রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও বাসস্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ইহলোকে মানবগণ হস্তসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই গো প্রভৃতি পশুগণ দ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং আত্মসুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ উপায় দ্বারা উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ফলতঃ যাহারা অজিহ্ব, অল্পবল ও হস্তবিহীন, তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

তুমি আপনার সৌভাগ্যবলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছ এবং শৃগাল, কৃমি, মূষিক, সর্প বা মণ্ডূককুলে অথবা অন্য কোন পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ কর নাই। এই লাভেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। এই দেখ, কৃমিগণ আমাকে নিরন্তর দংশন করিতেছে, কিন্তু আমি হস্তাভাব নিবন্ধন উহাদিগকে গাত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যদি আমি এই যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাকে ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভয়েই আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি না। আমি যে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ। ইহা অপেক্ষাও বহুতর অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্তপদাদির সদ্ভাব ও অসদ্ভাব নিবন্ধন একজাতীয় প্রাণিগণকে অন্যজাতীয় প্রাণিগণ অপেক্ষা সুখী লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী প্রভৃতি কাহাকেও সম্পূর্ণ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না।

আশাবৃদ্ধিতে আসক্তিবৃদ্ধি—প্রজ্ঞায় আসক্তিনাশ

মনুষ্যগণ প্রথমতঃ আঢ্যতা[১] লাভ করিয়া রাজ্য, রাজ্যলাভানন্তর দেবত্ব ও দেবত্বলাভের পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যদিও তুমি ধনবান্ হও, তথাপি ব্রাহ্মণত্ব প্রযুক্ত রাজ্যলাভে অসমর্থ হইবে। যদি কথঞ্চিৎ রাজ্যলাভ করিতে পার, তাহা হইলে দেবত্বলাভে অভিলাষ করিবে এবং দেবত্বলাভ করিলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে। কিন্তু তুমি ধনাঢ্যই হও কিংবা রাজত্ব, দেবত্ব বা ইন্দ্রত্ব লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে পারিবে না। প্রিয়লাভ দ্বারা মানবগণের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। বিষয়লাভ হইলে তাহাদিগের বিষয়তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া সমিধসম্পন্ন[২] হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আর দেখ, তোমাতেই তোমার শোক হর্ষ ও সুখ-দুঃখ সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে এরূপ বিলাপ না করিয়া হর্ষ দ্বারা শোক মার্জ্জন করাই তোমার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বাসনা ও কার্য্য-সমুদয়ের মূলস্বরূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় শরীরমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং যিনি কল্পিত[৩] দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় বাহুচ্ছেদজনিত দুঃখচিন্তার ন্যায় দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে কদাপি ভীত হইতে হয় না। স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রভাবে রসজ্ঞানবিহীন হইতে পারেন, কাম তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। এই পৃথিবীর ভক্ষ্যদ্রব্য সমুদয়ের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই, তাহার

১। ধনিকত্ব। ২। কাষ্ঠপ্রাপ্ত। ৩। স্বপ্ন-কল্পিত—স্বপ্নে দুইটি মস্তক, তিনখানা হস্তদর্শন, তৎসঙ্গে একটি মস্তক ও একখান হাত কর্ত্তনদর্শন। দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় হস্ত যেমন মিথ্যা নিষ্ফল, হর্ষশোকও তদ্রূপ [illegible]।

কিরূপ আস্বাদ, তাহা কখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না দেখ, মদ্য ও লড়ুক[১] পক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই, কিন্তু ঐ উভয়ের যে কিরূপ আস্বাদ, তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না; অতএব অপ্রাশন[২], অসংস্পর্শ[৩] ও অদর্শনরূপ ব্রত অবলম্বন করাই পুরুষের শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই।

আর দেখ, হস্তসমন্বিত বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বারংবার বন্ধনভয়ে ভীত হইয়াও হাস্যকৌতুক ও বিহারাদি দ্বারা কাল হরণ করিতেছে. অনেক বাহুবলসম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে যত্নবান হইয়াও ভবিতব্যতার[৪] অখণ্ডনীয়ত্ব[৫] প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচবৃত্তি অনুশীলন করিয়া থাকেন। চণ্ডালও মায়াপ্রভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা আত্মপরিত্যাগের ইচ্ছা করে না এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলহস্ত, পক্ষহত[৬] ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর। যদি তোমার দেহ ভয়শূন্য ও রোগবিহীন এবং অঙ্গ-সমুদয় অবিকল হয়, তাহা হইলে তুমি কখনই জনসমাজে ধিক্কৃত বা জাতিভ্রংশকর অপবাদে আক্রান্ত হইবে না; অতএব এক্ষণে তুমি আত্মপরিত্যাগের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যদি তুমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার এই সমুদয় বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে অবশ্যই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফললাভে সমর্থ হইবে। এক্ষণে তুমি অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্যানুষ্ঠান, দান ও দমগুণ আশ্রয় কর। কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা করিও না। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত হইয়া যজন ও যাজনকার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কখন শোক অথবা অশুভ চিন্তা করেন না। যাঁহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান হইয়া যার পর নাই সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আর যাহারা আসুর[৭] নক্ষত্রে, কুতিথিতে ও অশুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফলবিহীন হইয়া পরিশেষে আসুরযোনিতে উৎপন্ন হইতে হয়।

শৃগালরূপী ইন্দ্রের উপদেশে কাশ্যপের মোহনাশ

আমি পূর্ব্বজন্মে বেদনিন্দক, পুরুষার্থশূন্য[১], আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অনুরক্ত, কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক ও পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ ছিলাম। বিচারস্থলে কটুবাক্য-প্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতাম। সেই নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে হইতেছে. অতঃপর যদি শত শত দিবারাত্র অবসানেও আমার পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সতত সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, যজ্ঞ-দাননিরত ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিব।'

শৃগালরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে কশ্যপ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুররাজের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।"

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

পাপপুণ্যের কুফল-সুফল--কর্ম্মগতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা প্রজ্ঞা ও শ্রেয়োলাভের হেতু কি না? তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বুদ্ধি কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেই চিত্ত পাপকর্ম্মে নিরত হয় এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থান করিতে হয়। পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে। আর দমগুণান্বিত শুভাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী[৩] রজ্জু[৪] দ্বারা

---

১ লড়ুক নামক পক্ষী—লড়াক পাখী। ২। অভোজন—না খাওয়া। ৩। স্পর্শ না হওয়া—না ছোঁয়া। ৪। দৈবনির্ব্বন্ধের। ৫। অমোঘত্ব—অবশ্যম্ভাবনীয়তা। ৬। পক্ষাঘাতগ্রস্ত—অসাড়। ৭। উগ্র—উগ্রনক্ষত্রজাত ব্যক্তি উগ্রপ্রকৃতি হয়।

১. ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষহীন। ২. তর্ক ৩—৪. হস্তবন্ধনের দড়ি।

বন্ধ ও নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ব্যাল[১], কুঞ্জর, সর্প ও তস্কর-পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতে হয় আর যাঁহারা সাধুসহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথিপ্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তুল্য পদবীতে পদার্পণ করেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধান্যমধ্যে পুলাক[২] ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্য-মধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকে। ফলতঃ সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয়। কাল জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ফল-পুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফলস্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না।

মানবগণ গর্ভশয্যায়[৩] শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মাকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকটে গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-সমুদয় কর্ত্তার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোবনে বাস করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা পাপরাশি দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাদিগেরই অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন আকাশমার্গে পক্ষিগণের এবং সলিলমধ্যে মৎস্যসমূহের গমনকালে পদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও লক্ষিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে অন্যান্য বাগাড়ম্বর[৪] বা দোষকীর্ত্তনে প্রয়োজন নাই, কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত[৫] হইবে যে, মনুষ্য বিবেচনাপূর্ব্বক আপনার হিতোপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।"

১। তীব্র বিষসম্পন্ন ক্রোধন সর্প। ২। অসার ধান্য—আগরা চিটা। ৩। মাতার উদরে। ৪। বাক্যবিস্তার। ৫। যথেষ্ট।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

সৃষ্টি-প্রকরণ—ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ মহাত্মাতেই বা ইহা প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হইবে? ভূত-সমুদয় কিরূপে সৃষ্ট হইল, কি প্রকারেই বা ইহাদিগের বর্ণবিভাগ[১], শৌচাশৌচ-নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিধি-নির্দ্দেশ করা হইল? প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে, আর ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার, আপনি এই সমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে তপোধন ভৃগু যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত[২] মহর্ষি ভৃগুকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি, ভূমি ও বায়ুসমাবৃত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে? কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হইবে? প্রাণিসকল কিরূপে সৃষ্ট হইল? কিরূপেই বা উহাদিগের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচ-নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিধি নির্দ্দেশ করা হইল? জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে? ইহলোকে ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমস্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

ব্রহ্মসঙ্কাশ[৩] ভৃগু মহাত্মা ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানস নামে এক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যয়, পরম দেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং

১। জাতিবিভাগ। ২। প্রদীপ্ত কান্তিযুক্ত। ৩। ব্রহ্মতুল্য।

অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল অনন্তর সেই ভগবান স্বয়ম্ভু একটি তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন. সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র 'সোহহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বত-সকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র-চতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত-সমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টিনির্ম্মাতার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মা ভূত-সকলকে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। অপ্রশস্তমনা দুরাচারেরা তাঁহাকে বিদিত হইতে পারে না। তাহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।'

ভুবনের সংস্থান-পরিমাণ—আকাশের অসীমতা

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্. আপনি নভোমণ্ডল, দিক্‌সমুদয়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদয় পদাথের পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, 'তপোধন। আকাশমণ্ডল অনন্ত, রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে[১] সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। উঁহাদিগের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজঃপুঞ্জকলেবর দেবতা বাস করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারে পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি; এদিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভুজঙ্গলোক, ভুজঙ্গলোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে। অতএব দেবতারাও আকাশ, অগ্নি, বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদয় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ যে বিবিধ শাস্ত্রমধ্যে ত্রৈলোক্য ও মহাসাগরের পরিমাণ কোটি যোজন বিস্তারাদিরূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতমাত্র[১] সন্দেহ নাই। যে বস্তুর চরম-সীমা অদৃশ্য ও অগম্য, কোন্ ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ ও দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত[২] নামের অনুরূপ[৩] রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্য রূপ কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে? এইরূপে সেই মহাত্মা পদ্ম হইতে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মময় প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্। যদি ব্রহ্মা পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পদ্ম তাঁহার অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; তবে আপনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? এক্ষণে আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অপনোদন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, 'হে ভরদ্বাজ। মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, উহার আসনবিধানার্থ পৃথিবী পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বাস করিয়া লোকসৃষ্টি করিয়া থাকেন।'

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মার সৃষ্টি—সৃষ্টির ক্রমবিকাশ

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্। ব্রহ্মা সুমেরুতে অবস্থান করিয়া কিরূপে এই বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

১। ভূ, ভুব, স্ব, জন, মহ, তপ, সত্য—৭ লোক; অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল, পাতাল—৭ পাতাল।

১। ভ্রান্তি-কল্পিত। ২। অসীম। ৩। অনন্ত রূপ ও গুণ পরিচিত পুরুষ।

ভৃগু কহিলেন, 'মহাত্মন। ভগবান কমলযোনি মানসিক কল্পনাপ্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের রক্ষণার্থ প্রথমতঃ সলিলের সৃষ্টি করেন। সলিল প্রজাগণের জীবনস্বরূপ। উহার প্রভাবেই জীবগণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহার অভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা দ্বারা এই বিশ্বসংসার সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ পৃথিবী পর্ব্বত ও মেঘ প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তিমান পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদয়ই সলিল হইতে সম্ভূত।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন! স্থূল অবয়বসম্পন্ন জল, অগ্নি, বায়ু ও পৃথিবী কিরূপে সৃষ্টি হইল, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।'

ভৃগু কহিলেন, 'দ্বিজবর! পূর্ব্বে ব্রহ্মকল্পে[১] ব্রহ্মর্ষিদিগেরও এইরূপ লোকসম্ভব[২] বিষয়ে মহা সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সন্দেহ হওয়াতেই তাঁহারা আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ করিয়া মৌনভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৈব[৩] শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণগণ! পূর্ব্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের ন্যায় সলিল ও সলিল হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্রশূন্য পাত্র জলপূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিলযুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলরাশি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল সেই সমুদ্রসমুত্থিত বায়ু অদ্যাপি আকাশমার্গে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর জল ও বায়ুর সংঘর্ষণে মহাবল-পরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ[৪] হুতাশন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমীরণ সংযোগে জল ও আকাশকে একত্রিত করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উত্থিত হইবার সময় উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী নানাবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান। ইহাতে সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।'

১। ব্রহ্মকল্পে—ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে—ব্রহ্মার দীর্ঘকালব্যাপী সৃষ্টিসময়ে। ২। লোকসম্ভব—লোকসৃষ্টি। ৩। দৈব—দেবপরিমাণে—মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন। ৪। ঊর্দ্ধতেজ—ঊর্দ্ধগতিসমন্বিত প্রভাযুক্ত।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ক্ষিতি আদি পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্। পূর্ব্বকালে সর্ব্ব লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের[১] সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কি আর প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জরায়ুজ, স্বেদজ ভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটিই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, 'তপোধন। অপরিমেয় পদার্থই মহৎশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়া মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদয়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদয় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণিগণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক[২], ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক[৩], রসনা জলাত্মক[৪], ত্বক বাতাত্মক[৫], চক্ষু তেজোময়[৬]।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ব্রহ্মন! কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদয় পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবরদেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না? দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না উহাদের শরীরেও রুধিরাদি দ্রবপদার্থ[৭], অগ্নিস্থ[৮] তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু

১। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই পাঁচ পদার্থের। ২। আকাশধর্ম্মা—শব্দ ধ্বনিত হইয়া শ্রবণগোচর হয়। ৩। পৃথিবীধর্ম্মা—গন্ধ মৃত্তিকায় থাকে, তাহা ঘ্রাণ দ্বারা অনুমেয়। ৪। জলধর্ম্মা—জল রসের অনুভব হয় রসনায়। ৫। বাতধর্ম্মা—চামড়া বায়ু গ্রহণ করে। ৬। তেজোধর্ম্মা—চক্ষু তেজ দর্শন করে। ৭। জলাংশ ৮। ঘনীভূত অগ্নিতাপ।

ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই; তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ?'

ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্‌! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূলদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্‌গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্‌, ফল ও পুষ্প-সমুদয় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞানবিষয়ে সংশয় কি ? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল-পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শন[1]হীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতাসমুদয় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে. যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে. যেমন মুখ দ্বারা উৎপলনাল[2] গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবন-সহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখ-দুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত[3] হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবরপদার্থ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর-পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশ্লেষণ

পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থিত থাকাতেই তাহারা অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণের শরীরে অবস্থান করিতেছে পৃথিবী ত্বক্‌, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু[1]রূপে, তেজঃ অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা[2], জঠরানলরূপে, আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠ[3]রূপে এবং জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিতরূপে অবস্থিত এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান রূপে রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণিগণের গমনাদিক্রিয়াসম্পাদন ও ব্যান উদ্যম-সাধন এবং অপান গুহ্যদেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে. আর উদানবায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়; এইরূপে এই পঞ্চবিধ বায়ু দেহিগণের চেষ্টা সমাধান করিয়া থাকে। ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ু দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে।

পৃথিবীর পাঁচ গুণ;—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ নয় প্রকার,—ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রূক্ষ ও বিশদ। গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে.

জলের চারি গুণ;—রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে রসের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। রস ছয় প্রকার,—মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু রসগুণ জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

তেজের তিন গুণ;—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এক্ষণে তেজঃ যে ভাবে যেরূপ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রূপ ষোড়শ প্রকার,—হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ। রূপ তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

বায়ুর দুই গুণ;—শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ একাদশ প্রকার,—উষ্ণ, শীত, সুখকর, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রূক্ষ, লঘু, ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার,—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ;

১। দৃষ্টিশক্তি ২। পদ্মনাল—পদ্মের ডাঁটা। ৩। উদগত—গজান।

১। সূক্ষ্ম নাড়ী—শিরা। ২। উত্তাপ। ৩। উদর।

এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে[1] বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও রথ প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমস্ত শব্দ শ্রবণ করা যায়, তৎসমুদয়ই আকাশ-সম্ভূত; এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতা বশতঃই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণিগণের শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয়-সমুদয় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল, অগ্নি ও বায়ু ইহারা নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারা প্রাণিগণের শরীরের মূল।'

—

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

শরীরস্থ অগ্নি-বায়ুর বিবরণ

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ভগবন্! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভপূর্ব্বক কিরূপে প্রাণিগণের দেহে রহিয়াছে এবং বায়ুই বা ঐরূপ শরীর লাভ করিয়া কি প্রকারে জীবগণের দেহের চেষ্টা সমাধান[2] করিতেছে?'

ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া, বলবান অনিল প্রাণিগণের দেহে যেরূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণিগণের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শরীররক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি-সমভিব্যাহারে সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয়স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিকে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমানবায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে অপানবায়ু বস্তিমূল[3] ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে, অধ্যাত্মবিৎ[1] পণ্ডিতেরা তাহাকে উদানবায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যানবায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে[2] অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান-বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি[3] ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্য[4]দেশ হইতে পায়ু[5] পর্য্যন্ত একটি স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তভাগেই গুহ্য। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক্ হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল[6] শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সাহচর্য্যে[7] ঐ সমুদয় শিরা দ্বারা সমুদয় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা; ইহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত[8] হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমনপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পক্কাশয়[9] ঊর্দ্ধভাগে আমাশয়[10] এবং জঠরানলে সমুদয় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি[11] পাঁচ ও নাগকূর্ম্মাদি[12] পাঁচ এই দশবিধ বায়ুপ্রভাবে নাড়ী-সমুদয় দ্বারা শরীরমধ্যে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ[13]ভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগীদিগের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদলাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সংযোগে শরীরমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।'

১। কর্ণপটহাদিতে—কর্ণচ্ছিদ্রের মধ্যে ঢাকের চামড়ার ন্যায় এক প্রকার পরদা থাকে; তাহাতে বাহিরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া শ্রবণগোচর হয়। ২। নির্ব্বাহ—পরিচালনা। ৩। লিঙ্গমূল।

১ সূক্ষ্ম—সন্নি-ধর্ম্মজ্ঞ ২। দেহের হস্ত-পদাদি অংশের সংযোগস্থলে। ৩। চর্ম্ম আদি। ৪। মুখ। ৫। গুহ্যদেশ। ৬। পাকাগ্নি—যে অগ্নি উদরস্থ ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক করে। ৭। সহযোগে। ৮ বাধাপ্রাপ্ত। ৯। পাকস্থলী। ১০। আমাধার—আহার করা মাত্র ভুক্তদ্রব্য অবিকল অবস্থায় যে স্থানে জমা হয়। ঐ স্থলে আম অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায় থাকিয়া অগ্নিতে পক্ক হইয়া বায়ু-সাহায্যে পক্কাশয়ে যায়। এই জন্য একটির নাম আমাশয় ও অপরটির নাম পক্কাশয়। ১১। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান। ১২। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়। ১৩। বক্র।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়

দেহ-জীবাত্মার সম্বন্ধবিষয়ক প্রশ্ন

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মহাত্মন! যদি প্রাণিগণ বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিয়া অঙ্গসঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে এবং যদি জঠরানলই লোকের উষ্মভাব[1] প্রকটন[2] ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে ত প্রাণিগণের জীব নিতান্ত নিষ্ফল। প্রাণিগণ যে সময় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তখন ত তাহাদিগের শরীর হইতে জীব নির্গত হইতে দেখা যায় না। ঐ সময় তাহাদিগকে কেবল বায়ু ও উষ্মভাববিহীন হইতেই দেখা যায়। যদি জীব বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহা বায়ুচক্রের[3] ন্যায় বোধগম্য[4] করা যাইত। বিশেষতঃ যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ[5] থাকিত, তাহা হইলে যৎকালে লোকের দেহ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন জীব নিশ্চয়ই পৃথগ্‌ভূত ও জ্ঞেয়[6] হইত। আর যখন কূপমধ্যে প্রদত্ত জল ও হুতাশনে প্রদত্ত[7] প্রদীপশিখার ন্যায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহাকে এক্ষাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক কলেবরে একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্যান্য ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়। অনাহারে সলিল ও অগ্নি, শ্বাসনিগ্রহে[8] বায়ু, কোষ্ঠ[9]-নিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ব্রণাদি দ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিব্যাদি একমাত্র পদার্থের ধ্বংস নিবন্ধন অন্যান্য পদার্থচতুষ্টয় পৃথগ্‌ভূত ও দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে জীব কাহার অনুগমন, কি শ্রবণ কিরূপে বাক্যপ্রয়োগ করে? আমি পরলোকযাত্রা করিলে এই গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গৃহীতা ও দাতা এই তিন জনকে ইহলোকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনরায় সমাগমের সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গম কর্তৃক ভক্ষিত, শৈলাগ্র হইতে নিপতিত ও অগ্নিতে দগ্ধ মানবগণ কি চৈতন্যলাভ করিয়া পুণ্যের ফলভোগ করিতে পারে? বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে যখন উহা পুনরায় প্ররোহিত[1] হয় না তখন মৃত ব্যক্তি কিরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে? যাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জন্তুগণ যে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই সন্তান-সন্ততি হইতেও আবার অন্যান্য সন্ততির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যাহারা একবার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্মগ্রহণ করে না।'

১। উষ্ণভাব—তাপ। ২। উৎপাদন। ৩। বায়ুমণ্ডলের—বায়ুপ্রবাহের। ৪। গাত্রস্পর্শে অনুভব। ৫। সম্পর্ক—মিলিতাবস্থা। ৬। জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ৭। মিলিত। ৮। শ্বাস সংযম—শ্বাস নিরোধে। ৯। উদর। ১০। বৃক্ষলতাপত্র।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

জীবাত্মার লক্ষণ

ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তরে গমন করে, কেবল শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। সমিধ্[2]-সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মহাত্মন! দাহ্যবস্তুর বিনাশে অগ্নিরও বিনাশ হইয়া থাকে। দাহ্যবস্তু না থাকিলে যে অগ্নি বর্তমান থাকে, তাহার প্রমাণ কি?'

ভৃগু কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! দাহ্যবস্তুর শেষ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। ঐরূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময়জীবস্বরূপ। উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাসপবন[3] রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহার নাশ হইলেই দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি

১। প্রাদুর্ভূত। ২। কাষ্ঠ। ৩। নিশ্বাসবায়ু।

বায়ুর অনুগমন করে। আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকা পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মহাত্মন্! প্রাণিমাত্রেরই শরীরে যে অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি, তাহা কীর্ত্তন করুন। পঞ্চজ্ঞান[১]সমন্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা কিরূপে অবস্থান করিতেছে? এই মেদ, মাংস, শোণিত, স্নায়ু[২] ও অস্থি-সমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত জীবাত্মা নয়নগোচর হয় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক দেহের চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনার মতে জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনই শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে লোকের কখনই শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি[৩] করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য কি?'

ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! মনঃ পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং উহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য্যসাধন করিতেছে। সেই অন্তরাত্মাই রূপ[৪], গন্ধ, আঘ্রাণ, দর্শন, স্পর্শ ও আস্বাদন প্রভৃতি[৫] কার্য্য করিয়া থাকে। উহারই সুখ-দুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইলে দেহ আর কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নিস্বরূপ আত্মার বিয়োগ নিবন্ধন লোকের রূপ স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদয় জগৎ জলময়, জল জীবগণের মূর্ত্তিস্বরূপ। লোকবিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদয় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ-সমুদয়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ[১] এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদয় জীবের হিতকারী, যোগাদি দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সুখ-দুঃখভোগের দ্বার। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরমাত্মা নির্গুণ, উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংস্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশ নাই, যাহারা আত্মার ধ্বংস নিরূপণ করে, তাহারা মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে, দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

হে দ্বিজোত্তম! আত্মা এইরূপে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছে। তত্ত্ব-দর্শীরাই কেবল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগসাধন ও অল্পাহারপ্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্মসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। শরীরমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান যে মানসিক জ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।'

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

সৃষ্টির জাতিগত সত্ত্বাদি গুণসন্নিবেশ

ভৃগু কহিলেন, 'হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি-দিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত, বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্যজাতির

১। পাঁচ ইন্দ্রিয়। ২। সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী। ৩। বাক্য উচ্চারণ। ৪—৫। রূপ দর্শন, গন্ধ আঘ্রাণ, রস আস্বাদন প্রভৃতি।

১। ভূত—জীবাত্মা।

সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। সকল মনুষ্যেই ত সর্ব্বপ্রকার গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণ দ্বারা কখনই মনুষ্যগণের বর্ণভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সমুদয় লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রমপ্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে; অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে বর্ণবিভাগ করা যাইতে পারে?'

ভৃগু কহিলেন, 'তপোধন। ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতরবিশেষ নাই। সমুদয় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী[১], মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই লোভবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব[২] মনে মনে প্রজাসৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত স্বকার্য্যনিশ্চয়জ্ঞ[১] প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ আদিদেবের মানসী[২] সৃষ্টির[৩] পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।'

একোনবত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মণাদি চারি বর্ণের লক্ষণ

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'তপোধন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের লক্ষণ কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, 'ভরদ্বাজ। যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্যব্রতনিষ্ঠ,[৪] গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন; আর যাঁহাদিগকে দান, অক্রোধ[৫] অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আর যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব উপায় দ্বারা ক্রোধ-লোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান। অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্যা,

১। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ২। ব্রহ্মা।

১। নিশ্চয়রূপ নিজ নিজ কার্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ। ২—৩ মনঃশক্তি দ্বারা কৃত সৃষ্টির ৪। নিত্য নিয়মনিষ্ঠ। ৫। ক্রোধশূন্য।

মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিধিপূর্ব্বক দান ও হোম করেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মসন্ন্যাসী[1] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সমুদয় লোকের সহিত মিত্রতাসংস্থাপন এবং হিংসা অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হয়েন। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোক-জয়াভিলাষী মুনিদিগের পুত্র-দারাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে। স্থূল-পদার্থ সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারাই বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, যোগীরা যোগপ্রভাবেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব সূক্ষ্মশরীর-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিরা অবিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মাকে ব্রহ্ম-পদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্ব্বাণপদলাভের নিদান। ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্যপ্রভাবেই পরম সুখের আস্পদ ব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণজাতির প্রধান লক্ষণ।'

নবত্যধিকশততম অধ্যায়

সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের স্বরূপ

ভৃগু বলিলেন, 'হে তপোধন! ব্রহ্মই সত্য, সত্যই তপ এবং সত্য প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন করিয়া থাকে। লোক সমুদয় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকারপ্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকারস্বরূপ। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে[2] ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ, অপ্রকাশ, দুঃখ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অপ্রকাশ; যাহা অপ্রকাশ, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, তাহাই দুঃখ। বিজ্ঞ লোকেরা এই জগতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখ-নিদানভূত সুখ জীব-লোককে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হয়েন না। সতত দুঃখ-বিমুক্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য; চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার;—শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণবিশেষ। ধর্ম্মার্থ উহার মূলস্বরূপ। উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।'

মিথ্যার অভিনিবেশে সুখ-দুঃখের অনুভব

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'হে তপোধন! আপনি যে সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। দেখুন, মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আত্মার উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী তপোনুষ্ঠান করিতেন। তিনি কামজনিত সুখে কদাচ মনোনিবেশ করিতেন না। ভগবান্ উমাপতি রতিপতিকে সম্মুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং ইহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব আপনি যে কহিলেন, সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হইতেছে না; আর পুণ্য হইতে সুখ ও পাপপ্রভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাও কেবল লোকপ্রবাদমাত্র বোধ হইতেছে।'

ভৃগু কহিলেন, 'ভরদ্বাজ! অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়! যাহারা সেই অন্ধকারপ্রভাবে ক্রোধ

১। [illegible]ত্যাগী। ২। [illegible]।

লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হয়েন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না, তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ[১] সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই, ফলতঃ দেবলোকে প্রতিনিয়ত সুখই রহিয়াছে; নরলোকে কেবল দুঃখই রহিয়াছে; নরলোকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং এই সংসারে সুখ-দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী[২] পৃথিবীস্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতিস্বরূপ এবং শুক্র তেজঃস্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রী-পুরুষের সহযোগে শুক্রপ্রভাবে লোকসৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে।'

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মহাত্মন্! দান, ধর্ম্ম, আচার, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও হোমকার্য্যে কি ফলোদয় হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! হোম দ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার,—ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখলাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফল-লাভ হইয়া থাকে।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মহর্ষে! কে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম্ম কয় প্রকার তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গফলভোগে সমর্থ হয়েন, আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'মহাত্মন্! পূর্ব্বে মহর্ষিরা চারি আশ্রমের যেরূপ ধর্ম্মনির্ণয় এবং তাঁহারা স্বয়ং যেরূপ আচার-ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

ভৃগু কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা জগণের হিতসাধন ও ধর্ম্মরক্ষণার্থ চারি আশ্রম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আশ্রমবাসীরা পবিত্রতা, সংস্কার[১], বিনয়, নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির উপাসনা এবং নিন্দা ও আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থগ্রহণ, তিনবার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাঁহারা গুরুর আরাধনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গফলপ্রাপ্তি ও অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

গার্হস্থ্য আশ্রম—সংসার

গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণ-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফললাভে অভিলাষী হয়েন, গৃহস্থাশ্রম তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি আকর[২] হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়নপ্রভাব, যাজনাদিক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদলব্ধ ধন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই আশ্রম সমুদয় আশ্রমের মূল। কি গুরুকুলনিবাসী[৩], কি পরিব্রাজক[৪], কি অন্যান্য ব্রতনিয়মধর্ম্মানুযায়ী[৫], সকলেরই এই আশ্রম

১। স্পর্শমাত্রে সুখপ্রদ। ২। সকল প্রাণীর প্রসবকারিণী।

১। উপনয়নাদি সংস্কার। ২। পৈতৃক সম্পত্তি ক্ষেত্র, খনি প্রভৃতি। ৩। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ৪। সন্ন্যাসী। ৫। নিয়মাদি ধর্ম্মাচরণকারী।

হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। উঁহারা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থদর্শন-প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন উঁহাদিগকে দর্শন-মাত্র অসূয়াশূন্যচিত্তে গাত্রোত্থান, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্টসম্ভাষণপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে আসন, শয়ন ও আহারপ্রদান এবং পূজা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথিসৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাহাকে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক, শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিলোক এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতি-সম্পাদন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়-সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য নিন্দা, পুরুষবাক্য-প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ সমুদয় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণ-ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্যসেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য-শ্রবণ, বিহার এবং চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ত্রিবর্গসাধন এবং সত্ত্ব ও তমো-গুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি সাধুজনোচিত গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া সতত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গলাভ দুর্লভ হয় না।'

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

বানপ্রস্থ আশ্রম

ভৃগু বলিলেন, 'হে ভরদ্বাজ ! বানপ্রস্থীরা স্বধর্ম্মা-নুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূল ও বন্য মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ অরণ্যে তপোনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিরুচি থাকে না। উঁহারা বন্য ফলমূল, পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান; কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ইঁহারা সমিৎ, কুশ ও কুসুম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সম্মার্জ্জিত[১] না করিয়া কদাচ বিশ্রাম লাভ করেন না। অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে উঁহাদিগের ত্বক্[২]-সমুদয় ভিন্ন[৩] এবং বিবিধ নিয়ম ও আহারসঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহারা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট[৪] দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর। যিনি এইরূপ ব্রহ্মর্ষি-বিহিত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় দোষ সমুদয় দগ্ধ ও দুর্জ্জয় লোকসমুদয় আপনার আয়ত্ত করিতে পারেন।

ভিক্ষু আশ্রম—সন্ন্যাস

এক্ষণে পরিব্রাজকদিগের আচার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরিব্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নেহপাশ-বিমুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন; ধর্ম্মার্থকামে কদাচ আসক্ত হয়েন না; কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদগণের কোন অপকারসাধন করেন না। তাঁহা-দিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই; তাঁহারা নিরন্তর পর্ব্বত, পুলিন[৫], বৃক্ষমূল ও দেবগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রি ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহারা গ্রাম বা নগরমধ্যে গমন করিয়া কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার্থ কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

---

১ সন্ধ্যাস্নান আপোমার্জ্জনাদি। ২—৩। চর্ম্মবিশীর্ণ—চামড়া ফেটে যাওয়া। ৪। অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট। ৫। নদীতট।

ও অহঙ্কারে অভিভূত ও পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, তাঁহার কাহা[1] হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না; যিনি আপনাতে শারীর[2] অগ্নি[3] সমাহিত[4] করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালব্ধ-দ্রব্যজাতরূপ হবিঃ প্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকদিগের লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি সঙ্কল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনিই ইন্ধনশূন্য[5] জ্যোতির[6] ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।'

ভরদ্বাজ কহিলেন, 'ব্রহ্মন্‌। আমরা শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষের পর অন্য লোক বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা ত কাহার নয়নগোচর হয় না, অতএব ঐ লোক কিরূপ, তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি কীর্ত্তন করুন।'

কর্ম্ম-ভূমি ভারতের পবিত্র উত্তরাখণ্ড প্রভাব

ভৃগু কহিলেন, 'তপোধন। উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক সর্ব্বগুণান্বিত পরমপবিত্র প্রদেশে পাপবিহীন মঙ্গলজনক লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। লোভমোহবিবর্জ্জিত পাপহীন পবিত্রচিত্ত মানবগণ ঐ লোকে নিরুপদ্রবে কালহরণ করেন। তথায় অকালমৃত্যু বা ব্যাধির নামগন্ধও নাই, এই সমস্ত গুণ থাকাতেই ঐ স্থান স্বর্গতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সকলেই পরদারগমনে বিরত, স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অনুরক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাঙ্মুখ ও বিস্ময়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তথায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় না এবং তথায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ব্ব অট্টালিকাবাসী ও সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত হইয়া বিবিধ পানীয় পান ও ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজনপূর্ব্বক সমুদয় কামনা পূর্ণ করিতেছেন, কেহ কেহ ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যোগবল লাভ করিতেছেন। ফলতঃ ঐ লোক ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ দুর্ব্বল, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্‌ এবং কেহ বা নির্ধন হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তিরা নিরন্তর শ্রম, ভয়, মোহ, ক্ষুধা ও অর্থলোভে মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়িণী বিবিধ বার্ত্তা বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ উভয়বিধ বার্ত্তা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি কখনই পাপে লিপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পরপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তপঃ ক্ষয় হইয়া যায়। আর যিনি ঐ সকল কার্য্যে বিরত থাকেন, তাহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কর্ম্ম বিবিধ প্রকার। ইহার নাম কর্ম্মভূমি; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল, আর যাঁহারা অশুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হয়।

পূর্ব্বে প্রজাপতি, দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ইহলোকে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাঁহারা যোগে সমাদর ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভাগস্থিত পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে; আর যাহারা পুণ্যকার্য্যে বিরত হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক তির্য্যগ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। লোভমোহসমাযুক্ত পরস্পর নিপীড়নানরত[1] পাপাত্মারাই উত্তরদিকস্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারংবার ইহ-লোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে। যাঁহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিধানানুসারে গুরুশুশ্রূষা করেন, তাঁহারাই লোক-সমুদয়ের গতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। হে ব্রহ্মন্‌। এই আমি তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম যে ব্যক্তি লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশেষ-রূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।'

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। তখন প্রতাপান্বিত ধর্ম্ম-পরায়ণ ভরদ্বাজ-মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার যথোচিত পূজা

১। কোন পদার্থ। ২—৪। শরীরস্থ প্রাণাদি বায়ুরূপ উদ্দীপ্ত অগ্নি প্রতিষ্ঠিত। ৫—৬। কাষ্ঠ বিনা বহ্ন বহ্নিতেজের।

১। হিংসাপরায়ণ।

করিলেন। এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর তোমার যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।"

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

বিবিধ সদাচার অনুষ্ঠান

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহস[১]প্রিয় লোকেরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকে আচারপূত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তিরা কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচার-নিষ্ঠ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য শৌচাদি ক্রিয়া-সম্পাদনের পর আচমন করিয়া অবগাহন[২] ও অবগাহনের পর তর্পণ করা বিধেয়। সর্ব্বদা সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রাসুখ অনুভব করা উচিত নহে। প্রাতঃকালে[৩] ও সায়ংকালে সাবিত্রীর উপাসনা করা আবশ্যক। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন[৪] হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজন-দ্রব্যের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। পদপ্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও রজনীযোগে আর্দ্রপদে[৫] শয়ন করা উচিৎ নহে। দেবর্ষি নারদ এই সমুদয় আচার-লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন যজ্ঞশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য। কি অতিথি, কি প্রেষ্যবর্গ[৬] কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। ও প্রাতঃকাল[৭] সায়ংকাল[৮] এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিরূপিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফললাভ হয়। হোমকালে হোমানুষ্ঠান এবং অন্য স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টকে[১] জননীহৃদয়ে[২]র ন্যায়[৩] হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাশ্বত[৪] ব্রহ্মপদবী[৫] প্রাপ্ত হয়।

যাহারা যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা[৬] মর্দ্দন[৭], অগ্নি আহরণার্থ তৃণচ্ছেদন[৮], যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখ দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিক কাল সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংসও ভক্ষণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজনদিগকে আসনদান, অভিবাদন ও অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা করিলে আয়ুঃ, যশঃ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ[৯] সূর্য্য[১০] ও বিবস্ত্রা পরবনিতাকে অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে; ঋতুকালীন স্ত্রীসংসর্গ ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। তীর্থ-সমুদয়ের[১১] মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তু সমুদয়ের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তিরা গোপুচ্ছসংস্পর্শ[১২] প্রভৃতি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই প্রশস্ত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেবালয়[১৩], গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করা[১৪] শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকাল ব্রাহ্মণগণের অভিবাদন করিলে

১। দুঃসাহস—হঠকারিতা। ২। স্নান। ৩। ত্রিসন্ধ্যার গায়ত্রীর—প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী সায়াহ্নে সরস্বতীর। ৪। পূর্ব্বমুখ। ৫। ভিজাপায়ে। ৬। ভৃত্যাদি। ৭—৮। দিবা ও রাত্রি:

১—৩। মায়ের মন যেমন সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য সতত নিযুক্ত, ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশেষও তদ্রূপ লোকের হিতকর। ৪—৫। অক্ষয় ব্রহ্মপদ। ৬—৭। মাটী ছানিয়া মাখিয়া দেয়। ৮। তৃণ কাটিয়া আনে। ৯—১০। প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্য—বালসূর্য্য। ১১। উদ্ধারকর্ত্তাদিগের। ১২। গরুর লেজ ছোঁয়া। ১৩—১৪। ডান হাত চিৎ করিয়া দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রণাম এবং ভোজ্য অন্ন নিবেদন করা উচিত।

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্যবৃদ্ধি, কৃষিজীবীদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য দিব্য বস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যবস্তু-প্রদানের সময় 'সম্পন্নং[১],' পানীয়-প্রদানের সময় 'তর্পণং[২]' এবং পায়স, যবাগূ[৩] ও তিলোদন[৪] প্রদানের সময় 'সুশৃতং[৫]' বলিয়া জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। ব্যাধিত[৬] ব্যক্তিদিগের ক্ষৌরকার্য্য, ক্ষুৎপরিত্যাগ[৭] স্নান ও ভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগকে চন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিতে পারে। সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ[৮] দর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দিগকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার[৯] অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারা যায়। মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পরিশেষে সেই পাপগোপন নিবন্ধনই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোনক্রমে মনুষ্যের অগোচর রাখা যায়, কিন্তু দেবতারা উহা অবশ্যই অবগত হয়েন, পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না, কিন্তু রাহু যেমন সময়ক্রমে চন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাপও যথাসময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই. আশার অধীন হইয়া দ্রব্য-সঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সুকঠিন। কারণ, মৃত্যু কাহাকেও অপেক্ষা করে না। এই নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঐরূপ সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গলচিন্তা করাই সাধু ব্যক্তির সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে অন্যসাহায্য-নিরপেক্ষ[১] হইয়া নিয়মানুসারে একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের উৎপত্তির কারণ ও দেবতাদিগের অমৃতস্বরূপ। ধর্ম্মপ্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে।"

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়

সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী বুদ্ধি—গুণত্রয়ের বৃত্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অধ্যাত্মযোগধর্ম্মের[২] অনুষ্ঠান মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ যোগধর্ম্ম কিরূপ এবং এই স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমুদয় বিশ্বসংসার কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ও প্রলয়কালে কাহাতেই বা লীন হইবে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রেয়স্কর সুখস্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর. আচার্য্যগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার পরম প্রীতি ও সর্ব্বভূতহিতকর উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পাঁচ মহাভূত প্রভাবেই সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সকল মহাভূত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বারংবার যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ-সমুদয় বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বারংবার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। জগদীশ্বর সমুদয় প্রাণীর শরীরেই পাঁচ মহাভূতকে পৃথক্‌রূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানশূন্য[৩] না হইলে ঐ সকল ভূতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র-সমুদয় আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ বায়ুর; রূপ, চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস, ক্লেদ ও জিহ্বা জলের এবং ঘ্রেয়[৪] বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর পৃথিবীর গুণ। এইরূপে

১। সম্পূর্ণ হইয়াছে? ২। তৃপ্ত হইয়াছে? ৩। যবমণ্ড—যবের পায়স। ৪। তিলের মাড়। ৫। সুসিদ্ধ হইয়াছে। ৬। ব্যাধিযুক্ত। ৭। হাঁচি প্রভৃতি। ৮। বিষ্ঠা। ৯। অঙ্গভঙ্গী।

১। অন্যের সাহায্যে উপেক্ষাকারী। ২। আত্মসাক্ষাৎকার-সাধক যোগাচরণ। ৩। অহঙ্কারহীন। ৪। গন্ধবহ।

এই পাঁচ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয়বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-সকল বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা প্রাণিগণের দেহের মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন। তিনি এই সমুদয় পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে; অতএব মনুষ্যগণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সমুদয়ের পরীক্ষা করিবে।

বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তমঃ প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে। অতএব বুদ্ধির অভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদয় প্রাণী বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধিহীন হইলেই বিলীন হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে প্রাণিগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল বুদ্ধির বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছে। বুদ্ধি প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ এবং কখন বা প্রীতি ও অনুতাপ এই উভয়-বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঊর্ম্মিমালাসমাকুল[১] নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে তৎকালে নিশ্চয়ই মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই তাহাকে পুনরায় সেই সুখদুঃখাদির অনুসরণ করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া যাথার্থ্যজ্ঞান ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদ প্রভৃতি সমুদয়ই এই তিন গুণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্নসহকারে সমুদয় ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করিবে। সত্ত্ব, রজ তমঃ এই তিন গুণ সর্ব্বদাই প্রাণিগণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বজীবেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে সুখ ও রজোগুণপ্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হয়। তমোগুণপ্রভাবে সুখদুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত। লোকের শরীরে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহাকে রাজসিক ভাব এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় করে, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত; ভয়প্রযুক্ত দুঃখচিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ সত্ত্বগুণ হইতে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুপস্থিত হইয়া থাকে; যাঁহার চিত্ত দুর্ল্লভ বস্তুলাভে অনাসক্ত, বিবিধ[২] বিষয়ে ব্যাপৃত[২], প্রার্থনানভিজ্ঞ[৩] ও নিয়মিত, তিনি উভয়লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ

এক্ষণে সূক্ষ্মস্বরূপ বুদ্ধি ও আত্মার ভেদের বিষয় অনুধাবন কর। বুদ্ধি গুণ-সমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মা ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। মশক ও উডুম্বর[৪] যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়াও এবং সলিল ও মৎস্য যেমন পরস্পর মিলিত থাকিয়াও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর একত্র হইলেও উহাদিগকে স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণ-সমুদয় আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা গুণসমুদয়কে অনায়াসে অবগত হইতেছে। আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া উহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ ঘটচ্ছিদ্র দ্বারা স্বীয় তেজ

১। তরঙ্গসমূহে সমাকুলিত।

টি-২। বহু বিষয়ে ধারণার সমর্থ। ৩। প্রার্থনাপরাঙ্মুখ। ৪। যজ্ঞডুমুর।

প্রকাশপূর্ব্বক বস্তু উদ্ভাবন[১] করিয়া দেয়, তদ্রূপ পরমাত্মা চেষ্টাশূন্য আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি এবং আত্মা তৎসমুদয় দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই দুরপনেয়[২] সম্বন্ধ নিবদ্ধ[৩] হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই; উহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিতও নহে। বুদ্ধি মনকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু উহা অহঙ্কারাদি গুণসমুদয়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

মুমুক্ষুর আত্মদর্শনের উপায়

মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যাননিরত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়াও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না। যে মহাত্মা এইরূপে সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনি উর্ণনাভ[৪] যেমন সূত্র-সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে গুণ-সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। কেহ কেহ কহেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণসমুদয় এককালে বিনষ্ট হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, ঐ সমুদয় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জীবন্মুক্তদিগের গুণ-সমুদয়ের বিনাশ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কহেন যে, শ্রুতিতে ঐ সমুদয়ের বিনাশের কোন প্রমাণ নাই; কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে। অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ-সমুদয়ের বিনাশ স্বীকার করা বিধেয় নহে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এই দুইটি মতের যাথার্থ্য অবধারণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান এবং বুদ্ধিভেদোৎপাদক[৫] সুদৃঢ় সংশয়-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিবেন, কদাচ শোকাকুল হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। মলিনহৃদয় ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে অনায়াসে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর কেবল পরপার দর্শন করিলেই ফললাভ হয় না; নৌকাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাননদী উক্তরূপে অবগত হইতে পারিলেই ফললাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাঁহাদিগের নির্বিষয়ক অধ্যাত্মজ্ঞান জন্মে, তাঁহারাই যথার্থ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন; প্রাণিগণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধি দ্বারা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়শীল বলিয়া জ্ঞাত হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সমুদয় সংযত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শনলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মাকে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে; কেন না, যাঁহারা সগুণ, তাঁহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয়, কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ, তাঁহাদের কোন বিষয়েরই তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষ-সমুদয় সংশোধিত হইয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা লোকের মোক্ষলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ পরীক্ষক কামক্রোধাদি ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন। সেই পতিত কার্য্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিন্দাভাজন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি নিকৃষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাপাত্মারা পুত্রকলত্রাদিবিরহে শোকাকুল হইয়া থাকে এবং বিবেকী লোকেরা পুত্রাদিনাশেও শোকাকুল হয়েন না। অভিনিবেশ সহকারে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১। প্রকাশ। ২। দুষ্প্রতিকার্য্য। ৩। সুদৃঢ়। ৪। মাকড়সা।
৫। মনের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক দ্বিবিধ ভাবের উৎপাদক।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়

যোগজ সিদ্ধিলাভের পথ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির। এক্ষণে মহর্ষিগণ যাহা সবিশেষ অবগত হইয়া শাশ্বত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই চতুর্ব্বিধ ধ্যানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী মহর্ষিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধ্যানসমাহিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। তাঁহারা ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দোষশূন্য, প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদিসহিষ্ণু[১], সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া কলত্রাদি-সংসর্গবিরহিত প্রতিপক্ষশূন্য মনঃপ্রসাদকর[২] স্থানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর সহিত মনের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, ত্বক দ্বারা স্পর্শ, চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলতঃ তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমুদয় ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয়-সকল অনুভব করিতে তাঁহাদিগের আর অভিলাষ হয় না।

এইরূপে বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উহাদের সহিত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্থিরীকৃত করিবেন মনঃ সর্ব্বদাই বিষয়-সঞ্চারে ব্যাপৃত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বারস্বরূপ; অতএব মনকে সর্ব্বাগ্রে ধ্যানমার্গে অতি প্রযত্নসহকারে সমাহিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবনের ষষ্ঠ অঙ্গভূত মন এইরূপে নিরুদ্ধ হইলেও মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয়-গ্রহণে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দু যেমন পত্রমধ্যে থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মনঃ ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপলভাব ধারণ করে। যদিও মনকে ধ্যানপথে কিছুমাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীমার্গে[৩] প্রবেশ করিলে পুনরায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৎসরবিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনরায় মনঃ সমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাঁহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী ব্যক্তির যোগ-বিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। পাংশু[১], ভস্ম ও শুষ্ক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপ আর্দ্র হয় না। উহাতে যেমন অনেকক্ষণ জলসেক করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামকে ক্রমশঃ বশীভূত করা আবশ্যক। এইরূপে মনঃ ও ইন্দ্রিয়সকলকে ধ্যানপথে অবস্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে পরিণামে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণরূপে শান্তিলাভ হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তি লাভ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগপ্রভাবে যেরূপ সুখলাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষের দ্বারা কদাচ সেরূপ সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। হে ধর্ম্মরাজ। মুনিগণ এইরূপে ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়

পাত্রভেদে প্রণব-জপের ফলপার্থক্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যে চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকথা-সকল কীর্ত্তন করিলেন, আমি তৎ-সমুদয় শ্রবণ করিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ভঞ্জন করুন। অধুনা আমি জাপকদিগের[২] ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি। জাপকেরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েন এবং পরিণামে কোন্ লোকেই বা অবস্থান করেন? জপানুষ্ঠানের বিধিই বা কিরূপ? জাপক ব্যক্তিকে কি সাংখ্যমতাবলম্বী বা যোগকারী[৩] অথবা যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষরূপে এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

১। শীত-তাপসহনক্ষম। ২ মনের প্রসন্নতাকারক। ৩। বায়ু।

১। ধূলি। ২। মন্ত্রজপকারিগণের। ৩। যোগানুষ্ঠায়ী।

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ, যম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিব। মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মুনিগণ যে সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপত্যাগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যে পর্য্যন্ত প্রণব জপ করিলে উদ্ধার উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার লাভের পর আর জপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদিলাভের কামনা করিয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয়পরাজয়, সত্যব্যবহার, অগ্নিপরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ আহার ধ্যান, তপোনুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কুশের উপর উপবেশন, কুশধারণ, কুশ দ্বারা শিখাবন্ধন ও পাত্রসমাচ্ছাদন এবং বিষয় পরিত্যাগ ও আত্মাতে মনঃসমাধান করা উচিত; তাঁহারা বীতস্পৃহ হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন।

সংহিতাবলে[১] সমাধিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধচিত্ত, দান্ত, কামদ্বেষহীন এবং রাগ, মোহ ও দ্বন্দ্বপরিশূন্য ব্যক্তিরা কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হয়েন না। তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বা কর্ম্মজন্য কোন ফল ভোগ করিতে হয় না। উহারা অহঙ্কার বশতঃ অর্থগ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; নিয়ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনপূর্ব্বক ক্রমশঃ তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমুদয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এককালে ব্রহ্মে লীন হয়েন। যদি তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইতেও ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের একেবারে ব্রহ্মলোকে গমন হইয়া থাকে; আর তাঁহাদিগকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য, বিশুদ্ধ আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন।"

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়

জপকারীর জপত্রুটিজন্য গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি জাপকদিগের যে গতি কীর্ত্তন করিলেন, ইহা ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন গতি আছে কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে জাপকগণ যেরূপে নিরয়গামী হয়েন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে জাপক পূর্ব্বোক্ত সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ[১] জপপরায়ণ হয়েন, যে জাপক শ্রদ্ধাবান, প্রীত ও হৃষ্ট না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কারনিরত ও পরাবমানপরায়ণ হয়েন এবং যে জাপক ফলভোগলোলুপ হইয়া মোহিতচিত্তে জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জাপক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হয়েন, তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্যলাভরূপ নরক হইতে কদাপি নিষ্কৃতি নাই। যে জাপক বিষয়রোগে বিমোহিত হইয়া জপ করেন, তাঁহার যে যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তৎসমুদয়ই লাভ হয়। যে জাপক দুর্ব্বুদ্ধি, জ্ঞানশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত হয়েন, তাঁহাকে চঞ্চল গতি লাভ করিতে হয়; যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে জপ করিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইয়া অনুতাপ করিতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জাপকেরা ত স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্মভাব অবগত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি নিবন্ধন উক্তবিধ দোষযুক্ত

১। কল্পিতপাঠ-সংগ্রহে—বেদসারস্বরূপ প্রণব গায়ত্রীজপে।

১। কোন কোন অঙ্গ বাদ দিয়া।

পরিত্যাগ না করিয়া জপ করেন, তাঁহাদিগকেই নরক প্রাপ্ত হইতে হয়।"

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়

স্বর্গাদি গতির অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা—ভাল-মন্দ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জাপকেরা কিরূপ নরকে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি ধর্ম্মের অংশসম্ভূত ও ধার্ম্মিক; অতএব অবহিত হইয়া আমার ধর্ম্মমূলক বাক্য শ্রবণ কর। দিব্য-দেহসম্পন্ন মহামতি লোকপাল-চতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎ, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদয় দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও কাঞ্চনময় কমলসুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট, সুতরাং ঐ সমুদয়কে নরকস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদয় হইতে পৃথগ্‌ভূত। উহা নাশভয়শূন্য, স্বভাবজ, ক্লেশহীন, রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত, প্রিয়-অপ্রিয়-রহিত; পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, বায়ু ও অবিদ্যাপরিশূন্য; হেতুবর্জ্জিত, জ্ঞেয়, জ্ঞান, ও জ্ঞাতৃভাববিহীন; দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ কারণশূন্য এবং হর্ষ, আনন্দ ও রোগশোকবর্জ্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন। তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরমাত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট নরক-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদয় স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদবাচ্য হইয়া থাকে।"

একোনদ্বিশততম অধ্যায়

জাপক-দ্বিজবৃত্তান্ত—কাল-যম-মৃত্যু-নৃপ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি যে ইতিপূর্ব্বে কাল, মৃত্যু যম ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইঁহাদিগের কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পরম ধার্ম্মিক, মহাযশস্বী, ষড়্‌দর্শনবেত্তা, অশ্বত্থদণ্ড-ধারী জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদে উঁহার দৃঢ়তর ভক্তি জন্মিয়াছিল। উনি নিয়ত গায়ত্র্যাদি জপ করিয়া ব্রহ্মের আরাধনারূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইলে একদা ভগবতী সাবিত্রীদেবী তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।' ব্রাহ্মণ বেদমাতাকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তৎকালে তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক জপই করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীদেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের জপ সমাধান হইলে তিনি অবনতমস্তকে দেবীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবতি! আজ আমার ভাগ্যক্রমে আপনি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপানুষ্ঠানে নিরত থাকে।'

জাপকের সাবিত্রীবর লাভ—ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরীক্ষা

সাবিত্রী কহিলেন, 'দ্বিজবর। এক্ষণে তোমার কি ইষ্টসাধন করিতে হইবে, বল। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পরিপূর্ণ করিব।' সাবিত্রী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিলেন, 'দেবি! আমার জপানুষ্ঠান-বাসনা ও সমাধি যেন অহরহঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।' তখন সাবিত্রী সুমধুর-বচনে 'তথাস্তু' বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! তোমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সালোক্য লাভ করিতে হইবে না। তুমি অনায়াসে অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হইবে। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি উহা সম্পাদনে সবিশেষ যত্ন করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে

জপানুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, তুমি তাঁহাদের কথায় ভীত হইও না।'

ভগবতী সাবিত্রী এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্যপ্রতিজ্ঞ ও রাগদ্বেষবিহীন হইয়া জপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা ধর্ম্ম প্রীতমনে সেই জপপরায়ণ ব্রাহ্মণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন! আমি ধর্ম্ম। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি জপানুষ্ঠানের যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি জপ-প্রভাবে সমুদয় মর্ত্ত্যলোক ও দেবলোক পরাজয় করিয়াছ; অতএব এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাত্মন! আমার কোন লোক লাভ করিবারই ইচ্ছা নাই; আপনি পরম সুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই বিবিধ সুখদুঃখভোগভাজন কলেবর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী নহি।'

ধর্ম্ম কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ। তোমার কলেবর পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি তনুত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ বা অন্য কোন অভিলষিত লোকে গমন কর।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাস করিবার বাসনা নাই। আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।'

ধর্ম্ম কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ। এক্ষণে তোমার শরীর-ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রজোগুণ-বিহীন স্বর্গলোকে গমন করিয়া সুখী হও। তথায় গমন করিলে আর তোমাকে শোকার্ত্ত হইতে হইবে না।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহাভাগ। আমি জপানুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট আছি, আমার সনাতনলোকলাভে প্রয়োজন কি? আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতেও উৎসুক নহি।'

ধর্ম্ম কহিলেন, 'মহাত্মন্! তোমার কিছুতেই দেহপরিত্যাগে বাসনা হইতেছে না; কিন্তু ঐ দেখ, যম, কাল ও মৃত্যু তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।'

যম, কাল ও মৃত্যুকর্ত্তৃক জাপকদ্বিজের পরীক্ষা

মহাত্মা ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইঁহারা তিন জন সেই ব্রাহ্মণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন যম সেই দ্বিজবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি তপস্যা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল লাভ করিবে।' কাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ। আমি কাল। আমি কহিতেছি যে, তুমি আপনার জপানুষ্ঠানের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে। অচিরাৎ স্বর্গে গমন কর। এই তোমার স্বর্গারোহণের প্রকৃত সময়।' মৃত্যু কহিলেন, দ্বিজবর। আমি মৃত্যু। আজ আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ইহলোক হইতে তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছি।' যম, কাল ও মৃত্যু এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কহিলেন, 'হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আমাকে আপনাদিগের কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।'

এইরূপে সেই ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের নিকট আগমনপূর্ব্বক তথায় একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ ইক্ষ্বাকু তীর্থপর্য্যটন-প্রসঙ্গে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই প্রণাম ও পূজা করিয়া অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? বলুন, আমি স্বীয় সামর্থ্যানুসারে আপনার কোন অভিলষিত কার্য্য করিব?'

দ্বিজের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবিষয়ে ইক্ষ্বাকুর পরীক্ষা

ইক্ষ্বাকু কহিলেনন, 'ব্রাহ্মণ। আমি মহীপাল; আপনি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ[১] ব্রাহ্মণ। অতএব আপনি

১। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ।

আজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার;—কর্ম্মনিরত ও কর্ম্মবিরত। ধর্ম্মও দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকেই গিয়া অর্থ দান করুন। আমি কখনই প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন, আমি তপঃপ্রভাবে তাহা প্রদান করিব।' ভূপাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ। আমি ক্ষত্রিয়, প্রার্থনা করা আমার অভ্যস্ত নহে। আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল "আমার সহিত যুদ্ধ কর", এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছেন। আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেছি। এক্ষণে আমাদিগের আর কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই; তথাচ আপনার যাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন।'

তখন ভূপতি কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনি পূর্ব্বেই কহিয়াছেন যে, আমি স্বশক্তি অনুসারে দান করিব। এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আপনার জপক্রিয়ার ফল প্রদান করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! "যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই", এই বলিয়া আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন না?'

রাজা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়েরাই বাহুবল সহকারে সংগ্রাম করেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা করেন না; উঁহারা কেবল বাক্যবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন সেই নিমিত্তই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বাগ্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! সে যাহা হউক, আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। এক্ষণে আমি স্বশক্তি অনুসারে অবিলম্বে আপনাকে কি প্রদান করিব, অনুজ্ঞা করুন।'

ভূপাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনি যদি নিতান্তই আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আপনি একাদিক্রমে দেব শত বর্ষ জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন।'

ইক্ষ্বাকু প্রার্থনায় জপফলপ্রদানে দ্বিজের অঙ্গীকার

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিত-মনে তাহার অর্দ্ধেক ফল লাভ করুন অথবা আপনার যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সম্পূর্ণ গ্রহণ করুন।'

ভূপাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমি যে ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আমার জপের ফলপ্রাপ্তির বিষয় কিছুই জানি না। এই ধর্ম্ম, কাল ও যম তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।'

ভূপাল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! যদি আপনি জপের ফল নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত-ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক। আমি চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমার আর দ্বিরুক্তি করিতে বাসনা নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে উহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক। আমি পূর্ব্বাবধি এ পর্য্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধিপূর্ব্বক জপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই নাই; তবে কিরূপে উহার ফলপ্রাপ্তি-বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইব? আপনি আমার নিকট জপানুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আপনাকে ফল প্রদান করিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা হইতে পারে? অতএব আপনি স্থিরচিত্তে সত্যপ্রতিপালন করুন। যদি আপনি এক্ষণে আমার বচন রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে অসত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই ঘোরতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে। আপনার ও আমার মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ বুদ্ধির

অনুমোদিত নহে। অতএব যদি আপনি সত্য-প্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করিতে আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিয়াছি, আপনি অবিচারিত-চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিত্রাণলাভ হয়, যজ্ঞ, দান ও নিয়ম দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ। বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরূক হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্যপ্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। তপস্যা, ধর্ম্ম, দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্য্যা, ওঙ্কার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তান-সন্ততি সমুদয়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সত্যপ্রভাবে বায়ু গমনাগমন, সূর্য্য তাপপ্রদান এবং অগ্নি দাহকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। সত্য এবং ধর্ম্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়। ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী; সত্যবলে সমুদয় কার্য্যের উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছেন? এক্ষনে সত্যপ্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। জপের ফল প্রার্থনা করিয়া কি নিমিত্ত তাহা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি আপনি মদ্দত্ত জপফল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন এবং যিনি প্রর্থনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করেন, তাঁহারা উভয়েই মিথ্যাবাদী হয়েন। এক্ষণে আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত হইতেছে না।'

জপফল-প্রত্যাখ্যানে নৃপ-দ্বিজের উক্তি-প্রত্যুক্তি

রাজা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা, রক্ষিতা ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; ফলতঃ যুদ্ধ, লোকরক্ষা ও দানই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; অতএব আমি কিরূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব?'

ব্রাহ্মাণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি "গ্রহণ করুন।" বলিয়া পূর্ব্বে আপনাকে অনুরোধ করি নাই আপনার আবাসেও উপস্থিত হই নাই। আপনি স্বয়ং এই স্থানে আগমন ও আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করিতেছেন?'

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ইক্ষ্বাকুরাজ পরস্পর ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা[১] উপস্থিত করিলে মহাত্মা ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা আর বিবাদ করিও না। আমি স্বয়ং ধর্ম্ম এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দানের এবং রাজা সত্যের অখণ্ড ফলভাগী হউন।'

ঐ সময় স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ভূপতিকে কহিলেন, 'ধার্ম্মিকদ্বয়! এই আমি স্বয়ং স্বর্গ দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক আসিয়াছি। অতঃপর আর তোমাদিগের বিবাদের আবশ্যকতা নাই; তোমরা উভয়েই তুল্য-ফলভাগী হও।' তখন ভূপাল কহিলেন, 'স্বর্গ! আমি তোমাকে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। যদি এই ব্রাহ্মণ তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইনি মদাচরিত[২] পুণ্যের ফল গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে লাভ করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি শৈশবাবস্থায় অজ্ঞান বশতঃ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমি গায়ত্র্যাদি-জপপরায়ণ হইয়া নিষ্কামধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, অতএব আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্বর্গলাভের প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন? আমি স্বয়ং আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফল লাভ করিব। আমি তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ও অপ্রতিগ্রাহী। আপনার আচরিত পুণ্যের ফল লাভ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।'

রাজা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে আপনার জপানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন, তবে উহার অর্দ্ধফল প্রদান করিয়া আমার আচরিত ধর্ম্মের অর্দ্ধ-ফল গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্য-ফলভাগী হইব। ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও রাজবংশীয়েরা দাতা হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম যদি আপনার পরিজ্ঞাত থাকে, তবে আমার ধর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণপূর্ব্বক আমার তুল্য-ফলভাগী হওয়াই আপনার উচিত। আর যদি আপনি আমার তুল্য-ফলভাগী হইতে বাসনা না করেন,

১। তর্কবিতর্কের বিস্তার। ২। আমার আচরিত।

তবে আমার ধর্ম্মের সমুদয় ফলই গ্রহণ করুন ফলতঃ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে মদনুষ্ঠিত[১] ধর্ম্মের ফল গ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

বিবদমান বিপ্র-ভূপমধ্যে মূর্ত্তিদ্বয় আবির্ভাব

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময় দুই জন বিকৃতবেশ পুরুষ পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধাবলম্বনপূর্ব্বক[২] তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ উভয় পুরুষের মধ্যে একের নাম বিরূপ ও অন্যের নাম বিকৃত। বিকৃত বিরূপকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'ভাই। তুমি নিশ্চয়ই আমার নিকট ঋণী নহ।' বিরূপ কহিল, 'হাঁ, আমি তোমার নিকট ঋণী আছি।' তখন বিকৃত কহিল, 'তবে তোমার সহিত আমার কলহ উপস্থিত হইল। এক্ষণে এ স্থলে এই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা রাজা সমুপস্থিত আছেন, আমি ইহার সমক্ষে সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার নিকট ঋণী নহ।' বিরূপ কহিল, 'তুমি মিথ্যা কহিতেছ, আমি তোমার নিকট ঋণী রহিয়াছি।' এইরূপে তাহারা উভয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ। এক্ষণে যাহাতে আমরা উভয়েই পাপদূষিত হইয়া না থাকি, আপনি এইরূপ উপায়-বিধান করিয়া দিন।'

তখন বিরূপ কহিল, মহারাজ। আমি বিকৃতের নিকট গোদানফল গ্রহণ করিয়া ঋণী হইয়াছি, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছি; কিন্তু উনি তাহা লইতে চাহেন না।' বিকৃত কহিল, 'মহারাজ এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী নহেন। এক্ষণে উনি আপনার নিকট সত্যের ভান[৩] করিয়া স্পষ্টই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন।'

তখন নরপতি বিরূপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বিরূপ। তুমি কিরূপে ইহার নিকট ঋণী হইয়াছ, অকপটে বল; আমি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করিব।'

রাজার জিজ্ঞাসায় বিরূপ-বিকৃতের অভিযোগ

বিরূপ কহিল, 'মহারাজ। আমি বিকৃতের নিকট যেরূপে ঋণী রহিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিতমনে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই বিকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত কোন তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এক সুলক্ষণা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন; আমি ইহার নিকট সেই ধেনুদানের ফল প্রার্থনা করাতে ইনি বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে তাহা প্রদান করেন। পরে আমি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দুইটি বহুদুগ্ধবতী সবৎসা কপিলা ক্রয় করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এক উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে বিকৃতের নিকট যাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই প্রতিগ্রহের দ্বিগুণ ফলপ্রদানে আমার অভিলাষ হইয়াছে। তৎপর আমাদিগের মধ্যে কে দোষী আর কেই বা নির্দ্দোষ হইবে; আমরা এই কথা লইয়া বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া দিন। বিকৃত পূর্ব্বে যেরূপ দান করিয়াছেন, এক্ষণে তদনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহে অস্বীকার করিতেছেন; অতএব আপনি স্থিরচিত্তে আমাদিগকে ধর্ম্মপথে সংস্থাপিত করুন।'

ভূপতি কহিলেন, 'বিকৃত। বিরূপ তোমাকে ঋণ প্রত্যর্পণ করিতেছেন, তুমি কি নিমিত্ত উহা প্রতিগ্রহ করিতেছ না? এক্ষণে অবিলম্বে দানের অনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

বিকৃত কহিল, 'মহারাজ। এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী রহিয়াছেন বলিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ উনি আমার নিকট ঋণী নহেন, অতএব এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন।'

রাজা কহিলেন, 'বিকৃত। বিরূপ তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু তুমি উহার বাক্য স্বীকার করিতেছ না। এই বিষয়টি আমার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার মতে তোমাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।'

বিকৃত কহিল, 'মহারাজ। আমি একবার যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা পুনরায় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিব? অতএব এই বিষয়ে আমার যেরূপ অপরাধ হয়, তদনুসারে দণ্ডবিধান করুন।' বিরূপ কহিল,

১। আমার আচরিত। ২। কাঁধে হাত রাখিয়া। ৩। ছল।

বিকৃত। আমি তোমারি ঋণ পরিশোধ করিতেছি, কিন্তু তুমি ঋণগ্রহণে অভিলাষ করিতেছ না। এক্ষণে এই ধর্ম্মরক্ষক রাজা অবশ্য তোমার দণ্ডবিধান করিবেন।' বিকৃত কহিল, 'বিরূপ। তুমি প্রার্থনা করাতে আমি তোমাকে গোদানফল প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পুনরায় কিরূপে গ্রহণ করিব? অতএব আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর।'

বিচারব্যাপারে রাজার চৈতন্য—দ্বিজের দানগ্রহণ

ঐ সময় সেই ব্রাহ্মণ ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! বিরূপ ও বিকৃতের বাদানুবাদ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করুন।' তখন ভূপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'এই দুই ব্যক্তির ন্যায় এই ব্রাহ্মণের কথাও নিতান্ত দুরবগাহ। ইনি যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যদি আমি ইঁহার পুণ্যফল গ্রহণ না করি, অবশ্যই আমাকে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।' ধর্ম্মপরায়ণ ভূপাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিকৃত ও বিরূপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমরা রাজনীতি অনুসারে কৃতকার্য্য হইয়া গমন কর। আমি রাজা বলিয়া তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং এক্ষণে রাজধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্ফল করা আমার বিধেয় নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিতান্ত দুরবগাহ; আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি; এক্ষণে সেই ধর্ম্ম আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে।'

তখন জাপক ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে আপনি প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে যাহা দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি রাজধর্ম্মানুসারে অচিরাৎ তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনাকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব।'

ভূপতি কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! যে ধর্ম্মানুসারে এইরূপ কার্য্য নিশ্চয় করিতে হয়, সেই রাজধর্ম্মকে ধিক্! যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার তুল্যফলভাগী হইব বলিয়াই আপনার জপের ফল গ্রহণ করিব। আমি পূর্ব্বে আর কখন প্রতিগ্রহের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই, এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন, অবিলম্বে তাহা প্রদান করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি সংহিতা[1] জপ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় গ্রহণ করুন।'

তখন রাজা কহিলেন, 'ভগবন্! আমিও হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইব।'

পুরুষরূপী কাম-ক্রোধের আত্মজ্ঞান দান

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ আদান-প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে বিরূপ কহিল, 'মহারাজ! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই তোমাকে ব্রাহ্মণের জপফল-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তোমরা উভয়েই তুল্য-লোকলাভ কর। বিকৃত বস্তুতঃ আমার নিকট ঋণী নহে; তোমার বোধসাধনের[2] নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রত্যর্থিভাবে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই তোমাকে বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বধর্ম্ম-নির্জ্জিত[4] লোকে স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।'

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের ফললাভবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তাহারা যে মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থান-সমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা তোমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সংহিতাধ্যায়ী মহাত্মারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্য্যলোক লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি ঐ সমস্ত লোকে অনুরাগী হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমোহিত হইয়া ঐ সমুদয় লোকেরই গুণ-সকল প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ[5] লোকের পার্থিব শরীরের ন্যায় চন্দ্র, বায়ু ও আকাশাত্মক শরীরেও অবস্থান করিয়া গুণ-সমুদয় প্রকাশ করে। যদি জাপক ব্যক্তি ঐ সকল লোকে রাগবিহীন হইয়া মোক্ষলাভের

১। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্র—প্রণব। ২। [illegible]। ৩। বাচক। ৪। স্বধর্ম্মজ। ৫। অনুরাগ—কামনা।

নিমিত্ত নিতান্ত যত্ন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয়। ফলতঃ রাগবিহীন জাপক চেষ্টা করিলে অনায়াসে ক্রমে পরমেষ্টিভাব[১] হইতে কৈবল্য[২] লাভ করিয়া পরিশেষে জরাদুঃখবিহীন অক্ষয় ব্রহ্মলোক অধিকারপূর্ব্বক সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক মোহাদি-বর্জ্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অনুরাগের বশীভূত হইয়া চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে অভিলাষ না করেন, তিনি অন্যান্য যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন, তাঁহার তাহাই লাভ হয়। আর যিনি সমুদয় লোকই নরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁহার কোন বিষয়েই স্পৃহা না থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও নির্গুণ পুরুষে লীন হইয়া অলৌকিক সুখসম্ভোগ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের গতির বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।"

দ্বিশততম অধ্যায়

জপফলতুল্যতায় রাজা ও দ্বিজের দিব্যগতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ঐ সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিরূপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিলেন, তৎকালে বিরূপের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারা কি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন? আর ঐ সময় তাঁহাদের কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমার জপের ফলভাগী হইয়া শ্রেষ্ঠতালাভ করুন এবং অনুমতি করুন, আমি পুনরায় গিয়া জপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ইতিপূর্ব্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমাকে "উত্তরোত্তর তোমার জপানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা-বৃদ্ধি হউক," এই বর প্রদান করিয়াছেন।'

রাজা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! যখন আপনার জপানুষ্ঠানে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, তখন আমাকে জপের ফল প্রদান করাতে আপনার ফলহানি হয় নাই, বরং দাননিবন্ধন উহার বৃদ্ধিই হইয়াছে। যাহা হউক, আসুন, এক্ষণে আমরা উভয়ে তুল্যরূপে ফল ভোগ করি।'

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি এই সকল মহাত্মার সমক্ষে বারংবার আমাকে আপনার তুল্য-ফলভাগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইলাম। এক্ষণে আমাদের উভয়েরই সমান গতি হউক।'

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার ও নরপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবগণ ও লোকপালগণ-সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাদিদেব প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্রশিরাঃ বিষ্ণু এবং সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুৎ, নদী, শৈল, সমুদ্র, তীর্থ, তপস্যা, যোগ, বিধি, বেদ, স্তোত্র ও মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন। অন্তরীক্ষে ভেরী, তূরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তখন স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাপুরুষদ্বয়! তোমরা উভয়েই সিদ্ধ-পুরুষ হইয়াছ।'

জাপক দ্বিজ ও ইক্ষ্বাকুর যুগপৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি

অনন্তর সেই জাপক ব্রাহ্মণ ও ভূপতি উভয়ে এককালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্রে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুকে হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃসমাধান করিলেন এবং পরিশেষে ঐ বায়ুদ্বয়কে উদরে সংস্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক অস্পন্দশরীরে[১] নির্নিমেষলোচনে[২] মনের সহিত প্রাণ ও আপনাকে ভ্রূমধ্যে নিহিত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদের চিত্ত মস্তকে নীত হইল। ঐ সময় এক দেদীপ্যমান জ্যোতিঃ সেই মহাত্মা দ্বিজবরের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল-শব্দ সমুত্থিত হইল। তত্রত্য সকলেই ঐ তেজোরাশির স্তব আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই তেজ ক্রমশঃ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলে

১। ব্রহ্মলোকপ্রভাব—স্বর্গাদি বাসজনিত সুখানুভব। ২। মুক্তি।

১। অচঞ্চল দেহে—নড়-চড়া রহিত ভাবে। ২। নিমেষশূন্য নেত্রে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ[১] করিলেন। ঐ সময় এক প্রাদেশ[২]প্রমাণ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া মধুর-বচনে কহিলেন যে, যোগীরা জাপকদিগের তুল্যফলই লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল যোগিগণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হয়, আর জাপক-দিগের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে।' এই বলিয়া সেই প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণের একাত্মতা[৩] সম্পাদন করিলেন। তখন দ্বিজবর অচিরাৎ[৪] ব্রহ্মের আস্যদেশে[৫] প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় নরপতিও ব্রাহ্মণের ন্যায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি জাপকদিগের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদ্গতিলাভার্থ সকলে সমাগত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি ঐ রাজা ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপ ফলভাগী করিলেন। আজ আমরা যোগী ও জাপকের মহাফল দর্শন করিলাম। ইঁহারা সমুদয় লোক অতিক্রম ও অভিলষিত লোকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন।' তখন ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে সুরগণ! যাঁহারা মহাস্মৃতি[৬] বা মন্বাদি[৭] স্মৃতি[৮] পাঠ করেন এবং যাঁহারা যোগে একান্ত অনুরক্ত হয়েন, তাঁহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোক্য[৯] লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি চলিলাম; তোমরাও স্ব স্ব কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যথাস্থানে প্রস্থান কর।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন; দেবগণও তাঁহাকে আমন্ত্রণ[১০] করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মহাত্মারা ধর্ম্মের পূজা করিয়া পরম প্রীতমনে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ। আমি জাপকদিগের যেরূপ ফললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, তাহা ব্যক্ত কর।"

—

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানযোগজিজ্ঞাসা—মনু বৃহস্পতিসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জ্ঞানযোগ, সমুদয় বেদ ও নিয়মের ফল কি এবং জীবাত্মাকেই বা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষিগণাগ্রগণ্য মহাত্মা বৃহস্পতি স্বীয় গুরু প্রজাপতি মনুকে নমস্কার করিয়া এই কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভগবন্! জগতের কারণ[১] কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? জ্ঞানের ফল কি? কোন্ বিষয় বেদবাক্য[২] দ্বারাও[৩] অপ্রকাশিত রহিয়াছে? ত্রিবর্গশাস্ত্রবিশারদ[৪] বেদমন্ত্রজ্ঞ মানবগণ গোদান ও বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে সুখ লাভ করেন, তাহা কি প্রকার, কিরূপে উৎপন্ন হয় ও কোন স্থানেই বা অবস্থান করে? কোন মহাত্মা হইতে পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবর[৫]-জঙ্গম[৬], বায়ু, আকাশ, জলচর, জল, স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমি পুরাণ[৭] পুরুষের[৮] বিষয় কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিবে? আমি ঋক্, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, নক্ষত্রগতি[৯], নিরুক্ত[১০] ও সকল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি; কিন্তু আকাশাদি[১১] মহাভূতের[১২] কারণ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয় এবং যেরূপে জীব এক

১। 'সুখে আগমন হইয়াছে ত?'—এইরূপ প্রশ্ন। ২। বিলম্বিত অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত—প্রায় আধ হাত লম্বা। ৩। একীভাব—অভেদ। ৪। তৎক্ষণাৎ। ৫। মুখমধ্যে। ৬। প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র। ৭-৮। মনুপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র। ৯। তুল্যলোক—ব্রহ্মলোক। ১০। বিদায় সম্ভাষণ।

১। উৎপত্তির নিদান। ২—৩। বেদে। ৪। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনাত্মক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ৫—৬। বৃক্ষ পর্ব্বতাদি ও পশু মনুষ্যাদি। ৭—৮। আদিদেবের। ৯। জ্যোতিষ। ১০। বৈদিক অভিধান। ১১—১২। অনুলোমক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং বিলোমক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতির—সৃষ্টিকালে আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি। প্রলয়কালে ক্ষিতি হইতে জল ইত্যাদি।

দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

মনুকথিত কর্ম্মলব্ধ সুখ-দুঃখ বিবরণ

মনু কহিলেন, 'মহর্ষে! লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে ইহা দ্বারা "আমার ইষ্টলাভ হইবে, অনিষ্ট হইবে না" বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান জন্মে, সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা করে না। কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞানপ্রভাবে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখার্থী হইয়া বিবিধ কর্ম্মপথে[1] পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকেই নিরয়গামী[2] হইতে হয়।'

বৃহস্পতি কহিলেন, 'ভগবন্! দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক সুখ লাভ করাই সকলের উচিত। সুখ কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং কর্ম্মই ত লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।'

মনু কহিলেন, "মহর্ষে! লোকে প্রথমে যজ্ঞাদি-কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমপদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফললাভ হয়; আর যাহারা মোক্ষ-লাভার্থে কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদলাভ হয়। মন ও কর্ম্ম প্রজাগণের[3] সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথস্বরূপ। কর্ম্ম-প্রভাবে লোকের মোক্ষ ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে ফলতঃ মনে মনে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষলাভের প্রধান হেতু। চক্ষু যেমন নিশাবসানে[4] তিমিরনির্ম্মুক্ত[5] হইয়া স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেকগুণসম্পন্ন হইলেই অশুভ কার্য্যসমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মানবগণ সর্প[6], কুশাগ্র ও কূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে তৎসমুদয় হইতে পরিত্রাণ[7] লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞান বশতঃ ঐসমুদয়ে নিপতিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা কর।

বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণাদান, অন্নপ্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক। এই নিমিত্ত কার্য্যমূল মন্ত্রও তিন প্রকার এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ-জ্ঞানরূপ কর্ম্মফল সমুদয় কর্ম্মলভ্য স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানফল জীবদ্দশাতে লাভ করা যায়। দেহিগণ শরীর দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়। শরীরই লোকের সুখ দুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও মন দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কখনই বাক্যমনের অগোচর পদার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। মৎস্য যেমন স্রোতোভিমুখে[1] ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ[2] কর্ম্ম সমুদয় মনুষ্যের নিকট আগমন করিয়া থাকে। সকল লোককেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে যিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মন্ত্র[3] ও শব্দ দ্বারা অপ্রকাশিত[4], তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর বিবিধ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াও প্রজাগণের নিমিত্ত ঐ সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অব্যক্ত[5] বর্ণহীন ও গুণাতীত। তাঁহাকে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু, শূন্য বা মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কোন কালেই তাঁহার ধ্বংস নাই। জিতচিত্ত[6] জ্ঞানবান্ মহাত্মারাই সেই অক্ষয় পদার্থ লাভ করিতে পারেন।'

—

১ বকাম কর্ম্মপথে। ২। নরকগামী—দুঃখপ্রাপ্ত। ৩। সন্তান-সন্ততি পরম্পরার। ৪। রাত্রিপ্রভাতে। ৫। অন্ধকার-মুক্ত। ৬—৭। সর্পের দংশন, ধারযুক্ত কুশাগ্রের পাদবেধ, কূপে পতন হইতে পরিত্রাণ।

১। স্রোতের অভিমুখ ২। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের ৩—৪। মন্ত্র ও শব্দের অগোচর। ৫। বাক্যের অগোচর। ৬। চিত্তজয়ী।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মোক্ষের স্বরূপ—জীব-ঈশ্বর নিরূপণ

মনু কহিলেন, 'হে মহর্ষে! সেই অবিনাশী[১] পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে জগৎ এবং জগৎ হইতে জগতীস্থ সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীরীর[২] পার্থিব[৩] শরীর-সমুদয় চরমাবস্থায়[৪] প্রথমতঃ সলিলে, সলিল হইতে তেজে, তেজ হইতে পবনে[৫] ও পবন হইতে অন্তরীক্ষে গমন করে। তন্মধ্যে যাহারা অন্তরীক্ষও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় লীন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং তাঁহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু[৬] বা তীক্ষ্ণ নহেন। তিনি অম্ল, কষায়, মধুর ও তিক্তাদি গুণবিরহিত[৭] এবং শব্দ গন্ধ বা রূপসম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর ও স্বভাবশূন্য[৮]। ত্বক্‌ স্পর্শ, জিহ্বা, রস, ঘ্রাণ, গন্ধ, কর্ণ, শব্দ, চক্ষু রূপ, অনুভব করিয়া থাকে অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা ত্বগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি রস হইতে রসনাকে, গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বক্‌কে ও রূপ হইতে চক্ষুকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপনার স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।

মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ[৯], দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ, তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য[১০] জীব[১১] ও ব্যাপকাখ্য[১২] ঈশ্বর[১৩]। মন্ত্র দ্বারা উহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সেই স্বভাব একাকীই সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমুদয়ই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মনুষ্যের শরীরে একত্র বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড়দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যেমন প্রদীপ[১] হইয়া অন্যের বিষয়বোধ করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান লোকের ইন্দ্রিয়গণের বিষয়বোধ সম্পাদন করিতেছে। অমাত্যগণ যেমন বিবিধ বিষয় রাজার গোচর করিয়া দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সমুদয় বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজার ন্যায় জ্ঞান সমুদয় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যেমন হুতাশনের শিখা, সমীরণের বেগ, দিবাকরের করজাল ও নদীর জল বারংবার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহ একবার নষ্ট ও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি পরশু[২] দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূপ[৩] বা বহ্নি[৪] নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ লোকে উদর ও হস্তপদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানময় আত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই কাষ্ঠ ভেদ করিয়া উপায়বিশেষ দ্বারা যেমন তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা কৌশলক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মাকে এককালে দর্শন করিয়া থাকে। যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্যলাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহাকে অভিন্ন বিবেচনাপূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্মপ্রভাবে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন; তাঁহার স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যেমন সমীপস্থিত অয়ঃপিণ্ডাদিতে[৫] প্রজ্বলিত অনলের

১। নাশহীন। ২। দেহধারীর। ৩। ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতে গঠিত। ৪। শেষদশায়—মরণকালে। ৫। বায়ুতে। ৬। কোমল। সকলের অতীত। ৭। প্রকৃতির অতীত। ৮। ইন্দ্রিয়াদি—দ্বারা কর্ম কৃত হয়। ৯—১০। ব্যষ্টি—একাংশ জীবাত্মা। ১১—১২। সমষ্টি—পরিপূর্ণ পরমাত্মা।

১। আলোক। ২। কুঠার। ৩—৪। কাষ্ঠ যে ধূম ও অগ্নি ধারণ করে, ইহা তাহার স্বভাব; কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ঘর্ষণে ধূম লৌহাদির তীব্র ঘর্ষণে কণাকারে বহ্নি বহিষ্কৃত হয়। ৫। লৌহপিণ্ড—লোহার বল প্রভৃতিতে।

সন্তাপজনিত রূপ নিরীক্ষিত[১] হয়,[২] সেইরূপ জড়দেহে পরমাত্মার চৈতন্যস্বরূপ রূপই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অন্য শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাকে সেই দেহের গুণে গুণবান জ্ঞান করে। দেহীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সকলও স্ব স্ব উপাদানকে[৩] আশ্রয় করে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা সলিলের গুণ রসকে এবং ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদক শব্দাদি পাঁচ গুণ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতকে এবং আকাশাদি পঞ্চভূত শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আবার শব্দাদি পাঁচ গুণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। মনুষ্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলৌকা[৪] যেমন অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাহার মন বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথাথ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন। যেমন পুস্তকস্থ অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্র[৫]প্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন দর্পণ[৬]প্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে উঁহাকে মহান্[৭] বলিয়া বোধ ও উঁহার দর্শনলাভ করা যাইতে পারে।'

— —

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

আত্মদর্শনের উপায়-নির্দ্দেশ

মনু কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয়সংহৃত[৮] জীবচৈতন্য[৯] পূর্ব্বানুভূত বিষয়-সমুদয় কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমুদয় বিলীন হইলে স্বপ্নযোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব অনেক সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়সমুদয় সন্নিহিতের[১] ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন, অতীত, অনাগত[২] প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষিরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব[৩] রজঃ ও তমোগুণজনিত সুখদুঃখাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে উহা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু যেমন কাষ্ঠসমুৎপন্ন[৪] হুতাশনে প্রবেশ করে, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়সমুদয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদি-লাভের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক; বেদ ও আপ্তবাক্য[৫] বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা সততই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেমন হিমালয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিলেও কেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। লোকে যেমন চন্দ্রে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তজ্জন্য বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। পণ্ডিতেরা যেমন রূপবান্ বৃক্ষের আদ্যন্তে[৭] অরূপত্ব[৮] বুঝিতে পারিয়া উহাকে অপরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন এবং জ্ঞানস্বরূপ নিকটস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে অভিলাষ করেন। উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হয় না। দেখ, ধীবরেরা

—২। অগ্নিসংস্পর্শে তাপপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নির আকারে দৃষ্ট হয়। ৩। অবলম্বনকে। ৪। জোঁক—পিছনে জোঁক। ৫। চশমা। ৬। আয়না। ৭। বৃহৎ। ৮। ইন্দ্রিয়ের সংহৃত। ৯। পরমাত্মার প্রভাবে চৈতন্যযুক্ত জীবাত্মা।

১। নিকটবর্ত্তীর ন্যায়—যেন নিকটে বর্ত্তমান। ২। ভবিষ্যৎ। ৩। আত্মা গুণাতীত, সুতরাং সত্ত্বাদি তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। ৪। কাষ্ঠ হইতে জাত। ৫। ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষিবাক্য। ৭—৮। বৃক্ষ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে অরূপত্ব।

সূত্র দ্বারা মৎস্য ধারণ করিয়া থাকে ; মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও গজ দ্বারা ধৃত করা যায় ; সেইরূপ জ্ঞেয়পদার্থ জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে. এইরূপ কিংবদন্তী[1] আছে যে, ভুজঙ্গ[2] যেমন স্বয়ংই তাহার চরণ নিরীক্ষণ করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞানও দেহমধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয়বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরম বোধ্যকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই।

চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। চন্দ্র অমাবস্যাতে যেমন স্থূলশরীর-বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়েন না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের কলেবর[3] পরিভ্রষ্ট[4] হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না। চন্দ্র যেমন স্থূলদেহ লাভ করিয়া পুনরায় বিরাজিত হয়েন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয় ; উহা চন্দ্রের স্থূল-দেহেরই গুণ ; ঐ সমস্ত গুণ মনুষ্যের স্থূল-দেহেই আরোপিত করা যায় ; আত্মাতে কদাচ আরোপিত করা যাইতে পারে না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেই তাহাকে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রাহু চন্দ্রকে কিরূপে আক্রমণ ও কিরূপে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা যে কিরূপে লোকের দেহে প্রবেশ ও কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মা শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেই অনুমিত হইয়া থাকে। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না. চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা শরীরনির্ম্মুক্ত হইলেও কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।'

১। কিংবদন্তী—লোকপরম্পরা কথিত। ২। সর্প। ৩—৪। দেহচ্যুত।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ইন্দ্রিয়প্রভাব—বাসনাবশে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম

মনু কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! লোকের স্বপ্নাবস্থায় যেমন তাহার স্থূলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর[1] উহা হইতে পৃথক্ হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কর্ম্মশীল ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থূলশরীর ধরাসাৎ[2] হয় ও লিঙ্গশরীর পাপপুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। আর যেমন লোকে সুষুপ্তি[3]-প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞান মাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলেও তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। নির্ম্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন[4] হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু সলিল কলুষিত[5] হইলে যেমন প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম[6] আকুলিত[7] হইলে তদ্দ্বারা আত্মদর্শনলাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানপ্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, অবুদ্ধিপ্রভাবে চিত্ত দূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে। মোহান্ধ ব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কোনরূপেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মানুষ্ঠান নিবন্ধন বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। পাপসত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার[8] শান্তি হয় না ; যখন পাপের নাশ হয়, তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিরন্তর বিষয়-সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ; কখনই মোক্ষলাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন সুনির্ম্মল আদর্শে[9] যেমন প্রতিবিম্ব[10] দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্মসন্দর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয়-সমুদয় বিষয়াসক্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলে সুখে কালযাপন করিতে পারা যায় ; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি

১। কর্ম্মানুসারে গঠিত জীবদেহ। ২। ধরাশায়ী। ৩। গাঢ় নিদ্রা। ৪। নির্ম্মল। ৫। পঙ্কিল—মলিন। ৬। ইন্দ্রিয়সমূহ। ৭। চঞ্চল। ৮। বিষয়বাসনার। ৯। আয়নায়। ১০। ছায়া।

হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই শব্দাদি বিষয় ও স্থূল কারণ সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হয়েন। দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদয় প্রতিসংহার[1] করিয়া অস্তগমন করেন, তদ্রূপ অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ হইতে অন্তরিত হয়েন। মানবগণ বার বার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপপ্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয়বাসনা একেকালে দূরীভূত হইয়া যায়; আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্মক রস[2] পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয়সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও অনুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে। ঘটাদি স্থূলপদার্থ যেমন মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, তদ্রূপ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ অবগত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু সূক্ষ্মস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উঁহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতেছেন।'

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

চিত্তচাঞ্চল্যকারক দুঃখনাশের উপদেশ

মনু কহিলেন, 'হে মহর্ষে! শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না; অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ-নিবারণের মহৌষধ। দুঃখ-চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের উপশম হয় না এবং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞাবলে[3] মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বালকতা প্রকাশপূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্য, সম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা করেন না। সাধারণ দুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে; বরং যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যিনি একেকালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হয়েন; বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জ্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব অর্থ নাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যোগসাধনায় মনের সমাধি

জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয়-বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধি সংস্কার[1] সংযুক্ত[2] হইয়া মনোমধ্যে বিরাজিত হইলেই যোগ-সমাধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। সলিল যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণগ্রামে প্রবাহিত হয়। যখন সেই বুদ্ধিতে নির্গুণ ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষ[3]খণ্ডস্থ স্বর্ণরেখার ন্যায় অসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মন কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর রূপরসাদির প্রবোধক; উহা দ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্ম-লাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদয় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণ-সমুদয় বিলুপ্ত

১। প্রত্যাহৃত—আপনার দিক টানিয়া লওয়া। ২। আসক্তর আকর্ষক মাধুর্য্য স্বাদ। ৩। বিবেকবলে।

১—২। মার্জ্জিত—মাজিত। ৩। নিকষ পাষাণ—কষ্টিপাথর।

হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূত সকল বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কারমধ্যে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন মনের সহিত উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যান দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সত্ত্বাদি মূলপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক সামগ্রী-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণ বস্তু লাভ করিতে পারে।

অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শমদমাদিগুণ[1], বেদান্ত-শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা পরমব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা সেই অতর্কণীয়[2] আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মকে কি বাহ্যে, কি অন্তরে সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। হুতাশন যেমন অপ্রতিহতবেগে[3] কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধি ও শব্দাদি বিষয়ের উপর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনাবিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে; আর যখন বিষয়বাসনায় বিলিপ্ত[4] হয়, তৎকালে ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়সমুদয় যেমন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ অজ্ঞানবশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। উহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকে; আর যাহারা উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গগমনে সমর্থ হয়। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমুদয় বিনশ্বর পদার্থ। ঐ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে। তৎপরে ঐ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ঐরূপ পদার্থ সমুদয়ের ধর্ম্মপ্রভাবে শ্রেয়ঃ ও অধর্ম্মপ্রভাবে অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মরণের পর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে এবং বীতস্পৃহ[5] ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

১। অন্তর ইন্দ্রিয় ও বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সংযম।
২। তর্কের অযোগ্য—দোষবাদে বিধান দ্বারা অকল্পনীয়।
৩। বাধাহীন বেগে। ৪। মগ্ন। ৫। আসক্তিহীন।

সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার

হে মহর্ষে! শব্দাদি পঞ্চ গুণের সহিত পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারিলেই আত্মাকে মণিমধ্যে নিহিত সূত্রের ন্যায় দর্শন করিতে পারা যায়। আর সূত্র যেমন সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও মৃন্ময় বস্তুতে নিহিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে প্রাণী যে দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করে। জ্ঞান হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে অভিসন্ধি, অভিসন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ফল কর্ম্মসম্ভূত, কর্ম্ম বুদ্ধিসম্ভূত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত ও জ্ঞান আত্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষয় হইলে যে দিব্যজ্ঞান জন্মে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান; যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরমপদার্থকে দর্শন করিতে পারেন, বিষয়াসক্ত নির্ব্বোধেরা কখনই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মরূপ ভগবান বিষ্ণুর সমধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মরূপী ভগবান অনাদি[1], অমধ্য[2] ও অনন্ত[3] বলিয়া অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ; সুতরাং উহা কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই পরমব্রহ্ম ও পরমপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহাকে অবগত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ মুক্তিপদ লাভ করেন। নিবৃত্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে, সে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ লোকের লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমুদয় যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর[4]; কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞানদেহে আবির্ভূত হয়।

১—৩। আদি-মধ্য-অন্তহীন। ৪। অস্থায়ী।

উহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, সুতরাং উহা যত্নসাধ্য নহে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই. সেই পরমপদার্থ অনাদিত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপী ও শূন্যময় হইয়াছেন। শূন্যময়ত্ব প্রযুক্ত তাঁহাকে দুঃখবিহীন ও মানাপমানাদিশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; মনুষ্যগণ অদৃষ্ট ও বিষয়লালসাপ্রভাবে[১] ব্রহ্মপদার্থপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না।

সিদ্ধ পুরুষেরা সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হয়েন। বিষয়ার্থী ব্যক্তিদিগের বিষয়দর্শন নিবন্ধন বিষয়ভোগলালসা উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহারা কোনরূপেই বিষয়াতীত পরমব্রহ্ম লাভ করিতে বাঞ্ছা করে না। নিকৃষ্ট বাহ্য[২] গুণাসক্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কি কখন যোগিগণের জ্ঞাতব্য পরম গুণ জ্ঞাত হইতে পারে? ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণসমূহ দ্বারাই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা সূক্ষ্ম মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি; বাক্য দ্বারা কখনই উহা প্রকাশ করিতে পারি না। মন দ্বারা মনকে ও দর্শন দ্বারা দর্শনকে নিগৃহীত এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে সংশয়বিহীন, বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদয়কে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানের পরিপাক[৩] নিবন্ধন যাহার বিষয়বাসনা তিরোহিত[৪] ও মন উন্নত হয়, তিনি প্রার্থনাশূন্য নির্গুণ আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। বায়ু যেমন কাষ্ঠান্তর্গত[৫] হুতাশনকে[৬] পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধ্যানবলে বিষয়সমুদয় আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ধ্যানকালে বিষয়সমুদয় আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হইলে বুদ্ধিকল্পিত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষয়সমুদয় আশাতে লীন করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আশা অব্যক্তস্বরূপ[৭] ও অব্যক্তকর্ম্মা[৮]। লোকের নিধনসময়ে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহির্গত হয়। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ও সুখদুঃখ অবগত হইয়া ঐ কার্য্য ও সুখদুঃখ আশার বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু বস্তুতঃ আশা কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা দুঃখভাজন নহে। আশা মনুষ্যের দেহে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মনুষ্য পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার অন্ত হয়, তদ্রূপ আপাততঃ সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সুখদুঃখাদির অন্ত যখন জন্য[১] পদার্থ, তখন অবশ্যই উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ু যেমন অর্ণবস্থ[২] তৃণাদিকে প্রবাহ দ্বারা পরপারে লইয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম সংসারে লিপ্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয়ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা সঙ্কুচিত করে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরমব্রহ্মে লীন হয়। ফলতঃ যাহার জন্ম নাই, ধামও নাই, যিনি পুণ্যবান্দিগের পরম গতি, কার্য্যসমুদয় যাহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষস্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি, মধ্য ও অন্তবিহীন, সেই পরমব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা যাইতে পারে।"

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

বিষ্ণু হইতে সৃষ্টি—তদায় নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! যিনি সকলের স্রষ্টা, যাঁহার স্রষ্টা কেহই নাই এবং যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, আমি সেই ভূতভাবন[৪] নারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি বিশেষরূপে তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! আমি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ অসিত, দেবল, মহাতপাঃ বাল্মীকি ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ইঁহারা

১। বিষয়বাসনাবল। ২। আকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ। ৩। গাঢ়তা। ৪। বিদূরিত। ৫—৬। কাষ্ঠের মধ্যে স্থিত অগ্নিকে। ৭। যাহা বাক্য প্রকাশের অযোগ্য। ৮। অনিয়ত কর্ম্মের কল্পনাপ্রবর্ত্তক—নিয়ত যাহা তাহা হইয়াই থাকে।

১। কার্য্যকারণে উৎপত্তিশীল। ২। সমুদ্রস্থিত। ৩। নির্দ্দিষ্ট স্থান। ৪। সর্ব্বজীবের উৎপাদক।

নারায়ণের বিষয় অতি অদ্ভুতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অনেক মহাত্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান্ নারায়ণ পুরুষপ্রধান ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণবেত্তা সাধুগণ ঐ মহাত্মার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগবান পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, তেজ ও জল এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়া পরে স্বয়ং সলিলোপরি[১] শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে মনের সহিত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। সেই অহঙ্কারবলে জীবগণের সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান নারায়ণের নাভিদেশে ভাস্করপ্রতিম[২] এক দিব্য পদ্ম সম্ভূত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র তাঁহার প্রভায় দিঙ্মণ্ডল[৩] উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভগবান ব্রহ্মার উৎপত্তির পর তমোগুণসম্পন্ন মধু নামে এক মহাসুর জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল।

ব্রহ্মার প্রতিকূলকারী মধুদানব বধ

তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপকারার্থ ঐ বিকটবেশধারী রুদ্রকর্ম্মা[৪] মহাসুরকে নিপাতিত করিলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ তৎকালে সেই দুরাত্মা অসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে উঁহাকে মধুসূদন নামে নির্দ্দেশ করেন।

মধু দৈত্য নিহত হইলে পর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ সম্ভূত হন। বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচি মুনির জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাযশস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটি কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্র-সমুদয় সমুৎপন্ন হইল। ঐ দশ কন্যার জন্মের পর দক্ষের আর সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মিয়াছিল। ভগবান চন্দ্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রমপ্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অবনতি হইতে লাগিল। দনু, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবকে ও দিতি মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ[১], পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ, মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদয় উৎপাদন করিলেন।

কালব্যবস্থা—সত্যাদি যুগধর্ম্ম

অনন্তর ভগবান মধুসূদন বিবেচনা করিয়া দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর মুখ হইতে এক শত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে এক শত ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে এক শত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে চারিবর্ণের সৃষ্টিবিধান করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ, ভগবান্ বিরূপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপাত্মাদিগের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধনরক্ষক, জলেশ্বর বরুণদেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুদয় দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। ঐ সময় যাহার যত দিন জীবিত থাকিবার অভিলাষ হইত, সে তত দিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত। কাহাকেও শমনের শাসন-শঙ্কায় শঙ্কিত হইতে হইত না। স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যকতা ছিল না; ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে লোকে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। দ্বাপরযুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সর্ব্বাধীশ্বর

১। জলের উপর। ২। সূর্য্যতুল্য। ৩। সমস্ত দিক্। ৪। ভয়ঙ্কর। ৫। উগ্রকর্ম্মা—ভয়ঙ্কর কর্ম্মাচরণকারী।

১। অশ্ব।

জগৎপতি নারায়ণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খল পাপাত্মাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসম্ভূত নরবর অন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথ-সম্ভূত যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্ব্বরগণ নিয়ত পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করে। উহাদের ব্যবহার চণ্ডাল, কাক ও গৃধ্র[১]গণের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য। সত্যযুগে উহাদের নামগন্ধও ছিল না। ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্য নিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হওয়াতে ভগবান্ ভূতভাবনের ইচ্ছানুসারে উহারা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ। এইরূপে মহাত্মা বাসুদেব হইতেই সমুদয় সম্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন এবং তাঁহার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য নহেন, উঁহার মহিমা অনির্ব্বচনীয়।"

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

প্রজাপতিবিবরণ—সৃষ্টিবিস্তার

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। পূর্ব্বে যে যে মহাত্মা প্রজাপতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। পূর্ব্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্রের উৎপত্তি হয়। পুরাণ এই সাত মহর্ষিকে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অতঃপর প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার উৎপত্তি হয়। সেই দশ জন প্রচেতার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ জনসমাজে 'ক' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মরীচিপুত্র কশ্যপও অরিষ্টনেমি নামে প্রথিত হয়েন। অত্রির ঔরসপুত্র বীর্য্যবান্ সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার সন্তানগণ নিখিল ভুবনের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া নিয়মসমুদয় সংস্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ শশবিন্দুর দশ সহস্র ভার্য্যা ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের[১] হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রগণকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট যশস্বী প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবতা-বিবরণ—দেবতার জাতিভেদ

ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাত্মা মার্ত্তণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া প্রথিত[২] হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ, যশস্বী, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ত্বষ্টার পুত্র। হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইঁহারাই অষ্টবসু বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুর অধিকারকালে ইঁহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। ঋভু ও মরুদ্গণ আদিদেবতা। এই সমস্ত দেবতা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। উঁহাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, তপোনুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার কুলসম্ভূত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এইরূপে দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি স্বজাত[৩], কি অন্যসংসর্গজ[৪], সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

১। শকুন।

১। ঐ সকল পুত্র। ২। বিখ্যাত। ৩। নিজকৃত। ৪। অন্য সংসর্গ জাত।

ঋষি-বিবরণ—লোকপালক সপ্তর্ষিমণ্ডল

অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔশিজ, কাক্ষীবান্ ও বল, ত্রিলোকপাবন[১] সপ্তর্ষিমণ্ডল[২] এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইঁহারা পূর্ব্বদিকে; উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদয় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণদিকে; উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান সারস্বত এই সমস্ত মহাত্মা পশ্চিমদিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচীককুমার জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই আমি যে যে দিকে যে যে তিগ্মতেজাঃ[৩] মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম এই ভুবনভাবন[৪] মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষিভূত; ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিক্‌সমুদয়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়, সে সমুদয়ে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্বিঘ্নে স্বীয় গৃহে গমন করিতে পারে।"

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কৃষ্ণের প্রভাব—অসুরবধে শান্তিস্থাপন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আমি অবিনাশী সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের অলৌকিক তেজ, পূর্ব্বাচারও কার্য্য এবং কি নিমিত্তই বা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক[৫] কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি একদা মৃগয়া পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় অসংখ্য মুনিগণ নিষণ্ণ[৬] রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা মধুপর্ক[৭] দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেন; আমিও তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলাম সেই সময় মহর্ষি কশ্যপ আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে ক্রোধোদ্ধত[১] লোভপরায়ণ বলমদমত্ত[২] নরক প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবগণের সুখসমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেব ও দেবর্ষিগণ তাহাদিগের উপদ্রবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুস্থচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে, বসুন্ধরা নিতান্ত দুঃখিতমনে রসাতলে গমন করিতেছেন। পৃথিবীর দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্। দানবগণ আমাদের উপর যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিতেছে, আমরা কি প্রকারে তাহাদের উপদ্রব সহ্য করিব?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবগণ! আমি এই বিপদ্‌শান্তির উপায় অবধারণ করিয়াছি; অসুরগণ এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া পাতালতলে বাস করিতেছে। উহারা দেবদত্ত[৩] বর[৪] এবং বলবীর্য্য ও অহঙ্কারপ্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া অব্যক্তদর্শন সুরগণের[৫] অধৃষ্য[৬] ভগবান্ বিষ্ণু যে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতঃপর সেই বরাহই মহাবেগে পাতালতলে গমনপূর্ব্বক ঐ দুরাত্মাদিগের বিনাশসাধন করিবেন।' ভগবান্ কমলযোনি এই কথা কহিলে দেবগণ দুঃখের অবসান হইল মনে করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ভগবানের বরাহ অবতার—অসুরবধ

অনন্তর ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দানবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। দানবেরা সেই বরাহের অমানুষ[৭] বল অবলোকনপূর্ব্বক ক্রুদ্ধবেগে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে লাগিল।

১। ভূতল, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গবাসী জনগণের পবিত্রকারক। ২। সুবিখ্যাত সাত-সাতটি ঋষির এক একটি দল। ৩। অমোঘ প্রভাবসম্পন্ন। ৪। লোকপালক। ৫। আতত—আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত। ৬। উপবিষ্ট। ৭। জল দধ্যাদি—মধু, ঘৃত, দধি, চিনি।

১। ক্রোধে উদ্দপ্ত। ২। বলমদে মত্ত। ৩—৪। ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রদত্ত বর। ৫—৬। দেবগণের ভয়জনক। ৭। অভাবনীয়—অগাধ।

তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগবলে দৈত্যদানবগণকে ক্ষুভিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ[১] পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ ধ্বনি-প্রভাবে তিন লোক ও দশদিক্ অনুনাদিত[২] হইতে লাগিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ সেই নিনাদে একান্ত ভীত ও বিষ্ণুতেজে বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত[৩] হইতে লাগিল; ভূতাধিপতি মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুর দ্বারা উহাদের মাংস, মেদ[৪] ও অস্থি[৫] সকল বিদলিত[৬] করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঐরূপে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক ভীষণ[৭] নাদ[৮] পরিত্যাগ[৯] করিয়াছিলেন বলিয়া উঁহার নাম সনাতন হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ সেই বরাহের নিনাদ-শ্রবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! ও কি শব্দ হইতেছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে? আমরা কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না; ঐ নিনাদ দ্বারা সমস্ত জগৎ ভয়বিহ্বল[১০] হইয়াছে এবং সুর ও অসুরগণ বিমোহিত হইয়াছেন।'

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন, 'ঐ দেখ, মহাকায় মহাবল সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অসুরবিনাশরূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া আগমন করিতেছেন। তোমাদের আর কোন শঙ্কা নাই, তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোক, সন্তাপ ও ভয় করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। ঐ বরাহরূপী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও ক্ষয়কারক কাল। উনি লোকসকলের রক্ষাবিধানার্থ ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল লোকই উঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের ঈশ্বর।"

১। শব্দ ২। প্রতিধ্বনিত।
৩। মৃত। ৪। বসা—চর্বি। ৫। হাড়। ৬। বিমর্দ্দিত
৭—৯। যাহা দ্বারা ভয়ঙ্কররূপে অত্যধিকতার। ১০। ভয়াকুল।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মুক্তিবিবরণ—গুরু-শিষ্য সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভের নিদান যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে গুরুশিষ্য-সংবাদ নামক মুক্তিবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। একদা এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গললাভার্থী হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর[১] সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণবন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'গুরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদন করুন। আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সকল লোকের শরীরনির্মাণোপযোগী[২] উপাদান[৩] সকল একরূপ হইলেও কি নিমিত্ত একজনের উন্নতি ও অন্যের অবনতি হইয়া থাকে, আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ[৪] যে বাক্য বিন্যস্ত আছে, তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।'

আচার্য্য কহিলেন, 'বৎস! যাহা বেদচতুষ্টয়েরও গুহ্য এবং সকল শাস্ত্রের সার, সেই অধ্যাত্মযোগ[৫] কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বাসুদেব বিশ্বসংসার ও বেদের আদি। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা[৬], যজ্ঞ ও ঋজুতা[৭] স্বরূপ। তাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে। তিনিই অব্যক্ত শাশ্বত[৮] ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য বৈশ্যকে ও শূদ্র শূদ্রকে বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, অবহিতচিত্তে[৯] তাহা শ্রবণ কর।

বিষ্ণুর বিশ্বরক্ষা ব্যবস্থা

বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রৈলোক্য তাঁহাতেই চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লোকে তাঁহাকেই অবিনাশী অব্যক্ত ও

১। ঘন তেজোময় দেহ। ২। দেহ গঠনের উপযুক্ত। ৩। উপকরণ। ৪। সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য। ৫। মোক্ষযোগ। ৬। ত্যাগ। ৭। সরলতা। ৮। অপরিবর্ত্তিত। ৯। একাগ্রচিত্ত।

নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃগণ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে। উনিই যুগপ্রারম্ভে[1] বেদশাস্ত্র, শাশ্বত লোকধর্ম্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন বসন্তাদি ঋতুকালে বৃক্ষসকল পর্য্যায়ক্রমে পুষ্পিত হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে[2] ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্বে[3] অবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগপ্রারম্ভে কালযোগে যে সমস্ত বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সেই বস্তুতেই লোকযাত্রা-বিধানজ্ঞ[4] জ্ঞান[5] উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর আদেশানুসারে যুগান্তকালে[6] অন্তর্হিত[7] বেদ ও ইতিহাস সকল তপোবলে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা বেদ[8], বৃহস্পতি বেদাঙ্গ[9], শুক্রাচার্য্য জগতের হিতজনক নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র, কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা কর। দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহাকে বিদিত ছিলেন। পরে নারায়ণ হইতেই মহর্ষি ও সুরগণ এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষি সকল সেই দুঃখনাশের ঔষধস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন।

জীবাত্মা—প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধ

প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আলোচিত ভাবসমুদয় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটি দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বালিত হয়, সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। অনন্তর[10] নিবন্ধন প্রকৃতির নাশ হইতেছে না। সূক্ষ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটি পদার্থ সকলের মূলপ্রকৃতি; জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়[1]; পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনই জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধ্যাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও শব্দাদি [illegible] দেহমধ্যে পরিগণিত হয়। এই ষোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতাত্মক। ইহারা দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতেছে। রস সলিলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের[1] গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এই সত্ত্বাদি ভাবসমুদয় প্রকৃতির পরবর্ত্তী প্রাণশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

মহান্ আত্মা নবদ্বার[2]সম্পন্ন সত্ত্বাদি-ভাবপরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত উঁহাকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি অজর[3] ও অমর; তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং তিনিই সকল প্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক, সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই হউন আর হীনই হউন, সকল প্রাণীতেই জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তুসকল উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয়লাভের কারণ। কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীরচ্ছেদন

১। সত্যাদি যুগের আরম্ভে। ২। বিশেষ সময়ে—যে সময়ে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনে বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ৩। সৃষ্টি, পালন ও সংহারকার্য্যের জন্য। ৪—৫। সংসারযাত্রাবিধান হইতে জাত—ঈশ্বর ব্যবহারে অভিজ্ঞতা। ৬—৭। প্রলয়কালে নষ্ট। ৮। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব। ৯। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। ১০। অনশ্বর।

১। প্রকৃতির। ২। চক্ষুর ২, নাসিকার ২, কর্ণের ২, মুখ ১, গুহ্য ১, লিঙ্গ ১—৯। ৩। বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাবর্জ্জিত।

করিলে উহাতে আত্মদর্শনলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। দেহের অনন্তর নিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই[১] রহিয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহসম্বন্ধ-চ্ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্নযোগে যেমন তাহার আত্মা দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্ম্মবলেই পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; আবার স্বকর্ম্ম প্রভাবেই অন্য শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই আত্মা যেরূপে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে, তাহা পরে কীর্ত্তন করিতেছি।"

একাদশাধিকাদ্বিশততম অধ্যায়

দেহ চক্র—জীবাত্মার আবর্তন-নিবর্তন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মন অব্যক্ত আত্মার স্বরূপ, সুতরাং উহাও অব্যক্ত। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। অচেতন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন[২] কর্ম্ম-জনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যেমন দেহীর অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিদানন্দ প্রভৃতি ভাবসমুদয় মিলিত হইয়া দেহান্তরে শরীরীকে আশ্রয় করে। পূর্ব্বে ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, মহাভূত প্রাণ এবং শান্তি ও কামাদি গুণসমুদয় কিছুই বিদ্যমান ছিল না; একমাত্র জীবেরই সত্তা ছিল। বস্তুতঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাদির কোন সম্পর্ক নাই। আপাততঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাদির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মায়াই তাহার কারণ। জীব সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য। উহা পূর্ব্বতন বাসনাপ্রভাবেই আপনাকে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে; এই বাসনাবশতঃই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মবশতঃই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয়। এইরূপে জীবের কর্ম্ম ও বাসনা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি[১], দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর[২], জ্ঞানক্রিয়াদি উহার নেমি[৩], রজোগুণ উহার অক্ষ[৪] এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা। তৈলিকেরা[৫] যেমন তিল নিপীড়ন করে, তদ্রূপ অজ্ঞানসম্ভূত সুখ-দুঃখভোগ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে। সকলেই ফললাভ-বাসনায় অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। বাসনাই কার্য্যকারণ-সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য্য কারণকে বা কারণ কার্য্যকে কখনও অতিক্রম করে না। কাল কার্য্যসাধনের প্রধান হেতু। প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহারা পুরুষকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মসংযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে। ধূলি যেমন সমীরণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহপরিভ্রষ্ট হইবামাত্র রাজসিক ও তামসিক ভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও বিদ্যাবলসংযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে[৬] প্রবৃত্ত হয়। আর বায়ু যেমন ধূলিসঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ আত্মা রাজসিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এইরূপে পণ্ডিতগণ বায়ুর সহিত ধূলির ন্যায়, সত্ত্বাদি-গুণের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্‌ভাব অবগত হইবেন; হে ধর্ম্মরাজ! শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ভগবান ঋষি এইরূপে উহা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সুখদুঃখ-পরিহারের উপায় পর্য্যালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ সকল যেমন অনল দগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ক্লেশ-সমুদয় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইলে আর জীবাত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।"

দ্বাদশাধিকাদ্বিশততম অধ্যায়

গুণপ্রবাহে ভাসমান জীব

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয়

১। দৃঢ়রূপে ব্যাপ্ত। ২। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের।

১। চক্রের মধ্যস্থ পিণ্ডিকা—চক্রনাভি। ২। চাকা। ৩। চক্রপরিধি—চক্রের প্রান্তদেশ। ৪। চক্রের মধ্যদণ্ড। ৫। তৈলকারীরা। ৬। অধীনভাবে অনুকরণে।

করেন, তদ্রূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বিজ্ঞানতত্ত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না বেদোক্ত কার্য্যে অনুরক্ত বেদবিদ্ দুর্লভ পুরুষেরাই স্বীয় মহানুভবতা নিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্মত্যাগ সাধু ব্যক্তিদিগের আচরিত বলিয়াই জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্ত্যাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারাই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহাভিমানসম্পন্ন ক্রোধলোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা রাজস ও তামসগুণে আক্রান্ত হইয়া সংসারে অনুরক্ত হয়; অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ কার্য্য দ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু কর্ম্মফলভূত স্বর্গাদিলাভের বাসনা কখনই করিবেন না। লৌহমিশ্রিত সুবর্ণের ন্যায় রাগাদি-দোষদূষিত বিজ্ঞান ভদ্রসমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব রাগাধিক্যবশতঃ শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে. যে ব্যক্তি উহার অনুগমন করে, তাহাকে ক্রোধ, হর্ষ ও বিপদে আক্রান্ত হইতে হয়। যখন সকল লোকের দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট, তখন অন্যকে স্তুতি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিষ্ফল। মূঢ়েরাই অজ্ঞানতা-নিবন্ধন স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে আসক্ত হয়। উহারা আপনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। মৃন্ময় গৃহ যেমন মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত হয়, তদ্রূপ এই মৃন্ময় দেহ ও মৃত্তিকার দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধান্য ও ফল-মূলাদি সমুদয় দ্রব্য সলিল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়।

অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা যেমন মিষ্টান্নাদি-ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন তদ্রূপ গৃহীদিগেরও জীবনরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্ত্তব্য। উদারচিত্ত পুরুষেরা সত্যবাদিতা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা বৈরাগ্য অধ্যয়নাদিজনিত তেজ, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মান ও তপস্যাপ্রভাবে বিষয়াত্মক ভাব সমুদয় পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক শান্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিবেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব অনভিজ্ঞতাদোষেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করে অতএব অজ্ঞানসম্ভূত দোষসমুদয় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং ঈশ্বরসমন্বিত ত্রিভুবন ও কর্ম্ম সমুদয়ই অহঙ্কারকল্পিত। কাল যেমন যত্নশীল হইয়া ইহলোকে ঋতু-সমুদয়ের গুণ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণিগণের কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়। অন্ধকারসদৃশ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই লোকের সুখ-দুঃখ নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ গুণত্রয় হইতে যে সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয়, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই সমুদয় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে।"

মুক্তিকামীর গুণত্যাগ-উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কি কি দোষ পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করেন? কোন্ কোন দোষ অপরিহার্য, কোন্ কোন্ দোষকে মোহবশতঃ দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় এবং পণ্ডিতেরা বুদ্ধি ও হেতু দ্বারা কোন কোন দোষের বলাবল বিবেচনা করেন, এই সমস্ত বিষয়ে আমার নিকট ঐ সমুদয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দোষ-সমুদয়ের মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। লৌহময় কুঠার যেমন লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে[1] বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ধ্যানসংস্কৃতবুদ্ধি[2] মহাত্মার রজোগুণসম্ভূত স্বাভাবিক দোষ সমুদয়ের বিনাশপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। তমোগুণ দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ, কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। অতএব আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগ

১। নিগড়কে। ২। ধ্যান [illegible]।

করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের রজঃ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ সমধিক নির্ম্মল হইয়া উঠে। কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দুষ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ কার্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমগুণাদিরক্ষার নিদান। রজোগুণপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্যসমুদয়ের ফললাভ হয়। হিংসাবিহারপরতন্ত্র আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ নিষ্পাপ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণাবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন।"

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

গুণত্রয়ের প্রবাহ—জীবজন্ম

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহারাজ! রজোগুণপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণপ্রভাবেই লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি ব্যক্তিরাই সেই বিনাশবিহীন, হ্রাসশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই মায়াবলে রূপাদি বাহ্যপদার্থে অভিভূত, জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিচেতন হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং ক্রোধ প্রভাবে কাম, লোভ ও মোহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। মনুষ্যেরা সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন বারংবার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্রশোণিত-সম্ভূত পুরীষমূত্রক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও স্বীকার করে। স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব-সকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেমন স্বদেহজ কৃমিগণকে অনাত্মীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে সেইরূপ আত্মদেহসম্ভূত পুত্রগণকেও অনাত্মীয়বোধে পরিত্যাগ করিবে দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদস্বরূপ স্নেহাংশ দ্বারা কৃমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃমিকীটাদির ন্যায় পুত্রাদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন।

সত্ত্বগুণ তমোগুণে ও তমোগুণ রজোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়। উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সে কর্ম্মসম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে। তথায় বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগসংস্কৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগ নিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগ নিবন্ধন চক্ষুঃ, গন্ধানুরাগ নিবন্ধন ঘ্রাণ এবং স্পর্শানুরাগ নিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়; আর প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকার নিবন্ধন উৎপন্ন এবং অভিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখপাশ হইতে

যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।"

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ইন্দ্রিয়জয়ে গুণজয়

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞান সহকারে শমাদি গুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতের আত্মভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সতত পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় নিয়ত ক্লেশভোগ করে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানবান মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধার্ম্মিক পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মাত্মারা বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদয় সদ্‌গুণকে সকল ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদয় সদ্‌গুণলাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং পাপাদির অনুভাবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যক্‌রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়; আর যিনি নিকৃষ্টরূপ উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি বিদ্যাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

গুণপ্রবাহরোধের উপায়—ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত যোগ

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর। এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যদি কখন ঐরূপ কামিনীদর্শনে তাঁহাদের মনেও অনুরাগ-সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তিন দিন কৃচ্ছ্র ব্রত অবলম্বন ও সলিলে প্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্নাবস্থায় রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে জলমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞানযুক্ত মন দ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ, রস সমুদয় শিরাজাল দ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদি-বাহিনী দশটি নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়; অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীরমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী-সমুদয় যেমন যথাকালে সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরা-সমুদয় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহনপূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থনদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মনঃ যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়।

মহর্ষি অত্রি শুক্রোৎপত্তিবিষয়ে বিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটি শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই নিমিত্ত উহার নাম ইন্দ্রিয়। যাহারা শুক্রের উদ্রেকই প্রাণিগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। বাহ্যপ্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোকপ্রদ

সুষুম্নানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমিত্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় উপার্জ্জিত জ্ঞান বার্দ্ধক্যে জরাপ্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়; কিন্তু বিপকবুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্যপ্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হয়েন।"

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মনঃসংযমের বিশেষ উপায়

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হয়েন, তাঁহারাই পরমগতি লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাঁহাদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান্দিগের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যিনি অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন। অতএব অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য-অনুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সূক্ষ্মধর্ম্ম দর্শন ও সদ্বাক্যপ্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রূরতাপরিশূন্য, পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক কার্য্যসমুদয় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। যাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্যসমুদয় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণপ্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; তাঁহাকে যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়।

দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ সংসারভার বহন করিয়া থাকে। চোরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমনপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারযাত্রা হইতে মুক্ত হয়। যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী[১], অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদয় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃতচিত্ত প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়-সমুদয়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়সমুদয় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক গৌরব লাভ করা বিধেয় নহে। যোগতন্ত্র[২]প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্ক যবচূর্ণ, শক্তু[৩] ও ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদয় ভোজন করা বিধেয়। দেশকালের

১। একাকী বিচরণকারী। ২। যোগশাস্ত্র। ৩। ছাতু।

প্রতি বিবেচনাপূর্বক আহারনিয়মের অনুবর্তী হওয়া উচিত।

যোগকার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে; অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যত কাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, তত কাল তাহারা কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না, আর যখন তাঁহার পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিশেষ-রূপে বিদিত হইতে সক্ষম হয়, তখন তাহার স্পৃহা এককালে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হয়।"

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নিদ্রাদির সংযম—স্বপ্নতত্ত্ব

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! যিনি নিরন্তর নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হয়েন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বপ্ন-যোগে রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিস্পৃহ হইলেও দেশদেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধান নিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতা নিবন্ধন আপনাকে বিষয়ব্যাসক্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাস্য—স্বপ্ন সত্য, কি অসত্য? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নভাব সঙ্কল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সবিশেষ পোষকতা করেন। ইন্দ্রিয়সমুদয় একান্ত ক্লান্ত হইলেও স্বভাবতঃ মনের বিশ্রাম হয় না, তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সঙ্কল্পমূলক; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতা নিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতা বশতঃ স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচেতাঃ মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কার নিবন্ধন স্বপ্নে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে হীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন।

পূর্ব্বতন কর্ম্ম প্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ তাহাকে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবদ্ধ হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতা নিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাব ভাবে যে বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান দেহসমুদয় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ববাসনার প্রাবল্য নিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতা নিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্ন-যোগে উহাদের অপ্রসন্নতা বশতঃ মন তৎসমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; আত্মজ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বজ্ঞতালাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার সুপ্রসন্নতা নিবন্ধন জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিক গুণ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগীর মন বিষয়ালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। আর যাঁহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অসুরগণ ঐ সমুদয়ের প্রতিবন্ধকীভূত দম্ভ-দর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাদিগের একান্ত দুষ্প্রাপ্য, সন্দেহ নাই। দেবতারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন এবং অসুরগণ রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ; যাঁহারা তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যার পর নাই উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়েন। তিনি অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদ দ্বারা তাঁহাকে সগুণ ও

নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।”

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্মপ্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ। যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ অবগত না হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, আত্মার ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্তভাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মফল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিষয়-নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তি-স্বরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল। কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মসংসাধন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্লেশাদিশূন্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। উঁহাদের উভয়ের গুণের ইতরবিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন; তিনি প্রবৃত্তি ও মহদাদি[1] পদার্থের দ্রষ্টা[2] এবং ত্রিগুণবিরহিত, ঈশ্বর, জীবচক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদিরহিত এবং পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। উঁহাদের এই ভেদ ঔপাধিকমাত্র[3]। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্ত্তা। উনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, উঁহাকে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহার অনুসন্ধান করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। যেমন উষ্ণীষধারী ব্যক্তি উষ্ণীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ মনুষ্য সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদয় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই আমি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর ও জীবের সাধর্ম্ম্য[1] ও বৈধর্ম্ম্য[2] সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম উহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাসনা করিবেন, কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্কাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

জ্ঞানলাভের উপায়—যোগিচর্য্যা

চৈতন্য প্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্যা দ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র তপঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান। রজ ও তমোনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব রাজসিক পাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদি-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীররক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্ত্তব্য। যোগযুক্ত মন দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কাশীবাস করিলে সদ্য সেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূলশরীর-বিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-ভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার সদ্যোমুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যা-প্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়। বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিতে আত্মবোধ করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি মহদাদি

১। মহদাদি ঈশ্বর। ২। সাক্ষী। ৩। নামসর্ব্বস্বমাত্র।

১। সদৃশ ভাব। ২। বিরুদ্ধ ভাব।

পদার্থের ক্ষয় উদয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যে সমস্ত যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিকে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়-সমুদয় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিকে দেহ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে অনেকে আগমানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরমস্থানে গমনপূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশ-প্রভাবে যোগ দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরমপুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইঁহাদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিশেষণ-সমুদয় অবগত হইবে তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। স্থূলদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ মর্ত্ত্য-দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্রহ্মলাভজনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট লোকলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যুবিরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরমস্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদয় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচি দ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণা দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণা-পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়। ভগবান্ নারায়ণ প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়াই স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।'

—

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মোক্ষপদপ্রাপ্তির উপায়—জনদেব-পঞ্চশিখ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষিক ভোগাদি বাসনা-সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসম্বলিত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মিথিলাধিপতি মহারাজ জনদেব নিরন্তর ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায়-চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এক শত আচার্য্য তাঁহার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ আশ্রমবাসীদিগের নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দেহনাশ ও জন্মান্তর লাভের উপদেশ-বিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না।

একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবী-পর্য্যটনক্রমে মিথিলানগরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদয় সন্ন্যাস-ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্দিগ্ধচিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, বাসনাপাশশূন্য এবং মনুষ্যগণমধ্যে শাশ্বত সুখস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদয় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্র বৎসর মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখ মহর্ষির কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন

করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র সমাসীন রহিয়াছেন, ইত্যবসরে সেই অসন্দিগ্ধচিত্ত, বিষ্ণুপদ-সেবক, যজ্ঞপরায়ণ, অন্নময়াদি-পঞ্চকোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মপরায়ণ, শমাদিপঞ্চগুণান্বিত পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাদি, অনন্ত পরমার্থ-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও শরীরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয়শিষ্য পঞ্চশিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তন্যপান করিতেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠবুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্বলাভ হইয়াছিল।

এই আমি তোমার পঞ্চশিখের কপিলা-পুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ কাপিলেয়[১] মিথিলাধিপতিকে সমুদয় আচার্য্যের প্রতি সমান অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনদেব তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন কাপিলেয় ধর্ম্মানুসারে সেই প্রণত ও ধারণসমর্থ[২] মিথিলাধিপতিকে সাংখ্যমতানুসারে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ জন্মদুঃখ[৩], পরে কর্ম্মদুঃখ[৪] ও তৎপরে ব্রহ্মলোক[৫] পর্য্যন্ত[৬] সমুদয়ের[৭] দুঃখ[৮] কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে যাহার প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিশ্বাসনীয়[৯] অবস্থায়িনী ক্ষণভঙ্গুর[১০] মোহের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নাস্তিকের নানাবিধবাদ—দেহাত্মবাদে দোষদর্শন

পঞ্চশিখ কহিলেন, 'হে মহারাজ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকবিরুদ্ধ আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেদপ্রমাণ নিবন্ধন দেহনাশের পর আত্মত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দূষিত; আর যাহারা মোহ বশতঃ মৃত্যুকে আত্মার স্বরূপভাব[১] এবং দুঃখ, জরা ও রাগাদি প্রভাব বশতঃ ইন্দ্রিয়নাশকে আত্মার আংশিক বিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয়। আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ শ্রুতি জনসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজার অজরতা ও অমরতা আশীর্ব্বাদের ন্যায় উপচারমাত্র[২]। ইহা সত্য কি মিথ্যা, এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও আগমের[৩] মূল কারণ, তদ্রূপ আবার উহাদিগের বাধক। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সত্ত্বে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলে অনুমান বা আগম দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। যে কোন স্থানে হউক না কেন, কেবল অনুমান অবলম্বন করিয়া বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; ফলতঃ শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক্ নহে, ইহাই নাস্তিক-দিগের যথার্থ[৪] মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও রূপ-রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতে যেমন পৃথক্স্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্যনিচয় দুই তিন রাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতা-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদয় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্য-রশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হুতাশনসন্তপ্ত দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ইন্দ্রিয়সমুদয় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

এই মতও দূষিত। কারণ, দেহনাশ হইলে চৈতন্যের অপগম[৫] হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত,

১। কপিলাতনয় পঞ্চশিখ। ২। মেধাবুদ্ধিবলে ধারণা করিতে সক্ষম। ৩। গর্ভবাসাদি ক্লেশ। ৪। সংসারকর্ম্মজনিত ক্লেশ। ৫—৮। পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াতের জন্য ক্লেশবাহুল্য। ৯। [illegible]। ১০। অস্থায়ী।

১। মানুষ মরিলে আত্মা মরে এইরূপ ভাব। ২। লোকব্যবহার—কথার কথা; একবারে নীরোগ বা অমর কেহ হয় না, অনেকটা নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়। ৩। বেদপ্রতিপাদ্য [illegible]। ৪। দৃঢ়। ৫। লোপ।

তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা[১] পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতজ্বর-নিবৃত্তির নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিকে অবশ্যই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূল হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়তঃ, যদি আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ-কর্ম্মের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্ব্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে যে সমুদয় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমুদয়কে জড়পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ, যদি আকার-বিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি[২] ভূতচতুষ্টয়[৩] হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সমান হইতে পারে না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে, অবিদ্যা[৪] কার্য্যলালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জ্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃষ্ণারূপ জল দ্বারা নিষিক্ত হইলেই লোকের পুনরায় জন্মপরিগ্রহ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত অবিদ্যাদি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনরায় ঐ সমুদয় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়; আর যদি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ সমুদয় অবিদ্যাদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহনাশের পর আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নামই মোক্ষ।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ, বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লোকে মুমুক্ষু হইলে তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আলয়[৫]বিজ্ঞান হয়। অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাহ্যজ্ঞানের মুমুক্ষা[৬] নিবন্ধন আলয়বিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। এক ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অন্য ব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। একজন দান, বিদ্যোপার্জ্জন বা তপোনুষ্ঠান করিলে যদি অন্যে তাহার ফলভোগ করে, তাহা হইলে ত ঐ সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত ব্যর্থ; আর যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞানবিনাশের পর অন্য জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞান-বিনাশের পর আর একটি জ্ঞানের উদয় হয়; এইরূপে ধারাবাহিকক্রমে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কে? জ্ঞান ক্ষণিক; সুতরাং পূর্ব্বক্ষণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না। যদি তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বজ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, তাহা হইলে মুষল দ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত। বিশেষতঃ জ্ঞানধারার আনন্ত্যনিবন্ধন[১] ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ মোক্ষলাভও বারংবার আগত ও নিবৃত্ত হইত।

কেহ কেহ আবার বিজ্ঞানসমুদয়কে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও অসঙ্গত। কেন না তাহা হইলে গৃহের উপাদানসমুদয় যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহেরও নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু, শোণিত, মাংস ও অস্থি এই সমুদয় যেমন আনুপূর্ব্বিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশ নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যাইত, আত্মাকে বুদ্ধ্যাদির আশ্রয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; কেন না, যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে দানাদি ক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মসুখজনক বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া যাইত।

হে মহারাজ! নানা লোকের মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ তর্কের উদয় হইয়া থাকে, এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোনক্রমেই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ে বুদ্ধি আভিনিবিষ্ট করেন।

১। জড়বাদী—নাস্তিকগণ। ২—৩। ক্ষিতি, জল, তেজ মরুৎ। ৪। অজ্ঞান। ৫। অধিষ্ঠান স্থান—দেহ। ৬। মুক্তির ইচ্ছা।

১। অসীমত্ব হেতু।

তাহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। লোকমাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু মহামাত্র[১] যেমন মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, তদ্রূপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে। মানবগণের মধ্যে যাহারা আপাতত-সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশে সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যাঁহারা দেহ অনিত্য এবং বন্ধুবান্ধব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। এই দেহ বিনশ্বর এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। যে ব্যক্তি এই দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহার কি কখন উহার রক্ষাবিধানে যত্ন হইয়া থাকে'?"

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মরণের পর পুনরায় জন্ম মোক্ষাদি বিবরণ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি জনদেব মহর্ষি পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদশূন্য অকপট নির্ম্মল ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জীবনের[২] মরণান্তর[৩] সংসার[৪] ও মোক্ষলাভের[৫] বিষয়[৬] জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, 'মহর্ষে! মোক্ষদশাতে যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশনিবন্ধন[৭] যমনিয়মাদি সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে কিংবা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন ফলের নিমিত্ত লোক মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?'

মহাত্মা পঞ্চশিখ জনদেব জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ও আতুরের ন্যায় আর্ত্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির নাশনিবন্ধন যে মোক্ষ হয়; এরূপ নহে এবং ঐ সমুদয় থাকিলেও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি, মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একের নাশ হইলেই সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ ও পৃথিবী এই পঞ্চধাতু স্বভাবতঃ মনুষ্যের দেহে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করে। ফলতঃ মনুষ্যের শরীর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সমাহার[১] মাত্র। মানবদেহে জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটিকে কর্ম্মসংগ্রাহক[২] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তিনটি হইতেই ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা[৩] শক্তি, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও অন্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হয়। চিৎপ্রতিবিম্বসংযুক্ত চেতনাবৃত্তি তিন প্রকার; সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত ও সুখদুঃখবিরহিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড়্গুণ দ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কর্ম্ম ব্রহ্মলোকপ্রদ সন্ন্যাস ও তত্ত্বার্থবিনিশ্চয়ের নিদান। পণ্ডিতেরা তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষলাভের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিকে ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই সমুদয় গুণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহাকে অসম্যক্[৪] দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়। আর যাহারা দৃশ্যপদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না, বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

মোক্ষবিষয়ে সন্ন্যাসের উৎকর্ষ

হে মহারাজ! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই মনের সন্দেহ দূর হয়। আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; উহা তোমার মোক্ষলাভোপযোগী হইবে। মোক্ষলাভার্থী

১। মাহুত। ২—৬। 'মরণের পর পুনরায় জন্ম ও মোক্ষ হয় কি না।' ৭। দেহের অভাবহেতু।

১। একত্র মিলনমাত্র। ২। কর্ম্মসংগ্রাহক। ৩। অর্থপ্রকাশের। ৪। অসম্পূর্ণ।

মহাত্মাদিগের কর্ম্মত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগপরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা দ্রব্যত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা ও সমুদয় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন. সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখ-নিরাকরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগের পথস্বরূপ যোগবিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে। আর প্রাণ এবং আকুঞ্চনাদি[১]সম্পাদক হস্ত, গতি-সম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ[২], মলত্যাগসম্পাদক পায়ু[৩] ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ বুদ্ধির সহিত মনকে পরিত্যাগ করিবে।

ইন্দ্রিয়ের ভোগবৈষম্যে আত্মার নানাত্বজ্ঞান

হে মহারাজ! যেমন শ্রবণজ্ঞানে কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটি কারণ, তদ্রূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিন তিন কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণ দ্বারাই শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমোভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে লোকের মনে অকস্মাৎ বা কোন কারণবশতঃ হর্ষ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। রজোগুণপ্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হয় এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ভাব লোকের শরীর ও মনের প্রীতিকর হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ভাব; যে ভাব শরীর ও মনের অসন্তোষজনক, তাহার নাম রাজসিক ভাব; আর যে ভাব দ্বারা লোকের মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম তামসিক ভাব। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব উপাদেয় ও অন্য ভাবদ্বয় হেয়। শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূতস্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়। সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার; শব্দবিজ্ঞান, আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু যদি আধারাধেয়ের[১] ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দাবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; এইরূপ ত্বক্ বায়ুনামক, চক্ষু তেজোনামক, জিহ্বা জলনামক ও নাসিকা পৃথিবীনামক ভূতস্বরূপ। ত্বক্ ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও জল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ু প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু আধার-আধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদি জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই দশ পদার্থে মন অবস্থান করিতেছে। কারণ, বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবামাত্র উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিসময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা একত্র সমবেত থাকে না; কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে, কারণ, সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। উহাতে ইন্দ্রিয়সমুদয় কেবল কার্য্যাক্ষম[২] হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না। স্বপ্নাবস্থাতে লোকের পূর্ব্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কারপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তা নিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয়। যে সময় তমোগুণসমাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত[৩] করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। লোকে তমোগুণপ্রভাবেই মোহে অভিভূত হইয়া বেদনিন্দিত কর্ম্মের পরিণাম দুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

গুণসাম্যে তত্ত্বজ্ঞানোদয়

এই আমি তোমার নিকট গুণ-সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, লোকে ঐ সমুদয় গুণের বশীভূত হইয়া বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ঐ

১। সঙ্কোচপ্রসারণ। ২। জননেন্দ্রিয়। ৩। গুহ্য।

১ স্থিতিস্থান—স্থিতিমানের যে স্থানে থাকে ও যে থাকে এই উভয়ের। ২। কার্য্যে অক্ষম। ৩। নিবৃত্ত।

গুণসমুদয়ের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা ঐ পূর্ব্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন দেহাদির নাশনিবন্ধন তাঁহার নাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে এবং মহানদী যেমন সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তদ্রূপ জীবের স্থূল উপাধিসকল সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধিসমুদয় শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিযুক্ত থাকে, তৎকালেই তাহাকে স্থূল, কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু যখন তাহার উপাধিসমুদয় শুদ্ধ আত্মায় লীন হয়, তৎকালে কিরূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল, কৃশাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি পরিজ্ঞাত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকেও অনিষ্টকর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও অপত্যাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আগমোক্ত মঙ্গলসাধন শমদমাদি দ্বারা লোকের পাপপুণ্য ক্ষয় ও তজ্জনিত ফল-সমুদয় বিনষ্ট হইলে, সে জরা-মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া সুস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। উর্ণনাভ[১] যেমন তন্তুময়[২] গৃহে[৩] বাস করে, অবিদ্যা-বশীভূত জীব তদ্রূপ কর্ম্মময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। আর উর্ণনাভ যেমন তন্তুময় গৃহ-পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিমুক্ত পুরুষ কর্ম্মময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লোকের দুঃখসন্ততি[৪] পাষাণসংঘট্টিত[৫] পাংশুপিণ্ডের[৬] ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃগগণ যেমন শৃঙ্গ[৭] ও উরগগণ যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে দুঃখ ত্যাগ করিয়া থাকেন। পক্ষী যেমন সলিলপতনোন্মুখ[১] বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি সুখদুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তোমার পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।'

হে যুধিষ্ঠির! বিদেহাধিপতি মহারাজ জনদেব ভগবান্ পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ অমৃতময় বাক্যসমুদয় শ্রবণ ও উহার মর্ম্মাবধারণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শোকহীনচিত্তে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সতত ইহার পর্য্যালোচনা করেন, তিনি দুঃখবিহীন ও নিরুপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত জনদেবের ন্যায় মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।"

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ইন্দ্রিয়-সংযমের উৎকর্ষে সিদ্ধিলাভ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য কি কার্য্য করিলে সুখ ও কি কার্য্য করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য করিলেই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! শ্রুতিপরায়ণ বৃদ্ধেরা দমগুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। দমগুণ আশ্রয় করা সর্ব্ববর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে দমগুণান্বিত না হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া, তপস্যা, ও সত্য সমুদয়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণ দ্বারা লোকের তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয়েন দান্ত[২] ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণ দ্বারা স্বীয় তেজের বেগ সংবরণ

১। মাকড়সা। ২—৩। সুতার জালে ৪। দুঃখধারা। ৫। পাথরে ঘোঁটা। ৬। ধূলিস্তূপের। ৭। শৃঙ্গের উপরে জমাট শৃঙ্গের খোল।

১। জলে পড়-পড়। ২। ইন্দ্রিয়জয়ী।

করিতে পারেন, কিন্তু অদান্ত[1] ব্যক্তি উহাতে অসমর্থ হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু-সমুদয়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সতত ভীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দ্দান্তদিগের দমনার্থ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদয় আশ্রমবাসীর পক্ষে দমগুণ শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সমুদয় আশ্রমধর্ম্ম দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দমগুণ দ্বারা তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। অদীনতা, বিষয়ে অভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ[2]-পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অনসূয়া, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্ত-কীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এই সমস্ত গুণ দমগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। দান্ত ব্যক্তিরা মোক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন; ভাবী সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হইবেন না। বৈরবিবর্জ্জিত[3], শঠতাবিহীন, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমান্[4], জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সৎকার-লাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুঃখের সময় প্রাণিগণকে অন্নাদি দান করেন, তাঁহারা পরমসুখে কালযাপনে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত হয়েন ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি অবিচালিত মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাঁহার কোন ভয় নাই; এই জ্ঞান সর্ব্বভূতপূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থলাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হয়েন, তাঁহাকেই পরিমিতপ্রজ্ঞ[5] দান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণান্বিত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস[6] এই সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা ও গর্ব্ব আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহাভিমানশূন্য হইয়াও কালপ্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদয় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।"

১। ইন্দ্রিয়ের অধীন। ২। অত্যন্ত জল্পনা। ৩। শত্রুতাচরণে বিমুখ। ৪। ধৈর্য্যশালী। ৫। পরিপক্বজ্ঞান। ৬। নিশ্চেষ্টতা।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

আহার-নিদ্রার সংযম—সাধনোপায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রতপরায়ণ দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও পুত্রাদিকামনায় যজ্ঞশেষে মাংসাদি ভোজন করেন, উহা যুক্তিসিদ্ধ কি না?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া সুখের নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী। উঁহারা ইহলোকে পতিত বলিয়া গণ্য হয়েন। আর যাঁহারা বেদোক্ত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রতানুরাগী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনরায় পতিত হইতে হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অনেকেই উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব বস্তুতঃ উহা তপস্যা কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞ ব্যক্তিরা এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুদিগের মতে তাহা তপস্যা নহে। উহাতে আত্মদানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদি-পরিবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিঘসাশী হইবেন এবং অমাংসাশী হইয়া সতত পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার ন্যায় দ্বিজগণের পূজা, অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার ও অমৃত ভোজন করিবেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিসৎকারপরায়ণ হইতে পারেন?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রিকালে একবার এই দুইবার মাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিবারাত্রিমধ্যে আর আহার করেন না, তাঁহাকে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ

করা যাইতে পারে। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যায়। যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হয়েন এবং কদাচ দিবসে নিদ্রিত না হয়েন, তাঁহাকে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন, তিনি অমৃতাশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন না করিলে প্রাণান্তেও আহার করেন না, তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তিনি বিঘসাশী। এই সমুদয় ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। দেবগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার আবাসে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন করিয়া পুত্র-পৌত্রের সহিত সুখে কালযাপন করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়, সন্দেহ নাই।"

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

প্রকৃতিপুরুষ বিবেককথা—ইন্দ্র-প্রহ্লাদ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। ইহলোকে যে, শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমুদয় পুরুষকে ফলপ্রদান করে, পুরুষ সেই কর্ম্ম-সমুদয়ের কর্ত্তা কি না, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। এই স্থলে ইন্দ্র-প্রহ্লাদ-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহাকুল-সমুৎপন্ন শূন্যাগারে সমাসীন বহুশাস্ত্রজ্ঞ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি অবগত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দানবরাজ। লোকের যে সমস্ত গুণ অভীষ্ট, তৎসমুদয়ই তোমাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বালকের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদিবিরহিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। তুমি এই জীবলোকে কোন্ বস্তুকে আত্মজ্ঞানলাভের শ্রেয়স্কর সাধন বিবেচনা কর? তুমি বিপক্ষের হস্তগত, পাশবদ্ধ, রাজ্যচ্যুত ও শ্রীহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোকপ্রকাশ করিতেছ না তুমি আপনার এইরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রজ্ঞার ফল অথবা ধৈর্য্যই ইহার কারণ?'

দানবরাজ প্রহ্লাদ কার্য্যফলাভিলাষশূন্য, আলস্য ও অহঙ্কার-বিরহিত, সত্ত্বগুণাবলম্বী শমদমাদিনিরত, চরাচর ভূতগণের সৃষ্টিসংহারবেত্তা, আত্মজ্ঞানে স্থির-নিশ্চয়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সকলই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'সুরেশ্বর। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না, সে অজ্ঞানবশতঃ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারে, তাহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম-সমুদয় পদার্থই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন। কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়ময়ী। লৌহ যেমন অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সচেষ্ট হইয়া সমুদয় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমুদয় কার্য্যেই তাঁহার অভিমান থাকে। যাহা হউক, যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত, কখনই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কখনই বিফল হইত না। যখন প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নবান্ হইয়াও অনিষ্টপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনা যত্নেও ইষ্টসম্ভোগ ও অনিষ্টের নিরাকরণার্থে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে অতি সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি-দিগের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ কি আত্মজ্ঞান সমুদয়ই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। আর যদি সমুদয় বিষয়ই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিরর্থক।

ইহলোকে কর্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফলাফল হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট কর্ম্মবিষয়-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বায়স যেমন অন্নভোজনকালে স্বজাতীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া তত্রত্য অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ কার্য্য সমুদয় প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্য-সমুদয় অবগত হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তমরূপে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

যখন আমি ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমুদয় পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি; আর যখন মমতা, অহঙ্কার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনপরিশূন্য হইয়া পরমসুখে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় অবলোকন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দমগুণান্বিত, নিস্পৃহ ও অবিনশ্বর আত্মার সন্দর্শনে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে কখন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই। আমি এক্ষণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতাল কিছুই কামনা করি না। শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'প্রহ্লাদ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি বিস্তারিতরূপে তাহা কীর্ত্তন কর।'

প্রহ্লাদ কহিলেন, 'দেবরাজ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িকজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।'

হে ধর্ম্মরাজ! দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিলে দেবরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কর্ম্মের প্রভাব—ইন্দ্র বলি সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ! নরপতিগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! এই স্থলে বলিবাসবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদয় অসুরকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতামহ! অনবরত দান করিলেও যাহার ধনক্ষয় হয় না; যে বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, অনল ও সলিলস্বরূপ, যাহার প্রভাবে দিক্‌সকল তিমিরাবৃত এবং উদ্ভাসিত হইত; যে আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাকালে বারিবর্ষণ করিত; এক্ষণে সেই বলিরাজ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'দেবরাজ! বলিরাজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে মিথ্যা উত্তর প্রদান করা নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর বলিরাজ উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দ্দভ বা অশ্ব হইয়া শূন্যগৃহে অবস্থান করিতেছে।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আমি কোন স্থানে শূন্যগৃহে বলিরাজের সন্দর্শনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিব কি না, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'তুমি বলিকে বিনাশ করিও না। সে বধ্য নহে। তুমি তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ন্যায়ানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।'

গর্দ্দভরূপী বলির সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবরাজ দিব্য ভূষণ ধারণপূর্ব্বক ঐরাবতে আরূঢ়

হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে, বলিরাজ খরবেশ ধারণপূর্ব্বক এক শূন্যগৃহে[1] অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! এক্ষণে এইরূপ তুষভক্ষক অধম খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্য যানে আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক সমুদয় লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ করিতে; তোমার ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে অন্যান্য দানবগণ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা[2] ছিল; কিন্তু আজ তুমি শত্রুর বশবর্ত্তী, শ্রীভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধববিহীন, পরাক্রম-পরিশূন্য ও দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব বল দেখি, ইহাতে তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

যখন তুমি সমুদ্রের পূর্ব্বকূলে অবস্থান করিয়া জ্ঞাতিগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে, যখন দ্বিচত্বারিংশৎ[3] সহস্র গন্ধর্ব্ব ও দিব্যমাল্যধারিণী সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা তোমার বিহারকালে নৃত্য করিত, যখন তোমার বিবিধ রত্নভূষিত সুবর্ণময় ছত্র ছিল, যখন নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র গোদান এবং সাম্যাক্ষেপ-বিধি অনুসারে সমুদয় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি, তখন তোমার চিত্তবৃত্তি কিরূপ ছিল আর এখনই বা কিরূপ হইতেছে? অহে দানবরাজ!

এখন তোমার সে ভৃঙ্গার, শ্বেতচ্ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্তমালা কোথায়?'

তখন বলিরাজ কহিলেন, 'পুরন্দর! এক্ষণে তুমি আমার ভৃঙ্গার, ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছ না। আমার সে সমুদয় এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু যখন আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইবে, তখন তুমি পুনরায় তৎসমুদয় দর্শন করিবে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আমাকে এরূপ নিন্দা করা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। জ্ঞানতৃপ্ত ক্ষমাশীল মনীষীরা কখন দুঃখে অনুতাপ বা সম্পদে আহ্লাদ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমার নিন্দা করিতেছ, কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর এরূপ বলিতে পারিবে না'।"

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

বলি কর্ত্তৃক অহঙ্কারত্যাগের প্রশংসা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা বলিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! তুমি জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক সমুদয় লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ করিতে। পূর্ব্বে সমুদয় লোক তোমার বশীভূত ছিল বলিয়া তুমি মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণও তোমার হীনাবস্থা অবলোকন করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব বল দেখি, এইরূপ পরাভবনিবন্ধন তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?'

তখন দানবরাজ কহিলেন, 'পুরন্দর! কোন বস্তুই নিত্য নহে। কালসহকারে সকলেরই নাশ হইয়া থাকে। এই জন্য আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কালবশতঃ সকল কার্য্যের সংঘটন হইয়া থাকে; সুতরাং আমার এই খরত্বপ্রাপ্তি আমার অপরাধমূলক নহে। প্রাণিগণের দেহও বিনশ্বর। উহাদের প্রাণ ও দেহ স্বভাবতঃ একত্র সম্ভূত, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন আমি এইরূপ খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া অবগত হইতেছি, তখন আর আমার অনুতাপের বিষয় কি? যাবতীয় স্রোত যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, সমুদয় প্রাণীই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, তাহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। নির্ব্বোধ মোহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা অবগত হইতে না পারিয়া কষ্টে নিপতিত ও অবসন্ন হয়।

মানবগণ জ্ঞানলাভ দ্বারা সমুদয় পাপকে দূরীভূত করিতে পারে, পাপ বিগত হইলে সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয়

১। গর্ত। ২। বিনা কর্ষণে শস্যোৎপাদিকা। ৩। বিয়াল্লিশ।

হইলেই আর মোহজন্য কলুষতার বশীভূত হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রজ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুতাপ করিতে হয়। আমি এখন অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখদুঃখে দ্বেষ বা অনুরাগ প্রকাশ করি না। লোকে কাল কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিকেই বিনষ্ট করে। আর যে অপরকে বিনষ্ট করে, সেও কাল কর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি "আমি অন্যকে বিনষ্ট করিতেছি" বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে "আমি অন্য কর্ত্তৃক নিহত হইতেছি" মনে করিয়া বিষণ্ণ হয়, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ বা পরাজয় করিয়া "আমি ইহা করিলাম" বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহার এই বিবেচনা করা উচিত যে, সে বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র।

কাল কর্ত্তৃক সম্পত্তি-বিপত্তির সংঘটনা

ইহলোকে কোন ব্যক্তি কি কাহারও বিনাশ বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। আমি যখন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমুদয় প্রাণীর উৎপত্তির কারণ বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্য, কি অল্পবিদ্য, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন—সকলকেই যখন সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি? কাল যে যে বস্তুর দাহ, যাহার বিনাশ এবং যাহা লোকের লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই সেই ব্যক্তিই বিনষ্ট এবং সেই সেই দ্রব্যই লোকের লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পরপার অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ফলতঃ কাল যে সমুদয় প্রাণীকে বিনষ্ট করিতেছে, ইহা যদি আমার বোধগম্য না হইত, তাহা হইলে আমি হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হইতাম।

যাহা হউক, আমি এক্ষণে গর্দ্দভশরীর ধারণ করিয়া নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিতেছি দেখিয়া তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি অভিলাষ করিলে এই মুহূর্ত্তেই অনায়াসে এরূপ নানাবিধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি যে, তৎসমুদয় দর্শন করিবামাত্র তোমাকে ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। কাল সমুদয় পদার্থই প্রদান ও পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; অতএব তুমি আর বৃথা পৌরুষ প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইলে সমুদয় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া বা না হওয়া কখনও আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি এটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদয় পরিত্যাগ কর। বালকের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অতএব স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি ত ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ইহারা সকলেই আমার বশীভূত ছিলেন এবং আমি যে দিকে থাকিতাম, ইহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধুনাতন অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া অণুমাত্রও অনুতাপ করি না; অতঃপর নিরন্তর কেবল ঈশ্বরের অধীনে থাকিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সদ্বংশসম্ভূত প্রবলপ্রতাপ নরপতিকে অমাত্যগণের সহিত দুঃখে নিপাতিত এবং দুষ্কুলপ্রসূত মূঢ় ব্যক্তিকেও অমাত্যগণের সহিত সুখে অবস্থিত দেখা যাইতেছে, যখন সুলক্ষণা পরম রূপবতী রমণী দুর্দ্দশাপন্না ও অলক্ষণা কুরূপা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতব্যই সকল কার্য্যের বলবান্ হেতু।

আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্রত্বলাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থাপ্রাপ্তি হয় নাই। সম্পত্তি ও বিপত্তির সংঘটন কালবশতঃই হইয়া থাকে। আজ আমি তোমাকে আমার সমক্ষে মহা আহ্লাদে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি, যদি কাল আমাকে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই দণ্ডে তোমাকে মুষ্টি-প্রহারেই নিপাতিত

করিতাম। কিন্তু কি করি, এক্ষণে বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে; এখন শান্তির সময়ই সমুপস্থিত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত[1] আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমুদয় দানবের অধিপতি, মহাবলপরাক্রান্ত ও মহা গর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সলিল বহনপূর্ব্বক উহা বর্ষণ এবং ত্রিলোকে তাপ প্রদানপূর্ব্বক উহার উদ্ভাসন[2] করিতাম। আমি মনে করিলেই লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার, দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলতঃ ত্রৈলোক্যে আমার একাধিপত্য ছিল; কিন্তু কালবশতঃ এক্ষণে আমার আর সেরূপ প্রভুত্ব নাই।

কালরূপী মহাপুরুষের পরিচয়

তুমি, আমি বা অন্য কোন ব্যক্তি পালন বা সংহারের কর্ত্তা নহে। কালই পর্য্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর দিবারাত্রি দ্বারা সমাবৃত, গ্রীষ্মাদি ঋতু-সমুদয় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা স্বীয় ধীশক্তিপ্রভাবে এই দৃশ্যপদার্থসমুদয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে অন্নময়াদি[3] পঞ্চকোষকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য ও দুরবগাহ। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা উঁহাকে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ ঐ জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী পরমব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ণ, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন, কেহ কেহ অপরাহ্ণ এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে নানা রূপে নির্দ্দেশ করে, কিন্তু তিনি কালস্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমুদয়ই অবস্থান করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন কত শত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। উহার প্রভাবে তোমাকেও অতীত হইতে হইবে। কালই সমুদয় পদার্থের সংহার করিতেছে; অতএব তুমি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থির হও। কি তুমি, কি আমি, কি পূর্ব্বতন লোক-সমুদয়, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই এক স্থানে অবস্থান করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন[1]। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিলেন। আবার অচিরাৎ তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাব অবলম্বন কর'।"

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ইন্দ্রের প্রতি বলিদেহ-নির্গতা লক্ষ্মীর উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা কহিবামাত্র রাজলক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বল রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দানবরাজ! এই যে চূড়া-কেয়ূরধারিণী নারী তোমার দেহ

১। স্থাপিত। ২। উত্তাপ আবরণ। ৩। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।

১। বসিয়া থাকেন।

হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান[১] হইতেছেন, ইনি কে?' বলি কহিলেন, 'দেবরাজ! ইনি দেবী; আসুরী বা মানুষী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।'

তখন ভগবান পাকশাসন লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আর্য্যে! আপনি কে? আর কি নিমিত্তই বা দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করিতেছেন? আমি ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'সুররাজ! পূর্ব্বতন মহারাজ বিরোচন এবং এই বিরোচনপুত্র বলি আমাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা আমাকে দুঃসহা, বিধিৎসা[২], ভূতি[৩], লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ তোমরা কেহই আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহ।'

তখন ইন্দ্র কহিলেন, 'আর্য্যে। আপনি বহুকাল দৈত্যেশ্বরের শরীরে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে উঁহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ দর্শন করিয়া উঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা যথার্থস্বরূপে কীর্ত্তন করুন।'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! ধাতা বা বিধাতা আমাকে এক স্থান হইতে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারেন না; আমি কালপ্রভাবেই এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকি; অতএব তুমি বলিকে অবজ্ঞা করিও না।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'আর্য্যে! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

লক্ষ্মীমুখে তদীয় অধিষ্ঠানস্থান নির্ণয়

লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম্ম, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে দৈত্যেশ্বর এই সমুদয়ে বিমুখ হইয়াছেন। ইনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঈর্ষ্যাপ্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করিয়াছেন। উনি কাল কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া "আমিই নিরন্তর লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি", এই বাক্য মনুষ্যসমাজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত কারণবশতঃ উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি অপ্রমত্তচিত্তে তপস্যা ও বিক্রম-প্রভাবে আমাকে রক্ষা করিও।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল তোমাকে রক্ষা করিতে পারে।'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! তবে আমি কি কার্য্য করিলে আপনি চিরকাল আমার নিকট বাস করিতে পারিবেন, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত করুন।'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! তুমি যে উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার নিকট নিত্য বাস করিব, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদদৃষ্ট বিধি অনুসারে আমাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি চিরকাল তোমার নিকট অবস্থান করিব।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! আমি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপনাকে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমার বোধ হইতেছে, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।' লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! এই আমি আমার প্রথমাংশ পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে বল, দ্বিতীয় অংশ কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত করিব?'

ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! মনুষ্যের উপকারপরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশ ধারণে সমর্থ হইতে পারিবে।' লক্ষ্মী কহিলেন, 'এই আমার দ্বিতীয়াংশ সলিলে নিহিত হইল। এক্ষণে বল, তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব?'

ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হুতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন; অতএব অনল আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিবেন।'

১। অত্যন্ত উজ্জ্বল। ২। বিদ্বেষী। ৩। ঐশ্বর্য্য।

লক্ষ্মী কহিলেন, 'এই আমি আমার তৃতীয়াংশ অমরে সংস্থাপন করিলাম। এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন্ স্থানে অবস্থাপিত করিব?'

ইন্দ্র কহিলেন, 'ইহলোকে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও হিতকারী, সত্যবাদী সাধু ব্যক্তি বাস করিতেছেন, তাঁহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।' লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! এই আমার চতুর্থাংশ সাধুপুরুষে সন্নিবেশিত হইল। আমি এইরূপ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাকে সাবধানে রক্ষা কর।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! আমি আপনাকে এইরূপে ভূতগণমধ্যে সংস্থাপিত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিব।'

এইরূপে লক্ষ্মী বলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে, দৈত্যরাজ সুররাজকে কহিলেন, 'পুরন্দর! দিবাকর কালসহকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন ও অদর্শন নিবন্ধন কেহ সুখী ও কেহ কেহ দুঃখী হয়। যেমন লোকে দিবাকরের দর্শন ও অদর্শন নিবন্ধন কখন দুঃখী ও কখন সুখী হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া অসুখী হইয়াছি; আবার সময়ক্রমে তোমাকে পরাজয় করিয়া সুখী হইব। যে সময় সূর্য্য অনবরত গগনের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া ত্রিলোক তাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে, তৎকালে আমার নিকট তোমাকে পরাজিত হইতে হইবে।'

দানবরাজ এই কথা কহিলে ইন্দ্র আপনার ভাবী পরাভব শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'দৈত্যনাথ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে যথা ইচ্ছা হয় প্রস্থান কর। সূর্য্য কদাপি গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিয়া জগতের উচ্ছেদ করিবেন না। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি তদনুসারে নিরন্তর লোক-সমূহকে তাপ প্রদানপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উঁহার উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উঁহার দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নদ্বয় প্রভাবেই সমুদয় লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে।'

হে ধর্ম্মরাজ! দৈত্যেন্দ্র বলি ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুররাজ পুরন্দরও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

দৈবানির্ভরশীলের শান্তি—ইন্দ্র নমুচি সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে অহঙ্কার-ত্যাগের উপলক্ষে ইন্দ্র-নমুচিসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যৎকালে ভূতগণের উৎপত্তি লয়জ্ঞ[১] নমুচিরাজ শ্রীবিহীন হইয়াও অক্ষোভ্য[২] সাগরের ন্যায় অবিচলিত-চিত্তে কাল হরণ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দৈত্যরাজ! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কিরূপে শোকশূন্যচিত্তে অবস্থান করিতেছ?'

তখন নমুচি কহিলেন, 'দেবরাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলই নশ্বর। সন্তাপনিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ুঃ ও ধর্ম্ম, সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে হৃদগত কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাহার সমুদয় কামনা-সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি গর্ভস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। নিম্নপ্রদেশপ্রবণ[৩] সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অবগত

১। সৃষ্টিসংহারবিষয়ে অভিজ্ঞ। ২। নির্ব্বিকার—শান্ত। ৩। নিম্নাভিমুখ গতিশীল।

আছি; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রেয়স্কর মোক্ষলাভের উপায় আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমাকে কখন ধর্ম্মের ও কখন অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে।

যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারংবার যে যে গর্ভবাসে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ভেই বাস করিতে হয়। কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ভ আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাশূর, কি ত্রিবেদজ্ঞ[1] ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী আপদ্ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ[2] মহাত্মারা সেই আপদ্ দর্শনে কখনই ভীত হয়েন না। হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি পণ্ডিতদিগকে কখনই ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, অবসন্ন ও হৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা দুর্নিবার দুঃখের সময়েও শোকপ্রকাশ করেন না; মহতী অর্থসিদ্ধিও তাঁহাদিগকে হৃষ্ট করিতে পারে না। যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হয়েন না এবং যিনি অবিচলিতচিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহাকেই ধুরন্ধর[3] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব নিবন্ধন ভীত না হয়, তাহাকে সভা ও তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হয়েন না। মহর্ষি গৌতম গার্হস্থ্যাশ্রমনাশ নিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হয়েন নাই। যখন মনুষ্য মন্ত্রবল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থসম্পত্তি-প্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; সুতরাং মৃত্যু হইলে আমার বিন্দুমাত্র ভয় নাই। মনুষ্য লব্ধব্য[1] বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হয়েন, তিনি দুঃখের সময়েও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে পারেন এবং তাঁহাকেই সমুদয় ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।"

—

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ধৈর্য্যধারণের সাফল্য—বলি-ইন্দ্র সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি আমাদিগের সমুদয় বিষয়ের উপদেষ্টা; অতএব নরপতি বন্ধুবিয়োগ বা রাজ্যনাশ জন্য ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! স্ত্রীপুত্রবিয়োগ বা ধননাশ নিবন্ধন ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ; ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে শরীর বিশীর্ণ হয় না। শোকবিহীন ব্যক্তির সতত্ই সুখ ও আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে। আরোগ্যলাভ হইলেই শরীরের ক্লান্তিপুষ্টি[2] হয়। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৎকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে। এই স্থলে বলিবাসব সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাসটি পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবদানবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য দেবদানবের প্রাণসংহার হয়। পরিশেষে যেই তীব্রতর সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দৈত্যরাজ বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্

১। ঋক্‌, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয়ে অভিজ্ঞ। ২। ভাল মন্দ বিচারে অভিজ্ঞ। ৩। জীবনভারবহনে সমর্থ।

১। অদৃষ্ট অনুসারে প্রাপ্তব্য। ২। [illegible]।

বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিকে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলে দেবতারা মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; চারি বর্ণের নিয়ম সংস্থাপিত হইল। ত্রিলোক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান্ স্বয়ং যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, বসু, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগেন্দ্র[১], সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবত নামক চতুর্দ্দন্ত বারণে[২] আরোহণপূর্ব্বক ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে এক গিরিগহ্বরে দানবরাজ বলিকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ দেবরাজকে দেবগণের সহিত ঐরাবতপৃষ্ঠে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অনুতপ্ত হইলেন না। দেবরাজ তাঁহাকে অবিকৃত[৩] ও নির্ভীক নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠ হইতে কহিলেন 'দানবেশ্বর। তোমাকে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার তাৎপর্য্য কি? তুমি কি শৌর্য্য, বৃদ্ধসেবা বা তপোনুষ্ঠান বা ধৈর্য্যপ্রভাবে ঐরূপ শান্তি লাভ করিয়াছ? সহসা নির্ব্বিকার হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তুমি ইতিপূর্ব্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত[৪] সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক স্বজাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়ভোগ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তোমাকে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়াছে। তুমি বরুণের পাশে বদ্ধ ও আমার বজ্রাগ্রে আহত হওয়া আমাদিগের অধীন হইয়াছ। আর এখন তোমার সে শ্রী ও সেইরূপ বিভব নাই; তথাপি যে শোক হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এরূপ অবস্থায় অবিকৃতচিত্তে অবস্থান করা নিতান্ত সুকঠিন। তোমার কি চমৎকার ধৈর্য্য। ত্রিলোকের আধিপত্যবিনাশ হইলে তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়?'

অহঙ্কারপরিহারার্থ ইন্দ্রের প্রতি বলির উপদেশ

দেবরাজ গর্ব্বিতভাবে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে দৈত্যাধিপতি বলি অসম্ভ্রান্তচিত্তে[৫] তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবরাজ। তুমি আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিলে; কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছি; অতএব এ সময় আমাকে তিরস্কার করাতে তোমার কিছুমাত্র গৌরব প্রকাশ করা হইতেছে না। আজ আমি তোমাকে বজ্র উত্তোলনপূর্ব্বক আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি পূর্ব্বে নিতান্ত অশক্ত ছিলে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এক্ষণে আমার প্রতি এরূপ ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। শত্রু বশীভূত হইলে যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, কে জয়লাভ করিবে, তাহার নিশ্চয় থাকে না। যুদ্ধে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয়লাভ হয়। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদের ইদানীন্তন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি। পূর্ব্বে আমার যেরূপ আধিপত্য ছিল, এক্ষণে তুমি তাহা লাভ করিয়াছ; কিন্তু কালক্রমে তোমাকেও আমার মত দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি আমাকে পরাজয়পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বোধ করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা করিও না। লোকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে; তুমিও পর্য্যায়ক্রমে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ, বস্তুতঃ তুমি কার্য্য দ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাই।

আমরা উভয়েই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছি; এই নিমিত্ত আমি তোমার ন্যায় আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করিলে মনুষ্য কখনই পিতামাতার শুশ্রূষা বা দেবপূজাপ্রভাবে সুখী হইতে পারে না। কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান, কি বন্ধু-বান্ধব, কেহই কাল-নিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা কালসহকারে সমুদ্ভূত বুদ্ধিবল ব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও আগামী[৬] অনর্থের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না।

১। সর্পরাজ বাসুকি। ২। হস্তীতে। ৩। বিকারহীন।
৪। পিতা-পিতামহের অধিকৃত—পৈতৃক। ৫। অকুণ্ঠিত হৃদয়ে। ৬। আগন্তুক।

কালক্রমাগত[১] দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাতা কেহই নাই; অতএব যখন সকল কার্য্যই কাল-প্রভাবে হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যদি লোকে কার্য্যের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার উৎপাদক থাকিত না; অতএব যখন লোক অন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে কিরূপে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? আমি কালক্রমে তোমাকে জয় করিয়াছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমাকে জয় করিয়াছ। লোকে কালের বশীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ ধাবমান হয়। সমুদয় লোকই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। একবার অবশ্যই যে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃত[২]বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমাকে প্রশংসা করে বটে, কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। লোকপ্রবৃত্তিজ্ঞ[৩] মাদৃশ ব্যক্তিরা দুঃখের অবস্থায় আপনাদিগকে কালপীড়িত বুঝিতে পারিয়া কি কখনও শোক ও মোহের বশীভূত হয়? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমাগত ব্যসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকে? কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ভাবী সুরপতিগণ, সকলকেই পূর্ব্বতন ইন্দ্রদিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে।

তোমাকে এক্ষণে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ দেখিতেছি, কিন্তু উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে তুমিও আমার তুল্য অবস্থায় অবস্থান করিবে। কালবশতঃ বহু সহস্র ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া সর্ব্বভূতভাবন সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় আপনাকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবল স্বীয় মূঢ়ত্বনিবন্ধনই স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বোধ করিতেছ। লোকে কাল-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াই অবিশ্বস্তবিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহবশতঃই রাজলক্ষ্মীকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অন্য কোন ব্যক্তি, কেহই ইঁহাকে চিরকাল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ব্বে ইনি ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন বটে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে গাভী যেমন এক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবেন।

তোমার পূর্ব্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। পূর্ব্বে যাহারা এই বৃক্ষৌষধি[১]পূর্ণ, নানারত্নসম্পন্ন, সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক, শম্বর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, রাহু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বৃষ, সত্যেপ্সু, ঋষভ, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নৈঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বৃষাণ্ড, বিষ্কর, মধু, হিরণ্যকশিপু ও কৈটভ প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে দেবরাজ! তুমিই যে একাকী একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এরূপ নহে ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ন, যজ্ঞে দীক্ষিত, বিমানচারী, সম্মুখসংগ্রামে অনুরক্ত, অস্ত্রবলসম্পন্ন, মায়াধারী ও কামরূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাঙ্মুখ হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারাও দাক্ষায়ণী-গর্ভ-সম্ভূত[২], মহাবলপরাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও দেবব্রতপরায়ণ, সমুদয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং সকলেই উপযুক্ত পাত্রে ধনদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কখন ধনদর্প বা মৎসরতা লক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, কালের নিকট কেহই অব্যাহতিলাভে সমর্থ

১। অদৃষ্টবশে আগত। ২। তুচ্ছ। ৩। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ।

১। বৃক্ষ ও ওষধির অধিষ্ঠাত্রী। ২। দাক্ষায়ণী দিতি ও দনুর গর্ভজাত

নহে। তাহাদিগকে কাল কর্তৃক কবলিত হইতে হইয়াছে।

হে দেবরাজ! এই ধরিত্রীর উপভোগ সমাপ্ত হইলে যখন তোমাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তুমিও স্বীয় শোকাবেগ সংবরণে সমর্থ হইবে না। অতএব ভোগাভিলাষ ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার মত রাজ্যনাশ হইলে তোমাকেও শোকদুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অতএব তুমি শোকের সময় শোক ও আহ্লাদে অভিভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত। আমি আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত স্বকার্য্যে নিরত থাকিতাম; অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন অচিরাৎ তোমাকেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই; অতএব ক্ষান্ত হও। তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইয়াছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্বে কাল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট মহা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ; কিন্তু ইহা স্থির করিয়া রাখ যে, সেই কাল তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।

পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত? এখন তোমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ। এখন তুমি স্বর্গে ইন্দ্রত্ব করিতেছ; কিন্তু তোমারও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যেমন দানবেন্দ্র-পদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অসুখী হইয়াছি, তোমাকেও এইরূপ হইতে হইবে। তুমি কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই বিচিত্র জীবলোকের ইন্দ্রত্ব লাভ কর নাই, আর আমিও কোন অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জন্ম, কি মৃত্যু, কিছুতেই সমধিক প্রীত বা ব্যথিত হয়েন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিলক্ষণ অবগত আছি; তবে তুমি নির্লজ্জ হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে ভৎসনা করিতেছ? ইতিপূর্ব্বেই তুমি আমার পরাক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার সমরাঙ্গনে বিক্রম প্রকাশই তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু ও মরুদ্গণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুরযুদ্ধসময়ে দেবগণ যে আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। আমি বারংবার তোমার মস্তকে হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ বহুকানন-সমন্বিত পর্ব্বত-সমুদয় চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এখন কি করি, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যদি কাল আমাকে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টিপ্রহারে তোমাকে তোমার বজ্রের সহিত নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতাম। যাহা হউক, এখন আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই তোমার তিরস্কার-বাক্যসকল সহ্য করিলাম।

আমি কালাগ্নি-পরিবেষ্টিত ও কালপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমাকে ভৎসনা করিতেছ। দুরতিক্রমণীয় কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর ন্যায় আমাকে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ, সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু ও বন্ধ-মোক্ষ সমুদয়ই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্তা নহি। কালই সমুদয় বিষয়ের কর্তা। সেই কাল আমাকে বৃক্ষস্থিত ফলের পরিপক্বাবস্থায়[১] সমানীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে, কালক্রমে সেই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা অবগত থাকে, কাল তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ শোক করিলে কখন দুঃখের শান্তি হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই আমি শোকে বিরত হইয়াছি।'

ইন্দ্র কর্তৃক ধৈর্য্যশীল বলির প্রশংসা

দৈত্যেশ্বর বলি এই কথা কহিলে, ভগবান্ পাকশাসন ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, দানবরাজ। বরুণের পাশ ও আমার সবজ্র বাহু

১। পাকা ফলের পড়ার অবস্থায়।

সমুন্নত দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, জিঘাংসা-পরতন্ত্র মৃত্যুকেও ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা-প্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ধৈর্য্যই তোমার ব্যথা না হইবার কারণ। কোন ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর বুঝিতে পারিয়া অথ ও শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে? আমিও তোমার ন্যায় সমুদয় লোককে অনিত্য ও গূঢ় কালানলে নিক্ষিপ্ত বলিয়া অবগত আছি। ইহলোকে কি প্রধান, কি অপ্রধান সকলকেই কালকবলেই নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। কেহই কালের ঈশ্বর নহে। কাল অপ্রমত্তভাবে প্রতিনিয়ত প্রাণিগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছে। কাল সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে; কি পুরাতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। বণিকেরা যেমন আপনাদিগের লভ্য বস্তু সমুদয় একত্র করে, তদ্রূপ কাল কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর দিবারাত্রি ও মাস প্রভৃতি আপনার সূক্ষ্ম অংশ-সমুদয় একত্রিত করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখন কোন ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকে "আজ আমি এই কার্য্য করিব ও কল্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব" বলিয়া স্থির করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদের অভীষ্ট কার্য্যসাধন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কালসমাক্রান্ত প্রাণিগণের মুখে "ইতিপূর্ব্বেই আমি ইহাকে দর্শন করিয়াছি, আহা! কিরূপে ইহার মৃত্যু হইল", এইরূপ সর্ব্বদা শ্রুত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদয়ই হরণ করিয়া থাকে। উচ্চবস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস অবশ্যই হইবে। ফলতঃ সমুদয় পদার্থই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় করা অতিশয় দুষ্কর।

যাহা হউক, সমুদয় জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি তত্ত্বদর্শনপরায়ণ ও অচল; এই নিমিত্তই তোমাকে ব্যথিত হইতে হয় না। তুমি পূর্ব্বে যে ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে তাহা একবার মনেও করিতেছ না। বাল কি জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ, সকলকেই আক্রমণ করিয়া সংহার করে। মনুষ্যগণ কাল কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ষ্যা, কাম, ক্রোধ, ভয় স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি স্বীয় তপোনুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাপ্রভাবে হস্তস্থ[১] আমলকের[২] ন্যায়[৩] কালকে উত্তমরূপে দর্শন করিতেছ। তোমাকেই কালনিয়মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কৃতাত্মা[৪] ও পণ্ডিত-গণের পূজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিপ্রভাবে সমুদয় লোক পরিজ্ঞাত হইয়া ও সর্ব্বত্র বিচার করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ। বিষয়ানুরাগ ও মোহ কখনই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তোমার আত্মা প্রীতি ও সন্তাপশূন্য। আমি তোমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ, বৈরভাবশূন্য ও শান্তচিত্ত দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভাবাদৃশ জ্ঞানবান ব্যক্তিকে বন্ধনদশায় বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে তোমার উপর আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি আর তোমার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিব না। তোমার মঙ্গল হউক। কালক্রমে প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলে তুমি এই সমুদয় বারুণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যখন পুত্রবধূ শ্বশ্রূকে এবং পুত্র মোহবশতঃ পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে শূদ্রগণ নির্ভয়ে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাদধাবন[৫] ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে, পুরুষেরা অযোনিতে বীর্য্যক্ষেপ করিবে, কাংস্যপাত্র দ্বারা সংমার্জ্জনী-সংমার্জ্জিত[৬] ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্র দ্বারা পূজোপকরণ সমানীত হইবে এবং যখন চারি বর্ণ নিয়মবিহীন হইয়া উঠিবে, সেই সময় তুমি এক একটি করিয়া সমুদয় পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। অতঃপর আমা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি সুস্থচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময় প্রতীক্ষা কর।'

ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ দৈত্যেশ্বর বলিকে ইহা কহিয়া অন্যান্য অসুরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যের

১—৩। হস্তমধ্যে সমস্ত বস্তুদর্শন—হাতের মধ্যে ক্ষুদ্র আমলকীর ন্যায় সমস্ত জগৎ যে জ্ঞানবলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার নাম করামলক বিদ্যা। ৪। আত্মজ্ঞানে চরিতার্থ। ৫। পা ধোয়ান। ৬। ঝাঁটা। প্রিয় সুহৃদ্।

একাধিপত্য লাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিয়া বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণ দেবরাজের নিকট অমৃত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজাঃ পুরন্দর এইরূপে অসুরবিনাশপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া পরম আহ্লাদে সুরপুরে গমন করিলেন।"

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

লক্ষ্মীলাভের লক্ষণ—লক্ষ্মীবাসর বিবরণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকের ভাবী সম্পদ্ ও বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! চিত্তই মনুষ্যদিগের ভাবী সম্পদ্ ও বিপদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষ্মীবাসর-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, নিষ্পাপ, মহাতপস্বী নারদ স্বীয় অসাধারণ তপস্যার ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা লাভ করিয়া সমুদয় লোক সন্দর্শনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করিতেন। একদা তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবগাহন-বাসনায় ধ্রুবলোকে গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় পাকশাসন, শম্বরনিহন্তা, বজ্রপাণি পুরন্দরও তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্র স্নানআহ্নিক সমাধানপূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম কাঞ্চনময় বালুকা পরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া দেবর্ষিগণকথিত পূর্ব্ববৃত্তান্ত-সমুদয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ মরীচিমালীর[১] পূর্ণ-মণ্ডল সমুদিত হইল। তখন তাঁহারা ভক্তিভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিবাকরের অভিমুখে অপর ভাস্করের ন্যায় আর একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুররাজ পুরন্দর ও দেবর্ষি নারদ অনিমেষলোচনে উহা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

১। সূর্য্যের।

লক্ষ্মীচর্য্যায় লক্ষ্মীলাভ—ইন্দ্র লক্ষ্মী সংবাদ

অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহারা নক্ষত্রসমপ্রভ[১] অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা মুক্তামালাধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মনোহরবেশা অপ্সরাদিগের অগ্রে অগ্রে হুতাশনশিখার ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, 'চারুহাসিনি! আপনি কে? কি নিমিত্ত কোন স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনাকে গমন করিতে হইবে তাহা কীর্ত্তন করুন।'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই আমাকে লাভ করিবার বাসনায় যত্ন করিয়া থাকে। আমি সমুদয় লোকের ভূতির[২] নিমিত্ত সূর্য্যকিরণবিকসিত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ। আমি জয়শালী ধার্ম্মিক নরপতিদিগের সেনামুখে, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুর এবং সংগ্রামে পলায়নপরাঙ্মুখ, জয়শালী, সত্যবাদী ধর্ম্মপরায়ণ, সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট বাস করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্মপ্রভাবে সংযত হইয়া অসুরগণের নিকট বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া সংপ্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলেন?'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেবরাজ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই

১। নক্ষত্রমালার ন্যায় কান্তিযুক্ত। ২। ঐশ্বর্য্যের। ৩। প্রধান সেনা—সেনাপতি।

সমস্ত পুরুষের প্রতিই অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈত্যগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিদিগের সৎকারবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা গৃহমার্জ্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরু-শুশ্রূষানিরত, দান্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্নপূর্ব্বক পুত্র, কলত্র ও অমাত্যদিগকে প্রতিপালন করিত। তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গ্রহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদ[1] গুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিসমন্বিত, ভৃত্য ও অমাত্যগণের পরিপোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত[2], সুস্নাত, সুগন্ধচর্চ্চিত, বিদ্যালঙ্কারসমলঙ্কৃত[3], উপবাসপরায়ণ, তপোনুষ্ঠাননিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী, এবং সমুচিত মান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্যবস্তু দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথসময়ে[4] শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধনদান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না। সতত তপস্যায় অনুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রীগমনে পরাঙ্মুখ ছিল। সর্ব্বভূতের প্রতি আত্মবৎ দয়া প্রকাশ করিত। শূন্যস্থানে পশুযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পর্ব্বকালে[5] বীর্য্যত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অহঙ্কার, সৌহার্দ্দ্য, সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা, প্রীতিকর বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণসমুদয়ে সমলঙ্কৃত ছিল। নিদ্রা, অসম্প্রীতি[1], অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

১ প্রসন্নতাপূর্ণ। ২। অখণ্ডিত ব্রত। ৩। বিদ্যারূপ ভূষণে ভূষিত। ৪। অর্দ্ধরাত্রে। ৫। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা সংক্রান্তি প্রভৃতি।

অলক্ষ্মীচর্য্যায় অবনতি

পূর্ব্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমি তখন সৃষ্টির আরম্ভ অবধি[2] অনেক যুগ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে উহারা ঐ সমুদয় গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কামক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সভাসদগণ ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে[3]। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান[4] ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতন ব্যতীত দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাত্রিযোগে তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তানপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষাপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্যসমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারা উচ্ছিষ্টহস্তে ঘৃত স্পর্শ করে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদ্দাল[5], দাত্র[6], পেটক[7], কাংস্য[8]পাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণসমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে।

১ বৈর। ২ হইতে। ৩। বরে। ৪ গাত্রোত্থান—উঠিয়া দাঁড়ান। ৫। কোদাল। ৬ দা, কাটারী। ৭ পেটরা। ৮। কাঁসার পাত্র।

প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণ-জল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথা মাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন[১] ও শষ্কুলি[২] প্রভৃতি পিষ্টক সমুদয় পাক করাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতিগ্রহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান বা বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার-বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষবেশ এবং পুরুষেরা স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া-বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থদান করিলে পুত্রপৌত্রাদিরা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাস্তিকতা নিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফলভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহাকে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধন দ্বারা সম্ভূয়-সমুত্থানে[৩] প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিরাও পরধনাপহরণ-মানসে ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

শূদ্রগণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; অনেকেই বিনা নিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যেরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্য্যশালী

১। তিলের লাড্ডু প্রভৃতি তিলজাত খাদ্য। ২। তিল-মাষ-মিশ্রিত যবের পিষ্টক। ৩। দল বাঁধিয়া বিবাদকরণ।

বেদবিদগ্রগণ্য[১] বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মূর্খেরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতেছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রাতঃকালে তাহাদিগের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের কথানুসারে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকেন। কুলবধূরা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেত্র[২] ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীকে আহ্বানপূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি যত্নসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধনবিভাগপূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধুবান্ধবগণ বিদ্বেষপ্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ দৈত্যকুলের সমুদয় লোকই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী, অভক্ষ্যভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়মবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

আচারভ্রষ্ট অসুরগৃহ হইতে লক্ষ্মীর অন্তর্ধান

হে দেবেন্দ্র! দানবগণ এক্ষণে অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধন কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। উঁহাদের মধ্যে জয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উঁহাদিগকে লইয়া অসুরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত দেবগণমধ্যে অবস্থান করিব, এই আমার অভিলাষ।'

দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রাসুরনিহন্তা বাসব উভয়ে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনলসখা[৩] সমীরণ[৪] সুগন্ধি ও সুখস্পর্শ হইয়া দেবতাদিগের প্রতিগৃহে মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিলেন। প্রায় সমুদয় দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার বাসনায়

১। বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। ২। তুল্যবরণ। ৩—৪। বহ্নির সহচর বায়ু।

অতি পবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদ্ দেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইয়া হরিদশ্বসংযুক্ত[1] রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মীর সম্মানার্থ মহর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুন্দুভিসমুদয় স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মেঘ যথাসময়ে শস্যার্থ বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহই আর ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইল না। মর্ত্ত্যলোকের মঙ্গলার্থ বিবিধ রত্নের আকর বসুন্ধরা বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল মনুষ্যমাত্রেই সৎকার্য্যে অনুরক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপরায়ণ হইল। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য মহাসমৃদ্ধিশালী ও উদারস্বভাব হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষসমুদয় পবনপ্রভাবে পরিচালিত হইলেও তৎসমুদয়ের অকালে ফলের[2] কথা দূরে থাকুক, পুষ্প পর্য্যন্ত নিপতিত হইল না। ধেনুসকল দুগ্ধবতী ও কামদুঘা[3] হইল। কটুবাক্য তিরোহিত হইয়া গেল।

হে ধর্ম্মরাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে লক্ষ্মীর সম্মান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণসভায় সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হয়েন। তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণস্বরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ কর।"

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

প্রজ্ঞায় পরমপদপ্রাপ্তি—জৈগীষব্য-দেবল-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, বিদ্যা ও পরাক্রমসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়?"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই মায়াপ্রপঞ্চাতীত[1] ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এই উপলক্ষে মহাত্মা জৈগীষব্য-দেবলসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি অসিত দেবল হর্ষক্রোধবিবর্জ্জিত ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হয়েন না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ? আর কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি?'

মহাত্মা দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি জৈগীষব্য মহার্থসংযুক্ত[2] অনিন্দ্য পবিত্র বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিরা যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে পরমগতি ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতি-নিন্দা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করেন না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন না। পূজাকাল সমুপস্থিত হইলে ব্রতনিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কখন অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষ্যা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হয়েন না যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরাপকার পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের একজনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয়

১। সবুজবর্ণ অশ্বযুক্ত। ২। ফল পতনের। ৩। দিবারাত্রির যে কোন সময়ে দোহনমাত্রে দুগ্ধদাত্রী।

১। মায়াকল্পিত সংসারের অতীত। ২। গাম্ভীর্য্যযুক্ত।

করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সততই বিষাদ প্রাপ্ত হয়। আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষ্যান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব? যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই লাভ করুক; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নাই। প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অপমানিত হইলে অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্য কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সুখে নিদ্রিত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার নিদ্রা হয় না। যে মহাত্মারা পরম গতি লাভ করিতে প্রার্থনা করেন, এইরূপ অবলম্বন করিলেই তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মায়াপ্রপঞ্চাতীত পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস কেহই তাঁহার পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সর্ব্বলোকপ্রিয়তা—উগ্রসেন-কৃষ্ণ নারদ-সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সকলের প্রিয়, সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা কেশব উগ্রসেনের নিকট নারদের বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা উগ্রসেন বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কেশব! সকল লোকই দেবর্ষি নারদের গুণকীর্ত্তনে যত্নবান্ হয়, অতএব তিনি যে সর্ব্বগুণান্বিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন কর।' তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! আমি দেবর্ষি নারদের যে যে সদ্গুণ অবগত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র, তদনুরূপ শ্রুত[১]সম্পন্ন, তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের নিমিত্ত অণুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহার শরীর হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। তিনি সকলেরই উপাস্য, কাম বা লোভবশতঃ তিনি কদাপি বাক্যের অন্যথা করেন না। তিনি অধ্যাত্মবেত্তা, শক্তিমান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, মৃদুভাষী, সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রান্ন-ভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষ্যাবিহীন। তিনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্যের অনর্থে[২] প্রীত হয়েন না। তিনি ও বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণ দ্বারা বিষয়কামনা জয় করিতে বাসনা করেন। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্যবিন্যাস করেন। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত, বিচিত্রভাষী[৩] এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভবিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষসমুদয় উৎসন্ন[৪] হইয়া গিয়াছে। তিনি দৃঢ়ভক্তি-পরায়ণ ও ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। তিনি সংসর্গবিহীন হইয়াও সংসর্গীর[৫] ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন, কিন্তু কখন কাহার নিন্দা বা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অসূয়া প্রকাশ ও বৃথা কালক্ষেপ করেন না এবং স্বীয় নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহুপরিশ্রমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হয়েন নাই। উনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু কখনই উঁহার অনবধানতা লক্ষিত হয় না। লোকে তাঁহাকে মঙ্গল-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তিনি কখন কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না এবং অর্থলাভ হইলে হৃষ্ট বা লাভ না হইলে দুঃখিত হয়েন না; এই

---

১ শাস্ত্রজ্ঞান। ২। অনিষ্টে। ৩। চাতুর্য্যযুক্ত বাক্যের বক্তা। ৪। ধ্বংসীভূত। ৫। সংসর্গকারীর।

নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি কাহার প্রিয়পাত্র না হয় ?"

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যা—ব্যাস-শুকসংবাদে কালনিরূপণ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সর্ব্বজীবের আদি, অন্ত, ধ্যান, কার্য্য, কাল ও যুগভেদে আয়ুর তারতম্য কি প্রকার এবং কি হইতেই বা তাহাদিগের সদগতি, অসদগতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, এই সমুদয় অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে ভৃগুকথিত নীতিগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্যসমুদয় শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি অলৌকিকনিষ্ঠাসম্পন্ন[১] ও যোগধর্ম্মের অনুগত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আপনার মুখে ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে ভগবান বেদব্যাস তত্ত্বজিজ্ঞাসু[২] স্বীয়পুত্র শুকদেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা শুকদেব বেদবেদাঙ্গ, সাঙ্গ উপনিষদ্ সমুদয় অধ্যয়নপূর্ব্বক ধর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মার্থসংশয়ের[৩] ছেদনকর্ত্তা স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায় এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

তখন সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। আদ্যন্তশূন্য, জন্মবিহীন, জ্যোতিঃস্বরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদয় লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সার্দ্ধদ্বাবিংশতি[১] পলাধিক ত্রিংশৎকলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে দিবারাত্রি, ত্রিংশৎ দিবারাত্রি পরিমিত কালকে মাস ও দ্বাদশ মাসপরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতেরা সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা বিভাগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় গতি দ্বারা মানবগণের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণিগণ দিবাভাগে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাত্রিকালে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিন ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। মানবগণের এক সংবৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক[২] যে যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবতাদিগের চারি সহস্র আট শত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র চারি শত বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগরূপ কাল প্রতিনিয়ত লোকসমুদয়কে ধারণ করিতেছে। এই কালই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মস্বরূপ। সত্যযুগে চারি পাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধিকাম[৩] হইয়া চারি শত বৎসর জীবিত থাকে। ত্রেতাযুগে তিন শত, দ্বাপরযুগে দুই শত ও কলিযুগে এক শত বৎসর মানবগণের পরমায়ু হয়। ঐ সমুদয় যুগে তাঁহাদের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াফল ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ যুগহ্রাস নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে চারি যুগে দেবমানের দ্বাদশ

১। অসাধারণ ব্রতযুক্ত। ২। তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী। ৩। ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ক সংশয়ের।

১। সাড়ে বাইশ। ২। মনুষ্যলোকসম্বন্ধীয়। ৩। পূর্ণমনোরথ।

সহস্র বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপ সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিবসে জন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ও রাত্রিতে প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার আপনাতে লীন করিয়া যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করেন এবং প্রলয়ের অবসান হইলেই জাগরিত হয়েন। দিবারাত্রিবেত্তা পণ্ডিতেরা এইরূপে দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও অপর সহস্র যুগে তাঁহার একরাত্রি অবধারিত করিয়াছেন। নিদ্রার অবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। সেই অহঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।'

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়প্রসঙ্গে সৃষ্টিপ্রকরণ

ব্যাস বলিলেন, 'তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ, তাঁহা হইতে এই সমুদয় বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়বিহীন হইয়াও প্রথমতঃ জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনাস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমনশীল বহুধাগামী[১] এবং প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টিবিধানাভিলাষে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ঐ মন হইতেই শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে দ্যুতিমান্[২] রূপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চমহাভূতমধ্যে যে ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সম্ভূত হয় নাই; সুতরাং উহা আপনার গুণ ভিন্ন অন্য কাহারও গুণলাভে অধিকারী নহে। একমাত্র শব্দই উহার গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে উভয়ের গুণ বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ; উহা জল ও বায়ুতে মিলিত থাকে বলিয়া ঐ দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়; বস্তুতঃ গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে।

যাহা হউক, ঐ মহত্তত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থূলশরীরকে পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি বাস করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন এই ষোড়শ পদার্থবিরচিত লিঙ্গশরীরে স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত মায়া প্রভৃতিকে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিলেন। লোকে উহাকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উনি প্রথমে স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টিকালে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল, উহারা পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই গুণের অধিকারী হইল। লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা প্রভৃতি যাহা চিন্তা করে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্যসমুদয়ের আকৃতি সমুদয় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোজ্যভাব[১] নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র হইয়া সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই

১। বহুপ্রকারে গতিশীল। ২। তেজোযুক্ত।

১। ভোগকর্ত্তা ও ভোগ্যভাব।

এইরূপে কে পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়েই কারণ এবং কেহ বা এই উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমব্রহ্মকেই সমুদয় কার্য্যের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

যুগধর্ম্ম—সৃষ্ট জীবের ধর্ম্মকর্ম্মনিরূপণ

মনুষ্যেরা তপস্যা দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মন ও বাহ্য-ইন্দ্রিয়নিগ্রহই তপস্যার মূল। মনুষ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তপোবলেই সমুদয় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। তপস্যা দ্বারাই জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন, তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ তপোবলেই বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যন্তশূন্যা বেদরূপা বাঙ্ময়ী[১] বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিদিগের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণিগণের নানারূপ কার্য্যপ্রবৃত্তি ও মন্ত্র সমুদয়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোকসমুদয় সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই দশবিধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। বেদ ও বেদান্তে পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তিনিই উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। দেহাভিমানী জীবগণ কার্য্য দ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্ব্বক[২] মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবাদ্বিজের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ[১] হইয়া ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদোক্ত কাম্য যজ্ঞ সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমস্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গম সমুদয় প্রাণীর শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমুদয় লোক বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় অনুরক্ত ছিল। দ্বাপরযুগের লোকসমুদয়ের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদসমুদয় কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে। মানবগণ কেবল অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যেরূপ চতুষ্পদ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন কোন জিতচিত্ত তপোনুষ্ঠাননিরত বেদান্তশ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি স্বধর্ম্মাচারী হইয়াও যুগধর্ম্মনিবন্ধন কামনাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন বিবিধ স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনরায় সমাগত হইলে তৎসমুদয়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্নসকল আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রলয়াবসানে ব্রহ্মাদিতেও পূর্ব্ববৎ আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকারক, জন্মনাশশূন্য বিবিধরূপী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রজাগণ সেই কালপ্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমস্ত প্রাণী সুখদুঃখান্বিত হইয়া স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদের আশ্রয় ও পোষণকর্ত্তা। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।'

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

প্রলয়প্রসঙ্গ—জগতের অবস্থা

ব্যাস কহিলেন, 'অতঃপর ভগবান্ বিশ্বযোনি[২] সৃষ্টির অবসানে যেরূপে এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ সূক্ষ্ম

১। বাঙ্ময়ী—শব্দরূপা। ২। কর্ম্মতন্ত্রের অধীন না হইয়া।

১। একনিষ্ঠ—দ্বিতীয়-অভিনিবেশশূন্য। ২। বিধাতা।

করিয়া স্বীয় আত্মায় প্রলীন করেন, এক্ষণে সেই প্রলয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রলয়সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্তশিখা সমুদিত হয়, এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদয় জগৎ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থ সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল[১] ভূমির গুণ গ্রহণ করে। জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিল-রাশি চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার-পূর্ব্বক গভীর শব্দ সহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে[২]। তৎপরে জ্যোতি সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিলও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হুতাশনের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতির্গুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতি প্রশান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তিস্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং আকাশ রূপস্পর্শ গন্ধবিবর্জ্জিত ও আকারপরিশূন্য হইয়া অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারই নাম স্থূলব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালের চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সঙ্কল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানস্বরূপ সঙ্কল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সঙ্কল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিকে এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্তশব্দে এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম। এইরূপে ভূতসমুদয় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্মা ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মার যুগসহস্রবয়াত্মক অহোরাত্রির বিষয় নিঃসংশয়ে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।'

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

আশ্রমধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য

ব্যাস বলিলেন, 'জগদীশ্বর যেরূপে মহাভূত-সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ম্ম[১] অবধি সমাবর্ত্তন[২] পর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন। সমাবর্ত্তন সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী আচার্য্যের নিকট নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া গুরুঋণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে গুরু অনুমতি প্রদান করিলে তিনি দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ[৩] করিয়া পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বানপ্রস্থধর্ম্ম[৪] গ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মের[৫] অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিবেন। গৃহী ব্যক্তি এই সমুদয় ধর্ম্মেরই মূল কারণ। গৃহস্থ ব্যক্তি দমগুণান্বিত, কামক্রোধাদি-বর্জ্জিত হইলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণ পুত্রবান, বেদপারদর্শী ও যাজ্ঞিক হইয়া পিতৃলোক, ঋষি ও দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তিবিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যত্নবান্ হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দুষ্কর তপোনুষ্ঠান, বিদ্যায় পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যত কাল ভূমণ্ডলে বিরা মান

১—২। সূর্য্য ও অগ্নির উত্তাপে জল ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট ও শুষ্ক হইয়া ঘৃতের মত কিঞ্চিৎ কাঠিন্যগুণ গ্রহণ করে। তৎপর উহা পুনর্ব্বার গলিত ও বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করে।

১। জন্মমাত্রে সূতিকাগৃহে অনুষ্ঠেয় কার্য্য। ২। উপনয়নের পর গুরুগৃহবাসান্তে গার্হস্থ্য গ্রহণের জন্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। ৩। বিবাহ। ৪। বনবাসধর্ম্ম। ৫। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের।

থাকে, তিনি তত দিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা কদাপি বিধেয় নহে। যজমান হইতে ধনাগম হইলে তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান, শিষ্য হইতে ধনাগম হইলে তাহা দান এবং কন্যার শ্বশুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনদিগের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে ঐ সকল কার্য্যসম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। যার পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুভুক্ষু ও শত্রুসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথার্থ যোগ্য পাত্রে কিছু অদেয় নাই। সাধু ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যে কোনরূপে হউক, তাঁহাকে তাহাও প্রদান করিতে চেষ্টা করা উচিত।

ব্রাহ্মণরক্ষার্থে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের দান

মহাব্রতাবলম্বী[1] রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবনদান দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ, সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ[2] সলিল প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বিবিধ ধনদান, উশীনরপুত্র শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ, কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান; দেবাবৃধ অতি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণশলাকাসংযুক্ত ছত্রদান, আত্রেয় সাংকৃতি স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান, মহাপ্রতাপশালী অম্বরীষ বিপ্রগণকে একাদশ অর্ব্বুদ গোদান, সাবিত্রী ব্রাহ্মণকে দিব্য-কুণ্ডলদ্বয়, জনমেজয় ব্রাহ্মণার্থে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ, যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদয় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় বাসস্থান সমর্পণ, নিমি বিপ্রগণকে স্বীয় রাজ্য এবং জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও গয়রাজ ব্রাহ্মণদিগকে সমুদয় পৃথিবী প্রদান করিয়া স্বর্গ-লোকে গমন ও উভয় লোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছেন। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত রাজা মহর্ষি অঙ্গিরাকে স্বীয় কন্যা প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পাঞ্চালাধিপতি ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খদান, রাজা সৌদাস মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় পত্নী দময়ন্তীকে সমর্পণ, রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণার্থে আপনার জীবন পরিত্যাগ, শতদ্যুম্ন মুদ্গলকে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবর্ণময় অট্টালিকা দান, শাম্বদেশের অধীশ্বর প্রবল-প্রতাপশালী দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্যপ্রদান, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে সুমধ্যমা কন্যা সম্প্রদান, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে স্বীয় কন্যা শান্তাকে সমর্পণ এবং মহাতেজস্বী প্রসেন ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের এবং অন্যান্য যে যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় নরপতি দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগমনে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরকাল এই ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিবে।'

১। উত্তম ব্রতধারী। ২। শীতল ও উষ্ণ—গ্রীষ্মে শীতল, শীতে উষ্ণ।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম—সংসার-সাগরপারের উপায়

ব্যাস বলিলেন, 'ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব চারি বেদ এবং শিক্ষা কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ সমুদয়ে যে বিদ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বিদ্যার আলোচনা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যেই নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। বেদবেদাঙ্গবেত্তা অধ্যাত্মকুশল সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান করিবেন এবং সাধুদিগের নিকট জ্ঞানাভ্যাসপূর্ব্বক শাস্ত্রবিচক্ষণ, শিষ্ট, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মানুরক্ত হইয়া নিরন্তর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যের অনুশীলন ও পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ধৃতিমান্, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মবেত্তা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোনকালেই অবসন্ন হইতে হয় না। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, লজ্জা, সরলতা ও দমগুণ দ্বারা তেজের বৃদ্ধি ও

পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ অগ্রে পাপবিহীন, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কামক্রোধকে বশে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বাসনা করিবেন। দুষ্ট বাক্য ও অবৈধ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি অবলম্বন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ, ক্রোধরূপ পঙ্কাপরিপূর্ণ, লোভরূপ কূলসম্পন্ন, দুস্তর সংসারনদী অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মোহপ্রদ কালকে নিরন্তর সমুদ্যত দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বভাবরূপ স্রোত, বর্ষরূপ আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল[1] নিমেষ ও উন্মেষরূপ ফেন, দিবারাত্রি ও অর্থরূপ জল, কামরূপ গ্রাহ, বেদ ও যজ্ঞরূপ পোত, ধর্ম্মরূপ দ্বীপ, সত্যবাক্য ও মোক্ষরূপ তীর, অহিংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদ-সমুদয় আশ্রয় করিয়া নিরন্তর[2] যুক্ত[3], অপ্রতিহত বলশালী, ব্রহ্মভূত, কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্রবাহিত করিয়া, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতাঃ পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানপোতবিহীন লঘুচেতাঃ মানবগণ কখনই উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে অক্লেশে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে উহাতে অসমর্থ হয়, ইহা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দূর হইতেই সকল বিষয়ের গুণদোষ দর্শন করিতে পারেন; সুতরাং কালনদী উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। আর কামাত্মা, চলচিত্ত, লঘুচেতাঃ ব্যক্তিরা সততই সংশয়াপন্ন থাকে, সুতরাং তাহাদের ঐ নদী পার হইবার সম্ভাবনা কি? যদিও জ্ঞানপ্লববিহীন[4] পুরুষ মহাদোষ-সমুদয় গোপন করিবার মানসে প্রযত্ন সহকারে চিত্ত সংযমিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করে, তথাপি তাহার কামাত্মতা নিবন্ধন সেই জ্ঞান কখনই কালনদীর পোতস্বরূপ হয় না; অতএব উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা উহা উত্তীর্ণ হইতে অবশ্য যত্নবান্ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই কালনদী পার হইতে পারেন। মনুষ্য বিশুদ্ধ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও ঈশ্বর, জীব ও মুক্তি এই ত্রিবিধ কার্য্যে অনুরক্ত হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ঐ সমুদয় সন্দেহ ও ঐ সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানপ্রভাবে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সংস্কারাপন্ন দমগুণান্বিত সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উভয় লোকেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তিরা ক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া শমদমাদি গুণ অনুসরণপূর্ব্বক নিরন্তর পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিত্যাগ, সাধুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচার-পরায়ণ, স্বধর্ম্মপরতন্ত্র, ধর্ম্মসঙ্করবর্জ্জিত, ক্রিয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, দাতা, অসূয়াবিহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সমুদয় দুস্তর বিষয় হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধৈর্য্যশালী, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম-পরায়ণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না। ধৈর্য্য, অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা ও চিরন্তন শব্দব্যবহার আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্য্যই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সুতরাং তাহাকে জন্মমরণনিবন্ধন বারংবার কষ্টভোগ করিতে হয়।'

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

জ্ঞানপথে মুক্তির উপায়

ব্যাস বলিলেন, 'মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১। প্রস্তর। ২—৩। অবিচ্ছিন্ন। ৪। জ্ঞানরূপ আশ্রয়শূন্য।

সমুদ্রের উত্তুঙ্গ[১] তরঙ্গে উন্মগ্ন[২] ও নিমগ্ন[৩] ব্যক্তি যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হয়েন; কিন্তু যাহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহারা আপনাকে বা অন্যকে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারে না। যিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবেন, পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগ-প্রদর্শন, শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহক[৪] ফলমূল ভক্ষণ, আসনাদি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি[৫], ইন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ[৬], মনঃসংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করেন, বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বাক্য ও মনঃসংযম করা তাঁহার আবশ্যক। আর যিনি শান্তিলাভের অভিলাষ করেন, জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা তাঁহার শ্রেয়কর। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধার্ম্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত যে কোনরূপ হউক না কেন, যদি তিনি বাগাদিসংযম[৭] করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামৃত্যুরূপ দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

হে বৎস। অতঃপর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যের দেহ রথস্বরূপ। যজ্ঞাদিধর্ম্ম উহার সারথির উপবেশনস্থান; অকার্য্য-নিবৃত্তি উহার বরূথ[৮]; বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কুবরদ্বয়[৯]; অপান উহার অক্ষ[১০]; প্রাণ উহার যুগকাষ্ঠ[১১]; প্রজ্ঞা উহার সার[১২]; জীব উহার বন্ধন; সাবধানতা উহার ফলকদ্বয়ের[১] সংশ্লেষ[২]; চরিত্র উহার নেমি[৩]; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান; সমস্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ[৪]; জ্ঞান উহার সারথি। আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা; শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর[৫]; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট[৬] এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। ঐ রথ মুমুক্ষু কর্ত্তৃক যোজিত হইলে বিশুদ্ধ মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়।

যোগ অবলম্বনে মুক্তিপথে প্রবেশ

এক্ষণে যিনি অতি ত্বরায় অক্ষয় ব্রহ্মলাভের মানস করিয়া ঐ রথ যোজন করিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এক বিষয়ে চিত্ত-সন্নিবেশকে ধারণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ধারণার বিষয় সাতটি;—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশঃ এই সাত প্রকার ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইবেন। এই সপ্তবিধ ধারণা ব্যতীত দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাসাগ্র প্রভৃতি পদার্থে বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। উহার নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অব্যক্ত ধারণার ফললাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যেরূপে যোগসিদ্ধি অনুভব করিয়া থাকেন, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্থূলদেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত[৭] যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশ-সমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয়; জলাকার অন্তর্দ্ধান করিলে বহ্নি-রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুক্লগতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ[৮] আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

১। অতি উচ্চ। ২—৩। ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত, নিম্নদিকে নিমজ্জিত—ঢেউয়ের বেগ একবার উপরে তোলে; আবার সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে দেয়। ৪। দেহমাত্র রক্ষার উপযোগী। ৫। অবিচলিত জ্ঞান। ৬। রূপাদি বিষয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। ৭। মুখ-হস্ত-পদাদি সংযম। ৮। রথমধ্যস্থ গুপ্তস্থান। ৯। ধুরার আধার। ১০। চক্র। ১১। জোয়াল। ১২। কার্য্যকারিতা।

১—২। ফলার সংযোগস্থল। ৩। চক্রের পরিধি। ৪। চাবুক। ৫। অগ্রভাগ। ৬। দাস—ভৃত্য। ৭। দেহবুদ্ধিবিহীন। ৮। রূপহীন।

যোগলব্ধ বিভূতিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান

যোগীদিগের এই সমস্ত রূপ অনুভূত হইলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কর, চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের সারূপ্য লাভ করিয়া আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হয়েন। সলিল-সিদ্ধ ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে পারেন। অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতা-বিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীর অহঙ্কার পরাজিত হইলে পঞ্চভূত অনায়াসে বশবর্ত্তী হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ-বুদ্ধি পরাজিত হইলে সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য জ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এক্ষণে অব্যক্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে সাংখ্য যেরূপ ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর; পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তর কীর্ত্তন করিব। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তুল্যরূপে নির্ণীত আছে, এক্ষণে উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই চারি লক্ষণ-সম্পন্ন মহত্তত্ত্বাদিজনিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদিলক্ষণচতুষ্টয়-বর্জ্জিত প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত। শাস্ত্র ইহাকেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড়দেহাদির সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এই আমি তোমার নিকট জড় ও চৈতন্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীরা একমাত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন।

যোগপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি

উপনিষদ্বেত্তা জ্ঞানীরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহঙ্কার-পরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবর্জ্জিত ও নিঃসংশয়; যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশমাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না, তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি বিষয়লাভে অভিলাষী না হইয়া অযত্নসুলভ বস্তু প্রতিগ্রহপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; যিনি লোভপরাঙ্মুখ, দুঃখশূন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকার্য্য-বিহীন; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসঙ্কল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাব স্থাপন করেন; লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্যজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়েন না; নিন্দা ও স্তুতিবাক্যকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও অহিংসক, সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে যে প্রকারে যোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যিনি অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে অধিকারী হয়েন। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ববোধিনী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপে যিনি কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইয়া সুখদুঃখাদিশূন্য হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।'

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ধর্ম্মের অধিকারিভেদ

ব্যাস কহিলেন, 'বৎস! বিদ্বান ব্যক্তিরা এই সংসারসমুদ্রে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া

পরিশেষে আপনার মুক্তি লাভের হেতুভূত জ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করেন।'

শুকদেব কহিলেন, 'তাত! যে জ্ঞানপ্রভাবে জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, উহা কি মোক্ষসাধিকা বুদ্ধি, না প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা বিষয়ব্যাবৃত্তি[১] ?'

বেদব্যাস কহিলেন, 'বৎস! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে মুমুক্ষু শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ়সংস্কার হইয়াছে, ঋষি বা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলেও তাহাদিগের কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আর যাহারা স্বভাবই কারণ, এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহারাও কখন আপনার হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব মূঢ় ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যে স্বভাবই সমুদয়ের কারণ বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা কেবল তাহাদের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি স্বভাবই সমুদয় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল বস্তুই স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্য্য-সমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, ক্রীড়াগৃহ ও রোগের ঔষধ সমুদয় প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হয়। নরপতিরা প্রজ্ঞাবলেই রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবলে ভূতসমুদয়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে; আবার বিদ্যাতেই সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়।

জীব সমুদয় চারি প্রকার,—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জঙ্গম পদার্থ সমুদয়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার,—মনুষ্য ও পিশাচাদি। তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোগসুখে নিরত থাকে বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রধান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার,—উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিশুদ্ধ-জ্ঞানলাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যমেরা আবার জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট অপেক্ষা প্রধান। মধ্যম দুই প্রকার;—ধর্ম্মজ্ঞ ও অধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য ও অকার্য্যের অবধারণে সমর্থ বলিয়া উহারা অধর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়েন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে বেদবাদী ব্যক্তিরা বেদ এবং বেদনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমুদয় বিশেষ বিদিত হইয়া ঐ সমুদয়ের প্রচার করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্মমৃত্যুর কারণ-নির্দ্ধারণে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভু। দেবতারা বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণেরা বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মাকে অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই দেবতা। ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উঁহাদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উঁহারা জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্মসমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।'

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যুগভেদে আচরণ-ভেদ

ব্যাস বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের যে সমুদয় অনুষ্ঠেয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ সমুদয় আশ্রয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্

১। বিষয় পরাঙ্মুখতা।

ব্যক্তিরা যদি কর্ম্ম নিত্য, কি জ্ঞানজনকত্ব-নিবন্ধন কাম্য, এই সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কর্ম্মকে কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অকর্ত্তব্য। কারণ, কর্ম্ম যদি ব্রহ্মলাভজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহাকে অবশ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি যুক্তি ও অনুভব[১] প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র সমাগত[২] হইয়াই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগপরায়ণ মহাত্মারা ব্রহ্মই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সত্যযুগে সমুদয় মনুষ্য তপোনুষ্ঠাননিরত, সংশয়-বিহীন ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতা হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে মানবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কামদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ সংযত ব্যক্তিরা তপোবলে অনায়াসে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্যা দ্বারা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই সমুদয় লোকের প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ড[৩]বেদে ব্রহ্ম ইন্দ্রাদি দেবতারূপে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডবেদবিদ্ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়াছেন; এই নিমিত্ত জ্ঞান-কাণ্ডবেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশু-হিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তি-সাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরায়ণ, স্বকার্য্যনিষ্ঠ ও সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইলে তিনি আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিহিত ছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত তৎসমুদয়ের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমুদয় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন বা ঈষৎ প্রকাশিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মানবগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ওষধি সমুদয় হীনরস হইবে। জলের মধুরত্ব থাকিবে না। বেদাধ্যয়ন ও বেদোক্ত আশ্রমধর্ম্ম সমুদয় তিরোহিত হইয়া যাইবে; স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা দুঃখভোগ করিবে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জগণ যেমন বৃষ্টি দারা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রতি যুগে বেদ দ্বারা যোগাঙ্গসমুদয় পুষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধ রূপধারী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমুদয় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ। জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসানুসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।"

——

ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কর্ম্মসাপেক্ষ মোক্ষধর্ম্মব্যাখ্যা

ভীষ্ম কহিলেন, "মহাত্মা শুকদেব মহর্ষি ব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া মোক্ষধর্ম্মানুগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, 'তাত। প্রজ্ঞাবান্ যাজ্ঞিক ও অসূয়াশূন্য শ্রোত্রিয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? তপ, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ,

১। [illegible] ২। মিলিত। ৩। ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক।

কি, আত্মানাত্মবিচার[1] ও অষ্টাঙ্গ[2] যোগ, ইহার কোন উপায় দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে? আপনি এই সমুদয় কীর্ত্তন করুন।'

ব্যাস কহিলেন, 'বৎস। বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচ সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিব্যাদি মহাভূতসকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদয় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীবগণ সেই মহাভূতসকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে। জীবগণের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি, কর্ণে দিক্ ও জিহ্বায় সরস্বতী ভোগবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। সারথি যেমন বশীভূত অশ্বসকলকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে।

পরমাত্মার পরিচয়—অনুভবের উপায়

সত্ত্বাদি গুণসমুদয়ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে, পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণ-সমুদয় জীবের সৃষ্টিবিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়[3], দশ ইন্দ্রিয়[4] ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মন দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড়দেহে অব্যক্তভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। পণ্ডিতেরা বিদ্বান্ সৎকুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোতভাবে[1] অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত-সমুদয়ে আপনাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মাকে আত্মদেহ ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকেই আত্মতুল্য বিবেচনা করেন এবং যিনি সকল ভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিক-পথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন আকাশে পক্ষীর ও জলমধ্যে মৎস্যের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের গতি অন্যের অনুভূত হইবার নহে। কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে; কিন্তু যাঁহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাকে কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই পরমস্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধ, মধ্য বা তির্য্যক্ স্থানে অবলোকিত হয়েন না, এই সমুদয় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ; তাহার বাহিভাগে কিছুই নাই। যদি কেহ মন ও কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ ঈশ্বরের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না।

তিনি সূক্ষ্ম অথচ স্থূল হইতেও স্থূল; তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারও আয়ত্ত নহে। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি সমস্ত লোক আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে

১। আত্মা ও অনাত্মার বিচার। ২। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ৩। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। ৪। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

১। ওতপ্রোতভাবে—অনুস্যূতভাবে সর্বভাবে।

সমর্থ হয় না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড়দেহ ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংস[১]রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। আর পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঞ্চিত[২], ক্ষয়, সুখ-দুঃখ, বিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন শরীরমধ্যে জন্মরহিত জীবাত্মাকে হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। যিনি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।'

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যোগজ জ্ঞানবিবরণ—যোগক্রিয়ার কৌশল

ব্যাস কহিলেন, 'বৎস! এই আমি তোমার নিকট আত্মবিচারের কথা সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগকার্য্য বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব যোগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগদোষ[৩] পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্য হইতে এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, চক্ষু দ্বারা হস্ত-পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্য দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবান্দিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। যোগী ব্যক্তি এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগদোষ-সমুদয় পরিত্যাগ করিবেন। মনোভঙ্গকর হিংসাযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তেজোময় ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় লোকের বীজ ও রস-স্বরূপ। সমুদয় প্রাণী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে।

ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপধ্বংস অভীষ্ট-সংসাধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম-ক্রোধকে বশে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা নিবিষ্ট চিত্তে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাত্রির পূর্ব্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিদ্র[১] চর্ম্মময় জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়; অতএব ধীবর যেমন প্রথমে জালদংশক্ষম[২] মৎস্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎস্যসমুদয়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের নিকট সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্বলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্ব্বোক্তরূপে যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরা চিত্তের মোহ ও চাঞ্চল্য এবং উপস্থিত ক্রোধাধি পরিত্যাগ করিবেন। যোগপ্রভাবে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সুখকর শীত, তাপ, অন্তর্দ্ধান, আকাশগতি, সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও

১। জীবাত্মা। ২। তত্ত্বসমষ্টি। ৩। যোগসাধনের বিঘ্ন।

১। ছিদ্রযুক্ত। ২। জালকর্ত্তনক্ষম—জাল কাটিয়া পথ করিয়া সেই পথে অন্যান্য মৎস্য জালের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। [illegible]

দিব্যাঙ্গনাসঙ্গতি[১] উপস্থিত হইলেও তৎসমুদয়ে অনাদর প্রকাশ করিয়া সে সকল হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে প্রাতঃকাল, পূর্ব্বরাত্রি ও অপর রাত্রিতে সংযত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে, চৈত্যবৃক্ষের[২] তলে অথবা অন্য কোন বৃক্ষের সম্মুখে যোগসাধন করা যোগীদিগের আবশ্যক। যোগবিদ্ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সমুদয় সংযমিত করিয়া অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয়ধন পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন, কখনই যোগানুষ্ঠানে অমনোযোগ করিবেন না। যে উপায় দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করা যায়, অধ্যবসায় সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগশীল ব্যক্তি অনন্যমনে বাস করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিগুহা, দেবস্থান অথবা নির্জ্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে অন্যসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক উপেক্ষানিরত[৩], নিয়মিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তির মুখে আপনার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্নিবন্ধন তাহার অশুভ বা শুভচিন্তা করিবেন না। লাভালাভে হর্ষবিষাদশূন্য, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বস্পর্শী বায়ুর ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ছয় মাস ক্রমাগত যোগসাধন করেন, তিনি বেদোক্ত[৪] কার্য্য[৫] অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্থলাভের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর দেখিয়া কখনই উপার্জ্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না। শূদ্র বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারীগণও যদি এইরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের পরমগতি লাভ হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই জন্মবিহীন, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা মহর্ষির এই সমুদয় বাক্য যুক্তি দ্বারা পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন।'

১। উভয় নারীর সহিত সঙ্গ। ২। গ্রাম্যদেবতার অধিষ্ঠান নিবন্ধন পূজ্য বৃক্ষ। ৩। ঔদাসীন্য—মধ্যস্থতা অর্থবিবর্জ্জিত [illegible] বর্জ্জন।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ—দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মগতি-নিরূপণ

শুকদেব কহিলেন, 'ভগবন্! বেদে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মীর প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়ের বিধি আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকগণ কোন্ গতি লাভ এবং জ্ঞানবলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হওয়া থাকে, আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! নশ্বর কর্ম্ম ও অবিনশ্বর জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কর্ম্মপ্রভাবে যে গতি লাভ করা যায় এবং জ্ঞানবলে যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। এই দুই বিষয় অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলে সে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্মপ্রভাবে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নিত্য অমৃতত্বলাভ হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরা কর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা সুনিপুণরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা নদীজলপায়ী যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত,

নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না। এবং তাঁহার সঙ্কল্পও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্যরূপে মিত্রভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। অমাবস্যায় সূক্ষ্মকলা-সম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে অথচ উহা বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্য কাল অবিনষ্টই থাকেন। আর নভোমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাস-বৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মন ও ষোড়শকলাসঞ্চিত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। লোক যোগবলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি বুদ্ধির গুণ, বুদ্ধি জীবাত্মার গুণ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, দেহ স্বভাবতঃ জড়; উহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে। জীবই দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক পরম বস্তু আছেন; তাঁহা হইতেই সপ্ত ভুবন কল্পিত হইয়াছে।'

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

গুরুসেবাদি দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ-উপায়

শুকদেব কহিলেন, 'তাত। আপনি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়সংযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমুদয় ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অন্যান্য সমুদয় পদার্থ বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন একক্ষণে ইহলোকে সাধু ব্যক্তিরা যুগে যুগে যেরূপ সদ্ব্যবহার অনুসারে অবস্থান করিয়া থাকেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আর বেদবচনে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মপরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? এক্ষণে আপনি বিস্তারিতরূপে ঐ সমুদয় কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশলাভে পবিত্র ও লোকাচারসমুদয় বিশেষ অবগত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিসংস্কার করিয়া দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব।'

বেদব্যাস কহিলেন, 'বৎস। পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভু যেরূপ বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বতন ঋষিরা সেইরূপ আচার-ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনে মনে আপনাদের শ্রেয়োলাভবাসনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোক-সমুদয় পরাজয় করেন। যিনি ফলমূলাহারী, অতি কঠোর তপোনুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসঞ্চারী[১] ও অহিংসাপরায়ণ হয়েন এবং বানপ্রস্থদিগের কুটীর মুষলশব্দ[২] পরিশূন্য ও ধূমবিরহিত[৩] হইলে তথায় ভিক্ষার্থ গমন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব তুমি অন্যের স্তুতি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী অরণ্যে গমনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ কর।'

শুকদেব কহিলেন, 'তাত। কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের শাস্ত্রত্বসিদ্ধি কিরূপে হইবে? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সপ্রমাণতা প্রদর্শন এবং যেরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'বৎস। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষুক ইহাদিগের মধ্যে যিনি কামদ্বেষশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করেন, তিনিই পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। চারি আশ্রমের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সোপানে আরোহণ করিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যাইতে পারে।

গুরুসেবার বিধিবর্ণন

ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্রহ্মচারী ঈর্ষ্যাশূন্য হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত

১। তীর্থাদি পুণ্যস্থানে ভ্রমণকারী। ২। [illegible] কোটাদি ব্যাপার। ৩। পাকব্যাপার পরিশূন্য।

করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য্য-সমুদয় সম্পাদন ও তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কার্য্য-সমুদয় সুসম্পন্ন হইলে গুরুর নিকটে অবস্থান-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা সরলস্বভাব ও অপবাদশূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিবামাত্র তথায় গমন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিয়া অনাকুলিতলোচনে[১] গুরুকে অবলোকন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান্ শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তানপাণি[২] হইয়া মৃদুভাবে দক্ষিণহস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্ত দ্বারা তাঁহার বামচরণ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন,—ভগবন্! আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী এইরূপে গুরুকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদয় কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তাহাকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য-সময়ে সমুদয় রস ও গন্ধ-সেবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সমাবর্ত্তনের পর তাঁহার সেই সকল ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদয় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ত সেই সমুদয়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সাধ্যানুসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থ ভাগ গত হইলে আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন এবং তৎপরে গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী-সমভিব্যাহারে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্যা দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন।'

১। নেত্র আকুলতার চিহ্নরহিত ভাবে। ২। চিৎহস্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

গার্হস্থ্য ধর্ম্মনির্ণয়

ব্যাস বলিলেন, 'পণ্ডিতেরা গৃহীদিগের চারি প্রকার জীবনোপায় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক[১] ধান্য ও কেহ কেহ একবার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্যবস্তু আহরণ করিয়া ভোজন করেন এবং কেহ কেহ বা উঞ্ছবৃত্তি[২] অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়েন। এই চারিপ্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজনাদি ষট্‌কার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহীদিগের ব্রত সমুদয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মোদরপূরণার্থ[৩] অন্ন পাক ও পশুহত্যা করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রানুভব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

গৃহী ব্যক্তিরা গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিশারদ, স্বধর্ম্মোপজীবী[৪] জিতেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান, তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য[৫]-কব্য[৬] দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নখলোমধারী, অগ্নিহোত্র-পরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি, কি চণ্ডাল, যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তিরা প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং

১। তিন বৎসর ভোজনের উপযোগী। ২। অতিকষ্টবৃত্তি—কৃষকেরা জমির ধান্য কাটিয়া লইলে যে দুই একটা ধান্যের শীষ ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহার সংগ্রহ। ৩। নিজের পেট ভরার জন্য। ৪। নিজ জাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকাকারী। ৫। দেবোদ্দেশে দেয়। ৬। পিতৃগণের উদ্দেশে দেয়।

অন্যান্য প্রাণিগণকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও অমৃত ভোজন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যবস্তুই অমৃতস্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। স্বদারনিরত, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদয় লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক্গণকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক্সমুদয়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব গৃহস্থগণ আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে পারেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন, জিতক্লম[১], ধর্ম্মশীল, গৃহধর্ম্মনিরত, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মপরায়ণ গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে। যেমন ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্য অপেক্ষা বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা ভৈক্ষ্য[২] শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ গৃহীদিগের ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি[৩] উৎকৃষ্ট। গৃহস্থ ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-সমুদয় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষোপযুক্ত[৪] ধান্যসংগ্রহকারী, কপোত বৃত্তিসমাশ্রিত ও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ গৃহস্থগণ যে রাজ্যে সংকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। যাঁহারা অব্যথিতচিত্তে[১] এই প্রকারে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা সম্রাট্দিগের গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশপুরুষ পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থগণের নিমিত্ত বিমানসংযুক্ত পরম রমণীয় স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম[২] করিয়া গার্হস্থ্যবৃত্তি আশ্রয় করিলে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারে। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা উচিত। এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।'

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মনীষিনির্দ্দিষ্ট গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গার্হস্থ্যব্রতরহিত পবিত্রদেশবাসী, সদসদ্বিবেচক, সর্ব্বাশ্রমাচারসম্পন্ন বানপ্রস্থীদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।"

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

বানপ্রস্থ-ধর্ম্মনিরূপণ

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল শুক্রবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন, এবং যখন তাঁহার অপত্যের[৩] অপত্য[৪] উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী আয়ুর তৃতীয় ভাগ অরণ্যমধ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নির[৫] পরিচর্য্যা, দেবগণের অর্চনা, আহার-নিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্ররক্ষা, ধেনু-প্রতিপালন, সমস্ত যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান, অকৃষ্টপচ্য[৬] ধান্য, যব, নীবার[৭] ও বিঘস আহার এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য-সমুদয় সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমেও চারি প্রকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও

১। ক্লেশে অকাতর। ২। সন্ন্যাস। ৩। পায়রার বৃত্তি—খুদকুঁড়া, যে দিন যাহা পাওয়া যায়, সেই দিন তাহা খাওয়া। ৪। এক বৎসরের উপযোগী।

১। বেদনাবিহীন হৃদয়ে। ২। প্রতিপালন। ৩—৪। পৌত্র। ৫। গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি—এই অগ্নিত্রয়। ৬। বিনা চাষে উৎপন্ন। ৭। তৃণধান্য—না বুনিলেও পক্ষিগণের, ছাগের ... পতিত হইয়া যে দুই-চারিটা ...

অতিথিসংকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক মাসের, কেহ কেহ এক বৎসরের এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থেরা বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য করিবেন এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থিত ও গ্রীষ্মের সময় পঞ্চতপা[১] হইবেন। পরিমিত আহার, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও তিন সন্ধ্যা স্নান করিবেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দন্ত ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদূখলের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শুক্লপক্ষে, কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে একবার মাত্র যবাগূ[২] ভক্ষণ করেন, কেহ কেহ বা উহা প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্র দ্বারা জীবনযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়েন। বানপ্রস্থীদিগের এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নিয়ম-সমুদয় নির্দ্দিষ্ট আছে।

চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস-নিরূপণ

সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম উপনিষদ্ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাতে সকলেরই অধিকার আছে। এই দ্বাপরযুগে মহর্ষি অগস্ত্য, সর্ব্ববাস্থেয়, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাংকৃতি, অনিয়তস্থানবাসী সুদিবাতণ্ডি, অহোবীর্য্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, ধর্ম্মনির্ব্বাক্, শূন্যপাল এই সকল মহাত্মা এবং সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্মসম্পন্ন যাযাবরগণ[৩] এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসম্পন্ন বৈখানস[৪], বালিখিল্য ও সৈকতগণ[৫] এবং গ্রহ[৬] নক্ষত্র ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ্কসমুদয়[৭] এবং অনেকানেক নিপুণধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপাঃ মহর্ষি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেষাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বদানসহকারে একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও জীবিতাবস্থায় আপনার শ্রাদ্ধাদি ও পুত্রকলত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাতে অগ্নি বিলীন করিয়া আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম হইবেন। মনুষ্যের যত দিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে, তত দিন তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যাগ করিবেন। অন্নের নিন্দা না করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থানাবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে পবিত্র হইয়া কেশ ও লোমমুণ্ডন এবং নখচ্ছেদনপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থীদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সকলকে অভয়দানপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোক-সমুদয় লাভ হয় এবং তিনি দেহান্তে পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ, মোহ ও সান্ধিবিগ্রহশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মপালনে অপরাঙ্মুখ হয়েন এবং যিনি সন্ন্যাসবিধি অনুসারে আত্মান্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত[১] নিক্ষেপ[২] করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদ্য বা ক্রমশঃ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে সংশয় কি? হে বৎস! এক্ষণে বিবিধ সদ্গুণবিভূষিত অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্থ আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।'

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সন্ন্যাসীর লক্ষণ—উপাসনা-প্রণালী

শুকদেব কহিলেন, 'তাত! ব্রহ্মলাভার্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থাশ্রমের ন্যায় চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধ্যানুসারে কিরূপে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন?'

ব্যাসদেব কহিলেন, 'বৎস! গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তর

১। চারিদিকে চারিটি অগ্নির কুণ্ড ও মস্তকের উপর সূর্য্য—এই পাঁচ প্রকার তাপের সেবনকারী। ২। যবের ছাতু। ৩। আশ্রমবিহীন অতিশয় পর্য্যটন-পরায়ণগণ। ৪। বনবাসী। ৫। নদীতটে বালুকার উপর অবস্থানকারিগণ। ৬—৭। আকাশস্থিত—আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি যাঁহাদের আশ্রয়রূপে কল্পিত, তাদৃশ তপস্বিসমূহ।

১—২। পৈতা পরিত্যাগ।

যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে চিত্তদোষ সংশোধন করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে অভ্যাস কর। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সহায়শূন্য হইয়া একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, ঐরূপ ব্যক্তিকে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। নিরগ্নি ও বাসস্থান-পরিশূন্য হইয়া অন্নার্থ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহার-সঞ্চয়, চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অল্পাহার, একাসন, করঙ্গ[1]ধারণ, বৃক্ষমূল আশ্রয়, কাষায়বস্ত্রপরিধান, সহায়পরিত্যাগ এবং সমুদয় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য্য দর্শন ও কুৎসা শ্রবণ, বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূলবাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করাই উচিত। যিনি আপনাকে সর্ব্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া বোধ করেন, যিনি যথাকিঞ্চিৎ[2] আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা তথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ সর্পের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিকে নরকের ন্যায় এবং কামিনীগণকে শবের ন্যায় বিবেচনা করেন, যাঁহার সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদয় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আহ্লাদ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়। চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিহার করা এবং স্বয়ং সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া উচিত।

১। ভিক্ষাপাত্র। ২। [illegible]

যাহার শত্রু নাই, তাহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলতঃ মোহশূন্য ব্যক্তির কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদয় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসা-ধর্ম্মে অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মই বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হয়েন, তিনি অনায়াসে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তগুণাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের রক্ষায় যত্নবান্ হয়েন, তিনি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নির্ভীক ও নিস্পৃহ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যিনি সমুদয় বিষয়-সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি একাকী বিচরণ করেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবনধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, যাঁহার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন কার্য্যে উদ্যোগ নাই, যিনি স্তুতি বা নমস্কারজন্য সুখানুভব করেন না এবং সমুদয় বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে একান্ত ভীত হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জীবগণকে অভয় প্রদান করা সমুদয় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি প্রাণিগণের নিকট অনন্তকাল অভয় লাভ করিয়া থাকেন।

মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চগ্রাসরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলোকের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসির সর্ব্বশরীরে অবস্থান করেন। তিনি প্রাদেশপরিমিত হৃদাকাশস্থিত সেই বৈশ্বানরকে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতি প্রদানে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা

ত্রিগুণসমাবৃত[1] মায়াময় জীবাত্মাকে অতি শ্রেষ্ঠ পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা কি ভূলোক, কি দ্যুলোক,[2] সর্ব্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ-বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত হয়েন এবং নির্লিপ্ত অপরিমেয়, জ্ঞানময় শরীরমধ্যে আবির্ভূত পরমাত্মাকে হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু যাহার নাভি[3], দ্বাদশ মাস যাহার অর[4], অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং বিশ্বসংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগীদের হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ সমুদয় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভ হইলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়েন। যিনি স্বয়ং তেজোময়, নিত্য ও অপরিমেয়, যিনি কোন প্রাণী হইতে ভীত না হয়েন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্তলোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সতত লোকের নিকট অনিন্দনীয় এবং স্বয়ং অন্যকে নিন্দা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশূন্য ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন সুখ অনুভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয় এবং নিন্দা ও স্তুতি সর্ব্বত্রই সমান জ্ঞান হইয়া থাকে, সন্ধি, বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্রও যাঁহার থাকে না এবং যিনি সম্পত্তিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক।'

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যৌগিক সাধনার সহজ কৌশল

ব্যাস বলিলেন, 'বৎস! জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা সারথিসঞ্চালিত পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্ব-সমুদয়ের ন্যায় পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তি চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ-সমুদায় মহত্তত্ত্বে লীন এবং মনকে উপরাগশূন্য বুদ্ধি দ্বারা সংস্কৃত ও ধ্যান দ্বারা পবিত্র করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অতএব যোগী ব্যক্তি সঙ্কল্প সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্মবুদ্ধিতে স্থূলবুদ্ধি সন্নিবেশিত করিয়া কালঞ্জর[1] পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন। যোগিগণ চিত্ত-প্রসাদ-প্রভাবে সমুদয় পাপপুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সুখদুঃখবিহীন এবং নির্বাতস্থ দীপ্যমান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অল্পাহারনিরত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপে রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করেন, তিনিই জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিতে পান।

হে পুত্র! এই আমি তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ঋগ্বেদোক্ত দশসহস্র মন্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া সমুদয় ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অনুভবগম্য, আত্মবিশ্বাসকারণ শাস্ত্রামৃত সমুদ্ধৃত করিলাম। যেমন দধি হইতে নবনীত ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে এই জ্ঞান সমুদ্ধৃত হইল। স্নাতক-ব্রতাবলম্বী[2] ব্যক্তিদিগকেই

১। সত্ত্বাদি গুণে আচ্ছন্ন। ২। স্বর্গ। ৩। চাকার ধাড়ী। ৪। নেমি।'

১। প্রকম্পাদি রহিত। ২। যথাশাস্ত্র সমাবর্ত্তনকারী।

এইরূপ শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। অপ্রশান্ত, অজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাবিমুখ, বেদবিহীন, অবশীভূত, অসূয়াপরতন্ত্র, অসরল, যথেচ্ছাচারী, প্রতিকূলতর্কপরায়ণ ও কুটিল ব্যক্তিরা কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। প্রশংসনীয়, প্রশান্ত, তপোনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তির প্রিয়পুত্র ও অনুগত শিষ্যদিগকে এই গূঢ় ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। অন্য ব্যক্তির নিকট উহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলেও তিনি তদপেক্ষা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করেন। অতঃপর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বেদনির্দ্দিষ্ট অলৌকিক আত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিব, এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত হয় এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রকাশ কর।'

—

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

পঞ্চভূতপ্রসঙ্গে সত্ত্বাদি-গুণগত কার্য্যভেদ

শুকদেব কহিলেন, 'ভগবন্। অধ্যাত্ম কি পদার্থ এবং কিরূপেই বা উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।'

ব্যাস কহিলেন, 'বৎস। আমি মনুষ্যগণের অধ্যাত্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগরের তরঙ্গ-সমুদয় যেমন পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমি, জল প্রভৃতি মহাভূত-সমুদয় অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূত-সমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গসমুদয় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাভূত-সমুদয় দেহে অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূতস্রষ্টা ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীতেই তারতম্যানুসারে মহাভূত-সমুদয় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।'

শুকদেব কহিলেন, 'ভগবন্। মহাভূতসমুদয় যে শরীরভেদে তারতম্যানুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে এবং ঐ মহাভূত-সমুদয়-মধ্যে কোন্‌গুলি ইন্দ্রিয় আর কোন্‌গুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কিরূপে অবগত হওয়া যায়?'

ব্যাস কহিলেন, 'বৎস। তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। শব্দ, শ্রোত্র ও দেহস্থ ছিদ্র-সমুদয় আকাশগুণ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরাগ্নি জ্যোতির গুণ; রস, আস্বাদন ও স্নেহ সলিলের গুণ; ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ। এই আমি ইন্দ্রিয়-সমূহের সহিত পাঞ্চভৌতিক বিকার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কাহার কোন গুণ, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ব্ববাসনা লিঙ্গশরীরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারা ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ-সমুদয় প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া প্রত্যাহার করিয়া থাকে; বুদ্ধিপ্রভাবেই মনুষ্যের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। বুদ্ধি শব্দাদি গুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনুষ্যের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত রহিয়াছেন। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয়-সমুদয়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক অনুষ্ঠানের কারণ এবং আত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় চিত্ত হইতে আবির্ভূত হয়। এই তিনটি গুণ সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান আছে। কার্য্য দ্বারাই উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার একান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাক্য-মনের নিতান্ত সন্তাপজনক বোধ হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা মোহজালজটিল[১], অব্যক্তস্বরূপ, অচিন্তনীয় ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্ত বশতঃ যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মমতা ও সুস্থচিত্ততা

১। মোহজালজড়িত বলিয়া দুঃখদায়ক দুর্বোধ ও দুর্জ্ঞেয়।

জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক গুণের ; কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যাবাক্য-ব্যবহার, লোভ, মোহ ও অসহিষ্ণুতা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই রাজসগুণের ; আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামস গুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।'

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ইন্দ্রিয়বিকারে বুদ্ধি ও আত্মার বিকার

ব্যাস বলিলেন, 'কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার। প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি দ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ স্থানের[1] উৎপাদন করে, তখন উহাকে মনঃ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমুদয়ের পৃথগ্‌ভাব নিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্‌, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসনাজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসনা এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ[2] বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। ঐ সমুদয় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। বুদ্ধি মনুষ্যের দেহে তিন ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন সুখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র যেমন নদীর বেগ তিরোহিত করে, তদ্রূপ এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয়কে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত বিবেচনা করা উচিত। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে বশীভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুগত হয়, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। আর যেমন রথ চক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসাধক হয়, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নিলিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে প্রদীপস্বরূপ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যিনি এই ভূমণ্ডলকে বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর বিমুগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার দুঃখ, বিষাদ ও মৎসরতা একেবারে তিরোহিত হয়। যদি ইন্দ্রিয়সমুদয় বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোধিতচিত্ত দুরাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সংযত করা হয়, তখনই দীপপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলমধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমানপরিশূন্য জ্ঞানবান যোগী বিষয়ভোগ করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হয়েন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হয়েন, যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমুদয় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানের বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণসমুদয় কখন আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা গুণদিগকে অনায়াসেই অবগত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের একমাত্র বিভিন্নতা যে, প্রকৃতি বিষয়-সমুদয়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদয়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন না। যেমন জল ও মৎস্য, মশক ও উডুম্বর এবং শরমুঞ্জা ও ঈষীকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র মিলিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন।'

১। পরিস্থানের—আধারের। ২। নাসিকা।

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নিষ্কাম কর্ম্মে পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্মের ক্ষয়

ব্যাস বলিলেন, 'সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া, ঊর্ণনাভ যেমন সূত্রের সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিষয়সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া সেই সমুদয় গুণে অবস্থান করেন। কেহ কেহ গুণসমুদয়ের একবার নাশ হইলেও পুনরায় উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কেহ কেহ কহেন যে, গুণ সমুদয় তত্ত্বজ্ঞানবলে বিনষ্ট হইলে আর উহাদের উৎপত্তি হয় না। কারণ, যদি ঐ সমুদয় গুণের পুনরুৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেই সমুদয় গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। জ্ঞানী লোক এই দুই মত সম্যক্ অবধারণপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার আদি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এই-রূপে দেহে আত্মাভিমান ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে পরম সুখে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। সন্তরণবিদ্যায়[1] অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন উন্নত স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর স্রোত-স্বতীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া দুঃখিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিচ্যুত ও সংসারসাগরে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন স্থলে[2] সঞ্চরণ[3] করিয়া কদাচ দুঃখভোগ করেন না, সেইরূপ যিনি আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকে কখনই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এইরূপে মনুষ্য প্রাণিগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের তারতম্য সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শান্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুইটি তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় জ্ঞাত হইলেই লোকে শুদ্ধস্বভাব হয়; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। মনীষিগণ ইহা জ্ঞাত ও কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির যাহা যাহা ভয়জনক হইয়া উঠে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতিলাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কাহারই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ দোষীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা সেই দোষীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার[1] প্রতি শোক প্রকাশ[2] করে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যাকার্য্য-বিচারে সমর্থ, সেই সমস্ত কুশলী ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে শোকপ্রকাশ করেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্ম অপনোদন করিয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয়সম্পাদনে সমর্থ হয় না।'

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ভবনদী পারের উপায়—মোক্ষধর্ম্ম

শুকদেব কহিলেন, 'পিতঃ! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার নিকট সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।'

বেদব্যাস কহিলেন, 'বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া স্বীয় শিশুসন্তানদিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতেরা উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্তচিত্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয় সমুদয় বাহ্যাভ্যন্তর-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী, বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্পফল-সমন্বিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন্ স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ সোপাধি[3] জীব 'আমি কোথা

১। সাঁতার কাটায়। ২—৩। পৃথিবী পর্যটন।

১—২। তাহার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ। ৩। উপাধিযুক্ত।

হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব', তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অন্তরাত্মা সমুদয়ই দর্শন করিতেছে। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপ দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্মভাব পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তর-সম্বন্ধশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন।

ভবসাগরগামী দুস্তর দেহনদী অব্যক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্তু, মন ও সঙ্কল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ[১], সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য, ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও বাসনা উহার দুস্তর পাতালস্বরূপ[২] ঐ নদী সর্ব্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোকসমুদয় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা উহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না; ধৈর্য্যশালী জ্ঞানবান মনীষিগণই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানবলে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও, তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষক্রোধবিহীন ও অনৃশংস হইলেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই দেহনদীতরণরূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, নিয়তাত্মা, অনুগত ব্যক্তিদিগকেই এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তম আত্মজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সুখদুঃখ বিহীন ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে উহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহাকে পুনর্ব্বার সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত মত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সমস্ত মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয়, অন্য ব্যক্তি কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান ও সদ্গুণসম্পন্ন পুত্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতমনে তাহাকে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবে।'

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

বাসনাত্যাগে ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ

ব্যাস কহিলেন, 'যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগদ্বেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্ত্তি ও সম্মানলাভে যাঁহাদের কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল ঋক্, যজু ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সমুদয় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বোধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় না। যাহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণিকে ভয় না করেন, যাহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ থাকে না এবং কায়মনোবাক্যে কাহারও অপকার করেন না, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে বিষয়বন্ধন ভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কালপ্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। সাগরমধ্যে বিলীন নদীর জলরাশির ন্যায় বিষয়বাসনা সমুদয় যে ব্যক্তিতে একেবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়েন। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। উক্ত ব্যক্তির সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখনই উহা

১। সর্পাদি। ২। অতলস্পর্শ—জলের অসীমতা।

পূর্ণ হয় না; সে বাসনা নিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি উৎকৃষ্ট। শোক, সন্তাপ ও বিষয়-বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব তুমি সন্তুষ্টচিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত সত্ত্বগুণ অবলম্বন কর। যিনি বিশোক, নির্ম্মমতা, নির্ম্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি, প্রসন্নতা এই সকল গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয় গুণযুক্ত আত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা পরলোকে অনায়াসেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রোক্ত ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিহীন স্বভাবসিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মকে অবগত হইয়া অনন্ত সুখভোগে সমর্থ হয়েন। চিত্তকে স্থির করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিতে পারিলে যেরূপ সন্তোষলাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার মহিমায় উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিরাও বলবান্ হয়, সেই পরব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়-দ্বার-সমুদয় রোধপূর্ব্বক ধ্যাননিমগ্ন হইয়া, অবস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি বিষয়বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাঁহার আত্মসুখ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দিবাকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ তিরোভূত হইয়া যায়। তখন জরা ও মৃত্যু আর সেই বিষয়বাসনাবিমুক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি রাগদ্বেষপরিশূন্য ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনায়াসে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপে দেহাদিভাব অতিক্রম করিয়া পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না।'

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের কার্য্য

ব্যাস বলিলেন, 'হে বৎস! গুণবান্ বক্তা মানাপমানাদিসহিষ্ণু[১], ধর্ম্মার্থানুষ্ঠানপরতন্ত্র[২], মোক্ষ-জিজ্ঞাসু[৩] ব্যক্তিকে অগ্রে পূর্ব্বোক্ত বাক্য-সকল শ্রবণ করাইয়া পশ্চাৎ উপদেশ প্রদান করিবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমস্ত প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাত্মক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক। মূর্ত্তিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা শব্দকে আত্মগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরণ, প্রাণ, অপান ও স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য্য এবং তাম্র, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত, মজ্জা প্রভৃতি পদার্থ-সমুদয় সলিলের কার্য্য ও রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সমুদয় পৃথিবীর কার্য্য এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণ এইরূপে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্য ও গুণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, মন সংশয়াত্মক ও দেহাভিমানী জীব কর্ম্মের আশ্রয়। জীব সত্ত্বাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনাকে পুণ্যপাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহাকে বিমোহিত হইতে হয় না।'

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়

ব্যাস বলিলেন, 'বৎস! যোগিগণ শাস্ত্রোক্ত যোগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ-বিমুক্ত

১। মান ও অপমানে সহনশীল। ২। ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠানে নিরত। ৩। মুক্তি পাইতে অভিলাষী।

পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন গগনমধ্যে সূর্য্যের কিরণজাল একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া যুক্তি দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ যে সমস্ত জীব স্থূলদেহবিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবন্মুক্তি স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই লক্ষিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জলমধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীবদেহে প্রকাশিত লিঙ্গশরীরকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কি জাগ্রদ্দশা, কি নিদ্রিতাবস্থা, সকল সময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের জীব নিরন্তর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সপ্তগুণসম্পন্ন হইয়াও জরামৃত্যু পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্নযোগেও জাগরিতের ন্যায় পদার্থ দর্শন, পুণ্যের অনুষ্ঠান ও সুখদুঃখ ভোগ করে এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ব্যসনাপন্ন ও প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়। জীব জননীর জঠরে দশ মাস অবস্থান করিয়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অংশস্বরূপ সর্ব্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে কোনমতেই দর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া জীবাত্মাকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদের আবশ্যক অনেকানেক মহর্ষিগণ সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি শান্তিজনক সমাধিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত সূক্ষ্ম গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্য-তৃপ্ত, নিত্যবোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্তদৃষ্টি ও অনন্তশক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে।’

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

বাসনাময় সংসারের মোহপাশ

ব্যাস বলিলেন, ‘লুব্ধ ব্যক্তিরা আয়সপাশে[1] জড়িত হইয়া হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ফললাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ; কর্ত্তব্যাভিলাষ উহার আলবাল[2]; অজ্ঞান উহার মূল; প্রমাদ উহার সেকসলিল[3]; পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত পাপ উহার সার[4]; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎ শাখা ও ভয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসারূপ লতাসমুদয় ঐ বৃক্ষকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আয়সপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি সুখ-দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্যবিষয় দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসি দ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনই কাম্যকর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ শরীরকে পুরস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য। ইন্দ্রিয়গণ ও মন ঐ পুরের অধিবাসী; উহারা বুদ্ধির ভোগ-সম্পাদনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই পুরমধ্যে রজ ও তম নামে দুইটি দারুণ দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমোবাহিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। রাজস ও তামস অহঙ্কার অবিহিতমার্গসমুৎপন্ন[5] সুখদুঃখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিত[6] হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে নিতান্ত

১। লৌহতুল্য কঠিন আশারূপ পাশ। ২। জলাধার—বৃক্ষমূলের চতুর্দ্দিকে যে আইল বাঁধিয়া জল রাখা হয়। ৩। সেচন করার জল। ৪। পুষ্টিকারক দ্রব্য। ৫। অন্যায্য উপায়ে জাত। ৬। মালিন্যযুক্ত।

ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। কলুষিতা বুদ্ধি যে বিষয় হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্টফল প্রদানপূর্ব্বক বিনষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া যার পর নাই কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে বুদ্ধি নিপীড়িত হয় এবং বুদ্ধির পীড়া হইলেই আত্মার দুঃখ জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ মনই রজোগুণের সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখের হস্তে সমর্পণ করে'।"

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের লক্ষণ

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অত্যন্ত প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চভূতের নির্দ্ধারণবিষয়ক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি, সংঘাত[১], মনুষ্যাদির আশ্রয়-ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদয় পৃথিবীর গুণ। শৈত্যরস[২], ক্লেদ, দ্রবত্ব[৩], স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ[৪], জিহ্বা, হিমকরকাদিরূপে[৫] সংঘাত ও তণ্ডুলাদির পাচকতা[৬] এই সমুদয় সলিলের গুণ। দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতিঃ, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা, তীক্ষ্ণতা ও উর্দ্ধপ্রয়াণ[৭] এই সমুদয় অগ্নির গুণ। স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়স্থান, গমনাগমন বিষয়ে স্বাধীনতা, শীঘ্রগামিতা, শৌর্য্য, মোচন[৮], উৎক্ষেপণ[৯] নিশ্বাসাদিচেষ্টা জন্ম ও মৃত্যু এই সমুদয় সমীরণের গুণ। শব্দ, সর্ব্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা[১০] অনাশ্রয়ত্ব, অনালম্বত্ব[১১], অব্যক্তত্ব, বিকৃতি অবিকারিতা[১২] অপ্রতিঘাত[১৩] ও ভূতত্ব[১৪] এই সমুদয় আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ক, কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সৎপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টি মনের গুণ। সুবুদ্ধি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পাঁচ গুণে অলঙ্কৃত।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বুদ্ধিকে কিরূপে পঞ্চগুণান্বিত বলা যায় এবং ইন্দ্রিয়গণকেই বা কি প্রকারে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা সূক্ষ্মরূপে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বুদ্ধির পাঁচ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বুদ্ধির ষষ্টিগুণ। পঞ্চ-মহাভূত ও ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ-মহাভূতের যে পঞ্চাশৎ গুণ-কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তৎসমুদয় ও নিদ্রা উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায় ষাটটি বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ঐ গুণ-সমুদয় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে। পরমেশ্বর ঐ সমুদয় গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা নিত্য নহে। পূর্ব্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে যে সমুদয় মত কীর্ত্তন করা গিয়াছে, সে সমুদয় বেদবিরুদ্ধ ও বিচারদুষ্ট। সম্প্রতি আমি যে মত কীর্ত্তন করিলাম, তুমি সেই বেদোক্ত মত অবগত হইয়া শান্তবুদ্ধি হও।"

ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মৃত্যুর উৎপত্তি লক্ষণ—নৃপ-নারদ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অযুত হস্তীর তুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের তুল্য তেজোবলসম্পন্ন বীরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যমধ্যে ধরাশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। উঁহাদিগকে সংহার করিতে পারে, এমন লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে এই যে মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতিগণ গতাসু হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছেন, ইঁহাদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তদ্বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব মৃত্যু কে, কোন পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর সে কি নিমিত্তই বা প্রজাদিগকে হরণ করে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা সংগ্রামে ক্ষীণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার হরি নামে এক নারায়ণতুল্য বলশালী পুত্র ছিল। ঐ পুত্র

১। সংহতি—মিলিতাবস্থা। ২। শীতল রস। ৩। তরলতা। ৪। ধারারূপে নিঃসরণ। ৫। শিলা-তুষাররূপে—শিলা ও বরফের আকারে। ৬। সুসিদ্ধভাব। ৭। ঊর্দ্ধগতি। ৮। ত্যাগ। ৯। ঊর্দ্ধে উত্তোলন। ১০। ঘটপটাদির অবকাশ বিধান শক্তি। ১১। অবলম্বনরাহিত্য। ১২। বিকারহীনতা। ১৩। আঘাত প্রয়োগের অযোগ্য। ১৪। দেহমধ্যগত অবকাশ বিধানতা।

সৈন্যসামন্তের সহিত সংগ্রামে নিহত হয়। মহারাজ অকম্পন পুত্রের নিধন ও শত্রুর নিপীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া পরিশেষে শান্তিপরায়ণ হইলেন। তিনি একদা তপোধনাগ্রগণ্য নারদের দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রামে যেরূপে পুত্রের মৃত্যু ও আপনার শত্রুহস্তে পতন হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন।

মুনিকুলতিলক নারদ রাজার বাক্য-শ্রবণে দয়ালু হইয়া তাঁহার নিকট এক পুত্রশোকনিবারণক্ষম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে মানস করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ। পূর্ব্বে আমি যে উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রজাসংহারার্থ ব্রহ্মার উপায় উদ্ভাবন

পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছ্বাস-বিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কিরূপে প্রজাসংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ সেই ক্রোধানল দ্বারা দশদিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার কোপানলে স্থাবরজঙ্গম-পরিপূর্ণ সমুদয় পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে বেদপতি যজ্ঞেশ্বর দেবদেব মহাদেব প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহেশ্বর। তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর, আমি অচিরাৎ তোমার কামনা পূর্ণ করিব।'

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সৃষ্টিসংরক্ষণে ব্রহ্মার প্রতি রুদ্রের অনুনয়

রুদ্র কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। আপনি প্রজাসৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা। এবং সমস্ত প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব ইহাদিগের উপর কোপ প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে দেব। আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণাসঞ্চার হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।'

প্রজাপতি কহিলেন, 'মহেশ্বর। আমি প্রজা-বর্গের উপর ক্রোধাবিষ্ট হই নাই। প্রজাসকল উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ অভিলাষও নহে। আমি কেবল বসুন্ধরার ভারলাঘবের নিমিত্ত প্রজা-গণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বসুন্ধরা লোকভারে আক্রান্ত ও রসাতলে নিমগ্ন প্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করাতে আমি কিরূপে প্রবীণ প্রজাগণকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিতেছিলাম। যখন আমি ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে অবধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধসঞ্চার হইল।'

রুদ্র কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি প্রসন্ন হউন; এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক[১] প্রজাসকল বিনাশ করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্ব্বিধ ভূত একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমস্ত জগতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই আপনার তেজ প্রতিসংহার[২] করুন। যাহাতে এই সকল প্রজা আর না দগ্ধ হয়, আপনি হিতাভিলাষ-পরবশ হইয়া তাহার উপায়বিধান করুন। আপনি আমাকে অধিদেবত্বে[৪] নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন প্রজারা সমূলে উন্মূলিত না হয়। অতঃপর ইহারা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ[৩] করে, এরূপ উপায় করা আপনার কর্ত্তব্য।'

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তি

দেবদেব মহাদেব এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপাপরবশ হইয়া পুনরায় আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমৃত্যুর নিয়ম

১ প্রশমন। ২। জড় ও চেতন। ৩। জনন—নির্বাণ। ৪. প্রতিপালকরূপে পদবীতে—পালনকর্ত্তৃত্বে।

সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্ভূত তেজঃ প্রতিসংহার করেন, সেই সময় তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমুদয় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূতা হইয়া দক্ষিণ-দিক আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূত-ভাবন ভগবান প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মৃত্যো! তুমি এই প্রজাসমুদয়কে পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট প্রজাদিগের বিনাশার্থই তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার নির্দেশানুসারে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলকেই নির্ব্বিশেষে বিনাশ করিতে হইবে। তোমাকে শ্রেয়োলাভ হউক।' কমলমাল্যধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অনবরত অশ্রুধারা মোচন ও করতল দ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মৃত্যুর ভূতসংহারে অসম্মতি জ্ঞাপন

অনন্তর আয়তলোচনা মৃত্যু কথঞ্চিৎ স্বীয় দুঃখ সংবরণপূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! মাদৃশ অবলা[1] আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়া কিরূপে সমুদয় জীবের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক ক্রূরকার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে? আমি অধর্ম্মে একান্ত ভীত; অতএব আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে ধর্ম্ম-কার্য্যে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবাগণ আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব? লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়স্য[2] এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃ-বিনাশ করিতে আমি কখনই সমর্থ হইব না। লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে যার পর নাই কাতর হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের শোকাশ্রুপাতে আমাকে অনন্তকাল দগ্ধ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি একান্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি বিনাশ করিলে পাপাত্মারা নরকে নিপতিত হইবে; সুতরাং আমাকেই লোকের নরকের কারণ হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে লোকবিনাশকার্য্য হইতে বিরত করুন। আমি এক্ষণে আপনার সন্তোষবিধানার্থ তপস্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি প্রজাদিগের সংহারার্থ তোমার সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া প্রজাগণের সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হও। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তোমাকে অবশ্যই আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।' লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষায় বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কমলযোনি বারংবার তাঁহাকে প্রজানাশের অনুরোধ করাতে তিনি নিঃশেষে মৃতপ্রায় হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া হাস্যমুখে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মশাপভীতা মৃত্যুর তপশ্চরণ

এইরূপে ব্রহ্মার ক্রোধশান্তি হইলে মৃত্যু প্রজা-সংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক সত্বর গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশ-পদ্ম[1]সংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপরে অমিততেজাঃ ভগবান্ কমলযোনি পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সুন্দরি! তুমি অতঃপর আমার বচন প্রতিপালন কর।' তখন মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বিংশতিপদ্ম[2]সংখ্যক বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি অযুতপদ্ম[3]সংখ্যক বৎসর মৃগগণের সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং বিংশতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া আট সহস্র বৎসর জলে অবস্থানপূর্ব্বক মৌনবিলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি কৌশিকী নদীতে গমন করিয়া তথায় জল ও বায়ু

১। দুর্ব্বল স্ত্রী। ২। অনুরক্ত সুহৃৎ।

১। পনর ত্রিবত কোটি। ২। কুড়ি নিযুত কোটি। ৩। দশ হাজার নিযুত কোটি।

ভক্ষণপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ পর্য্যায়ক্রমে ভাগীরথী-তীরে ও সুমেরু পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তদনন্তর দেবগণ হিমালয়ের যে প্রদেশে অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্তোষসাধনার্থ নিখর্ব্ব[1]সংখ্যক বৎসর অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! কেন আর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? আমি যাহা কহিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর।' তখন মৃত্যু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন! আমি প্রজাসংহার করিতে সমর্থ হইব না। আমি পুনরায় আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপশ্চরণ করিব। মৃত্যু এই কথা কহিলে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অধর্ম্মভয়ে ভীত দেখিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! প্রজাসংহারনিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তুমি নির্ভয়ে প্রজাগণকে সংহার কর। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে। তুমি প্রজাসংহার করিয়া সনাতন ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিলাম। আমি এক্ষণে তোমাকে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি যে, প্রজাগণ ব্যাধিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষগণকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে ও ক্লীব হইয়া ক্লীব-সমুদয়কে আক্রমণ করিবে।'

মৃত্যুসহকারী জরাব্যাধি প্রভৃতির উদ্ভব

দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন! আমি কখনই প্রজাগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না।' তখন লোকপিতামহ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাগণকে সংহার কর। যাহাতে তোমার অধর্ম্মস্পর্শ না হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিব। তুমি স্বীয় নয়নবিগলিত[2] যে অশ্রুবিন্দুসমুদয় স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিন্দুসকল ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মানবগণকে বিনাশ করিবে। তুমি জীবগণের বিনাশসময়ে তাহাদের নিকটে কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাহা হইলেই তাহারাই মানবগণের বিনাশসাধক হইবে। তুমি রাগদ্বেষ-পরিশূন্য, সুতরাং তোমাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে না; প্রত্যুত তোমার ধর্ম্মলাভই হইবে। অতএব তুমি এইরূপে ধর্ম্মপ্রতিপালনে যত্ন কর, আপনাকে অধর্ম্মে পাতিত করিও না। এক্ষণে স্বীয় অধিকার অবলম্বনপূর্ব্বক জীবগণকে সংহার করাই কর্ত্তব্য।'

তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা প্রাণিগণের সংহারসাধনে অঙ্গীকার করিলেন। সেই অবধি তিনি কাম ক্রোধকে প্রেরণপূর্ব্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রুপাত-সকল ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধিদ্বারা মনুষ্যদিগের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রাণিগণের প্রাণনাশনিবন্ধন শোক করা কর্ত্তব্য নহে। জীবগণের ইন্দ্রিয়সমুদয় যেমন সুষুপ্তি-সময়ে বিরত এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণও একেবার পরলোকগমনপূর্ব্বক তথা হইতে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে। মহাতেজস্বী ভীষণ-নিনাদসম্পন্ন বায়ু সমুদয় জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহীদিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত বায়ুকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সময়ক্রমে দেবতারা মর্ত্ত্যসংজ্ঞা এবং মনুষ্যগণ দেবত্বলাভ করিয়া থাকেন। আপনার পুত্র স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না।'

হে ধর্ম্মরাজ। মৃত্যু এইরূপে ভগবান কমলযোনি কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া স্বীয় অশ্রুপাতজনিত ব্যাধি-সমুদয়ের সাহায্যে যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন।"

—

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয়ে যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মানুরোধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্য-গণ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে;

১। দশসহস্র কোটি। ২। চক্ষু হইতে পতিত।

অতএব ধর্ম্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা উৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গললাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহাই কি ধর্ম্ম বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভয় লোকের নিমিত্ত যাহা সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, আপনি ইহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পাপভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কেহ কেহ আপদ্‌কালে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই, তাহারা আপনার অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তস্কর অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ করিয়া অশঙ্কচিত্তে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন অন্যে তাহার ধন গ্রহণ করে, তখন সে রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধন হরণ করিতে তাহার স্পৃহা জন্মে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব এবং যে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সত্যে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপপরায়ণ উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা সত্যপ্রভাবেই নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করিয়া থাকে; তাহারা যদি নিয়মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্বাপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান ব্যক্তি 'পরধন অপহরণ করা কর্ত্তব্য' ইহা দুর্ব্বলদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল, সন্দেহ না। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বা সুখী নাই। অতএব সরল ভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর অসাধু, তস্কর বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তস্কর গৃহপ্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সকল লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকে পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব, সে প্রফুল্লমনে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে এবং কদাপি অন্য হইতে আপনার অনিষ্টাশঙ্কা করে না।

যাঁহারা প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠাননিরত, তাঁহারাই দানধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধনীরা দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ ঐ বিধিকে দরিদ্র-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণসংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুসীদবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভ হয়, সতত সেই পথ আশ্রয় করা উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম

বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়াপ্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিরা সেই পরম ধর্ম্মলাভের নিমিত্তই সতত সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা অনুধাবন করিয়া সরলতা অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।"

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মসন্দেহসূচনা—ধর্ম্ম ও আচারের আলোচনা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি যেরূপ সূক্ষ্ম বেদবোধিত ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, আমি অনুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদগত প্রায় সমুদয় প্রশ্নই[1] কীর্ত্তন[2] করিয়াছেন, এক্ষণে আমি কুতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক আর একটি প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্মপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, অবিপন্ন[3] ব্যক্তির ধর্ম্ম যেরূপ, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সেরূপ নহে। আপদ্ অসংখ্য, সুতরাং আপদ্ধর্ম্মও বিবিধ প্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমুদয় আপদ্ধর্ম্ম কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে? শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও সাধু ইহারা পরস্পর-সাপেক্ষ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইতেছে এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞার্থে বিবিধ হিংসাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতেও তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর দেখুন, বেদ-সমুদয়ের প্রতিযুগেই হ্রাস হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে যখন কালভেদে বৈদিক কর্ম্মের বিভিন্নভাব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। বেদ হইতে সমুদয় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসম্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রও অপ্রমাণ বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, ধার্ম্মিকেরা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে বলবান্ দুরাত্মারা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেই অংশ অবধি একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি, ধর্ম্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যজ্ঞাদি ধর্ম্ম প্রথমতঃ গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা গোসমূহের জলপানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জলসেক করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদয় ক্রমে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ বেদবোধিত ধর্ম্ম যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তিরা লোকের অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যসমাধান, বেতনগ্রহণসহকারে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিরা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহা প্রলাপ বোধ করিয়া সাধুদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেখুন, দ্রোণাদি মহাত্মাও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, অতএব সর্ব্বজনহিতকারী আচার কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম উভয় বর্ত্তমান থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার আচারেই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমার এই বোধ হইতেছে, শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্ম্মের

১—২। প্রশ্নেরই উত্তর। ৩। বিপদ্‌হীন।

নির্ণায়ক নহে; পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।"

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ধর্ম্মসিদ্ধান্ত—তুলাধার-জাজলি-রাক্ষস সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমি এই উপলক্ষে তুলাধার-জাজলি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে জাজলি নামে এক বনচারী ব্রাহ্মণ সমুদ্রতটে আগমনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে চীর[১] অজিন[২] ও জটাধারণপূর্ব্বক পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ[৩], সংযমী ও নিয়মিত আহারী হইয়া অসংখ্য বৎসর অতিবাহিত করেন। একদা ঐ মহাতেজস্বী তপঃপ্রভাবে জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ধ্যানবলে সমুদয় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, 'এই বিশ্বসংসারমধ্যে আমিই অদ্বিতীয়। জলমধ্যে অবস্থান করিয়া আকাশগত গ্রহনক্ষত্রাদি অবগত হওয়া আমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে।'

তপস্বী জাজলি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ শূন্য হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কহিল, 'ভদ্র! এরূপ বাক্যোচ্চারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। বারাণসীমধ্যে বণিক্ধর্ম্মাবলম্বী তুলাধার নামে যে যশস্বী মহাপুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিও কখন এরূপ কথা উচ্চারণ করিতে পারেন না।' রাক্ষসগণ এই কথা কহিলে মহাতপাঃ জাজলি তাহাদিগকে কহিলেন, 'নিশাচরগণ! আমি সেই বিজ্ঞবর মহাযশস্বী তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষ করি।' তখন রাক্ষসগণ তাঁহাকে সমুদ্রমধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহিলেন, 'দ্বিজবর! তুমি এই পথ অবলম্বন করিয়া বারাণসীতে গমন কর।' রাক্ষসগণ এইরূপে পথপ্রদর্শন করিলে জাজলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন।

জাজলির তপস্যা-বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! জাজলি পূর্ব্বে কি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! বানপ্রস্থ-ধর্ম্মবেত্তা ভগবান জাজলি ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, একাগ্রচিত্তে বেদপাঠ ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যার পর নাই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতেন; কিন্তু কখনও 'আমি ধার্ম্মিক' এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে তিনি অনাবৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মস্তকে ধারাপাত[১] সহ্য করাতে এবং বনমধ্যে বারংবার গমনাগমন নিবন্ধন তাঁহার কেশপাশে সতত ধূলিপটল সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার মস্তকে জটাভার বদ্ধ ও গ্রন্থিযুক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় দুইটি চটক[২]-পক্ষী তৃণাদি আহরণ করিয়া তাঁহার মস্তকস্থিত জটামধ্যে কুলায়[৩] নির্ম্মাণ[৪] করিল[৫]। পরম দয়ালু মহর্ষি জাজলি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করাতে বিহঙ্গমিথুন বিশ্বস্তচিত্তে সেই কুলায়মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর বর্ষা অতীত ও শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে তাহারা পরস্পর নিতান্ত কামাসক্ত হওয়াতে চটকীর গর্ভসঞ্চার হইল। কিয়দ্দিন পরে চটকী ঐ মহর্ষির মস্তকেই অণ্ড প্রসব করিল। তেজঃপুঞ্জকলেবর ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজবর তাহা অবগত হইয়াও অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমিথুনও পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রতিদিন ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক পুনরায় তথায় আগমন করিয়া বিশ্বস্তমনে তাঁহার মস্তকে বাস করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তাহাদের অণ্ডসকল পরিপূর্ণ ও তৎসমুদয় হইতে শাবক-সমুদয় নির্গত হইল। শাবকগুলি

১। বস্ত্রখণ্ড। ২। মৃগাদির চর্ম। ৩। কাদামাখা দেহ।

১। বৃষ্টির ধারাপতন। ২। চড়ুই। ৩—৫। বাসা বাঁধিল।

জাজলির মস্তকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তথাপি ঐ ব্রতধারী ধর্ম্মাত্মা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ শাবকগুলি জাতপক্ষ[১] হইলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মহর্ষির মন নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমমিথুন[২]ও স্বীয় শাবকগণকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে তাহাদিগের সহিত সেই ঋষিমস্তকস্থিত কুলায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দ্বিজবর সেই জাতপক্ষ শাবকগুলিকে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ উড্ডয়নপূর্ব্বক পুনরাগমন করিতে দেখিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনারাই একবার গমনপূর্ব্বক পুনরায় আগমন, কোন দিন সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া নিয়মাথ সায়ংকালে প্রত্যাগমন এবং কখন বা পাঁচ দিন অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ দিনে পুনরাগমন করিতে লাগিল। তথাপি মহাত্মা জাজলি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

এইরূপে পক্ষিগণ ক্রমে ক্রমে উড্ডয়ন অভ্যাস করিল। পরিশেষে যখন উহারা একবার জাজলির মস্তক হইতে অন্যত্র গমন করিয়া এক মাস অতীত হইলেও প্রত্যাগত হইল না, তখন জাজলি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ অবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। পক্ষিগণ যে তাঁহার মস্তকে নির্ব্বিঘ্নে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তৎপরে তিনি নদীজলে স্নান ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া সূর্য্যোপস্থাপন করিতে লাগিলেন।

দৈববাণীপ্রবুদ্ধ জাজলির তুলাধার-সাক্ষাৎকার

একদা মহাত্মা জাজলি স্বীয় মস্তকে চটকপক্ষিগণ সমুৎপন্ন হইল বিবেচনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতচিত্তে 'আমিই যথার্থ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছি' বলিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল, 'জাজলে! তুমি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে মহাত্মা তুলাধারের তুল্য হইতে সমর্থ হইবে না। তুলাধার নামে [১] মহাপ্রজ্ঞাশালী মহাত্মা বারাণসীমধ্যে বাস করেন, তিনিও তোমার মত পর্ব্বিতবাক্য প্রয়োগের উপযুক্ত নহেন।' অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে জাজলি রোষাবিষ্ট হইয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং বহুকালের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহাত্মা তুলাধার সন্তুষ্টচিত্তে পণ্যদ্রব্য[৩] সমুদয় বিক্রয় করিতেছেন। ঐ মহাত্মা বণিক্ জাজলিকে সমাগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রীতিমনে স্বাগতসম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সমুদ্রবক্ষে[৪] অবস্থান করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মহিমা কিছুমাত্র অবগত হয়েন নাই। আপনি তপঃসিদ্ধ হইলে আপনার মস্তকে কতকগুলি পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয়প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যখন সেই শাবকগুলি জাতপক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই আপনি ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া মহাগর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় এক দৈববাণীপ্রভাবে আমার বৃত্তান্ত আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আপনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুজ্ঞা করুন'।"

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

তুলাধার কর্ত্তৃক বিবিধ ধর্ম্মব্যাখ্যা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! মহাত্মা তুলাধার এই কথা কহিলে জাপকাগ্রগণ্য[*] মহামতি জাজলি তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বণিক্পুত্র! তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ঔষধি ও ফলমূলসমুদয় বিক্রয় করিয়াও কিরূপে এরূপ নিশ্চলবুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।'

১। জাতপক্ষ—পক্ষযুক্ত। ২। পক্ষিমিথুন—পক্ষিযুগল।
১। [illegible] ২। [illegible] ৩। [illegible]

তখন ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বৈশ্যকুলোদ্ভব জ্ঞানতৃপ্ত মহাত্মা তুলাধার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'জাজলে! আমি সর্ব্বভূতহিতকর পুরাতন সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি। প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা অথবা বিপদ্‌কালে অল্পমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম্ম। আমি তদনুসারে কেবল পরিচ্ছিন্ন[১] কাষ্ঠ ও তৃণাদির ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতেছি। অলক্ত[২], পদ্মককাষ্ঠ[৩], তুঙ্গকাষ্ঠ[৪], কস্তুরী প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুরা ব্যতীত বিবিধ রসের অকপটে ক্রয়বিক্রয় দ্বারা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ্ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অনুরোধ, বিরোধ, দ্বেষ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত এই সমুদয়ই আমার প্রধান নিয়ম। আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদিসহযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন। আমি এই বিবেচনা করিয়া অন্যের কার্য্যদর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না। আমি সমুদয় লোককে সমান বলিয়া জ্ঞান করি। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে আমার বিশেষ[৫] জ্ঞান নাই। আমি অন্ধ, বধির ও উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ভোগরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। বৃদ্ধ, আতুর ও কৃশ ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমারও অর্থ, কাম ও ভোগবিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। লোক যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, অন্যকে ভয়-প্রদর্শন না করে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদলাভ হইয়া থাকে। অভয়দানের তুল্য পরমধর্ম্ম আর নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রূরভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে মৃত্যুমুখের ন্যায় যাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পুত্রপৌত্রসমন্বিত হিংসাবিহীন মহাত্মা বৃদ্ধগণের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আছি। মূঢ়েরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদয় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে; কিন্তু বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে যে ব্যক্তি দমগুণ অবলম্বন ও দ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুজনাচরিত আচার আশ্রয় করে, তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্মলাভ হয়। যেমন নদীবেগসহকারে কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ ও বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপ্রবাহ দ্বারা পিতাপুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে।

অভয়দানের শ্রেষ্ঠতা—অহিংসার প্রশংসা

যে মহাত্মা কখন কোন প্রাণীকে ভয়-প্রদর্শন না করেন, তিনিও সর্ব্বদা সমুদয় প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। লোক-সমুদয় ভীষণ গর্জ্জনশীল বৃকের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদয় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অভয়দানরূপ আচার প্রতিপালন করেন; তাঁহারা সহায়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন; পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, আর যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে সম্যক পারদর্শী, তাঁহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয়দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদয় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কখন কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই. আর লোকসমুদয় গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহার ভয়ে সতত উদ্বেগযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণও তাঁহার সর্ব্বলোকাতিগ[১] পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন।

১। সীমাবদ্ধ—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য। ২। আলতা। ৩। [illegible] ৪। [illegible] পুন্নাগ। ৫। বিশেষ—পার্থক্য।

১। লোকাতিশায়ী গতি—অলৌকিক গতি।

অভয়দান সমুদয় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিরা একবার সৌভাগ্যশালী হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়নিবন্ধন পুনরায় দুর্ভাগ্যযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বিনশ্বর কাম্য-কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তি-সাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক ধর্ম্ম স্থূল এবং ব্রহ্মপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ সাধুদিগের আচার দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাহারা গো-সমূহের মুষ্কমোষণ[১] ও নাসিকা ভেদ[২] করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত, বদ্ধ ও দমিত করে, যাহারা বিবিধ প্রাণীর প্রাণসংহার-পূর্ব্বক তাহাদিগের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ভৃত্যগণ দ্বারা কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা স্বয়ং বধবন্ধনিরোধজনিত[৩] দুঃখ পরিজ্ঞাত হইয়াও দিবানিশি অন্যকে সেই দুঃখে দুঃখিত করে, তুমি তাহাদিগের নিন্দা না করিয়া আমাকে কি নিমিত্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেছ? পঞ্চেন্দ্রিয়-সংযুক্ত প্রাণিমাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ বাস করিতেছেন; অতএব যাহারা প্রাণিগণের বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করে, তোমার মতে কি তাহারা নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্রে অবস্থান করিতেছেন, অতএব যে ব্যক্তি এই সমুদয় বিক্রয় করে, তাহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না; কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধ সমুদয়ের বিক্রয় দ্বারা কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই।

মানবগণ দংশমশকবিহীন দেশে অবস্থিত সুখ-সংবর্দ্ধিত পশুদিগকে মাতার প্রিয় বুঝিতে পারিয়াও কৃষ্যাদিকার্য্যসাধনের নিমিত্ত বিবিধরূপে আক্রমণ-পূর্ব্বক বহুদংশসমাকুল কর্দ্দমাকীর্ণ দেশে সমানীত এবং গো সমূহ ভারবহনে অনুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে গুরুতরভারে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সমুদয় কার্য্য ভ্রূণহত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ উহা অতিশয় নিন্দনীয়। দেখ, লাঙ্গল দ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট ও লাঙ্গলসংযোজিত বৃষ সমুদয় নিতান্ত নিপীড়িত হয়। গো-সমুদয় অঘ্ন্য[১] নামে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহাকে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

পূর্ব্বে মহারাজ নহুষ মধুপর্কদানসময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,—মহারাজ! তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া যার পর নাই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমার যজ্ঞে হোম করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমার অতিশয় ব্যথিত হইলাম। তপোধনেরা রাজা নহুষকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তপোবলে বুঝিতে পারিলেন যে, নহুষ জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন তাঁহারা সেই নহুষকৃত পাপকে একাধিকশতসংখ্যক ব্যাধি-রূপে বিভক্ত করিয়া সমুদয় প্রাণীর উপর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ! তোমার এই গোবধজনিত পাপ অজ্ঞানকৃত হইয়াও সর্ব্বলোকের অপকারক হইল। হে জাজলে! তুমি কেবল পূর্ব্বের আচারমাত্র দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু এইরূপ আচরণ যে নিতান্ত অশুভাবহ, তাহা কখনই তোমার বোধগম্য হয় না; অতএব যে কার্য্য দ্বারা সমুদয় জীবের অভয়লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে, যে আমার প্রশংসা করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিতেরা এইরূপে ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যোগিগণসেবিত পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন।'

১। বিচী হঙাইয়া বলদ বানান। ২। নাসিকার ছিদ্র করিয়া দড়ি পরান। ৩। যথার্থ বন্ধনাদি দ্বারা আবদ্ধ করার জন্য।

১। প্রহারাদি দ্বারা পীড়নের অযোগ্য।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নিষ্কাম ও সকাম যজ্ঞের গুণাগুণ বর্ণন

জাজলি কহিলেন, 'হে বণিক্! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম্মনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনুষ্যদিগের স্বর্গদ্বার ও বৃত্তি রোধ করিতেছ। কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্যাদি উৎপন্ন হয়। তুমিও এই ধান্যাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছ। মনুষ্যেরা পশু ও ধান্যাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে। উহারা জীবিত থাকিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। তুমি এক্ষণে নিতান্ত নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়?'

তুলাধার কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! জীবগণ যেরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। আপনি আমাকে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, বস্তুতঃ আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, অন্তর্যাগ ও অন্তর্যাগবেত্তা মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্ত্তব্য, অন্তর্যাগ[১] পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখুন, লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকেরা বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের ন্যায় লক্ষিত মিথ্যাময় ক্ষত্রিয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিমিত্ত নানাপ্রকার তস্করতা প্রভৃতি বিবিধ অসৎকার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যে হবনীয় দ্রব্য ন্যায়পথে উপার্জ্জিত হয়, তদ্দ্বারাই দেবতারা সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, নমস্কার, হবিঃ, স্বাধ্যায় ও ওষধি দ্বারা দেবগণের পূজা সমাহিত হইয়া থাকে। যাহারা কামনাসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমস্ত যজ্ঞ প্রভাবে লুব্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। লুব্ধ হইতে লুব্ধ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি হইতে রাগদ্বেষশূন্য পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক্ সকাম হইলে তাহাদের পুত্র সকাম ও নিষ্কাম হইলে তাহাদিগের সন্তানও নিষ্কাম হয়, সন্দেহ নাই। যেমন নভোমণ্ডল হইতে নির্ম্মল সলিল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা আদিত্যমণ্ডলে সংক্রামিত হয়। পরে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আনুষঙ্গিক সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। পৃথিবী লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত না হইয়াই প্রচুর ফল উৎপন্ন করিত। জগতের শুভানুধ্যান দ্বারাই লতাদি সঞ্জাত হইত। ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

যাহারা যজ্ঞে ফল জন্মে কি না, এইরূপ সংশয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পরজন্মে অসাধু, ধূর্ত্ত ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কুতর্ক দ্বারা দেবগণকে অশুভফলসম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃতজ্ঞ আপনার অশুভ কর্ম্মপ্রভাবে পাপাত্মাদিগের গতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি নিত্যকর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্য কর্ম্মের অকারণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে মন্ত্রাদ্যাদিরূপে[১] অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার আপনাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার কার্য্যের অঙ্গহানি হইলেও উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়, তাহাও উৎকৃষ্ট; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সকাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। পরমপুরুষার্থলাভে লোলুপ বৈরাগ্যযুক্ত ও মৎসরতাশূন্য ব্যক্তিরা সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহ ও আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, যোগই তাঁহাদের প্রধান

১। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক যাগ—মানসযজ্ঞ।

১। মন্ত্র ও ঋষি প্রভৃতি রূপে।

কার্য্য। যাঁহারা সতত প্রণব পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন।

ব্রহ্মই সমস্ত দেবতা; যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে অবগত আছেন, দেবতারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েন এবং তিনি ভোগসুখে তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি সমস্ত রস আস্বাদনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলে নীরস দ্রব্য অভিলাষ করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন না। যাঁহারা ধর্ম্মের আধার, কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ[১] এবং যাঁহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করেন, তাঁহারা অন্তরাত্মাতে পরমাত্মাকে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানবান সংসার-সাগরের পরপারাভিলাষী, তাঁহারা যে স্থানে শোক, দুঃখ ও পতনের ভয় নাই, সেই পবিত্র জনসেবিত পরম পাবন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা স্বর্গ, যশ বা ধনলাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ সকল মহাত্মা বনস্পতি, ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুব্ধস্বভাব ঋত্বিক্‌গণ উঁহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উঁহাদিগকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করান না। যে সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণরূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিক্‌গণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাদিগের স্বর্গলাভের উপায়বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়বিধ সম্প্রদায়ের কার্য্য দর্শন করিয়া সৎকার্য্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকি।

সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করেন, কিন্তু যিনি তন্মধ্যে সকাম, তিনি পুনরায় ভূমণ্ডলে আগমন করেন; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞানীদিগের সংকল্পমাত্রেই বৃষসকল যানে যোজিত হইয়া উঁহাদিগকে বহন এবং ধেনুসকল দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রেই যূপ গ্রহণপূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা এইরূপে যোগবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন। কারণ, তাঁহাদিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; তথাপি তাঁহারা পশুঘাতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া ওষধি দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সকাম মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধি পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। হে তপোধন! আমি সকাম ও ত্যাগশীল জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবগত হইয়া তাঁহারই বিষয় সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কিরূপ হইলে জ্ঞানী বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি কর্ম্মফল-প্রত্যাশাবিরহিত ও কর্ম্মোদ্যোগশূন্য, যিনি অন্যের নমস্কার প্রতিগ্রহ বা অন্যকে নমস্কার করিতে সতত পরাঙ্মুখ থাকেন, যিনি অন্যের স্তবে তুষ্টিলাভ বা অন্যকে স্তব করেন না, যাঁহার কর্ম্মসমুদয় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দ পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান না করিয়া কেবল আপনার অভিলাষানুসারে ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে, সে কি দেবমার্গ, কি পিতৃমার্গ, কোন পথেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।'

জাজলি কহিলেন, 'হে বণিক্! আমি আত্মযাজীদিগের তত্ত্ব কদাচ শ্রবণ করি নাই, উহা নিতান্ত দুরবগাহ। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যে সকল পশুপ্রায় মূঢ় ব্যক্তি মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, তাহা তুমি সবিস্তর

১। কার্য্য ও অকার্য্য নির্দ্ধারণে সক্ষম।

কীর্ত্তন কর। তোমার বাক্যে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা হইয়াছে।'

তুলাধার কহিলেন, 'তপোধন। যে দাম্ভিক পুরুষদিগের যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদের দোষে অযজ্ঞরূপে পরিণত হয়, তাহারা কোন যজ্ঞের অধিকারী নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও সমর্থ, তাঁহারা ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও পূর্ণাহুতি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা গোপুচ্ছ ও গোশৃঙ্গক্ষালিত[১] সলিল[২] এবং গোপাদ-রজ দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে একমাত্র ধেনুই সমর্থ ও অসমর্থ উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ সহায়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। যাঁহারা এইরূপে ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের একমাত্র শ্রদ্ধাই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই শ্রেয়স্কর। সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র। ফলতঃ যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি তীর্থ পর্য্যটনার্থ দেশবিদেশ গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই শুভ-লোকপ্রাপ্তি হয়।'

হে যুধিষ্ঠির। তুলাধার এইরূপ যুক্তিসম্মত সজ্জনসেবিত ধর্ম্মের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।"

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

হিংসা-অহিংসাতত্ত্ব—জাজলি-পক্ষিগণ সংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "মহাত্মা তুলাধার পুনঃ জাজলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। আপনি সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা অহিংসা-রূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম কি না, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ঐ দেখুন, আপনার মস্তকসম্ভূত পক্ষিগণ এই স্থানে বিচরণপূর্ব্বক পক্ষপাদাদি সঙ্কুচিত করিয়া স্ব স্ব কুলায়মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। আপনি উহাদিগের প্রতি সুতনির্ব্বিশেষে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেছে। আপনি উহাদিগের পিতাস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উহারাই আপনার অহিংসা-প্রধান ধর্ম্ম কি না, এই সন্দেহ নিরাকৃত করিবে।'

তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা সমাগত হইয়া তুলাধারের আদেশানুসারে জাজলিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, 'ব্রহ্মন্। অহিংসাদি কর্ম্মসমুদয় উভয়লোকেই মানবগণকে পরিত্রাণ করে, আর হিংসাদি কর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাস-ঘাতক ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাহারা শমদমাদিগুণে বিভূষিত হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান এবং ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসন নিবন্ধন যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারাই ধর্ম্মের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা—মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের ব্রহ্মগীতি

ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধ জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই উপলক্ষে পূর্ব্ববৃত্তান্তবেত্তারা যে ব্রহ্মগীত বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবতারা শ্রদ্ধাবিহীন পবিত্র ও পবিত্রতা-বিহীন শ্রদ্ধাবান্ এই উভয়ের যজ্ঞে প্রতিপাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী[১] এই উভয়ের অন্ন তুল্য বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ। তোমাদিগকে এরূপ নিরূপণ করা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধানিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষা-কৃত নিন্দনীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতিবদান্য

১—২। গরুর শিং ধোয়া জল।

১। সুদের ব্যবসায় জীবিকাকারী।

হইলেও তাঁহার অন্ন গ্রহণ করা কদাপি বিধেয় নহে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা, শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদয় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবতঃ দোষসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচার, ব্যবহার ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। জগতীস্থ সমুদয় জীব শ্রদ্ধাময়। সমুদয় লোকেরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে সাত্ত্বিক; যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস ও যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধুব্যক্তিরা এইরূপে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের নিকট ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শ্রদ্ধাবান্ হউন, তাহা হইলেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবেন। স্বপথস্থিত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ধার্ম্মিক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

হে ধর্ম্মরাজ। অনন্তর মহর্ষি জাজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা জাজলি মহানুভব তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমুদয় কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, প্রকাশ কর।"

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

গোমেধ যজ্ঞের নিন্দা—বিচখ্যু-নৃপসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ। মহারাজ বিচখ্যু প্রাণিগণের প্রতি সদয় হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঐ নরপতি গোমেধ-যজ্ঞে যজ্ঞভূমিস্থ নির্দ্দয় ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গোসমূহের আর্ত্তনাদ শ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া কহিয়াছিলেন, আহা! গো-সমুদয় কি কষ্ট ভোগ করিতেছে! অতঃপর সমুদয় লোকে গোসমূহের মঙ্গললাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদোক্ত ধর্ম্মফল ও গৃহস্থাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যূপগণের উদ্দেশ্যে পশুচ্ছেদ করিয়া বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই ধর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে। ধূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু[১] মৎস্য, তালরস ও যবাগূতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদয় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুতঃ কাম, লোভ ও মোহবশতঃই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদয় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদয়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপদ্ শরীরকে শুষ্ক করে এবং শরীর আপদের নাশ ইচ্ছা করে; অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে?"

১। মদ্য—মধু-মক্ষিকা আহৃত মধুপানে বেদের নিষেধ নাই, পরন্তু বেদবিহিত শ্রাদ্ধে "মধু বাতা ঋতায়তে" মন্ত্রে প্রশংসাই কীর্ত্তিত আছে। সেখানে জন্ত পেয় যে মধু, তাহা কোন প্রকার উন্মাদক মদ্য। মহিষাসুর-যুদ্ধে দেবী এই মধু পান করিয়াছিলেন, ইহা যে মদ্য তাহা কাহারও মত। "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ়। মধু যাবৎ পিবাম্যহম্" (চণ্ডী)।

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। মানবগণ যাহাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।"

ষট্ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

আশুকারী ও চিরকারীর দোষগুণ প্রদর্শন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। অতি দুরূহ কার্য্য উপদেশ-বিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু। এক্ষণে কোন কার্য্য করিতে হইলে, উহা শীঘ্র কি বিলম্বে করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না। মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র মেধাবী কার্য্যকুশল ও মহাত্মা ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্যসমুদয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল কার্য্য-চিন্তা, নিদ্রাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর, তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ হইত বলিয়া লোক তাঁহাকে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত। অদীর্ঘদর্শী মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহাকে অলস ও নির্ব্বোধ বলিয়াও কীর্ত্তন করিত।

মাতৃবধে পিতৃআজ্ঞাপ্রাপ্ত চিরকারীর চিন্তাধারা

একদা মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত বোধ করিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস। তুমি তোমার জননীকে সংহার কর।' মহর্ষি পুত্রকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন অনেক ক্ষণের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয়, আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কিরূপে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই? পুত্র পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে রক্ষা এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা করিলেই পুত্রকে অধর্ম্মভাজন হইতে হয়। কেহই কখন মাতাকে বিনাশ করিয়া সুখ বা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পিতাকে অবজ্ঞা না করা এবং জননীকে রক্ষা করা, এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল[১], গোত্র ও কুলের রক্ষণার্থ পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমাকে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারই গৌরব দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনাদিনিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদয় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্র সমুদয় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি[২] প্রদান, বেদাধ্যাপন[৩] ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ পিতাকে প্রীত করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদয়ই পুত্রের আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলেই পুত্র সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ফল-পুষ্প নিপতিত হয়; কিন্তু পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না।

বিচারান্তে চিরকারীর মাতৃবধ-নিবৃত্তি

যাহা হউক, পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম; এক্ষণে মাতার বিষয়

১। চরিত্র। ২। ভোজ্য-বস্ত্রাদি। ৩। বেদ শিক্ষাদান।

চিন্তা করি। অরণি[1] যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননী এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত[2] ব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনাকে সহায়-সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কৃশই হউক, মাতা সততই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদয় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে। মাতার সমান তাপ-নাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ[3] ও প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ম্ম পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুনসময়ে পিতা ও মাতা উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারও পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণি-গ্রহণপূর্ব্বক তাহার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিলেও যে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ গুণ-বিরহে[1] তাহাকে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলেই তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আমার জননী ইন্দ্রকে ভর্ত্তসদৃশ রূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই বিষয়ে তিনি ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষেরই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না। আমার জননী মৈথুন-তৃপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রকে কিছুমাত্র অনুরোধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অধর্ম্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ইন্দ্রই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্ম্মে নিপতিত হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকমাত্রেই অবধ্য, বিশেষতঃ পরিব্রজ্যা-চারিণী জননী কোনক্রমেই বধার্হ হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পশুরাও এই বাক্যে অনুমোদন করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাতে দেবতাসকল অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভপ্রদান করিয়া থাকেন।'

পত্নীদোষবিষয়ে গৌতমের মতপরিবর্ত্তন

চিরকারী দীর্ঘসূত্রতানিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একদা তপোনুষ্ঠান-পরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম মেধাতিথি পত্নী বধদণ্ডের একান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শাস্ত্র-জ্ঞান-প্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পা-কুললোচন কহিলেন, 'ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দর ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শাস্ত্রবাক্যে স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি যথোচিত উপ-চারে অর্চ্চনা করিয়া কহিয়াছিলাম, "আমি আপনারই একান্ত অধীন।" আমি তৎকালে এই বিবেচনা

১। অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠ—যে কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি থাকে পরস্পর ঘর্ষণে কাষ্ঠ হইতে বহির্গত হয়। ২। দুঃখিত। ৩। রক্ষাস্থান।

১। গুণের অভাবে। ২। আলস্য—'আজ করি, কাল করি' করিয়া কালক্ষেপ করা।

করিলাম্ যে, এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে ইন্দ্র আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চপলতাদোষে যদি আমার পত্নীর উপর বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি নিমিত্ত ব্যাভিচারদোষে লিপ্ত হইবে? ফলতঃ এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, এই বিষয়ে আমার পত্নী, আমি ও ইন্দ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নীপ্রতিপালন-ধর্ম্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, ঈর্ষ্যা হইতে ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি ঈর্ষ্যাপ্রভাবেই স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম।

পত্নী ভর্ত্তৃদুঃখে দুঃখিতা হয় বলিয়া বাসিতা[১] এবং অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আজ আমি সেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে বিনাশ করিলাম। এক্ষণে কে আমাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে? আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে প্রমাদবশতই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহই আমাকে এই পাতক হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইবে।

পত্নীর উদ্দেশে স্বগতবাক্যে গৌতমের বিলাপ

বৎস চিরকারি। তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজ আমাকে, তোমার জননীকে এবং মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা কর; আমি বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার যেন কোন ব্যাঘাত না জন্মে। তুমি অদ্য যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন[২] তুমি স্বভাবতঃই বহু বিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজ যেন তাহার অন্যথা না হয়। আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ ও তোমা হইতে কতই শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল। আজি তুমি আপনার দীর্ঘসূত্রিতা সফল করিয়া তাহার সেই শুভ প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কার্য্যে আমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে বিলম্ব কর এবং কোন কার্য্যে নিবারণ করিলেও তাহা সংসাধন না করা যুক্তিসিদ্ধ কি না, ইহা বিচার করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিলম্ব করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে আমাকে ও আমার পত্নীকে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।'

মহর্ষি গৌতম দুঃখিতমনে এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, আপনার আত্মজ চিরকারী বিষণ্ণমনে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনার পত্নীকে লজ্জায় পাষাণভূত[১] দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মার চিত্তবৃত্তি স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। মাতৃবধ-পরাঙ্মুখ শস্ত্রপাণি পদাবনত চিরকারীও বিনীতস্বভাব-নিবন্ধন পিতার কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা গৌতমও পুত্রকে আপনার চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী ভয়প্রভাবে শস্ত্রগ্রহণচাপল্য[২] সংবরণ করিতেছে।

অনন্তর তিনি চিরকারীর মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার এই কার্য্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, 'বৎস। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আমার আজ্ঞা-প্রতিপালনে বিলম্ব করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেছি না।'

বহু বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করার সাফল্য

মহাত্মা গৌতম এই কথা বলিয়া সুধীর চিরকারীদিগের উদ্দেশে এই উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন:—'মিত্রবধ ও কার্য্যপরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। অনেক দিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে

১। গর্ভধারিণী জননীতুল্যা। ২। তীক্ষ্ণবুদ্ধে—সূক্ষ্মবুদ্ধির জন্য।

১। প্রস্তরবৎ নিশ্চেষ্ট। ২। অস্ত্রধারণের চাপল্য।

তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে।' '

হে যুধিষ্ঠির! মহর্ষি গৌতম স্বীয় পুত্র চিরকারীর এইরূপ চিরকারিতা-দর্শনে সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। অতএব কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহু-বিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বৃদ্ধবর্গের সহবাস করিবে। দেবতাকে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য। বহুক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। বহুকাল পণ্ডিতমণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সেবা ও আত্মার একাগ্রতা-সম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদর-ভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর পাশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! মহাতপাঃ মহর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুত্রসমভিব্যাহারে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।"

—

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অহিংসনীতি—দ্যুমৎসেন-সত্যবানের শাসন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! রাজা কাহারও হিংসা না করিয়া কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমি এই উপলক্ষে মহারাজ দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা সত্যবান স্বীয় পিতার শাসনানুসারে বধার্হ ব্যক্তিদিগকে সমানীত দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, 'তাত! ইহাদিগকে বধ করা আপনার ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও কখন কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।'

দ্যুমৎসেন কহিলেন, 'বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দস্যুদিগকে নিপাতিত না করিলে সমুদয় লোকই ক্রমে ক্রমে অসৎপথে পদার্পণ করে। কলিযুগে-মনুষ্যগণ অন্যের বস্তু সমুদয় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং দুষ্টের দমন না করিলে কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

সত্যবান কহিলেন, 'পিতঃ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত। ইহারা ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইলে সূত-মাগধাদি[১] ব্যক্তিরাও[২] ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণ তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির দণ্ডসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে কাহারও দেহনাশ না হয়, সেইরূপ শাসন করা আবশ্যক। অপরাধীর কার্য্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ডবিধান করা কখনই বিধেয় নহে। রাজা দস্যুগণের সংহার করিলে তাহাদিগের নিরপরাধ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব নরপতি দস্যু কর্ত্তৃক অপকৃত[৩] হইলে সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কখন কখন অসাধু ব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ করে এবং অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে বধ না করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মস্তক-মুণ্ডনাদি দ্বারা দণ্ড করাই বিধেয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের পরিজনদিগকে ক্লেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অপরাধিগণ পুরোহিতসভায় পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া "আমরা আর কদাচ এরূপ পাপাচার করিব না" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দণ্ডদান না করিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বিধাতা এইরূপ শাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহাকে অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া তাঁহার মস্তকমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য। গুরুতর ব্যক্তিগণ অপরাধী হইলে তাঁহাদিগকে একবার ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু

১—২। সূতাদি নীচজাতীয় জনগণ। ৩। পীড়িত।

তাঁহারা বারংবার অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা বিধেয় নহে।'

দ্যুমৎসেন কহিলেন, 'বৎস! প্রজাগণকে সৎপথে আনয়ন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক সৎপথে সমাগত হইতে বাসনা না করে, তাহা হইতে রাজা তাহাদিগকে যে কোন প্রকারে হউক, সন্মার্গগামী[১] করিতে চেষ্টা করিবেন। দস্যুগণ ধর্ম্মলঙ্ঘন করিলেও যদি তাহাদিগকে নিপাতিত না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সমুদয় লোকই পরাভূত হইবে। পূর্ব্বকালে মানবগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, অল্পদ্রোহনিরত[২] ও ক্রোধবিহীন ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিক্কাররূপ দণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মনুষ্যগণের দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে বাগ্দণ্ড[৩] ও ধনদণ্ড[৪] প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মানবগণ নিতান্ত পাপপরায়ণ হওয়াতে বধদণ্ড[৫] প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দস্যুদিগকে বধ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না। এই ভূমণ্ডলমধ্যে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দস্যুদিগের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ যাহারা শ্মশান হইতে শবাভরণ[৬] ও ভূতাবিষ্ট[৭] অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করে, শপথাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা কাহার সাধ্য?'

সত্যবান্ কহিলেন, 'পিতঃ! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দস্যুদিগকে সাধু করিতে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের সংহার করুন। রাজ্যে দস্যুভয় উপস্থিত হইলে ভূপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া দস্যুভয়নিবারণার্থ তপস্যা করিয়া থাকেন। যখন ভয়-প্রদর্শন দ্বারা প্রজাগণকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব নরপতিগণ সদ্ব্যবহার দ্বারাই প্রজাগণের শাসন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা স্বীয় চরিত্রসংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্রশোধনে যত্নবান্ হয়েন, সেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত ভূপতিকে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহ বশতঃ রাজার অল্পমাত্রও অহিতাচরণ করে, নরপতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যে রাজা কুকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে আপনার চিত্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। বন্ধু ও পুত্রাদি অপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিরা বিষম দুঃখভোগ না করে, সেই রাজ্যে নিশ্চয় পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে একজন দয়াশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপিতামহগণও আমাকে এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে নরপতিগণ আশ্বাস প্রদান ও দয়া প্রকাশপূর্ব্বক প্রজাগণকে বশীভূত করিতেন। যদি ত্রেতাযুগে ত্রিপাদধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদধর্ম্ম ও কলিযুগে একপাদমাত্র ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তথাপি ঐ সকল যুগে প্রাণনাশরূপ দণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যবিধ দণ্ড প্রদান করাই রাজার উচিত। রাজার দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন কলিযুগ প্রবল হইলে ক্রমে ক্রমে একপাদমাত্র ধর্ম্মেরও ষোড়শাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তখনও বধরূপ দণ্ডবিধান করা বিধেয় নহে। অহিংসারূপ দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুদিগের পীড়ন করা হয় না; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে'।"

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অধিকারিভেদে যজ্ঞদ্রব্যবিধান—গো-কপিলসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে হিংসা না করিয়াও ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম

১। সৎপথগামী। ২। সামান্যরূপ শত্রুতাকারী। ৩। তিরস্কার। ৪। অর্থদণ্ড—জরিমানা। ৫। প্রাণদণ্ড—প্রাণদণ্ডাদি। ৬। শবের অলঙ্কার। ৭। ভূতে পাওয়া।

অবলম্বন করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও যোগধর্ম্ম উভয়ই মুক্তি প্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম প্রধান?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! ঐ উভয় ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয়; কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মই প্রতিপালন করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ উহার প্রমাণ সংস্থাপনপূর্ব্বক গো-কপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

একদা মহর্ষি ত্বষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করিলে, তিনি শাশ্বত বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক-প্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে, "হা বেদ!" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ঐ সময় স্যূমরশ্মি নামে এক মহর্ষি স্বীয় যোগবলে সেই গোদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কপিলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি বেদবিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু আপনি যে হিংসাশূন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, উহা কি বেদবিহিত নহে? ধৈর্য্যশালী বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বীরা সমুদয় বেদকেই পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন বিষয়ে অনুরাগ, বিরাগ ও স্পৃহা নাই। সুতরাং কি কর্ম্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড, তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য। অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না।'

কপিল কহিলেন, 'আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের তারতম্য নির্দ্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ্য, কি ব্রহ্মচর্য্য লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করুক না কেন, পরিণামে অবশ্যই তাহার উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগের চারি প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মচারী ঋষিলোক লাভ করিয়া থাকেন। বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে। ঐ বিধি দ্বারা কার্য্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদানুসারে কার্য্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা কীর্ত্তন কর।'

স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'মহর্ষে! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ফলকল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিতে হয়। ছাগ, অশ্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তুসমুদয় এবং ওষধিসকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়। প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ সকল উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিধেয়। ভগবান্ প্রজাপতি ধান্য ও পশু সকল যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক যজ্ঞের সৃষ্টি ও ধান্যাদি দ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, মার্জ্জার, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সাত আরণ্য এই চতুর্দ্দশবিধ জন্তু দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পশু বিনাশ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অনুমোদিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদয় বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যজ্ঞে পশু বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গকামনা করে; কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, লতা, আজ্য[১], দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি[২] হবনীয়[৩] দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল, ঋক্, যজুঃ, সাম, যজমান ও অগ্নি, এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ। যজ্ঞ লোক প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।

গোসমুদয় আজ্য, দধি, দুগ্ধ, গোময়, আমিক্ষা[৪] চর্ম্ম এবং লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও পাদধৌত সলিল দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় দ্রব্য দক্ষিণা ঋত্বিক্‌গণের সহিত মিলিত হইলেই যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বতন মানবগণ ঐ সমুদয় দ্রব্য আহরণ করিয়াই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। ফল- যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও জীবহিংসা ও অন্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন না। ঐ সমুদয়

১। ঘৃত। ২। যজ্ঞীয় পিষ্টকাদি। ৩। আহুতির যোগ্য। ৪। ছানা।

শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা উহাতে আস্থা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ। যজ্ঞীয় দ্রব্যসমুদয় ব্রাহ্মণে অর্পণ করাই বিধেয়। জগৎ হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব বেদের আদি; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বেদে কথিত আছে এবং সিদ্ধ মহর্ষিরাও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানুসারে যজ্ঞে প্রণব, নমঃ, স্বাহা ও বষট্ শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। যিনি ঋক্, যজুঃ, সাম এবং সামবেদপূরক শব্দ-সমুদয় অবগত হয়েন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র, সোমযাগ ও অন্যান্য যজ্ঞ দ্বারা যে ফললাভ হইয়া থাকে, আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অন্যকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরকালে স্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের ইহলোকে ও পরলোকে সদগতিলাভ হয় না। বেদবেত্তারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।'

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সমস্ত আশ্রমমধ্যে গার্হস্থ্যের সমধিক প্রশংসা

মহাত্মা স্যুমরশ্মি গোদেহমধ্য হইতে এই কথা কহিলে কপিল কহিলেন, 'যোগিগণ কর্ম্মফলে অনিত্যতা দর্শন করিয়া জ্ঞানমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সংকল্পমাত্রেই সমুদয় লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা হর্ষবিষাদাদিশূন্য, নমস্কারবিহীন, প্রার্থনাপরিবর্জ্জিত, শুদ্ধস্বভাব, নির্ম্মলচিত্ত, সর্ব্বপাপবিমুক্ত, শোকবিহীন, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃতনিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে নিত্য সিদ্ধ লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি ঐ সকল ব্যক্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে, তাহার গার্হস্থ্যে প্রয়োজন কি?'

তখন স্যুমরশ্মি কহিলেন, 'মহর্ষে! ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীরা তত্ত্বজ্ঞান ও পরম গতি লাভ করিতে পারেন, যথার্থ বটে; কিন্তু কেহই গৃহস্থের আশ্রয় ব্যতীত কোন ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয়েন না। জীবসমুদয় যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভাবেই জীবন ধারণ করে। গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিগণের সুখের মূল। সন্তানোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। গৃহস্থ দ্বারাই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বতজাত সোমলতা প্রভৃতি ওষধিসমুদয় সংগৃহীত হয় এবং ওষধি হইতে লোকের প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে; সুতরাং গার্হস্থ্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে। কোন ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? শ্রদ্ধাবিহীন, অনভিজ্ঞ, স্থূলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত, মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রজ্যাশ্রম[১] অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ বেদমর্য্যাদাই ত্রৈলোক্যরক্ষার কারণ।

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই জন্মাবধি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি সমুদয় সংস্কার এবং পারত্রিক[২] ও ঐহিক[৩] ফলসাধক কার্য্যসমুদয়ে বেদমন্ত্র সমুদয় প্রবর্ত্তিত হয়, সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ড-মজ্জন[৪] এবং তাহার স্বর্গলাভের উদ্দেশে গো প্রভৃতি পশুদান এই সমুদয় কার্য্যই মন্ত্রমূলক। অর্চিষ্মৎ, বর্হিষদ ও ক্রব্যাদ নামক পিতৃগণ ঐ সমুদয় কার্য্য মন্ত্রমূলক বলিয়া অনুমোদন করিয়া থাকেন। যখন মানবগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন আমার মতে কোন

১। সন্ন্যাস আশ্রম। ২। পরলোকবিষয়ক। ৩। সাংসারিক। ৪। শ্রাদ্ধক্রিয়াতে জলে পিণ্ড বিসর্জ্জন।

ব্যক্তিই[১] মোক্ষলাভ করিতে পারে না[২]। ফলতঃ[৩] শ্রীবিহীন আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে[৪]। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, পাপ কখনই তাঁহাকে হরণ[৫] বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারেন। যেমন পশুগণ হইতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য বেদোক্ত কার্য্যে অনাদর, কপটতা ও মায়া দ্বারা কখনই পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৈদিক কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে।'

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর উপাসনাপথের পার্থক্য

কপিল কহিলেন, 'যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাবিহীন দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী, ধৈর্য্যবান, পবিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারাই অমৃতাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর আত্মস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন, দেবগণও তাঁহার গন্তব্যস্থান অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত[৬] হয়েন[৭]। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা জীবকে জরায়ুজাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাক্য, উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তা, অতএব ঐ দ্বারসমুদয় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বাগ্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একপত্নীসত্ত্বে সম্ভোগার্থে অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতুসময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থদ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এইরূপে চারি দ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হয়। সে তপস্যা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

যে মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহুরূপ উপাধানে মস্তকস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয্যায় শয়ন করেন, যে ব্যক্তি জগতের সুখদুঃখচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, যিনি দম্পতিদিগকে[১] পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ঈর্ষ্যাশূন্যচিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসমন্বিত সমুদয় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন এবং যিনি সমুদয় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয়-প্রদর্শন করেন না, দেবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কামী ব্যক্তিরা দানযজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদিলাভ অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কামধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচনপূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু কামী ব্যক্তিরা সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ্, অনাচার, প্রমাদ ও পরাভববিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী[২] বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলতঃ নিষ্কাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্য জ্ঞাত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার অনুষ্ঠান

১—২। ঐ সকল আচরণ না করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ৩—৪। ফলতঃ মন্ত্রস্মৃত শরীরহীন বৃদ্ধপুরুষের উপকারের উপযুক্ত নহে, অতএব তাদৃশ বৃদ্ধের পক্ষে মোক্ষের লক্ষণযোজনা নিরর্থকনীয়। ৫। নাশ। ৬—৭। কুপথে আকৃষ্ট হয়েন।

১। পতিপত্নীকে। ২। অসামঞ্জস্যযুক্ত।

করা সহজ নহে ; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই ; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।'

স্যুমরশ্মি কহিলেন, 'ভগবন্। বেদে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই বিধি সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে ; এক্ষণে আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এই উভয়ের ফল কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

কপিল কহিলেন, 'সাধু লোকেরা কর্ম্মত্যাগ সহকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক অনুভব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে তাহার কি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান ?'

স্যুমরশ্মি কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। আমার নাম স্যুমরশ্মি। আমি জ্ঞানলাভের অভিলাষে আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়া এই গোশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছি, বস্তুতঃ প্রতিপক্ষ হইয়া আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক অনুভব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ কিরূপ ? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। আমি বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি। বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থ-নির্ণায়ক মীমাংসা শাস্ত্র, তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগম-প্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। আগমের নির্ণয়ানুসারে ঐ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন নৌকা ভিন্নদেশগামী নৌকায় বদ্ধ হইলে যেমন আরোহীকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাদের পূর্ব্ববাসনানিবন্ধন কর্ম্মসমুদয় আমাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই সর্ব্বত্যাগী, সন্তুষ্ট, শোকশূন্য, নীরোগ, ইচ্ছাবিবর্জ্জিত, সংসারবিমুখ ও নিষ্কর্ম্মা নাই। আপনারাও আমাদিগের ন্যায় শোক ও হর্ষের একান্ত বশীভূত এবং অন্যান্য প্রাণিগণের ন্যায় আপনাদিগের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে। অতএব এক্ষণে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের অক্ষয় সুখস্বরূপ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।'

কপিল কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। সমস্ত কার্য্যের যে যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই ফলোপধায়ক। যে মতে অবস্থানপূর্ব্বক শমদমাদিগুণ অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেই মতেই সর্ব্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে না। অজ্ঞানই জন্মমরণরূপ শৃঙ্খল দ্বারা প্রজাদিগকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময়, কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে না। কোন কোন বিতণ্ডাপরায়ণ[১] শাস্ত্রার্থাপহারক[২] অনীশ্বরবাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া কাম-দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয় এবং অনীশ্বরবাদীরা শমদমাদির অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও মোহপরবশ হইয়া জ্ঞান নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা কিছুতেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের অনুসরণ করে না। সেই তামসিক লোকদিগের তমোগুণই একমাত্র আশ্রয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশীভূত, তাহার কাম, দ্বেষ, ক্রোধ ও দম্ভ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট গতিলাভের অভিলাষ করেন, সেই স্বকার্য্যনিরত যতিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।'

স্যুমরশ্মি কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কর্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্ন্যাস অপ্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপ অবগত না হইলে কাহারও কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যায়ানুগত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা অন্যায্য, তাহা অশাস্ত্র। শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা কদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে,

১। কুতর্কনিপুণ। ২। সমস্ত শাস্ত্রার্থ প্রকৃত অর্থের গোপনকারী।

তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞান দ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিরা শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বুঝিতে না পারিয়া তাহারও অনুষ্ঠান করে; তাহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় সতত শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সকল লোকেই আপনাদিগের ন্যায় সমভাবে শীতোষ্ণাদি সহ্য করে, কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদের কার্য্যগত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা নিতান্ত বিস্ময়কর। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া একমাত্র সুখপ্রার্থী চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসে আপ্লাবিত করিলেন। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইয়া দেহমাত্র ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই জিতেন্দ্রিয় অবিবাদী ব্যক্তিই কর্ম্মকাণ্ড-বেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক মোক্ষ আছে, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারবর্গপরিবৃত, সে কদাচ মুক্তি-বিধায়ক কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। যখন দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না, তখন মুক্তি-প্রার্থী ব্যক্তিকে, মুক্তিকে ও মুক্তিলাভার্থ নিরর্থক পরিশ্রমকে ধিক্। ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যাথার্থ্য কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আপনি যেরূপ মুক্তির বিষয় অবগত হইয়াছেন, আমাকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন।'

—

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কপিল কথিত মোক্ষধর্ম্ম—জ্ঞান-কর্ম্মের সমাধান

কপিল কহিলেন, 'মহর্ষে! সমুদয় লোক বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্ম দুই প্রকার;—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই পরব্রহ্ম লাভ করা যায়। পিতা পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক বেদমন্ত্র দ্বারা তাহার শরীর সংস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিশুদ্ধদেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, এক্ষণে উহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠানকর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন; অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনই উহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা নিস্পৃহ, ধনসংগ্রহ-পরিশূন্য ও রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য। সৎপাত্রে প্রদান করাই তাঁহাদিগের ধনব্যয়ের সৎপথ।

পূর্ব্বকালে অনেকানেক বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, নিরহঙ্কার, নির্ম্মৎসর, সর্ব্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্মযাজী গৃহস্থ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কখনই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না। সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইত। উঁহারা সকলেই শীলতাসম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত, সত্যসঙ্কল্প, পবিত্র ও পরমব্রহ্মে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া যথানিয়মে ব্রতচর্য্যা করিতেন। বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলেও কখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এই এক উৎকৃষ্ট সুখ ছিল যে, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না। সত্য-ধর্ম্মপ্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলনিরপেক্ষ হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন, বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ছল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ফলতঃ এরূপ নিয়মে অবস্থান করিলে কখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মানুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তাহাদিগকেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এইরূপে পূর্ব্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সদ্ব্যবহারসম্পন্ন, যশস্বী, নিস্পৃহ, বন্ধনমুক্ত, যজ্ঞশীল, কামক্রোধপরিশূন্য, স্ব স্ব কার্য্যবলে বিখ্যাত, নম্রস্বভাব, শান্ত, জ্ঞানবান্ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

তাঁহারা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীল ও সঙ্কল্পসমুদয়ই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

পূর্ব্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রয় ছিল। ঐ আশ্রয় অনবধানতা ও কামক্রোধাদিপরিশূন্য ছিল। উহার প্রভাবে পূজ্যপূজার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মানবগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে না পারিয়া সেই শাশ্বত পুরাতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিমধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য অবলম্বনপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সমুদয় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হয়েন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রারব্ধকর্ম্ম নিবন্ধন এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমুদয় মহাত্মার ন্যায় গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অন্যের ব্রাহ্মণ নামকরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম ও গুরূপদেশ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় চিত্তমধ্যে সমুদয়ই ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। সেই বিষয় তৃষ্ণাবিহীন, বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের একমাত্র সমাধিই পরম ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমুদয় তাঁহাদিগের ন্যায় সদ্গুণসম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে। শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন। নিত্যসন্তুষ্ট বৈরাগ্যশালী ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কখন কখন অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মপদলিপ্সু হইয়া বৈরাগ্যবলে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহারই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। বৈরাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ ঐ ধর্ম্মপ্রতিপালনে সমর্থ হয় না।'

স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'ভগবন্! যাঁহারা বিষয়ভোগ, সুখ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা লব্ধ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারা সকলেই দেহান্তে স্বর্গভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

কপিল কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! গৃহধর্ম্মনিরত কামী ব্যক্তিরা নানা গুণসমলঙ্কৃত হইয়া বিবিধ বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ত্যাগসুখ কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।'

স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'মহর্ষে! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সমুদয় আশ্রমেই ভক্তিলাভ করা যাইতে পারে; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল প্রাপ্ত হইবেন, গৃহস্থেরাও কর্ম্মপরায়ণ হইয়াও সেইরূপ লাভ করিতে পারিবে? এই বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই কি সমান অথবা কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ, তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

কপিল কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! কর্ম্মসমুদয় স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের শুদ্ধিসম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক[১] ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সমুদয় গুণ দ্বারাই পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কর্ম্মের ফল, তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারেন। বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাকেই পরম গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি বেদ, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম, কার্য্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিদ্ বলিয়া অভিহিত হয়েন; আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় জ্ঞাত হইতে পারে না, তাহার জন্ম নিরর্থক। সে কেবল কর্ম্মকারকের ভস্ত্রার[২] ন্যায় বৃথা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বেদে সমুদয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে; সুতরাং বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন। সমুদয় শাস্ত্রেই জগতের অস্তিত্ব ও অসম্ভাব[৩] দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইহার

১। [illegible]। ২। হাপর। ৩। [illegible]।

অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে ব্যক্তি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একত্ব-সম্পাদনে সমর্থ হয়েন, তিনিই বেদনিষ্ঠিত[১] পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের একমাত্র আধার। পণ্ডিতেরা মোক্ষকেই নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বলোকবিখ্যাত জ্ঞাতব্য, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীর আত্মা ও দেহস্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ, পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তেজ, ক্ষমা ও শান্তিগুণ দ্বারা যে নিরাময়, জগৎকারণ, সনাতন পরমপদার্থ লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ্ হইতে অভিন্ন পরমব্রহ্মকে নমস্কার করি'।"

—

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অর্থপ্রার্থনার সার্থকতা—কুণ্ডধার-দ্বিজসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বেদে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনেরই স্তুতিবাদ[২] কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে কুণ্ডধার নামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির করিলেন; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া অর্থলাভের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে বহুকাল দেবগণের পূজা করিলেন; কিন্তু তথাপি ধনলাভ হইল না। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ দেবতা মনুষ্য কর্ত্তৃক আরাধিত হয়েন নাই? আমি এক্ষণে তাঁহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, কুণ্ডধারনামা জলধর তথায় অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডধারকে দর্শন করিবামাত্র ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসঞ্চার হইল তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, 'কোন মনুষ্যই ইঁহার নিকট বর প্রার্থনা করে নাই। ইনি দেবলোকের সমীপে অবস্থান করিতেছেন ইঁহার আকারও মহত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব ইনি অচিরাৎ আমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।' ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দিব্য ধূপ, গন্ধ ও বিবিধ উপহার দ্বারা কুণ্ডধারকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রার্থিদ্বিজের প্রতি কুণ্ডধারের অর্থপ্রাপ্তির ইঙ্গিত

তখন জলধর কুণ্ডধার দ্বিজবরের ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দ্বিজবর! সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রতহীন মানবদিগেরও প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তই নাই। আমার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা। উহার অপত্য কেহই নাই।' কুণ্ডধার এইমাত্র কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ, ভক্তিবিশুদ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ সেই দিন রজনীযোগে কুশাসনে শয়ন করিয়া কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমস্ত প্রাণীকে দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত প্রাণিমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষরাজ মণিভদ্রনন্দন লোকের শুভাশুভকর্ম্মানুসারে অর্থদান ও অর্থ পুনর্গ্রহণ[১] করিবার নিমিত্ত দেবগণকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণও লোকের শুভকর্ম্ম অনুসারে রাজ্যাদি দান ও অশুভ কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপ্রদত্ত অর্থাদি পুনর্গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা মণিভদ্রতনয়ের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে যক্ষরাজ তথায় আগমন করিয়া ভূতলনিপতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুণ্ডধার! তুমি কি প্রার্থনা কর?' কুণ্ডধার কহিলেন, 'যক্ষরাজ! যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন

১। [illegible] ২। [illegible]

১। [illegible]

হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত এই ব্রাহ্মণের যাহাতে কিছু সুখোৎপত্তি হইতে পারে, এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।' তখন মণিভদ্রতনয় পুনরায় কুণ্ডধারকে কহিলেন, 'কুণ্ডধার! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে উত্থিত হও। যদি তোমার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণ অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইঁহাকে প্রার্থনানুসারে অর্থ প্রদান কর। ইনি যে পরিমাণে অর্থ প্রার্থনা করিবেন, আমি দেবগণের নিদেশানুসারে ইঁহাকে তাহাই প্রদান করিব।'

তখন কুণ্ডধার মনুষ্যদেহ অস্থির ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপোনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর অনুধাবনপূর্ব্বক কহিলেন, 'যক্ষরাজ! আমি এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। ইঁহার প্রতি আপনাকে অন্যপ্রকার অনুগ্রহ প্রদান করিতে হইবে। আমি ইঁহার নিমিত্ত রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হউন। ইঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মেরই আশ্রয় ও ধর্ম্মেই শান্তি লাভ করুক।'

তখন মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'কুণ্ডধার! এই ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশশূন্য হইয়া ধর্ম্মের ফলস্বরূপ রাজ্য ও বিবিধ সুখ উপভোগ করুন।' দেবগণ ঐ কথা কহিলে কুণ্ডধার তাহাতেও সম্মত না হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কুণ্ডধারের আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন।

অনন্তর মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কুণ্ডধার! দেবগণ তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন এবং ইঁহার বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।' মণিভদ্রতনয় এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার নিতান্ত দুর্লভ অভিলষিত বর লাভ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন।

যক্ষসংসর্গে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত দ্বিজের ধর্ম্মোপাসনা

ব্রাহ্মণ দৈবযোগে এই ঘটনা দর্শন করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধতঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলেন যে, আপনার চতুর্দ্দিকে 'মুনিচীর'[১]-সমুদয় নিপতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি কুণ্ডধারের বিস্তর উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু এই ব্যক্তি প্রত্যুপকারপরায়ণ নহে। এক্ষণে আর কাহার নিকটই বা উপকার প্রার্থনা করিব। অতএব আমি ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করি।'

ব্রাহ্মণ এইরূপে দেবগণের অনুগ্রহপ্রভাবে বৈরাগ্য লাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা ও অতিথিবর্গের আহারাবসানে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তিনি ফলমূল পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ু ভক্ষণ করিয়া বহু বৎসর অতিক্রম করিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত কঠোরতা দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

এইরূপে ব্রাহ্মণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা বহু কাল অতিক্রমপূর্ব্বক সিদ্ধ হইলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল, তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, 'যদি আমি সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে ধন প্রদান করি, তাহা হইলে সে অবশ্যই ধনী হইবে। আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে।' ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, 'আমি যদি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রাজা হইবে।'

ভোগকামনায় নরকক্লেশ

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবল ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন তথায় সমাগত হইলেন। ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলেন। তখন কুণ্ডধার

১। সন্ন্যাসীদিগের পরিধেয় চীরবস্ত্র।

তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তপোধন! আপনি তপোবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অন্যান্য লোকদিগের গতি নিরীক্ষণ করুন।' কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ স্বীয় দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে দূর হইতে ভূপালগণকে ঘোর নরকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, 'দ্বিজবর! যদি তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পূজা করিয়া দুঃখভোগ করিতে, তাহা হইলে আমা কর্ত্তৃক তোমার কি হিত সমাহিত হইত এবং তুমিই বা আমার কি অনুগ্রহ লাভ করিতে? ঐ দেখ, ভূপতিগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া কত কষ্ট ভোগ করিতেছে। ঐ দেখ, কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মানবগণের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের কি কামনাপরতন্ত্র হওয়া উচিত?'

কুণ্ডধার এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন কুণ্ডধার কহিলেন; 'ব্রহ্মন! এই কামক্রোধাদি লোকসমুদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেবগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মনুষ্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাদিগের আজ্ঞানুসারে মানবগণের বিঘ্নবিধান করিয়া থাকে। ফলতঃ দেবতাদিগের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে সমর্থ হয় না। এই দেখ, এক্ষণে তুমি তপঃপ্রভাবে মানবগণকে রাজ্য ও প্রভূত ধনদান করিতে সমর্থ হইয়াছ।'

কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার স্নেহস্বভাব বুঝিতে না পারিয়া কাম ও লোভপ্রযুক্ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন।'

তখন কুণ্ডধার 'আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি,' এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও কুণ্ডধারের অনুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রতিপালন ও যোগাভ্যাস দ্বারা আকাশপথে গমনের ক্ষমতা, সঙ্কল্পসিদ্ধি ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, মনুষ্য ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধার্ম্মিকদিগকে পূজা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য কামীদিগকে কখনই পূজা করেন না। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ধন হইতে অতি অল্প সুখলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মপ্রভাবে অনন্ত সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই।"

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অহিংস যজ্ঞের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভার্থ অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন। স্বর্গাদিফলসাধক অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ নাই।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য মহাত্মা নারদ যজ্ঞবিষয়ে উঞ্ছবৃত্তি সত্যনামা ব্রাহ্মণের যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপ্রধান বিদর্ভনগরে সত্য নামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অবহিতচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি শ্যামাক[২], সূর্য্যপর্ণী[৩], সুবর্চলা[৪] ও অন্যান্য তিক্ত ও বিরস শাক-সমুদয় ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার তপোবলে ঐ সমুদয় অতি সুস্বাদু হইত। তিনি বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশ্বাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশ্বাদির স্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারাই হিংসাপ্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। পুষ্করধারিণী নামে তাঁহার এক পবিত্রস্বভাবা উপবাসাদিব্রতকৃশা পত্নী ছিলেন, তিনি গলিত[৫] ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিতেন। যদিও ঐ কামিনী স্বীয় ভর্ত্তার মানসিক বৃত্তি হিংসাময় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যের আনুকূল্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সহচর ধর্ম্ম[৬] মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সমীপস্থ

১। প্রভূত ফলশালী। ২। শ্যামাধান্য। ৩। আকনপাতা। ৪। ব্রাহ্মী শাক। ৫। বহুপতিত। ৬। [illegible]

হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সত্য! তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতি দুষ্কর্ম্ম করিতেছ। এক্ষণে আমাকে অনলে আহুতি প্রদান কর, তাহা হইলেই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হইবে।' মৃগ এই কথা কহিবামাত্র সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! ইনি তোমার সহচর, ইঁহাকে বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। হায়! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।' দেবী সাবিত্রী এই বলিয়া পাতালতল অবলোকন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মৃগ কৃতাঞ্জলিপুটে সত্যের নিকট বারংবার আপনার বধপ্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু সত্য তাঁহার বাক্যে সম্মত না হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।' তখন সেই মৃগ অষ্টপদমাত্র গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিল, 'ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে বিনাশ করুন। আমি যজ্ঞে নিহত হইয়া অনায়াসেই সদগতি লাভ করিতে পারিব। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান ও অপ্সরাদিগকে অবলোকন করুন।' মৃগ এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ সতৃষ্ণনয়নে অপ্সরা ও বিমান-সকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া মৃগকে বধ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া অবধারণ করিলেন। তখন সেই মৃগরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে তাঁহাকে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে।' মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল; কিন্তু তিনি যে ইতিপূর্ব্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার বিস্তর তপঃক্ষয় হইল। অতএব যজ্ঞে পশুহিংসা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর ভগবান্ ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। ব্রাহ্মণও তপঃপ্রভাবে সহধর্ম্মিণীর সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি যে, অহিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা-ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কাম্যকর্ম্মে স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং যে যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, আপনি তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! কোন ধর্ম্মই তোমার অবিদিত নাই। তুমি কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদয় ভোগ্য-বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তুলাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে যত্নবান্ হইয়া মহৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপরসাদি ভোগ করিতে যত্নবান্ হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভমোহে অভিভূত ও রাগ-দ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছলসহকারে অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে। তাহার সুহৃদ্ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে উত্তর করে। ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশনিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধু ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট-চিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে। উহারা ইহলোক বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই আমি তোমার নিকট পাপাত্মার বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।

হে বৎস! এক্ষণে ধর্ম্মাত্মাদিগের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অন্যের কুশলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বয়ং কুশল লাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্ম দ্বারাই পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখদুঃখবিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত দোষসমুদয় দর্শনপূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত বাস করেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়েন, যে কার্য্য দ্বারা গুণলাভ হয়, তাহাই শতত অনুশীলন করেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জ্জিত ধনলাভনিবন্ধন[1] তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে যার পর নাই আনন্দলাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপ দর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্পর্শসুখানুভব করিতে পারে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু[2] ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্যবিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেই সময় তিনি সর্ব্বকাম হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং সমুদয় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া কাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।

এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি সমুদয় অবস্থাতেই ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে। ধার্ম্মিকেরাই শাশ্বত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।"

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মোক্ষলাভের উপায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, উপায় দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়; অতএব এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের উপায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি সতত উপায় অবলম্বন করিয়া সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাক; অতএব এই প্রশ্ন করা তোমার উচিত হইয়াছে। যেমন ঘট-নির্ম্মাণের সময় লোকের চিকীর্ষাবুদ্ধি[1] উহার কারণ হয় এবং ঘট নির্ম্মিত হইলে বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মসাধনের সময় চিকীর্ষাবুদ্ধি উহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোক্ষধর্ম্মের সিদ্ধিলাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়। যেমন পূর্ব্ব-মহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমসাগরে গমন করা যায় না, তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিলে কখনই মোক্ষধর্ম্মলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্ম্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে সেই পথ বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ক্ষমাবলে ক্রোধ, সঙ্কল্পপরিত্যাগ দ্বারা কামনা, সত্যগুণের অনুশীলন দ্বারা নিদ্রা, সাবধানতা দ্বারা লজ্জা, আত্মচিন্তাপ্রভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রম-প্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাসপ্রভাবে অনুসন্ধান ও অকার্য্য-পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষপ্রভাবে লোভ ও মোহ, দয়া-প্রভাবে অধর্ম্ম, নিয়ত অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্টপর্য্যা-লোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহাপরিত্যাগ দ্বারা অর্থ সমুদয় বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগ-প্রভাবে ক্ষুধা, কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমতঃ বুদ্ধিবলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিকে বশীভূত করিবে। তৎপরে আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম-ধর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটিকে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমুদয়

১। ধন হইতে। ২। তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী।

১। নির্মাণেচ্ছার জ্ঞান—নির্মাণ করিতে যতটুকু বুদ্ধির আবশ্যক।

পরিত্যাগ, যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদয় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত[1], সঙ্কল্পসমুদয় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, লঘ্বাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম-ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করেন। ফলতঃ কায়, মন ও বাক্যের সংযম এবং মৃদুতা, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহাপরিত্যাগ[2], এই সমুদয় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়।"

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

দেহ-জীবাত্মার সম্বন্ধ—নারদ-দেবলসংবাদ

ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির! এই স্থলে নারদ-দেবল সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান বৃদ্ধ অসিতদেবলকে সমাসীন অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।'

দেবল কহিলেন, 'নারদ! পরমাত্মা সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যে সমস্ত বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা তৎসমুদয়কে পঞ্চ মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমস্ত মহাভূতে অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি করেন। যাঁহারা এই পরমাত্মা, জীব ও পঞ্চভূত ভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়া বিষয়ে অন্য অচেতন বা চেতন কারণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত অমূলক। ঐ পঞ্চ মহাভূত তেজঃস্বরূপ, নিত্য ও নিশ্চল। জীব উহাদের ষষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত। এই পাঁচ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। যাহারা ইহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদের বাক্য নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। পঞ্চভূত হইতেই দেহাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার কারণ, তাহা বিনশ্বর, সন্দেহ নাই। পঞ্চভূত, জীব, পূর্ব্বসংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর কারণ। প্রাণিগণ এই আটটি পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমুদয়েই লীন হইয়া থাকে। জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার শরীর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। আবার উহার উৎপত্তিকালে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও জল হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়।

চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ত্বক্ ও জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের জ্ঞানসাধক দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই পাঁচটি উহাদের ক্রিয়া। ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ রস প্রভৃতি আপনাদিগের বিষয় সমুদয় স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, আত্মাই উহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয়-সমুদয় জ্ঞাত হয়; পরে মনোবৃত্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদয়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি এই আটটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্যপ্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ[1] মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত হস্ত, পুরীষ-ত্যাগের নিমিত্ত পায়ু ও রেতোনিঃসারণের নিমিত্ত উপস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে; উহার নাম বল। উহাকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয়সংযোগে বন্ধন—ইন্দ্রিয়নাশে মোক্ষ

ইন্দ্রিয়-সমুদয় শ্রান্তি[2] নিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রামকালে মন স্বকার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই সবিশেষ প্রশংসনীয়।

১। বশীভূত। ২। গৃহবাসের আসক্তিত্যাগ।

১। আহারের জন্য। ২। পরিশ্রমে ক্লান্ত।

ঐ বৃত্তিত্রয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে[১] যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তৎসমুদয় অনুভব করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদ্দশাতে[২] সুখ, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চারিটি সতত বিরাজিত থাকে; এই নিমিত্ত তাঁহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সমুদয় অনুভব করেন। সাত্ত্বিক পুরুষের ন্যায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদের মনোবৃত্তির অনুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও তৎসমুদয় অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ জাগ্রদবস্থাতে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নে এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ আর সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয় এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা অদর্শন প্রাপ্ত হইলে তৎসমুদয় আর দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই অষ্টাদশ গুণ, দেহ ও জঠরানল এই বিংশতি পদার্থের একত্র অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত[৩] বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীব প্রাণবায়ুর সহিত সমবেত হইয়া এই শরীরকে রক্ষা করিতেছেন, আবার তিনিই এই দেহনাশের কারণ। জীব এক পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারব্ধের[৪] ক্ষয় হইলেই দেহ পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ঐ দেহে সঞ্চিত পুণ্য-পাপপ্রভাবে পুনরায় অন্য দেহে অবস্থিত হয়েন। লোকে যেমন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলসমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা বন্ধুবিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অনুতাপ করে না। নির্ব্বোধ লোকেরাই ঐ বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই জীবলোকে কেহই কাহারও সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখ-দুঃখ প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবের জন্ম-মৃত্যু নাই। উনি সময়ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন। কর্ম্মের নাশ হইলেই উহার পুণ্যপাপময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ আবশ্যক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

ষটসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নিস্পৃহতার নিদান—জনক-মাণ্ডব্যসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। যখন আমরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সুহৃদগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদিগের তুল্য ক্রূর পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমরা কেবল বিষয়তৃষ্ণা-প্রভাবেই এইরূপ ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সেই তৃষা নিরাকৃত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। আমি এই উপলক্ষে জনকরাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বিদেহরাজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, 'মহাত্মন। আমার কোন বস্তুতে অধিকার নাই, তথাপি আমি পরমসুখে জীবনযাপন করিতেছি। বিদেহনগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। বিবেকশীল মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। কি ঐহিক সুখ, কি স্বর্গীয় সুখ, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়তৃষ্ণা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে। কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব অভিলষিত

১। জাগিয়া থাকার সময়ে। ২। জাগ্রত অবস্থায়।
৩। সংঘাত—মিলিতাবস্থা। ৪। প্রারব্ধ—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের।

করিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। মনুষ্যেরা সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয়, এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। দুর্ম্মতি মূঢ়েরা যাহাকে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরম সুখলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা বিশুদ্ধ ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।'

বিদেহরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি মাণ্ডব্য নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিলেন।"

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কালগতিপ্রদর্শনে ধর্ম্মের উপাসনার উদ্‌বোধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! এই সর্ব্বলোকভয়াবহ কাল ক্রমশঃ অতীত হইতেছে, অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পিতাপুত্র-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা মোক্ষধর্ম্মকুশল মেধাবী স্বাধ্যায়নিরত স্বীয় পিতাকে মোক্ষলাভে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তাত! মানবগণের সহিত কাল অতি সত্বর অতিবাহিত হইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ইহা অবগত হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন? আমি তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।'

পিতা কহিলেন, 'বৎস! মানবগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ পুত্রোৎপাদন ও তৎপরে অগ্নিসংস্থাপনপূর্ব্বক যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমন ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।'

পুত্র কহিলেন, 'তাত! যখন লোক-সমুদয় নিহত ও সর্ব্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী[1] প্রতিনিয়ত গতায়াত[2] করিতেছে, তখন আপনি কিরূপে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় বাক্যবিন্যাস করিতেছেন?'

পিতা কহিলেন, 'বৎস! কে মানবগণকে নিধন আর কেই বা উহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে? যে অবিনাশিনী নিয়ত গমনাগমন করিতেছে, সেই বা কে?'

পুত্র কহিলেন, 'পিতঃ! মৃত্যু মানবগণকে নিধন, জরা তাহাদিগকে আক্রমণ, আর দিবারাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অনুধাবন করিতেছেন না? যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কখন কাহাকে পরিত্যাগ করে না, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিব? যখন দিন দিন মানবগণের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, তখন অল্পসলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কাহারও সুখপ্রত্যাশা নাই। লোকে যেমন বনমধ্যে একতানমনে পুষ্পচয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্পচয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য অনন্যমনে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পরদিনে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্ণে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ, কার্য্য-সম্পাদন হউক বা না হউক, মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা কেহই অবগত নহেন। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই শাশ্বতী প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মানবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়াই পুত্রদারাদির নিমিত্ত একান্ত

১। অবিনাশিনী: দিবারাত্রি—দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা; কোন কালে ইহা লুপ্ত হয় না। ২। গমন ও আগমন।

বুবান হয় এবং অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের স্তোষসাধন করে। কিন্তু নদী যেমন স্বীয় বেগবলে প্রসুপ্ত ব্যাঘ্রকে প্রবাহিত[১] করে[২] এবং বৃকী যেমন মষকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়াসক্ত স্ত্রীপুত্রাদিসম্পন্ন মানবগণকে তাহার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইয়াছে, এই চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাল কি অপ্রাপ্তফল[৩], কি ক্ষেত্র, আপণ[৪] ও গৃহধর্ম্মে নিরত, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি প্রাজ্ঞ, কি শূর, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। যখন মানবগণ প্রতিনিয়ত মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং বিবিধ কারণ সম্ভূত দুঃখকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কিরূপে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন?

মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহাকে আশ্রয় করে। ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতীত কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সত্যই অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই মৃত্যুর আবাসস্বরূপ। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের বাসভূমি এবং নগরমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই বন্ধনী-রজ্জু[৫]স্বরূপ। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে ঐ বন্ধনী-রজ্জু ছেদন করিয়া দেবসেবিত অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপাত্মারা কখনই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের অনিষ্টাচরণ না করেন এবং যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণে প্রবৃত্ত নহেন, তাঁহাকে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ও শমদমাদি-গুণসম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যবলে মৃত্যুকে পরাজয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই অনিত্য দেহমধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই অবস্থিত রহিয়াছে। মোহান্ধ হইলেই মৃত্যুলাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃতলাভ হইয়া থাকে। অতএব আমি হিংসা ও রাগ-দ্বেষ-পরিশূন্য হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে অবলম্বন-পূর্ব্বক অমরের ন্যায় মৃত্যুকে উপহাস করিব এবং দিবাকরের উত্তরায়ণসময়ে শান্তিমার্গ অবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের সংযমে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তির অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। আমি আপনা হইতে আপনি সম্ভূত হইয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি পুত্রোৎপাদনবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মায় জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিব। পুত্র হইতে কখন আমার পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাঁহার বাক্য ও মন সতত সংযত থাকে এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞই যাঁহার পরম ধর্ম্ম, তিনি অনায়াসে ঐ সকল সৎকর্ম্মপ্রভাবে সমুদয় মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিদ্যার সমান চক্ষুঃ ও ফলত্যাগের তুল্য সুখ এবং বিষয়স্পৃহার সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। একাগ্রতা, সর্ব্বভূতে সমভাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ডপরিত্যাগ, সরলতা ও কার্য্যবিরতি এই সমুদয় ব্রাহ্মণের পরম ধন। হে তাত! যখন আপনাকে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন আপনি কি নিমিত্ত বৃথা ধন, বন্ধু-বান্ধব ও পুত্রদারাদির নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন? এক্ষণে এই দেহমন্দিরপ্রবিষ্ট আত্মাকে অনুধ্যান করুন। আপনার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পুরুষগণ কোথায় গিয়াছেন?'

হে ধর্ম্মরাজ! জ্ঞানবান পুত্র এই কথা কহিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর।"

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

মুক্তিকামার আচার—সমদর্শিতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রয়সম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

১—২। ভাসাইয়া লইয়া যায়। ৩। কাজ করিয়াছে কিন্তু ফল পায় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি। ৪। দোকান। ৫। ঝাঁঝরার দাঁত।

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস। যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্, অল্পাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষে হউক বা পরোক্ষেই হউক, বাক্য, মন ও ইঙ্গিত দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত নহে। হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত। অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত। কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া দণ্ডী[১]দিগের ধর্ম্ম নহে। যদিও তাঁহারা অনেক গৃহ পর্য্যটনপূর্ব্বক ভিক্ষা লাভ করিতে না পারেন, তথাপি পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করিবেন না। মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয়-বাক্য-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন না। সতত স্বধর্ম্মনিরত, দয়াবান্, প্রত্যপকারপরাঙ্মুখ[২], নির্ভয় ও নিরহঙ্কার হইয়া কালহরণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধূমবিহীন[৩] ও অঙ্গারশূন্য[৪] হইবে, তখন উহার মধ্যে মুষলধ্বনি[৫] শ্রবণগোচর হইবে না এবং যখন গৃহস্থেরা ভোজনাবসানে ভোজনপাত্র-সমুদয় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই তাহাদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেহ অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান করিলে তাঁহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন। বস্ত্রাদিসঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহার-সংগ্রহেও যত্নবান্ হইবেন না। লাভ হইলে হৃষ্ট ও লাভ না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা সাধারণোপভোগ্য[৬] মাল্যচন্দনাদি-লাভের বাসনা করিবেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অন্নের দোষগুণ কীর্ত্তন করিবেন না। নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা অন্য কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমজ্ঞানসম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপপুণ্য উপার্জ্জন করিবেন না। বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু বারংবার হইতেছে এবং সকলেরই দেহ ও ইন্দ্রিয়সমুদয় বিনশ্বর, ইহা বিশেষরূপে অনুধাবনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্তচিত্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন এবং কেহ নিন্দা করিলে ব্যথিত হইবেন না। নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম।

সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণান্বিত, সহায়-বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকিবেন। একবারের অধিক কোন স্থানে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও হর্ষে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম।

মহাত্মা হারীত সন্ন্যাস-ধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয়দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই পরমব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন।"

১। দণ্ডাশ্রমীর—সন্ন্যাসীদিগের। ২। পরের অপকারে বিমুখ। ৩। উনুনে আগুন ধরান প্রভৃতি রন্ধনের ব্যাপার। ৪। রন্ধনান্তে অগ্নিনির্ব্বাপণ। ৫। চাউল, ডাইল প্রভৃতি—উখলিতে ধান, বড়াই করিয়া মুষলের আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার। ৬। সাধারণের উপভোগ্য।

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কর্ম্মফলানুসাধিনী গতি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! সকল ব্যক্তিই আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু বস্তুতঃ এই জীবলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই। দেখুন, সকলের পূজনীয় ধর্ম্মাদি দেবগণের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও আমাদিগকে যার পর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, শরীরধারণই দুঃখের কারণ। হায়! আমরা কবে দুঃখনাশক সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও সত্ত্বাদি গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হায়! আমরা কবে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষিদিগের ন্যায় সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিব?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে। কোন পদার্থই সীমাশূন্য নাই। মুক্তিই পুনর্জ্জন্মের অন্ত! ফলতঃ সমস্ত বিষয়েরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ঐশ্বর্য্য সংসারানুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুতঃ দূষণীয় বটে কিন্তু উহা দ্বারা তোমাদের কোন অপকার হইবে না। তোমরা ধার্ম্মিক; সুতরাং শমদমাদির অভ্যাস দ্বারা কিয়ৎকালের মধ্যেই মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য পুণ্যপাপের নিয়ন্তা নহে; প্রত্যুত পুণ্য-পাপ-সমুত্থিত অজ্ঞান দ্বারা তাহাকে অভিভূত হইতে হয়। বায়ু যেমন কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ ধূলিজালে মণ্ডিত হইয়া নানা রূপ ধারণ করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলযুক্ত ও অজ্ঞান দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূন্য হইয়াও গৌরত্বাদি দেহধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেহে দেহে সঞ্চরণ করিতেছেন। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানসমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাস করিতে পারিলেই নিত্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভ হইলেও প্রতিনিয়ত জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের উপাসনা করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদাচ বিরত হয়েন না। এই স্থলে শক্রনির্জ্জিত রাজ্যপরিভ্রষ্ট অসহায় দানবরাজ বৃত্র শত্রুমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ কর।

বিষ্ণুভক্ত বৃত্রের বিচিত্র বৃত্তান্ত—বৃত্র-শুক্রসংবাদ

পূর্ব্বে দৈত্যগুরু উশনাঃ[১] বৃত্রাসুরকে ঐশ্বর্য্যপরিভ্রষ্ট দেখিয়া কহিয়াছিলেন, 'দানবরাজ! তুমি শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া কি দুঃখিত হও নাই?' তখন বৃত্র কহিলেন, 'ভার্গব! আমি তপস্যা ও বেদবাক্যপ্রভাবে প্রাণিগণের সংহার ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হইয়াছি; সুতরাং আমাকে কখনই শোকাকুল বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, আর কতকগুলি দেবলোকে গমনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কালযাপন করিয়া থাকে। জীবগণ স্বর্গে ও নরকে নির্দ্দিষ্টকাল নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপপ্রভাবে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে। উহাদিগকে সহস্র সহস্রবার তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নরকে বাস করিতে হয়। আমি জীবগণের বিষয় এইরূপ অবগত হইয়াছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। মনুষ্য কার্য্যানুসারেই তির্য্যক্‌, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলেই সে বার বার নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহাকে মৃত্যুর পর সুখ-দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় লাভ করিতে হয়। সকল প্রাণীই পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করে।'

ভগবান্ শুক্র বৃত্রাসুরের মুখে এইরূপ সজ্জনোচিত বাক্যশ্রবণে তাহাকে সৃষ্টিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, 'দানবরাজ! তোমার মুখ হইতে কি নিমিত্ত অসুরবিরোধী বাক্য নিঃসৃত হইতেছে?' বৃত্র কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে আমি জিগীষাপরবশ হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ইহা আপনি ও অন্যান্য লোক সকলেই অবগত আছেন। আমি দৈত্যগণের পুষ্পোদ্যান[২] ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু অধিকার করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকত্রয়কে অতিক্রম ও অভ্যুদয়[৩] লাভ করিয়াছিলাম। আমি প্রভাববলে[৪]

১। শুক্রাচার্য্য। ২। ফুলের বাগান। ৩। উন্নতি। ৪। [illegible]

পরিব্যাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম। তৎকালে আমাকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি তপোবলে এইরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলাম; আবার স্বীয় কর্ম্মদোষেই উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি কেবল স্বীয় ধৈর্য্যবলে ঐ বিষয়ে আর শোকপ্রকাশ করিতেছি না।

পূর্ব্বে আমি মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার সেই বিষ্ণুদর্শনস্বরূপ তপস্যা-জনিত শুভাদৃষ্টের ফলভোগ অবশিষ্ট আছে। আমি সেই শুভাদৃষ্টপ্রভাবে আপনাকে কর্ম্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য কোন বর্ণে[1] অবস্থান করে এবং লোকে কি প্রকারেই বা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়? কাহা হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া জীবিত থাকে? জীব কোন ফলপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, আর যে ফল দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সেই ফলই বা কোন কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়? আপনি ইহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর দানবরাজ বৃত্র ঐ কথা কহিলে মহর্ষি উশনা যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি অনুজগণ-সমভিব্যাহারে অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর।"

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সনৎকুমার কর্ত্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন

তখন শুক্রাচার্য্য কহিলেন, 'দানবরাজ! এই ভূমণ্ডল যাঁহার অধঃ, আকাশমণ্ডল যাঁহার মধ্যভাগ এবং মোক্ষধাম যাঁহার মস্তক, আমি সেই ভগবান নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।'

দৈত্যাধিপতি বৃত্র ও মাহাত্মা শুক্রাচার্য্য উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার তাঁহাদিগের সন্দেহভঞ্জনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অসুরেন্দ্র বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে দর্শনমাত্র যথোচিত পূজা করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন। মহাত্মা সনৎকুমার সেই আসনে আসীন হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহাত্মন! আপনি দানবেন্দ্রের নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন।'

তখন মহাত্মা সনৎকুমার বৃত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই পরমপুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূতসমুদয়ের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমুদয় ভূত তাঁহা হইতেই সম্ভূত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়সংযমপ্রভাবেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। যিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে নিষ্কাম যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্য দ্বারা চিত্তসংশোধন করেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়েন। সুবর্ণাদি ধাতু যেমন স্বর্ণকার কর্ত্তৃক বারংবার হুতাশনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণ বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধিলাভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবারমাত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই পরম যত্নসহকারে কেবল যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্যপ্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। স্বীয় কলেবরস্থ মলমার্জ্জনের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক দোষ-সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন তিলসর্ষপাদিতে[2] একবার অল্পসংখ্যক পুষ্প প্রদান করিলে উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয় না; তদ্রূপ এক জন্মে অল্পমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা সমুদয় দোষ দূরীকৃত করা যায় না। আর যেমন তিলসর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়; তদ্রূপ মানবগণের বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহজনিত দোষসমুদয় একবারে নিরাকৃত হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে কর্ম্মানুরক্ত ও কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা যেরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যেরূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। জন্মমৃত্যুরহিত ভগবান নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতমধ্যে দেহ ও জীবরূপে

১। শ্বেতদ্বীপাদি স্বর্গখণ্ড।

২। তিল তৈল কিংবা সরিষার তৈল।

বিরাজিত রহিয়াছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার পদযুগল পৃথিবী, মস্তক স্বর্গ, চারি বাহু চারি দিক্, কর্ণ আকাশ, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্র, বুদ্ধি জ্ঞান এবং রসনা সলিলরূপে অবস্থান করিতেছে। গ্রহ-সমুদয় তাঁহার ভ্রূদেশে ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে সন্নিহিত রহিয়াছে। নক্ষত্রসমুদয় তাঁহার নেত্র হইতে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও তাঁহা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। তিনি সমুদয় আশ্রম, জপাদি কর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্মের ফলস্বরূপ। তাঁহার রোম সমুদয় ছন্দঃ ও বাক্য প্রণব। তিনি সমুদয় আশ্রমের আশ্রয়। তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধর্ম্ম, তপস্যা, সৎ ও অসৎকার্য্য, মন্ত্র, শাস্ত্র, যজ্ঞপাত্র, ষোড়শ ঋত্বিকযুক্ত যজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, পুরন্দর, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবেররূপে অবস্থান করিতেছেন। ঋত্বিকগণ তাঁহাকে ইন্দ্র-মহেন্দ্রাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়াও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমুদয় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগবান নারায়ণেরই অধীনে অবস্থান করিতেছে। বেদে তাঁহাকেই এই বিবিধ ভূতগ্রামের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জীবগণ যখন জ্ঞানপ্রভাবে সমুদয় সেই নারায়ণময় অবলোকন করে, তখনই তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

গুণভেদে বর্ণভেদ—গুণানুরূপ বর্ণ

স্থাবর জীবগণ সহস্র-কোটি কল্পকাল অবস্থান ও জঙ্গম জীবেরা তাবৎকাল সঞ্চরণ করিতেছে। এক যোজন বিস্তৃত, পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ ও এক ক্রোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘিকার জল প্রতিদিন একবারমাত্র কেশাগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে তৎসমুদয় যত দিনে শুষ্ক হয়, তত দিনে সমুদয় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে। জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার;—কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, রক্ত, হারিদ্র[1] ও শুক্ল। এই সমস্ত বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখসম্পাদক। তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থাবরযোনি, রজ ও তমোগুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ তির্য্যক্‌যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রজ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে রক্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য[2], সত্ত্বপ্রাধান্যে হারিদ্রাবর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিষ্পাপ, বিগতশোক ও শ্রমবিহীন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্লভ। কেননা, জীব সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আত্মানুভবাত্মিকা[1] গতি লাভ করিয়া থাকে। গতি শুক্লাদি বর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদিকালের প্রভাবেই হইয়া থাকে। শুক্ল ভিন্ন অন্যান্য বর্ণসমুদয়ের গতি চতুর্দ্দশ প্রকার। ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবান্তরভেদ আছে। গুণপ্রভাবেই জীবের উন্নত লোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট। ঐ বর্ণপ্রভাবে জীব নরকে বাস ও লক্ষ লক্ষ বৎসর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া কালযাপন করিতে হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই জীব নীল-বর্ণ লাভ করে। যখন তাহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন সে তমোগুণবিমুক্ত ও রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শ্রেয়োলাভার্থ যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করে। তৎপরে সে এক কল্প পুণ্য-পাপ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে শত কল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া অসংখ্য কল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে একবিংশতি সহস্র গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রদ কর্ম্মসমুদয় হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধোগতি হইয়া থাকে। জীব সতত দেবলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যদেহে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বিমুক্ত হয়। যদি জীব কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় পাপাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

১। হারিদ্রবর্ণ—হলুদে বর্ণ। ২। ব্রহ্মাদির বর্ণ।

১। আত্মানুভবাত্মিকা—আত্মার অনুভূতিসম্বলিতা।

গুণভেদে গতিভেদ—গুণানুসারিণী গতি

হে দানবরাজ। এক্ষণে জীব যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব সাত শত দৈবকল্প রক্ত, হারিদ্র ও শুক্লবর্ণ ভোগ করে। মহাত্মারা শুক্লবর্ণ লাভ করিয়া মনোভিলাষ-লভ্য অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। শুক্লবর্ণের গতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন। জীব যোগৈশ্বর্য্য-ভোগে আসক্ত হইলে তাহাকে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে বাস করিতে হয়। ঐ কল্প অতীত হইলেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যিনি অনুরাগাদি দোষশূন্য হইয়াও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া যোগৈশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তিনি এক শত কল্প ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত[১] লোকে বাস করিয়া পরিশেষে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক মহত্ত্ব লাভ করেন। অনন্তর সেই মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধতন লোকে গমনপূর্ব্বক সাত লোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। ঐ সকল অতিক্রম করিবার সময় লোক-সমুদয়ের বারংবার জন্মমৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি ঊর্দ্ধতন লোকসমুদয়ও অনিত্য বোধ করিয়া ঐ সমুদয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবলোকেই অবস্থান করেন। তৎপরে তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয়।

ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধু ব্যক্তি মুক্তিলাভকালে ইন্দ্রিয়-সমুদয় ও প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভস্মীভূত করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন। জীবগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। পরিশেষে প্রলয়কালে তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ সকল মধ্যে যে মহাত্মারা সিদ্ধলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তাঁহারা প্রলয়কালেও ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম বৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ব্যথিত না হইয়া যত কাল ইহলোকে অবস্থান করেন, তাবৎ কাল তাঁহার শরীরে বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করিয়া থাকে। ঐ সময় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত ও সর্ব্বময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

বৃত্রাসুরের বৈষ্ণবী গতি

মনুষ্য প্রথমতঃ বিশুদ্ধ মন দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং পরিশেষে অক্ষের সিদ্ধান্ত দুর্লভ মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। হে দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকট নারায়ণের মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।'

সনৎকুমার এই কথা কহিলে দানবরাজ বৃত্র তাঁহাকে কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয়ই যথার্থ। এই বিশ্বসংসার অলীক বলিয়াই আমি বিষণ্ণ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্য-শ্রবণে আমি নিষ্পাপ ও শোকমোহবিহীন হইলাম। ভগবান নারায়ণের এই অনন্ত কালচক্র নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ চক্রপ্রভাবেই সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি হইতেছে। তিনি পুরুষোত্তম এবং তাঁহাতেই এই জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।' দৈত্যাধিপতি বৃত্র এই কথা কহিয়া পরমব্রহ্মে আত্মসংযোজনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন।"

কৃষ্ণ কি নারায়ণ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান নারায়ণ?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশস্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে বিরাট্ পুরুষেরও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময়ে সলিলশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোকসমুদয় বিনষ্ট হইলে, এই অনাদিনিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদয় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

১। ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য।

কর্মগতিভীত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের আশ্বাস

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবরাজ বৃত্র স্বয়ং আপনার সদ্গতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোকপ্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত সর্ব্বদাই সুখে অবস্থান করিতেন। যাঁহারা শুক্লবর্ণে অবস্থিত, শুদ্ধবংশসম্ভূত ও সিদ্ধ, তাঁহারাই তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা হারিদ্র ও রক্তবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দৈবনিবন্ধন তামসিক কার্য্যে আসক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা সুখদুঃখে একান্ত আসক্ত রহিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কৃষ্ণ বা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উভয়ের অন্যতর গতি লাভ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমরা শংসিতব্রত ও বিশুদ্ধ পাণ্ডবংশসম্ভূত। অতএব তোমরা দেবলোকে গমন করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিবে এবং তৎপরে পুনরায় দেবলোক গমনপূর্ব্বক সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধপুরুষমধ্যে গণনীয় হইবে। তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই; সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।"

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ইন্দ্র বৃত্র বিরোধ—বৃত্রসহ যুদ্ধে ইন্দ্রের মোহ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! অতুল তেজঃসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অসুররাজ বৃত্রের কি অনির্ব্বচনীয় ধার্ম্মিকতা! তিনি অসুর হইয়া কিরূপে অমিততেজাঃ ভগবান্ বিষ্ণুর দুর্জ্ঞেয় মহিমা পরিজ্ঞাত হইলেন? আপনি আমার নিকট বৃত্রের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; আমিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বৃত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত পরমধার্ম্মিক বৃত্র কিরূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অসুররাজ বৃত্র যেরূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন এবং যেরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইল, আপনি তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে দেবগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া দেখিলেন, পঞ্চ শত যোজন উন্নত, তিন শত যোজন বিস্তৃত অসুররাজ বৃত্র দানবসৈন্যের অগ্রভাগে পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ সেই ত্রিলোকদুর্জ্জয় মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন। সহসা ভয়ঙ্কর রূপ-দর্শনে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ[১] হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষের বাদিত্রনিস্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অসুররাজ বৃত্র ইন্দ্রকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া অণুমাত্রও সম্ভ্রম, ভয় বা যত্ন করিলেন না।

তৎপরে দেবরাজ ও মহাত্মা দানবরাজের ভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অসি, পট্টিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, শিলা, শরাসন এবং অনল ও উল্কা প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সংগ্রামস্থল সমাকীর্ণ হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ দৈত্যেন্দ্র বৃত্র ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষণ করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক অচিরাৎ সেই প্রস্তরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী দানবরাজ মায়াযুদ্ধে দেবেন্দ্র পুরন্দরকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন, 'সুররাজ! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ, অসুরঘাতী ও অসাধারণ বলসম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? ঐ দেখ, লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ভগবান চন্দ্র ও অসংখ্য মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ইতরলোকের ন্যায় বিমোহিত না হইয়া যুদ্ধবিষয়িণী শ্রেষ্ঠবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাভূত কর। ঐ দেখ, সর্ব্বলোকনমস্কৃত লোকগুরু ভগবান ত্রিনয়ন তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; তুমি অচিরাৎ মোহ পরিত্যাগ কর। ঐ দেখ,

---

১। উরুস্তম্ভ—উরু সন্ধিতে যোজনাশক্তি রহিত।

বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন।'

মোহমুক্ত বাসবের যুদ্ধার্থ পুনরভ্যুত্থান

অতুল তেজঃসম্পন্ন দেবরাজ মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ প্রবোধিত[১] হইয়া প্রভূত বল ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার উৎকৃষ্ট যোগবলে বৃত্রের মায়া তিরোহিত হইল। অনন্তর অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ[২] বৃত্রের অসীম পরাক্রম-দর্শনে লোকের হিতকামনায় দেবদেব মহাদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবান্! অসুররাজ বৃত্র যাহাতে নিপাতিত হয়, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।' মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র ভূতভাবন ভগবান মহেশ্বরের তেজঃ জ্বররূপী হইয়া দৈত্যবর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় লোকরক্ষণনিরত সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণুও ইন্দ্রের বজ্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি, মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ লোকপূজিত বাসবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'দেবরাজ! তুমি অবিলম্বে বৃত্রকে জয় কর।' দেবদেব মহাদেব পুরন্দরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুররাজ! এই মহাবল-পরাক্রান্ত বৃত্র সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্রগামী ও বহুমায়াসম্পন্ন। এই দানব তোমার প্রধান শত্রু, অতএব তুমি অচিরাৎ এই ত্রৈলোক্য-বিজয়ী অসুররাজকে নিপাতিত কর। ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে এই অসুর বললাভের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের মহত্ত্ব, মহামায়া, মহাবল ও উৎকৃষ্ট তেজঃ লাভ করিয়াছে। এক্ষণে আমার তেজঃ তোমার দেহে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি সেই তেজঃপ্রভাবে বজ্র দ্বারা অবিলম্বে ইহাকে সংহার কর।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে আপনার সমক্ষেই এই বজ্র দ্বারা এই দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজকে নিপাতিত করিব।'

অনন্তর রুদ্রজ্বর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। দেবতা ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি সহস্র বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে সমুদয় অসুরগণের স্মরণশক্তি বিলুপ্ত ও মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ঐ সময় দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্রকে জ্বরাক্রান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দেবদেব মহাদেব ও ইন্দ্রকে বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া সুররাজকে যুদ্ধার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামস্থলে ঋষিগণ স্তব করাতে রথারূঢ় মহাত্মা শতক্রতুর রূপ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যুদ্ধে উদ্যত বৃত্রের দুর্নিমিত্তাদি সন্দর্শন

হে ধর্ম্মরাজ! অসুররাজ বৃত্র জ্বরাবিষ্ট হইলে তাঁহার শরীরে যে যে চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সময় দানবরাজের মুখ প্রজ্বলিত এবং সর্ব্বশরীর বিবর্ণ, বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্মরশক্তি অশিব[১]দর্শনা শিবারূপে দৈত্যেশ্বরের মুখ হইতে বিনির্গত হইল; উল্কাসমুদয় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল এবং গৃধ্র, কঙ্ক ও বক-সমুদয় একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে চক্রের ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

বৃত্রদেহ-নিঃসৃত ব্রহ্মহত্যার ইন্দ্রানুসরণ

তখন দেবরাজ রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক বজ্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামস্থ বৃত্রকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তীব্রজ্বরসমন্বিত অসুররাজ বৃত্র জৃম্ভণ ও ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাতেজাঃ ইন্দ্র বৃত্রকে জৃম্ভণপরায়ণ অবলোকন করিয়া অবিলম্বে কালানলসদৃশ[২] বজ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে নিপাতিত করিলেন। বৃহদকায় বৃত্র সমরাঙ্গনে নিপাতিত হইলে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দৈত্যদলন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে এইরূপে নিপাতিত করিয়া বিষ্ণুযুক্ত বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ প্রস্থান করিলে পর দানবরাজ বৃত্রের শরীর হইতে কপালমালিনী, রুধিরার্দ্রা, ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা

১। উদ্বোধিত। ২। পরম ঋষিগণ।

১। অমঙ্গল। ২। মৃত্যুকালীন অ.গ্নতুল্য—প্রলয়াগ্নিতুল্য।

বিনির্গত হইল। উহার বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল, কেশপাশ আলুলায়িত, নেত্র অতি ভীষণ, তনু কৃশ ও পরিধান চীরবন্ধল। ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুরের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে একদা বৃত্রহন্তা দেবরাজ পুরন্দর লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখীন হইল। দেবরাজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া মৃণালতন্তুমধ্যে গমনপূর্ব্বক বহু-বৎসর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। পরিশেষে তিনি তথা হইতে বিনির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যার বিনাশার্থ বিশেষরূপে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মহত্যাকে নিরাকৃত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন ভগবান কমলযোনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত দেখিয়া ব্রহ্ম-হত্যাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'সুশীলে! তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবরাজকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীত হইব এবং তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।

তখন ব্রহ্মহত্যা কহিল, 'পিতামহ! আপনি ত্রিলোকপূজিত ও ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াতেই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার নিকট আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এক্ষণে আমি কোথায় বাস করিব, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনিই লোকসকলকে রক্ষা করিবার বাসনায় "লোকে ব্রাহ্মণ বিনাশ করিলেই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে" এই নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনাকে প্রীত ও প্রসন্ন দেখিয়া ইন্দ্রের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।'

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যা-নিবাস ব্যবস্থা

তখন পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ইন্দ্রের দেহ হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিকে স্মরণ করিবামাত্র হুতাশন তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন! আমি আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'হুতাশন! আমি অদ্য সুরপতির মুক্তিসাধনের নিমিত্ত এই ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিব। তুমি ইহার এক অংশ গ্রহণ কর।' অগ্নি কহিলেন, 'পিতামহ! আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, আপনি তাহার উপায় ব্যক্ত করুন।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'হুতাশন! যে ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্বলিত দেখিয়া তমোগুণ-প্রভাবে বীজ, ঔষধি ও রস লইয়া তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে। তুমি সন্তপ্ত হইও না।' প্রজাপতি এই কথা কহিলে হুতাশন তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ-সমুদয়কে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বহ্নির ন্যায় ব্যথিতমনে তাঁহাকে কহিল, 'পিতামহ! আমাদিগের এই পাপ কিরূপে ধ্বংস হইবে? দেখুন, আমরা প্রতিনিয়ত শীত, আতপ ও বায়ু সহ্য করিতেছি, আবার মনুষ্যগণ আমাদিগকে সতত ভেদ ও ছেদন করিয়া থাকে; এইরূপে আমরা দৈববর্জ্জিত অভিহত হইয়া রহিয়াছি। অতএব যদি আপনি আমাদের ঐ পাপনাশের উপায় বিধান করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনার নির্দেশানুসারে উহা গ্রহণ করিব।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে উদ্ভিদগণ! পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে যদি কেহ মোহবশে তোমাদিগকে ছেদন করে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা-পাপ তাহাকেই আশ্রয় করিবে।' ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, বৃক্ষ-গুল্মাদি উদ্ভিদগণ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে সৎকারপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান প্রজাপতি অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে অপ্সরাগণ! এই ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা ইহার একাংশ গ্রহণ কর।' তখন অপ্সরাগণ

কহিল, 'পিতামহ! আমরা আপনার নির্দেশানুসারে ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ক্রমে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে বরবর্ণিনীগণ! যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে তাহাকেই আশ্রয় করিবে। তোমরা দুঃখ পরিত্যাগ কর।' প্রজাপতি এই কথা কহিলে, অপ্সরাগণ প্রফুল্লমনে তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

সলিল কর্তৃক ব্রহ্মহত্যার শেষাংশ ধারণ

অনন্তর ভগবান প্রজাপতি সলিলকে স্মরণ করিলেন। সলিল স্মরণমাত্রেই তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতামহকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন! এই আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি ইহার একাংশ গ্রহণ কর।' তখন সলিল কহিল, 'ভগবন! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমি যাহাতে সময়ানুসারে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনি এই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়; সুতরাং এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে প্রসন্ন করিব?' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে সলিল! যে ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকেই আশ্রয় করিবে। তাহা হইলেই তোমার উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।'

ব্রহ্মা এইরূপ উপায়বিধান করিলে ব্রহ্মহত্যা দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানসমুদয়ে গমন করিল। তৎপরে সুররাজ ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলেন এবং পুনরায় আপনার সম্পদ লাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজিত করিয়া অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। শিখণ্ড[১] নামক উদ্ভিদ ঐ সময় বৃত্রাসুরের শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। ইহারাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীতে সকলের অজেয় হইবে। যাহারা প্রতি পর্ব্বে ব্রাহ্মণসন্নিধানে এই ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয়-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাহাদিগকে কখনও পাপ-ভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের অদ্ভুত কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।"

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের জ্বরোৎপত্তি জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম। আপনার মুখে এই বৃত্রাসুরবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে আর একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আপনি ইতিপূর্ব্বে কহিলেন যে, দানবরাজ বৃত্র জ্বররোগে মোহিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রাস্ত্র-প্রভাবে তাঁহাকে নিহত করিলেন। কিন্তু এই জ্বররোগ কোন স্থান হইতে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা আমি অবগত নহি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত জ্বরোৎপত্তিবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুমেরুপর্ব্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্ন-বিভূষিত ত্রিলোকপূজিত অনুপম শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গে কোন ব্যক্তিই গমন করিতে সমর্থ হইত না। ভগবান ভূতভাবন সেই সুবর্ণবিভূষিত সুমেরু-শৃঙ্গের শিলাতলে উপবিষ্ট থাকিতেন; শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীও সতত তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। মহানুভব-দেবগণ, অমিতপরাক্রম

১। ময়ূর খ্যাত বৃক্ষবিশেষ।

বসুগণ, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ-পরিবেষ্টিত যক্ষাধিপতি কুবের, মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবগণ, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, বহুসংখ্যক অপ্সরা এবং অসংখ্য বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও তপোধনগণ তথায় আগমন করিয়া দেবাদিদেবের উপাসনা করিতেন। তথায় নানাগন্ধসমযুক্ত পবিত্র সমীরণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইত। সকল সময়ে সমুদয় ঋতুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। নানারূপধারী বিকটমূর্ত্তি মহাবলপরাক্রান্ত ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অনুচরগণ সতত শঙ্করের সমীপে সমুপস্থিত থাকিত। ভগবান নন্দী প্রজ্বলিত শূল ধারণ করিয়া সতত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। সর্ব্বতীর্থময়ী[1] সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনায় তৎপর থাকিতেন। এইরূপে ভগবান ভূতভাবন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই সুমেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে প্রজাপতি দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ যজ্ঞে গমন করিবার মানসে সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের আদেশানুসারে অনল ও সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন। শৈলরাজদুহিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন! ইন্দ্রাদি দেবগণ কোন্ স্থানে গমন করিতেছেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

শিবরহিত যজ্ঞের ব্যর্থতা

তখন মহাদেব কহিলেন, 'দেবি! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন।' পার্ব্বতী কহিলেন, 'মহান! আপনি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন না, আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি?' মহাদেব কহিলেন, 'প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে যজ্ঞভাগকল্পনার সময় দেবগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতি অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না।' তখন পার্ব্বতী কহিলেন, 'মহাভাগ! আপনি রূপ, গুণ, যশঃ, তেজঃ ও প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনাকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম।' পার্ব্বতী পশুপতিকে এই কথা কহিয়া দুঃখিতমনে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান ভূতভাবন ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীকে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচরগণসমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণমধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিত্যাগ, কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ যজ্ঞাগ্নিতে রুধির বর্ষণ, কেহ কেহ যূপ উৎপাটনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ এবং কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া যজ্ঞের পরিচারকদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

মহাদেবের অনুচরগণ এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে যজ্ঞ[1] নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পলায়ন করিতে লাগিল। ভগবান মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসনে শরসংযোজনপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যজ্ঞের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার বিকট ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল। ঘর্ম্মবিন্দু নিপাতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নিসদৃশ হুতাশন প্রাদুর্ভূত ও ঐ হুতাশন হইতে এক খর্ব্বাকার[2], মহাবলপরাক্রান্ত, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সম্ভূত হইল। উহার পরিধান রক্তাম্বর, নেত্র লোহিত, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ এবং শরীর শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অনল যেমন কক্ষকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ সেই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইলেন। বসুমতী সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহাপুরুষের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সমুদয় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

শিবরোষে জ্বরোৎপত্তি—জ্বরের বহু বিভাগ

এইরূপে সমুদয় লোক নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে

১। যাঁহার পুণ্যজলে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থের ফললাভ হয়।

১। যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ২। বিকৃত মুখ।

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহেশ্বর! ঐ দেখুন, সমুদয় লোক উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই সমুদয় ঋষি ও দেবতা আপনার ক্রোধদর্শনে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না; অতএব আপনি অচিরাৎ ক্রোধ সংবরণ করুন। দেবগণ অদ্যাবধি আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ জ্বরনামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে, কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থিত থাকিলে সমুদয় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি এই তেজোরাশিকে বহু ভাগে বিভক্ত করুন।'

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ভগবান ভবানীপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে তিনি সাতিশয় প্রীতমনে ও পর্ব্বিতবচনে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় ভাগ স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব জীবগণের শান্তি-বিধানার্থ জ্বরকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরঃসন্তাপ, পর্ব্বতের শিখা, সলিলের শৈবাল ভুজঙ্গের নির্ম্মোক, গো-সমুদয়ের পাদরোগ, পৃথিবীর উষরতা পশুদিগের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দূলের শ্রমই জ্বর নামে কথিত হইয়া থাকে। আর ঐ জ্বর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। দেবাদিদেব মহাদেবের ঐ জ্বর নামক সুদারুণ তেজ সমুদয় জীবের নমস্য ও মান্য। দানবরাজ বৃত্র ঐ জ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে অসুররাজের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তিনি নারায়ণে একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে জ্বরোৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর। যিনি অবহিতচিত্তে এই জ্বরোৎপত্তি-বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগশূন্য ও সুখী হইয়া পরমাহ্লাদে অভিলষিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।"

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

শিবহীন দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, "ভগবন্! বৈবস্বত মনুর অধিকারসময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধযজ্ঞ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কিরূপে পার্ব্বতীর দুঃখদর্শনে কোপান্বিত বিশ্বাত্মা দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রাচেতস দক্ষ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষি পরিসেবিত; বিবিধ দ্রুমলতা-পরিশোভিত হরিদ্বারে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণিগণ দক্ষ প্রজাপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, ইন্দ্রের সহিত অপ্সরারা, আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধ্যগণ, ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিমান আরোহণে আগমনপূর্ব্বক অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দক্ষযজ্ঞে দধীচি ও নারদের অনাদর প্রদর্শন

এইরূপে সেই যজ্ঞস্থল দেবদানবাদিতে পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা দধীচি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, 'হে মহাশয়গণ! যে যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্র পূজিত না হয়েন, তাহাকে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। হায়! কালের কি বিপরীত গতি! তোমরা কেবল বধ ও বন্ধনলাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ। তোমাদের যে বিনাশকাল ও মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, মোহবশতঃ তাহা তোমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না।' পরম-যোগী দধীচি ইহা কহিয়া ধ্যানে মনোনিবেশপূর্ব্বক

দেখিলেন যে, মহাত্মা নারদ হরপার্বতীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তিরা সকলে একপরামর্শ[1] হইয়া মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করে নাই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চনা করে, তাহাকে নরহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমি পূর্বে কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং কোন কালে মিথ্যাকথা কহিব না; এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণসমাজে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা ভগবান্ পশুপতি অচিরাৎ এই যজ্ঞে সমাগত হইবেন।'

মহাত্মা দধীচি এই কথা কহিলে, দক্ষ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, 'মহর্ষে। ইহলোকে জটাজুটধারী শূলহস্ত একাদশ রুদ্র বর্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে, তাহা আমি অবগত নহি।'

তখন দধীচি কহিলেন, 'দক্ষ। তোমরা সকলে একপরামর্শ হইয়া দেবদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার তুল্য প্রধান দেবতা আর কেহই নাই অতএব যখন তুমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে।'

দক্ষ কহিলেন, মহর্ষে। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবিঃ সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আমি অবশ্যই ঐ যজ্ঞভাগ দ্বারা সেই ভগবান্‌কে পরিতৃপ্ত করিব।' মহর্ষি দধীচি ও দক্ষের এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা[2] হইতে লাগিল।

অনিমন্ত্রিত শিবক্রোধে যজ্ঞে বীরভদ্র-উৎপত্তি

এ দিকে কৈলাস-পর্বতে দেবী পার্বতী আপনার ভর্তার নিমন্ত্রণ না হওয়াতে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হায়। আমি কিরূপ দান বা তপোনুষ্ঠান করিলে আমার পতি ভগবান্ ত্রিলোচন যজ্ঞের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ লাভ করিতে পারিবেন?'

এই নিত্যসন্তুষ্ট দেবদেব মহাদেব স্বীয় পত্নীর এইরূপ সখেদবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, 'কৃশাঙ্গি। আমি সমুদয় যজ্ঞের ঈশ্বর। আমার প্রতি কিরূপ বাক্যপ্রয়োগ করা কর্তব্য, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। অদ্য তোমার মোহবশতঃই ইন্দ্রাদি দেবতা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মুগ্ধ হইয়াছে। ধ্যানবিহীন অসাধু ব্যক্তিরা কদাচ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। স্তুতিপাঠকেরা যজ্ঞে আমারই স্তব করিয়া থাকে, সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই উদ্দেশ করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র গান করেন ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমারই উপাসনা করেন এবং ঋত্বিক্‌গণ আমাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন।'

দেবী কহিলেন, 'নাথ। অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসমক্ষে আপনার প্রশংসা ও গর্ব করিতে পারে।'

মহাদেব কহিলেন, 'দেবি। আমি আত্মশ্লাঘা করি নাই। এক্ষণে তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর।' ভূতভাবন ভগবান মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া উমাকে এই কথা কহিয়া মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরই বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। বীরভদ্র মহেশ্বরের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি অবিলম্বে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর।' তখন সেই শিববদন-নির্মুক্ত সিংহতুল্য বীরপুরুষ দেবীর ক্রোধশান্তির নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভীষণমূর্তিধারিণী মহাকালী সেই বীরপুরুষের অনুগামিনী হইলেন।

গৌরীরোষজাতা কালীসহায়ে বীরভদ্রের যজ্ঞভঙ্গ

অনন্তর সেই ভগবান রুদ্রের ন্যায় অনন্তবলবীর্য্য-সম্পন্ন অতুল-শৌর্য্যশালী মূর্তিমান ক্রোধস্বরূপ মহাবীর দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক আপনার সমুদয় রোমকূপ হইতে অসংখ্য রুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকায় বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া বীরভদ্র-সমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থে অবিলম্বে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন, পর্বত-সমুদয় বিদীর্ণ, বসুন্ধরা কম্পিত, বায়ু বিঘূর্ণিত ও সাগর ক্ষুভিত হইতে লাগিল।

১। একমত। ২। [illegible]।

অগ্নি ও প্রভাকর[১] প্রভাশূন্য হইলেন; চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্র-সমুদয় আর প্রকাশিত হইল না; দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উগ্রত্য ব্যক্তিগণকে প্রহার ও কেহ কেহ যূপ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও আভরণ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম অন্নপানের স্তূপ সমুদয়ই ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খণ্ড[২], শর্কর ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয়-সমুদয় নানাপ্রকার মুখ দ্বারা ভোজন ও পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভোজ্যদ্রব্য-সমুদয় দন্ত দ্বারা ছেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সুরসৈন্যদিগকে ভীত ও ক্ষুভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ সুরনারীদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মহাবীর বীরভদ্র ক্রোধপ্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্ব্বদেব-সুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া মৃগরূপী[৩] পলায়মান যজ্ঞের[৪] শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শিব-শরণাগত দক্ষের যজ্ঞসাফল্য

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ, বীরভদ্রের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি কে?' তখন বীরভদ্র দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞস্থলে ভোজন বা কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিতে আসি নাই। দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হওয়াতে সর্ব্বাত্মক ভগবান রুদ্র স্বয়ং ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমার নাম বীরভদ্র। আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আর দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীরনারী সঞ্জাত হইয়াছেন। ইঁহার নাম ভদ্রকালী। আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের নির্দেশানুসারে তোমর এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। অন্য দেবতার নিকট বর গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিতঃ হওয়াই শ্রেয়ঃ।'

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে ধার্ম্মিকপ্রধান দক্ষ তাঁহার বাক্যানুসারে মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্তব দ্বারা তাঁহার তুষ্টিসম্পাদন করিবার বাসনায় কহিলেন, 'আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর, বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম।' তখন দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে সহস্র-সূর্য্যসঙ্কাশ সংবর্ত্তক-সদৃশ ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ভূতপিশাচোপদ্রুত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহসা সমুত্থিত হইলেন এবং দক্ষের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্। তোমার কি উপকার করিব?' প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবান্। যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে প্রিয়পাত্র-বোধে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক বর প্রদান করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আমার যে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুকালে বহু-যত্নে সঞ্চিত যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্ফল না হয়।' তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভগবান্ বিরূপাক্ষ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন; প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি রুদ্র হইতে এই বরলাভ করিয়া ক্ষিতিতলে জানুদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক অষ্টোত্তর-সহস্র নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক মহাদেবের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

১। সূর্য্য। ২। মিশ্রি। ৩—৪। মৃগরূপে পলায়মান যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার—যজ্ঞ বলিলে অগ্নি আহুতি প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ সমস্ত উপলক্ষিত হইলেও উহার একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

দক্ষের শিব-সহস্রনাম স্তব

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতামহ। প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল নাম শ্রবণ করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। আমি অদ্ভুতকর্ম্মা মহাদেবের গুপ্ত ও প্রকাশিত নামসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞাবসানে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, 'হে দেবদেবেশ। তুমি অসুরগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। তোমা হইতেই বলদৈত্য নিহত হইয়াছে। দেবতা ও দানবগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন। তুমি সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর। তোমার হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, ও মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত হইতেছে। তুমি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি অর্ণবমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক। তুমি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব: তোমাকে নমস্কার। গায়ত্রী ও সূর্য্যের উপাসকগণ তোমাকেই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে অর্চ্চনা করেন। মনীষিগণ তোমাকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তুমি সমুদ্র ও আকাশের ন্যায় মহামূর্ত্তি। গোকুল[১] যেমন গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ দেবগণ তোমারই মূর্ত্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি তোমার শরীরমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বৃহস্পতিকে অবলোকন করিতেছি। তুমি কার্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও করণ। তুমিই স্থূল-সূক্ষ্মের উৎপত্তি ও নাশের হেতু। তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, অন্ধকঘাতী[২], ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরহন্তা। তুমি চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধারী, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, ঊর্দ্ধদংষ্ট্র, ঊর্দ্ধকেশ, বিশুদ্ধ, বিশ্বময়, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব; তোমাকে নমস্কার। তোমার তুল্য আর কেহই নাই। তোমার রূপ নানাপ্রকার। তুমি পরম কল্যাণময়। তুমি সূর্য্যমণ্ডল, তুমি সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যধ্বজ ও সূর্য্যপতাকাসম্পন্ন। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুর্দ্ধর, শত্রুমর্দ্দন ও দণ্ড। তুমি পর্ণচীর[১] পরিধান করিয়া থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান। তুমি শর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তুমি হোত্র, মন্ত্র ও শুক্লবর্ণ ধ্বজপতাকা-যুক্ত, তুমি আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলাস্বরূপ। তুমি আবরকদিগের আবরক, কৃশনাস, কৃশাঙ্গ, কৃশ ও সংহৃষ্ট। তুমি শয়ান, উত্থিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, জটিল এবং নৃত্য ও গালবাদ্যনিরত। তোমার সর্ব্বাগ্রে পূজা লাভ করিবার অভিলাষ নাই। তুমি সর্ব্বদা গীতবাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ। তুমি জ্যেষ্ঠ, বলনিসূদন, কালনাথ এবং কল্প, প্রলয় ও উপপ্রলয়স্বরূপ। তুমি দুন্দুভি-নিস্বনের ভীষণ শব্দের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক। তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহুযুক্ত ও কপালপাণি। তুমি চিতাভস্মপ্রিয়, ভীষণ ও ভীম। তুমি বিকৃতবক্ত্র খড়্গজিহ্ব, দংষ্ট্রী, যজ্ঞীয়[২] পক্ব ও অপক্ব মাংসলুব্ধ[৩] এবং তুম্বীযুক্ত-বীণাপ্রিয়। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের হিতকারী, বৃষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ। তুমি বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণিগণের পাককর্ত্তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরস্বরূপ ও বরদ। তুমি বিচিত্র গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বর দান কর। তুমি রাগবান, রাগবিহীন, ধ্যানকর্ত্তা ও অক্ষ-মালাধারী। তুমি মিলিত ও পৃথক্। তুমি ছায়া, আতপ, উষ্মা ও গন্ধস্বরূপ। তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতিশয় ঘোরতর। তুমি শিব, শান্ত ও শান্ততম। তুমি একচরণ, বহুনেত্র, একমস্তক, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্তুতে[৪] লুব্ধ[৫] ও সংবিভাগপ্রিয়। তুমি বিশ্বকর্ম্মা, শিখণ্ড, শমগুণান্বিত, অরাতিকুলভীষণ, ঘণ্টাধারী এবং ঘণ্টানাদ ও অনাহতধ্বনিস্বরূপ। তুমি শত সহস্র ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাপ্রিয় ও ঘণ্টার ন্যায় শব্দায়মান প্রাণবায়ুস্বরূপ। তুমি হুহুঙ্কারস্বরূপ, হুহুঙ্কারপ্রিয়, দেবশ্রেষ্ঠ, শমদমাদিগুণসম্পন্ন ও গিরিবৃক্ষনিবাসী। তুমি শৃগালের ন্যায় হৃদয়াদির মাংসপ্রিয়, পাপ-মোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, যজমান, হুত ও প্রহুতস্বরূপ। তুমি ঋত্বিক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন এবং তট, নদী ও সমুদ্রস্বরূপ। তুমি অন্নদ, অন্নপতি অন্নভোক্তা। তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ,

১। গোসমূহ। ২। [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible]

সহস্রশূলধারী, বাল্যাতিরেগুপ্ত ও বালক্রীড়নক। তুমি বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্ষোভন। তুমি তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুঞ্জকেশ, ষট্‌কর্ম্মপরিতুষ্ট ও ত্রিকর্ম্মনিরত। তুমিই সমুদয় বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ। তুমি শব্দিত, শব্দ ও কোলাহল-স্বরূপ। তুমি শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ নয়ন-সম্পন্ন। তুমি জিতশ্বাস, কৃশ এবং আয়ুধ ও বিদারণস্বরূপ। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি সাংখ্য, সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগপ্রকাশকর্ত্তা। তুমি চতুষ্পদনিকেত ও চতুষ্পদনিরত। তোমার অঙ্গে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়রূপে ও ভুজঙ্গম যজ্ঞোপবীতরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি ঈশান, বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহ-সম্পন্ন, পিঙ্গল-কেশযুক্ত, ত্র্যম্বক, অম্বিকাপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন। তুমি তৃপ্ত ও অতৃপ্তের বিচারকর্ত্তা। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন ও সন্ধ্যারাগস্বরূপ। তুমি মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্যুতি ও মহামেঘ-সমূহের সদৃশ। তুমি স্থূল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বল্কলাজিনধারী, তুমি সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত জটাধারী, সহস্রসূর্য্যসদৃশ, নিত্য তপোনুষ্ঠাননিরত ও উন্মাদন। আবর্ত্তসঙ্কুল গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজুট আর্দ্র হইয়াছে। তুমি বারংবার চন্দ্র, যুগ ও মেঘসমুদয়ের পরিবর্ত্তন করিতেছ। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নস্রষ্টা। তুমি পাককর্ত্তা, পক্বভুক্‌ এবং পবন ও অনলস্বরূপ। তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর এবং সমুদয় চরাচরের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতেরা তোমাকে ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য, মনের উৎপত্তিস্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋক্‌বেদ, সামবেদ ও ওঙ্কারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মজ্ঞ সামবেদী মহাত্মারা সামগানসময়ে "হায়ি হায়ি হুবা হোয়ি" ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি ঋক্‌, যজুঃ ও আহুতিস্বরূপ। তুমি বেদ, উপনিষৎ ও শ্রুতিতে গীত হইয়া থাক। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদয়স্বরূপ। তুমি মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘনির্ঘোষ এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি বৃক্ষ সমুদয়ের মূল, গিরিসমুদয়ের শিখর, মৃগগণমধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিগণমধ্যে গরুড়, সর্পগণমধ্যে বাসুকি, সমুদ্রমধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র এবং ব্রতমধ্যে সত্যস্বরূপ। তুমি দ্বেষ, ইচ্ছা, রোষ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জয় ও পরাজয়স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন, খট্বাঙ্গ ও ঝর্ঝরধারী। তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহার-কর্ত্তা। তুমি অহিংসাদি দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামস্বরূপ। তুমি গঙ্গা, সমুদ্র, নদী পল্বল, সরোবর, লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধি, মৃগ, পক্ষী ও পশু-স্বরূপ। তোমা হইতেই পৃথিব্যাদি ও অন্যান্য কার্য্য-সমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। তুমি যথাকালে ফল-পুষ্প প্রদান করিয়া থাক। তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গায়ত্রী ও ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি হরিৎ, লোহিত নীল, কৃষ্ণ, রক্ত, অরুণ, অভ্রু, কপিল, কপোত, ও মেচকাদিবর্ণস্বরূপ। তুমি বর্ণবিহীন, তুমি উত্তম বর্ণ এবং তুমিই বর্ণকর্ত্তা। তোমার উপমা নাই। তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি উৎকৃষ্ট বর্ণে অতিশয় ভক্তিমান। তুমি যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অনল, গ্রহণ, রাহু, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয় দ্রব্যস্বরূপ। তুমি সামবেদের ত্রিসুপর্ণ ও যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়স্বরূপ। তুমি পবিত্রাদিগের পবিত্র ও মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন কর। তুমি জীবাত্মা, দেহ, প্রাণ এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ। তুমি আয়ুঃ ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা ও জৃম্ভাস্বরূপ। তোমার নেত্র লোহিতবর্ণ, আস্যদেশ ও উদর বিস্তীর্ণ, লোম-সমুদয় সূচির ন্যায়, শ্মশ্রু হরিৎ বর্ণ। তুমি ঊর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীত-বাদ্যে নিতান্ত অনুরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ। তুমি জলচর মৎস্য, জালস্থিত মৎস্য, সম্পূর্ণ, কেলিপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কালস্বরূপ। তুমি মৃত্যু ক্ষুর, ক্ষৌর-কর্ম্মপারগ, মিত্র ও অমিত্রহন্তা। তুমি মেঘমালী, মহাদংষ্ট্র এবং সংবর্ত্তক ও বলাহক মেঘস্বরূপ। তুমি প্রকাশবান্‌, অপ্রকাশ, অন্তর্য্যামী, ঘণ্টাধারী ও রুদ্র। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি অগ্নি, স্বাহা, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী। তুমি চারি যুগ, চারি বেদ ও চারি অগ্নিস্বরূপ। তুমি চারি

আশ্রমবাসীদিগের উপদেষ্টা। তোমা হইতে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি অক্ষপ্রিয় ধূর্ত্ত ভূতগণের ঈশ্বর, রক্তমাল্যাম্বরধারী গিরিশ ও কষায়প্রিয়। তুমি প্রচণ্ড, শিল্পী, শিল্পীদিগের অগ্রগণ্য ও সমুদয় শিল্প-কর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমিই ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ও নমস্কারস্বরূপ। তুমি গূঢ়ব্রতধারী, গূঢ়তপস্বী এবং প্রণব ও আকাশস্বরূপ। তুমি সমুদয়ের আদিকর্ত্তা। তুমিই সমুদয় একত্র স্থাপন ও সমুদয়ের সংহার করিয়া থাক। তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান; তোমার আশ্রয় কেহই নাই। তুমি ব্রহ্মা, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলতা-স্বরূপ। তুমি জীবের আত্মা এবং তোমা হইতে আকাশাদি পদার্থ-সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আদি-কারণ। তুমি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ শাশ্বত, জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ক্ষমাশীল, দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দান্তদিগের শাসনকর্ত্তা। তুমি মাস, কল্প, সংবর্ত্ত ও সৃষ্টির আদিকারণ। তুমি কাম, রেতঃ, সূক্ষ্ম, স্থূল ও কর্ণিকারমালাপ্রিয়। তুমি নন্দিমুখ, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, চতুর্ম্মুখ ও নির্ম্মুখ। তুমি নারায়ণ, নির্লিপ্ত, অনন্ত ও বিরাট্। তোমা হইতে অধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি মহাপার্শ্ব প্রচণ্ডমূর্ত্তি-ধারী ও ভূতগণের অধিপতি। তুমি কৃষ্ণাবতারসময়ে গোধনরক্ষাকালে গোনাদ পরিত্যাগ এবং গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহাবৃষ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা, গোবিন্দ ও ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায় না। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের স্তম্ভ, নিষ্কম্প ও কম্পন-স্বরূপ। তুমি দুর্নিবার, দুঃসহ ও দুরতিক্রম্য। তুমি দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রকম্প। কেহই তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি জয়, দুর্জ্জয়, শীঘ্রগামী, মনোব্যথানাশক এবং চন্দ্র, যম, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও জরাস্বরূপ। তুমি আধি, ব্যাধি-ও ব্যাধিনাশক। তুমি মৃগরূপধারী যজ্ঞের ব্যাধ-স্বরূপ। তোমা হইতেই ব্যাধি সমুদয়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকবন-বাসী। তুমি দণ্ডধারী, ত্র্যম্বক, উগ্রদণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশকর্ত্তা। তুমি জগন্নাথ, সুরশ্রেষ্ঠ ও মরুৎপতি। তুমি বিষাগ্রগণ্য কালকূট পান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও ব্রহ্মানন্দ অনুভব কর। তুমি হিরণ্যরেতাঃ; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা ও গলিতদন্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বস্রষ্টাদিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহু; চন্দ্র-সূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল, দিবারাত্রি তোমার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তোমার সূক্ষ্মমূর্ত্তি সমুদয় আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার।

দক্ষের কবচপাঠরূপ শিবস্তুতি—ক্ষমাপ্রার্থনা

তুমি ভক্তের প্রতি সাতিশয় কৃপা প্রদান করিয়া থাক। আমি তোমার একান্ত ভক্ত; সুতরাং আমার প্রতি অনুকম্পা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি নিতান্ত দুর্লভ হইয়া বহুসংখ্যক লোককে আবরণপূর্ব্বক সমুদ্রপারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমাকে সতত রক্ষা করুন। যোগিগণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, নিদ্রাশূন্য, জিতশ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। যিনি জটাজূটমণ্ডিত, দণ্ডধারী, লম্বোদর এবং যিনি সতত কমণ্ডলুরূপ তূণীর ধারণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলধর অঙ্গসন্ধিমধ্যে নদীসমুদয় এবং জঠরে চারি সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাত্মাকে নমস্কার। যিনি যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে জীবগণকে বিনাশ করিয়া সলিলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হইলাম। যিনি রাহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রজনীযোগে কুমুদিনী-নাথকে এবং দিবাভাগে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মাদি দেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রফুল্লমনে স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ-সমুদয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সমস্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র

পুরুষ সকল দেহীর দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল জীবরূপী রুদ্র প্রতিনিয়ত আমার রক্ষা ও তৃপ্তিসাধন করুন। যাঁহারা দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং রোদন না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন, সেই সকল অহঙ্কাররূপী রুদ্রকে আমি প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। যাঁহারা নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গিরিগুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, নিবিড় অরণ্য, চতুষ্পদ, রথ্যা, চত্বর, নদীতট, হস্ত্যশ্বরথশালা, জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মিজাল, রসাতল ও রসাতলের অতীতস্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং যাঁহাদের সংখ্যা, প্রমাণ ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার।

হে রুদ্র! তুমি সর্ব্বভূতস্রষ্টা, সর্ব্বভূতের পতি ও সকলের অন্তরাত্মা; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক তোমারই অর্চ্চনা করিতে হয়। তুমি সকলের কর্ত্তা; এই নিমিত্তই আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা আমি তোমার দুরব-গাহ[১] মায়াপ্রভাবে একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম; এই নিমিত্তই তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রজোগুণাবলম্বী; এই নিমিত্তই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। এক্ষণে আমি হৃদয়, মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি।' প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

দক্ষের প্রতি শিববর—পাশুপতমত উপদেশ

তখন ভগবান্ রুদ্র দক্ষের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎকৃত[২] স্তুতিবাদ-শ্রবণে যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আর স্তব করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং সকল লোকের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিশেষে আমার সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে তোমার যজ্ঞের বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অতএব এই কল্পে আমা কর্ত্তৃক তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। আমি পুনরায় তোমাকে আর একটি বর প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নবদনে তাহা শ্রবণ কর। আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে যুক্তি অনুসারে পাশুপত-ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি। ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সুরাসুরগণেরও দুঃসাধ্য। উহার প্রভাবে সর্ব্বকালে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে। অতি অল্পকালমধ্যেই উহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উহা সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্র-সংযুক্ত ও একান্ত গূঢ়। উহাতে অজ্ঞানীদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের সহিত উহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য নাই; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই উহার উপযোগিতা অনুধাবন করিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রমত্যাগী পরম-হংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্ত পাত্র। ঐ পাশুপত-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে প্রভূত ফললাভ হয়। তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে সেই পাশুপত-ধর্ম্মের সমগ্র ফললাভ কর। তোমার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক।' অমিতপরাক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবী পার্ব্বতী ও অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি এই দক্ষপ্রোক্ত দেব-সম্মত রুদ্রস্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে, সে নির্বিঘ্নে বহুকাল জীবিত থাকিবে। যেমন ভগবান্ শিব সকল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই দক্ষকৃত শিবস্তবও সমস্ত স্তব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করে, সে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব শ্রবণ করিবে। যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত তস্করোপদ্রুত, ভীত ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা এই স্তব শ্রবণ করিলে অনায়াসে নির্ভয় হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে এই দেহেই রুদ্রানুচরগণের সাদৃশ্য-লাভ এবং অসাধারণ তেজ ও যশঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের গৃহে এই স্তবপাঠ হয়, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ বা বিনায়কগণ তাহাদিগের কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না। যে কামিনী শিব-ভক্তি-পরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুলে দেবতুল্য

১। দুরবগাহ—দুর্বোধ্য। ২। তোমার কৃত।

সমানলাভ হয়, সন্দেহ নাই। যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সতত সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন ও অভিলাষ সফল হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে দেবাদিদেব মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীকে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইঁহাদিগের নাম স্মরণ করে, তাহার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়; সে পরকালে বহুকাল স্বর্গে বাস করে এবং তাহাকে কখনই তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! পরাশরপুত্র ভগবান বেদব্যাস স্বয়ং এইরূপ ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।"

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যোগবিজ্ঞানানুসারে অধিকারিনির্ণয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! ইহলোকে মানবগণ যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহা কিরূপ ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি যে শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞান-সাধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ সলিল ও জ্যোতিঃ এই পাঁচ মহাভূতই সমুদয় প্রাণীর উৎপত্তি ও নাশের কারণ। যেমন উর্ম্মিমালা সাগরে উদ্ভূত ও সাগরেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিগণের শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্মের অঙ্গ-সমুদয় যেমন একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূতসমুদয় মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় মহাভূতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কাঠিন্যাংশ বায়ু হইতে প্রাণ, জল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুদ্ভূত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীই শব্দাদিগুণসম্পন্ন। উহারা বার বার ভূতকর্ত্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও প্রলয়কালে তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ভূতভাবন পরমেশ্বর পাঁচ মহাভূত দ্বারাই শরীরের সমুদয় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র-সমুদয় আকাশের গুণ; রস, মেদ ও জিহ্বা জলের গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল তেজের গুণ; ঘ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ। এই আমি তোমার নিকট পাঞ্চভৌতিক গুণ-সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

জগদীশ্বর ঐ সমুদয় শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের অভ্যন্তরের অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থান করিতেছে, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুদয় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয় সমুদয় কোন্ গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। মানবগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করে। আত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কাল, কর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিকে ও ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করে। বুদ্ধি না থাকিলে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত। বুদ্ধিই চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা গন্ধঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয়-সমুদয় ও মন দূষিত হইলে বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে। বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয়-বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেমন বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিশুদ্ধচিত্ততা; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও অক্ষমা এবং তমোগুণ উপস্থিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হয়। মনুষ্যের মনে যে প্রীতিযুক্ত

ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক, যে দুঃখযুক্ত অপ্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহাকে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট সদমুয় বুদ্ধির গতি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই সমুদয় অবগত হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

দেহ ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, দেহ হইতে বিষয়-সমুদয়ের সৃষ্টি হয়; জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। দেহ ও আত্মা স্বভাবতঃ পৃথক্; কিন্তু মৎস্য যেমন সলিল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত জলমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ পরমাত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয়-সকল আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিষয়-সমুদয় অবগত হইয়া থাকে। লোকে আত্মাকে বিষয়-সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; আত্মা বিষয়-সমুদয়ের পরিদর্শক মাত্র। চেতনাযুক্ত দেহ ভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই। কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এইরূপ নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয়-সমুদয়ের সৃষ্টি এবং আত্মা ঐ সমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অচেতন ইন্দ্রিয়-সমুদয় বুদ্ধি-সহকারে প্রদীপের ন্যায় পদার্থ-সমুদয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। যিনি ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনি যথার্থ নিরহঙ্কারী। ঊর্ণনাভ হইতে যেমন সূত্রের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ দেহ হইতে বিষয় সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দেহনাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না; উহা লিঙ্গশরীরমধ্যে অতি-সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, শরীরনাশ হইলে গুণসমুদয়েরও নাশ হইয়া যায়। এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দূষণীয়। কারণ, গুণের একবার নাশ হইলে পুনরায় উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। লোকে এইরূপে সমুদয় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিবে। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা এই সুবিস্তীর্ণ মোহ-জল-পরিপূর্ণ অগাধ সংসার-নদীতে নিপতিত হইয়া যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই সেরূপ কষ্ট ভোগ করেন না। বিদ্বানেরা জ্ঞানপ্লব অবলম্বনপূর্ব্বক অনায়াসেই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মূঢ় ব্যক্তিরা যাহাতে নিতান্ত ভীত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের তাহাতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বান্দিগের ভিন্ন ভিন্ন গতিলাভ হয় না; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই তুল্যগতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ে দোষারোপ করেন এবং কর্ম্মীরা যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সেই উভয়ই অপ্রিয় বোধ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হয়েন।"

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যোগাজ্ঞানে সুখদুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্তি

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! প্রাণিগণ সর্ব্বদাই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; অতএব আমরা যেরূপে ঐ উভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও সমঙ্গের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ মহাত্মা সমঙ্গকে কহিয়াছিলেন- 'মহর্ষে! তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, তুমি বাহুযুগল দ্বারা ভবনদী সন্তরণ-পূর্ব্বক পার হইতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমাকে নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও শোকবিহীন দেখিতেছি। তোমাতে অণুমাত্রও উদ্বেগ লক্ষিত হয় না। তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ। ইহার কারণ কি?'

সমঙ্গ কহিলেন, 'ভগবন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের সমুদয় বস্তুই অলীক এবং কার্য্যের আরম্ভ ও কর্ম্মফল দুঃখের কারণ। আমি এই সমুদয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া উদ্যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি। প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবনধারণের কারণ। লৌকিক

উদ্যোগ কখনই উহার কারণ নহে। দেখ, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি জড়, কি অজ্ঞ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, সকলেই আমাদিগের ন্যায় জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্ট দ্বারাই রোগবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। দেখ, কেহ সহস্র মুদ্রার অধিপতি, কেহ বা শত-মুদ্রার অধিপতি এবং কেহ বা শোকসন্তপ্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূল শোক পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আমার ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রয়োজন কি? সুখ-দুঃখ যে অনিত্য, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আমি উহাতে অভিভূত হই নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল-কারণ। মূঢ়েন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয়সমুদয় সর্ব্বদাই মুগ্ধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা মোহবশতই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা কোন লোকেই মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয় না।

সুখ-দুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী হইয়া গর্ব্ব ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেহাভিমান-শূন্য মাদৃশ ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান্, সন্তাপস্বরূপ এই সংসার স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইষ্টবস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অন্যের মুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয় লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থলাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হয়েন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র, বা বীর্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না। একমাত্র শীল দ্বারাই পর-লোকে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। যোগবিহীন ব্যক্তিদিগের মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি নাই। যোগ ব্যতীত কেহই সুখলাভে সমর্থ হয় না। দুঃখত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয়বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গর্ব্ব জন্মে এবং গর্ব্ব জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়। আমি এই নিমিত্তই প্রিয়বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখদুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় প্রাণিগণের শোক, ভয় ও গর্ব্ব অবলোকন এবং রাগ-দ্বেষশূন্য ও শোকবিহীন হইয়া অর্থ, কাম, বিষয়তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার ইহলোকে ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম্ম ও লোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অতি কঠোর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি; এই নিমিত্ত শোক আমাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হয় না।"

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

শাস্ত্রজ্ঞানে সর্ব্বার্থসিদ্ধি—গালব-নারদ সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। যাহারা শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বনিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠানবিহীন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি, কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপাসনা ও সতত শাস্ত্র শ্রবণ করাই ঐ সমুদয় ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে গালব-নারদ-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা গালব শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া মোহপরিশূন্য, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবর্ষে। পুরুষ যে সমুদয় গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত হয়, আপনি সেই সকল গুণে সমলঙ্কৃত ও বিদ্বান্। আমি লোকতত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মূঢ়; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন কোন্ কার্য্য আমাদের শ্রেয়স্কর, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ নহি, অতএব আপনি তদ্বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। সমুদয় আশ্রমেরই আচার-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সকল আশ্রমী স্ব স্ব আশ্রমানুযায়ী মতানুসারে বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। এইরূপে মানবগণকে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিবিধ মার্গে গমন করিতে অবলোকন করিয়া আমি কি কর্ত্তব্য, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। শাস্ত্র যদি একরূপ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতে কর্ত্তব্য নিরূপণ করা আমার

পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্য অবধারণবিষয়ে আমার নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার সংশয় অপনোদন করুন।'

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিস্তৃত উপদেশ

নারদ কহিলেন, 'বৎস। চারি আশ্রম যেমন পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও যথাক্রমে পৃথক্‌রূপে নিরূপিত আছে। তুমি ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্য-সন্নিধানে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনায়াসে ঐ সমুদয়ের বিশুদ্ধভাব অবগত হইতে পারিবে। যাহারা সামান্যভাবে ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলোকন করে, ধর্ম্মনিরূপণবিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহ দূর হয় না। আর যাহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে[১] আশ্রমধর্ম্মসমূহের যথার্থ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই মুক্তিকে সমুদয় আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।

মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ ত্রিবর্গ-সংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্যসঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতে দয়াপ্রকাশ, সরল ব্যবহার, মধুর বাক্যপ্রয়োগ, দেবতাগণ, পিতৃগণ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কার-পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত শাস্ত্রজিজ্ঞাসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাঁহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দার দ্বারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে। আপনার গুণ দ্বারাই নির্গুণদিগকে পরাজিত করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক আত্মাভিমানী নির্গুণ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে মানস করিয়া তাঁহাদের দোষারোপ করে। তাহারা মহাজনগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। পুষ্পসমুদয় যেমন আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধ দ্বারা দশ দিক্ সুবাসিত করে, সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় কিরণজালপ্রভাবে অম্বরতলে দেদীপ্যমান হয়েন, তদ্রূপ মহদ্‌ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে ভূমণ্ডলমধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসা নিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে।

কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও লোকসমাজে তাঁহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অসারতা নিবন্ধন উহা ব্যর্থ হইয়া যায়, আর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অতি মৃদুস্বরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সারনিবন্ধন উহা সমধিক শোভামান্ হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিসংযোগে আপনার তেজ প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তিরা কুবাক্য-প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিবিধজ্ঞানলাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান্ হয়েন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায় প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা শ্রেয়োলাভের বাসনা করে, স্বধর্ম্ম-নিরত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে কখনও বাস করা তাহাদিগের কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাকে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখলাভ হইয়া থাকে। বিঘসাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ-বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদিবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

১। খুঁটিনাটির সহিত।

আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়।

যে স্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুর নিকট গমন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠালাভার্থ যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্মসেতু বিলোড়িত হয়, প্রজ্বলিত[১] বস্ত্রান্তের[২] ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাৎসর্য্যবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে; সসর্প গৃহের ন্যায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ব্ববাসনাপ্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজন না হইতে অগ্রে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কদাচ বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিত-চিত্তে সেই দেশে বাস করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষামিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মানবগণ অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন, জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সৎকারলাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের নরপতি বিষয়লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করেন, অবিচারিত-চিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ভূপালগণ নিরন্তর অধিকারস্থ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এই আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার কত দূর অভ্যুদয়লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ ধর্ম্মবলেই পরমার্থ মোক্ষপদার্থ লাভ হইয়া থাকে'।"

—

একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

সাংসারিক বন্ধন—অরিষ্টনেমি-সগর সংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মাদৃশ ভূপালগণ কিরূপে সাবধান হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন এবং কোন্ কোন গুণ আশ্রয় করিয়া সঙ্গপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! মহর্ষি অরিষ্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহারাজ সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! মনুষ্য কিরূপ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া সুখী হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।' মহাত্মা সগর এই কথা কহিলে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা অরিষ্টনেমি তাঁহাকে উপদেশের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদি-পোষণনিরত ধনধান্যসমাকুল অনভিজ্ঞ লোকেরা কখনই সেই পরমপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। বিষয়ে আসক্তবুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ

১—২। একালে প্রচলিত কম্বল।

করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মূঢ়ব্যক্তিরা কোন কালেই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।

স্নেহপাশচ্ছেদনের উপায়

এক্ষণে আমি তোমার নিকট সমুদয় স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইবার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবনধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ব্বক স্নেহপাশবিমুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী, পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত; পুত্র হউক বা না হউক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভোগপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে মোক্ষলাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইহলোকে যাহারা বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহারা পরমসুখে কালাতিপাত করে; আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ, আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে, অতএব ইহলোকে বিষয়নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুক্ষু ব্যক্তি, আমা ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এইরূপে জীবনধারণ করিবে, এই চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখদুঃখভোগী ও স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতা-মাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, অতএব সকল লোকই স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডস্বরূপ[1] ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে, তখন তুমি পরিবারদিগের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার। যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলেও তুমি তাহাদিগের সুখদুঃখ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হও না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক, তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যনিবন্ধন সুখদুঃখভোগ করিতে হইবে, তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গলচিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে; ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার নিতান্ত উচিত।

যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিতে পারে, যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়, যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম, মরণ ও জীবনধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্তমাত্র ধান্য গ্রহণ করে, প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়, যে ব্যক্তি সমুদয় লোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত, ব্যাধি-নিপীড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদয় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়, কি পর্য্যঙ্কশয্যা[1] কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণনির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদয়েই যাহার সমান জ্ঞান, যে ব্যক্তি সমুদয় লোক পঞ্চভূত-সম্ভূত বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়, অনুরাগ, বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি, যে ব্যক্তি এই শরীর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষপরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত[2] সংযোগ, কৃশতা, বিবর্ণতা, জরানিবন্ধন মুগ্ধভাব, পুংস্ত্বের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে, ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারে, যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়া

১। মাটির ঢেলা—কুম্ভকার আপনার ইচ্ছায় আবশ্যকমত মাটি দ্বারা নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

১। খাট-বিছানা। ২। চর্ম্ম [illegible]।

সমুদয় অনিত্য জ্ঞান করে, প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য নরপতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়, যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ ও কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ অনর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদয় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে? যদি তুমি গার্হস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধনবিষয়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মৃত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার কর।'

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমির এই উপদেশবাক্য-শ্রবণে মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

——

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

শুক্রের সুরশক্রতা—রুদ্রকবলে প্রবেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহামতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত দেবগণের অপ্রিয় ও অসুরগণের প্রিয়কার্য্যসাধন এবং কি নিমিত্তই বা স্বয়ং দেবর্ষি হইয়া দেবগণের তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার শুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছিল এবং কি নিমিত্তই বা তিনি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না, এই সমুদয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে এই বৃত্তান্তগুলি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ও যত দূর অবগত আছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভৃগুবংশসম্ভূত মহামুনি শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত[১] স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন[২] দেবতাদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন। যক্ষরাক্ষসাধিপতি কুবের জগৎপ্রভু ইন্দ্রের কোষরক্ষার নিযুক্ত ছিলেন। মহামুনি শুক্রাচার্য্য যোগবলে কুবেরের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যোগবলে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। ধনপতি কুবের এইরূপে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে অমিতপরাক্রম দেবাদিদেব রুদ্রদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহেশ্বর! ভগবান্ ভার্গব যোগবলে আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে রোধ ও আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন।' মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া শূলগ্রহণপূর্ব্বক বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'দুরাত্মা ভার্গব কোথায়?' ঐ সময় মহাত্মা শুক্রাচার্য্য স্বীয় উগ্রতর তপঃপ্রভাবে দূর হইতেই যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন শুক্রকে তথায় অবস্থিত অবলোকনপূর্ব্বক পিনাকের[১] ন্যায় শূলাগ্র সন্নমিত করিলেন। দেবদেবের শূলাগ্র সন্নমিত হইবামাত্র শুক্রাচার্য্য তাঁহার হস্তগত হইলেন। তখন পিনাকী মুখব্যাদনপূর্ব্বক[২] অবিলম্বে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এইরূপে মহাদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! মহাদ্যুতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত সেই ভূতভাবন ভগবান দেবদেবের জঠর হইতে বহির্গত না হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিলেন এবং পরিভ্রমণ করিয়াই বা কি কার্য্য করিলেন, তৎসমুদয়ই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

শুক্রনামের উৎপত্তি-কারণ

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! ভগবান কৈলাসনাথ শুক্রাচার্য্যকে গ্রাস করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বহুকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে তিনি মহাহ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার কুশল ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মনিরত মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তপোবলে আপনার তেজঃ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্যা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণপ্রভাবে পরিশোভিত হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন। মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিতান্ত

১—২। বিষ্ণুর অবতার পরশুরামের মাতৃবধ হেতু।

১। ধনুর। ২। মুখ হাঁ করিয়া।

উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জঠরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি বারংবার মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ভগবন্। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।' তখন ভগবান্ শূলপাণি সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ভার্গব। তুমি আমার শিশ্ন১দ্বার দিয়া বহির্গত হও।'

মহেশ্বর এই কথা কহিলে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রথমতঃ স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ উদরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন। মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেবের ক্রোধনিবন্ধনই ঐ মহর্ষি আকাশের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হয়েন না। অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রাচার্য্যকে বিনির্গত দেখিয়া রোষপূর্ণনয়নে শূলধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশসাধনে সমুদ্যত হইলেন। দেবী পার্ব্বতী পশুপতিকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নাথ। এই ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশ্নদ্বার দিয়া নিঃসৃত হওয়াতে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে; অতএব ইহাকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।'

পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'দেবি। আমি প্রীত হইয়াছি, ইহাকে যথা ইচ্ছা গমন করিতে বল।' তখন মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভৃগুনন্দন মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের চরিত্র সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।"

—

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

শুভলোকগতি—জনক-পরাশরসংবাদ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ। আমি যত আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি মানবগণ কিরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয় লোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ। পূর্ব্বকালে মহাযশস্বী জনক রাজা একদিন মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষে। কি কার্য্য দ্বারা মানবগণের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।'

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাতপা পরাশর তাঁহাকে কহিলেন, 'রাজন্। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের করগ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মানবগণ ঐ সমুদয় উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। উহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাম্রাদি-নির্ম্মিত পাত্র যেমন সুবর্ণ ও রজতরসে অভিষিক্ত হইলে তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি ও কর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দেহাবসানে স্ব স্ব সুকৃতিবলেই সুখলাভ করিয়া থাকে।

চার্ব্বাকেরা কহে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্টকর্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধর্ব্ব, ও দানবযোনিপ্রাপ্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফলপ্রাপ্তির সময় জন্মান্তরীণ কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে। বেদনির্দ্দিষ্ট বাক্য-সমুদয় লোকযাত্রানির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে. ঐ সমুদয় জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসনবাক্য নহে। চার্ব্বাকদিগের এই মত নিতান্ত অবিশুদ্ধ।

কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত

১। জননেন্দ্রিয় দ্বার।

কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখদুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসারসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার সুখের ক্ষয় হইলেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয়। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনাপরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদিকারণ। মনুষ্যমধ্যে কাহাকেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, আর যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসারমধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক্ পৃথক্। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।'

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কঠিন পাপ দুরপনেয়—অকাট্য

পরাশর কহিলেন, 'হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীর-রথের শব্দাদি-বিষয়রূপ অশ্ব-সমুদয়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিষয়-বাসনাশূন্য হইয়া আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্য দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া তামসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য[১] দুর্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত পাপকার্য্য দ্বারা আত্মাকে নরক-ভাগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখ-জনক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পাপকার্য্য দ্বারা মহৎ ফললাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন। পাপকার্য্যের ফল অতি কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপকার্য্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। যেমন নীলাদিরাগে[২] অরঞ্জিত[৩] বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়, কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুভ্রতা-সম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত-জনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শনপূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসা-ব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। যাহা হউক, আমার মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্মসমুদয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্য সমুদয়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা

১। আবৃত। ২। আসক্ত।

১। পুণ্যলভ্য। ২। নীলাদি বর্ণে। ৩। রং করা নয় এরূপ।

মহর্ষিগণের ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক্ব[1] মৃৎপাত্রস্থ[2] জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ব মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সমভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ। এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি প্রথমতঃ প্রবল শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া, যথাবিধি প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন, শক্তি অনুসারে গুরুজনদের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সৎস্বভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবেন।'

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

দানাদি কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ

পরাশর কহিলেন, 'হে মহারাজ জনক। ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকে কিছুই প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকারসাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহ-পরিশূন্য ও দুষ্টচেতা[3] হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধনগ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন ন্যায়পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৃশংসকার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক, সাধ্যানুরূপ সলিল প্রদান করিতে পারিলে অন্নদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা রন্তিদেব ফল, মূল ও পত্র দ্বারা মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। নরপতি শৈব্যও ফলমূল দ্বারা পার্ষদগণের সহিত ভগবান ভাস্করের সন্তোষসাধন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের, সৎকার দ্বারা অতিথিকুলের, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ঋচীকতনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভপূর্ব্বক ঋক্‌বেদগাথা দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈত্যগুরু উশনা দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও শুক্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান, জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু ও শ্রুতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋক্‌বেদ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে অপূজনীয় অনেকানেক ব্যক্তিও একমাত্র বিষ্ণুর স্তবপ্রভাবেই সকলের পূজনীয় হইয়াছে।

নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতিলাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্। ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি শ্রেয়

১—২। কাঁচা মাটির পাত্রে স্থিত। ৩। দুষ্ট হৃদয়।

নহে। আহিতাগ্নি[১] ব্যক্তিরা পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়াবিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ সাগ্নিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাদিগকে বিধিপূর্ব্বক সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনা-পরিশূন্য হইয়া স্নেহ সহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।'

—

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

শূদ্রের সেবাধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ

পরাশর কহিলেন, 'হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্র সময়ক্রমে বিপুল ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবা ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশতঃ সমধিক শোভমান্ হয়, তদ্রূপ শূদ্রজাতিও সাধুসংসর্গ-নিবন্ধন সমধিক শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। শুক্লবস্ত্র নীলপীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব দোষ পরিহারপূর্ব্বক গুণসমূহে অনুরাগ অপ্রকাশ[২] করাই[৩] সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী। অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া যদি সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে তস্করতাপাপে[১] লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান স্বয়ম্ভু সর্ব্বপ্রথমে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। তৎপরে বিধাতা লোকরক্ষণার্থ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষি-গোরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্যরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান মার্জ্জনাদি করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে কখনই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে। ফলতঃ নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতি কষ্টে কাকিনীমাত্র[২] দান করিলেই মহাফললাভ হইয়া থাকে। নরপতিদিগের মধ্যে যিনি সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ধনদান করেন, তাঁহার তদনুরূপ মহাফললাভ হয়। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহার সন্তোষ-সাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট, গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম, আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দম-গুণান্বিত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিরন্তর ইহাদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।'

১। আজীবন গৃহে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক হোমাদির অনুষ্ঠানকারী। ২—৩: প্রকাশ না করাই।

১। চুরি করার পাপে। ২। কুড়ি কড়া বা পাঁচ গণ্ডা কড়ি মাত্র।

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ন্যায়তঃ উপার্জ্জিত অর্থের উৎকর্ষ

পরাশর কহিলেন, 'হে রাজর্ষে। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্যের ন্যায়াৰ্জ্জিত ও শূদ্রের শুশ্রূষা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ত্রিবর্ণের সেবা করা শূদ্রেরই পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতিত হয়েন না, কিন্তু শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। শূদ্র ত্রিবর্ণ-সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে। যে ব্যক্তি কদাপি নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকার্থ ঐ সমুদয় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তির বহুকালাবধি ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরম ধর্ম্মলাভ হয় সন্দেহ নাই। ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকেরা প্রশংসনীয় ও নানা গুণের আধার হয়েন।

পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত। কিয়ৎকাল পরে অসুরগণ প্রজাগণকে ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিরূপে তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিল। কামাদি প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রজাগণের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের আবির্ভাব হইল। তৎপরে দর্প হইতে ক্রোধ সমুত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুশীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল। তখন প্রজাগণ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেবল ধিক্কারপ্রদান দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

এইরূপে প্রজাগণ যার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল হইলে দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শূলপাণি দেবগণের মুখে প্রজাদিগের বিপরীত আচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে প্রথমতঃ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রধান মহামোহকে নিপাতিত করিলেন। মহামোহ বিনষ্ট হইলে মানবগণ পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মানবগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মানবগণের শাসন করিয়া নিরস্ত হইলে বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়াছিলেন।

যে সময় দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাগণের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসম্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয় হইতে ঐ সমুদয় অসুরভাব অপনীত হয় নাই। সেই সমস্ত ব্যক্তির সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল অসুরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মূঢ় ব্যক্তিরা স্বয়ং তাঁহাদের সেই কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে। অতএব আমি শাস্ত্র সমালোচনাপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে কখনই কল্যাণলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিরত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌহার্দ্দ্য ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর গুণে অনুরক্ত হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক।

নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশ হইলে আহ্লাদিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণমধ্যেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মশীল, কি বিদ্বান, কি যাচক, কি অযাচক সকলের হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা উচিত। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।'

ষণ্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

তপস্যার প্রবৃত্তিজনক কারণ

পরাশর কহিলেন, 'হে মহারাজ। এই আমি গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তপোনিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রায় সকল গৃহস্থেরই রাজসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক[1] মমতা জন্মিয়া থাকে। মানবগণ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না। তাহারা সতত ঐ সমুদয় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগবাসনায় একান্ত আক্রান্ত হয়। তখন ভোগপরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চিরপরিচিত[2] লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদের সন্তোষসাধনার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অপত্যস্নেহে যার পর নাই অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে নিতান্ত কাতর হয়। গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মানলাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্রাদিরূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইবে বলিয়া স্থির করে, অচিরাৎ সেই সমুদয় হইতে বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদয় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভকর্ম্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিনাশ হইলে ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্লভ।

সংযমসাধনে সর্ব্ববর্ণের অধিকার

তপস্যা[1] সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। দয়াদাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণের উহাতে অধিকার আছে। তপঃপ্রভাবে দমগুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রজাপতি বিবিধব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বিশ্বদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব তপঃপ্রভাবে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে যে সমুদয় নরপতি ও মহাবংশসম্ভূত ধনাঢ্য গৃহস্থকে পট্টবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরমরূপবতী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা, উত্তমোত্তম বিবিধ ভোজ্যবস্তু এবং অন্যান্য অভিলষিত সামগ্রী সম্ভোগ করিতে দেখা যায়, তৎসমুদয় তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল। ত্রিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয়। মনুষ্য সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক স্বীয় বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ সকল দুঃখের আদিকারণ, লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম[2] এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রমনিবন্ধন অভ্যাসবর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। জ্ঞাননাশ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক, লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রিয়বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয়বস্তুই দুঃখজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

১। সংসর্গজাত। ২। বহুকালের আচরিত।

১। সংযমসাধন। ২। ইন্দ্রিয়ের ব্যগ্রভাবে।

তপস্তার ফল সুখ, আর তপস্তা না করিলে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব তপস্তা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। নিষ্পাপ তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সম্ভোগ ও খ্যাতিলাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত অপ্রিয়-সংঘটন, বিষয়-সম্ভোগ-জনিত বিবিধ ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্তা ও দান প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তব্যতা সত্ত্বেও মানবগণ অবিহিত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরয়[১]গামী হয়।

যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুঃখের আবির্ভাব হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভার্থ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করে না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। অনায়াসলভ্য বিষয়-সমুদয় উপভোগ ও যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিরা কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমুদয় নশ্বর; অতএব আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে সকল গৃহস্থ কর্ম্মনিরত, স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেমন নদনদী প্রভৃতি জলাশয়-সকল সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমিগণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।'

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

তপোবলে উৎকর্ষ—তপস্যাভাবে অপকর্ষ

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! যখন পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল? তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন।'

পরাশর কহিলেন, 'রাজর্ষে! পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তপস্যার অপকর্ষ নিবন্ধন মানবগণের উত্তরোত্তর হীনজাতিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্ম্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়। ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারি বর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পরস্পর সহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।'

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! মানবগণ সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র লাভ করিল এবং যে সকল মুনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা কিরূপে ব্রাহ্মণত্বলাভ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

পরাশর কহিলেন, 'বিদেহরাজ! জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমন ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভপূর্ব্বক বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমে অঙ্গিরাঃ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদয় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।'

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি বর্ণ-সমুদয়ের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম্মসমুদয় পরিজ্ঞাত আছেন; এক্ষণে আমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন।

১। নরক।

ব্রাহ্মণাদির সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম

পরাশর কহিলেন, 'রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট চারি বর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তর সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্যবর্গকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যানুষ্ঠান অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে অনুরাগ, শৌচ, অসূয়া-পরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটি সমুদয় বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদোক্ত ধর্ম্মে ইহাদিগের অধিকার আছে। কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধার্ম্মিকগণ স্বধর্ম্মনিরত সাধু ব্যক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। শূদ্রগণ সংস্কারলাভের যোগ্য নহে এবং কুকর্ম্মনিবন্ধন তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহারা অনৃশংসতাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অনৃশংসতাদি ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। শূদ্রগণ উন্নত হইবার মানসে সাধুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইতর ব্যক্তিরা যেরূপ সদ্ব্যবহার অবলম্বন করে, ইহলোকে তদনুরূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।'

জনক কহিলেন, 'মহর্ষে! মনুষ্য কি কর্ম্মপ্রভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হয় না, জন্মনিবন্ধন উহার হীনত্বলাভ হইয়া থাকে? তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।'

পরাশর কহিলেন, 'রাজর্ষে! কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীনদশা উপস্থিত হয়। ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি নীচজাতি হইয়াও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।'

জনক কহিলেন, 'ভগবন্! কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা হিংসাবিহীন হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

পরাশর কহিলেন, 'বিদেহরাজ! মনুষ্য যে কার্য্য দ্বারা প্রাণীর হিংসা না করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সন্তাপবিহীন ও শ্রেষ্ঠপদে সমারূঢ় হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাবান, বিনয়ান্বিত, দমগুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ অধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।'

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

ব্যক্তিভেদে কর্ত্তব্যের বিভিন্নতা

পরাশর কহিলেন, 'হে মহারাজ! ইহলোকে যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও সুহৃদগণের সেবাজন্য ফললাভে সমর্থ হয় না, যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানতৎপর ও বশবর্ত্তী হয়, তাহারাই ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরমপদ অধিকার করেন।

যে নরপতি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃত্তি[1] অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে দেবদুর্লভ লোকে গমন করিয়া স্বর্গসুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন।

১। পতঙ্গবৃত্তি—পতঙ্গ যেমন আগুনের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়ে, রাজাও তদ্রূপ যুদ্ধে বিপক্ষের মধ্যে অগ্রসর হইবেন।

শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র[1] রোরুদ্যমান[2], সমরপরাঙ্মুখ, সহায়বিহীন, উদ্‌যোগশূন্য, রোগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কদাপি বিধেয় নহে। সমরস্থলে সহায়সংযুক্ত, যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, সমকক্ষ, প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করাই নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনাশই প্রশংসনীয়। ভয়বিহ্বল নীচ ব্যক্তির হস্তে প্রাণপরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। পাপানুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমায়ু থাকে, তাহাকে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না।

মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসা দ্বারা অপত্যাদির জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুমূর্ষু গৃহস্থমাত্রেরই তীর্থস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া উচিত। আয়ুঃশেষ হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্ব্বার দেহ লাভ করে। যেমন এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মপথ দ্বারা পুনর্ব্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীব যোগযুক্ত হইলে তাহার ক্রমশঃ মুক্তিলাভ হয়।

অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা দেহকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ, বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং ত্বক্ দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যখন জীব দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা নিশ্চেষ্ট ও বিচেতন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনার কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। দেহত্যাগের পর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনা-দেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের ন্যায় পরিভ্রমণ করে এবং তৎপরে পুনর্ব্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণিগণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণীর মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গম-মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবান্‌দিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

যাহারা ইহলোকে স্ব স্ব গুণানুসারে নশ্বর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহাকেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্র-মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাকেই পুণ্যবান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নি-প্রবেশ দ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দস্যু-হস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতি উৎকৃষ্ট পীড়াদি দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ ঊর্দ্ধদেশ, যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কার্য্যেই নিরত থাকে, তাঁহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপকর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া থাকে।

মনুষ্য অজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধদিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞা-শর দ্বারা উহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভারার্পণপূর্ব্বক

১। অস্ত্রহীন। ২। অতিশয় ক্রন্দনপরায়ণ।

মোক্ষলাভের নিমিত্ত অরণ্য আশ্রয় করিবেন। আত্মাকে এককালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

মানুষজন্মের প্রশংসা

অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আত্মা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই যোনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ যাহাতে কোনক্রমেই মনুষ্যযোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়েন, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ হইয়া বেদপ্রমাণানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া, কামপরায়ণ হইয়া মনুষ্যের দ্বেষ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সমুদয় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়দর্শনে বিমুখ ও শান্তস্বভাব হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে প্রাণিগণকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থ সমুদয়ে গমনপূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্যা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ধনদান করা মনুষ্যগণের নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা স্বীয়গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা শ্মশানে নীত করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ আপনাদিগের হিত-সাধনার্থই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, যজন, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্‌দিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।'

হে যুধিষ্ঠির। পূর্ব্বকালে মহাত্মা পরাশর বিদেহরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।"

বিষয়-সূচী

শল্যপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়— ৬৬ ; পৃষ্ঠা ১—১১১

সৌপ্তিকপর্ব্ব ঃ— অধ্যায়—১৮ ; পৃষ্ঠা ১১৩—১৩৮

স্ত্রীপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—২৭ ; পৃষ্ঠা ১৩৯—১৬৬

শান্তিপর্ব্ব (পূর্ব্বার্দ্ধ) ঃ—অধ্যায়--২৯৮ ; পৃষ্ঠা ১৬৭—৫৭১

মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

চতুর্থ খণ্ড—শল্যপর্ব্ব—সৌপ্তিকপর্ব্ব—স্ত্রীপর্ব্ব ও শান্তিপর্ব্ব (পূর্ব্বার্দ্ধ)

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত

স্বর্গতঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শব্দার্থ—পাদটীকা—সুপরিশুদ্ধ—বসুমতী-প্রকাশিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সরকারী সাহায্য পাওয়ায় এই খণ্ডের স্বল্পমূল্য ধার্য্য করা সম্ভব হইয়াছে।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য—ছয় টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা-১